BanglaBook.org

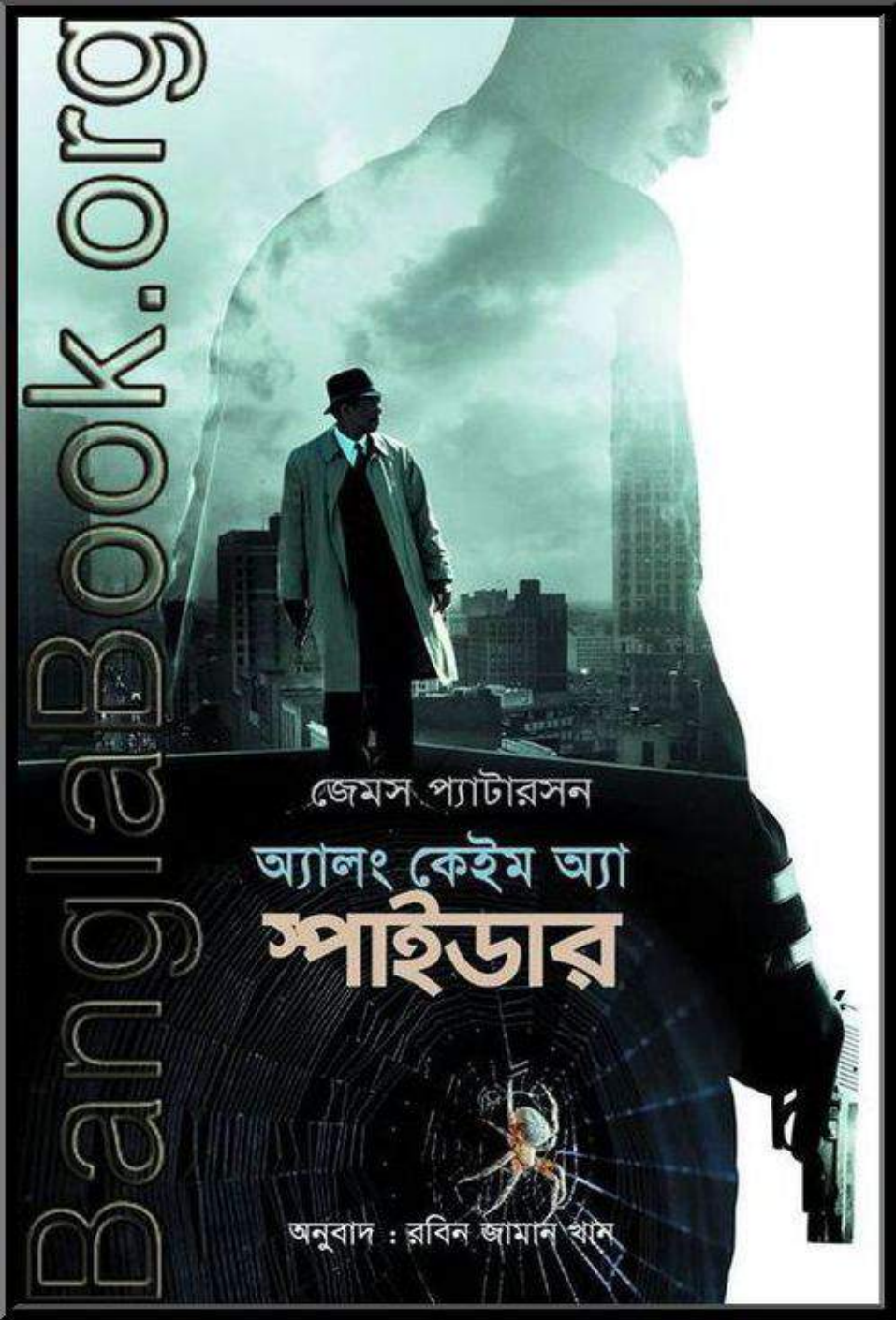

জেমস প্যাটারসন

অ্যালং কেইম অ্যা স্পাইডার

অনুবাদ : রবিন জামান খান

জনপ্রিয় আমেরিকান থ্রিলার লেখক জেমস বি. প্যাটারসন ১৯৪৭ সালের মার্চ মাসে জন্মগ্রহণ করেন। পড়ালেখা শেষ করে অ্যাডফার্মে চাকরি করেছেন তিনি, তবে ১৯৮৫ সালে চাকরি ছেড়ে দিয়ে পুরোপুরি লেখালেখিতে মনোনিবেশ করেন। মার্ডার মিস্ট্রি থেকে শুরু করে ফ্যান্টাসি অ্যাডভেঞ্চার—প্রায় সর্বত্রই তিনি সফল। এ পর্যন্ত ৭১টি উপন্যাস লিখেছেন যার মধ্যে পরপর ১৯টি উপন্যাস নিউইয়র্ক টাইমস বেস্টসেলারের তালিকায় ঠাঁই করে নেয়ার মতো বিশ্বরেকর্ডও সৃষ্টি করেছে।

২০০৫ সালে জেমস প্যাটারসন পেইজ টার্নার নামে একটি অ্যাওয়ার্ডের প্রবর্তন করেন। থ্রিলার সাহিত্য জনপ্রিয় করার কাজে ভূমিকা রাখার জন্য বিভিন্ন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান এবং স্কুল-কলেজকে মোট ৮৫০০০০ ডলার দান করেন তিনি। এছাড়াও, ইন্টারন্যাশনাল থ্রিলার-রাইটার্স অর্গানাইজেশন গঠনে বিরাট ভূমিকা ছিলো এই জনপ্রিয় লেখকের।

অ্যালেক্স ক্রশ তার সব চাইতে জনপ্রিয় সিরিজ।

এডগার অ্যাওয়ার্ডসহ অনেক পুরস্কারে ভূষিত জেমস প্যাটারসন বর্তমানে বিভিন্ন লেখকের সাথে যৌথভাবে লেখালেখি করে যাচ্ছেন।

জেমস প্যাটারসনের অসাধারণ সৃষ্টি 'অ্যালেক্স ক্রশ'কে বলা হয়ে থাকে থ্রিলার জগতে সবচেয়ে বেশি সময় ধরে চলা সর্বাধিক জনপ্রিয় সিরিজ।
ওয়াশিংটন ডিসি পুলিশের সাইকোলজিস্ট ডিটেক্টিভ অ্যালেক্স ক্রশকে সিরিয়াল কিলিঙের কেস থেকে অপসারিত করে নিয়োগ দেয়া হয় ইতিহাসের সবচেয়ে দুর্ধর্ষ অপহরণের কেস সমাধানে। কাজে নেমেই অ্যালেক্স ক্রশ আবিষ্কার করে এক অসাধারণ 'ক্রিমিনাল জিনিয়াস' যে পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ অপরাধী হিসেবে স্থান পেতে চায়। এক দিকে প্রতিপদে প্রশাসনের বিমূঢ়তা আর অন্যদিকে অসাধারণ বুদ্ধিমান এবং চতুর এই অপরাধীকে পাকড়াও করতে গিয়ে অ্যালেক্স ক্রশ সম্মুখীন হয় তার জীবনের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জের।
চতুরতা, নিষ্ঠুরতা আর ষড়যন্ত্রের মায়াজালে বিস্তৃত এক উপাখ্যান জেমস প্যাটারসনের সর্বাধিক জনপ্রিয় সিরিজ অ্যালেক্স ক্রশে'র *অ্যালং কেইম অ্যা স্পাইডার*।

'ভয়ংকর রকমের অসাধারণ...এতোটাই রোমাঞ্চিত ছিলাম যে সারা রাত ধরে পড়েছি। চমৎকার সব টুইস্টে ভরপুর একটি থ্রিলার'

-ডেইলি মেইল

'যেমন আকর্ষনীয় তেমনি ভয়ংকর এক ভিলেইন...বছরের সেরা থ্রিলারগুলোর অন্যতম এটি'

-রাইভ কাসলার, লেখক

'ভীতি আর সাসপেন্স পাঠককে ধরে রাখবে'

-এড ম্যাকবেইন

'অ্যালেক্স ক্রশ আপনাকে মুগ্ধ করবে...আর এর ভিলেইন দুঃস্বপ্নের মতোই ভীতিকর'

-ওয়াশিংটন পোস্ট

বইয়ের আলোয় আলোকিত হোন...

ISBN 984872961-5
9789848729618

http://www.facebook.com/pages/batighar-prokashoni

জেমস প্যাটারসন

অ্যালং কেইম অ্যা স্পাইডার

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অনুবাদঃ রবিন জামান খান

বাতিঘর প্রকাশনী

অ্যালং কেইম স্পাইডার

মূল : জেমস প্যাটারসন

অনুবাদ : রবিন জামান খান

Along Came Spider

copyright©2014 by James Patterson

অনুবাদস্বত্ব : বাতিঘর প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৪

প্রচ্ছদ: ডিলান

বাতিঘর প্রকাশনী, ৩৭/১, বাংলাবাজার (বর্ণমালা মার্কেট তৃতীয় তলা), ঢাকা-১১০০ থেকে মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন কর্তৃক প্রকাশিত; মুদ্রণ : একুশে প্রিন্টার্স, ১৮/২৩, গোপাল সাহা লেন, শিংটোলা, সূত্রাপুর ঢাকা-১১০০; গ্রাফিক্স: ডট প্রিন্ট, ৩৭/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০; কম্পোজ : অনুবাদক

মূল্য দুইশত চল্লিশ টাকা মাত্র

The Online Library of Bangla Books

BANGLA BOOK.ORG

উৎসর্গ:

আমার ভার্সিটির ছোট ভাই,

বাপ্পী, লিমন, শাহেদ এবং কল্লোল'কে

ক্যাম্পাসের সেই উচ্ছল দিনগুলো কি কখনো ভোলা সম্ভব...

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ১

১৯৯২ সালের ২১ ডিসেম্বর। এক রোদ ঝলমলে সকালে ওয়াশিংটন ডিসি'র ফিফথ স্ট্রিটে নিজের বাড়ির বেডরুমে একদম প্রশান্ত মনে বসে আছি আমি। রুমটার সর্বত্র শীতের কোট, কাজের জুতো আর মেঝেময় বাচ্চাদের খেলনা ছড়ানো। কিন্তু কেন জানি গা করতে ইচ্ছে করছে না। যাই থাক আর যেভাবেই থাক আমার নিজের বাড়িই তো। বাড়িতে থাকার প্রশান্তি আমি পুরোপুরি উপভোগ করার চেষ্টা করছি।

সাতটা বাজতে এখনো ঢের বাকি। আমাদের গ্র্যান্ড পিয়ানোটার সামনে বসে একটা সুর তোলার চেষ্টা করছি এমন সময় কিচেনে বেসুরোভাবে ফোনটা বাজতে লাগলো। কেন জানি মনে হলো ডিসি, ভার্জিনিয়া অথবা মেরিল্যান্ডে কোনো লটারি জিতেছি আমি, তার খবর জানাতেই ফোনটা এসেছে। কারণ প্রায়ই আমি লটারির টিকিট কিনি কিন্তু কখনোই জিতি না, তবে আমিও আশা ছাড়ি না।

ফোন বেজেই চলেছে কেউ ধরছে না। "নানা? ফোনটা ধরবে, প্লিজ?" আমি বেডরুম থেকে চিৎকার ক'রে বললাম।

"আমার তো মনে হচ্ছে কলটা তোমারই, আমি ধরতে পারবো না, তুমিই ধরো," নানা মামা মানে আমার দাদু বেশ মজার সুরে চিৎকার ক'রে জবাব দিলো। সে আমার আলসেমি পরিস্কার ধরতে পেরেছে।

নানা মামা সবসময়ই আমার মনের ব্যাপারগুলো কিভাবে যেনো বুঝে ফেলে।

অগত্যা পিয়ানো বাজানো ছেড়ে আমাকেই উঠতে হলো। লম্বা লম্বা পা ফেলে কিচেনের দিকে এগোতে বাচ্চাদেব খেলনাগুলো বাজতে লাগলো পায়ে। আমার বর্তমান বয়স আটত্রিশ। নিয়মিত শরীরের যত্ন নেয়ার ফলে আসল বয়সের চেয়ে আমাকে বেশ কম বয়স্ক দেখায়, আর আমার ধারণা আমি বাঁচবোও অনেকদিন। আমার পার্টনার, বন্ধু এবং কলিগ স্যাম্পসনেরও এমনটাই ধারণা। আমি স্যাম্পসনের মতামত দারুণভাবে মূল্যায়ন করি। কারণ আমার মনে হয় স্যাম্পসন আমাকে নিজের বাচ্চাদের চেয়েও ভালো বোঝে। আমি মোটামুটি নিশ্চিত এটা ওরই ফোন।

"মর্নিং ব্রাউন সুগার, বেশ মুডে আছো তাই না?" আদি ও অকৃত্রিম স্যাম্পসনের গলায় বেশ একটা দুষ্টামি ভাব। স্যাম্পসন আর আমি নয় বছর বয়স থেকে ভালো বন্ধু। কাজের ক্ষেত্রে এসে কলিগ হিসেবে আমাদের বন্ধুত্ব আরো গাঢ় হয়েছে। তবে নানা যদি জানতে পারে আমরা কী ধরণের ক্রাইম নিয়ে কাজ

BanglaBook.org

করি তবে নিশ্চিত আমাদের দু'জনেরই কপালে পিট্টি আছে।

"হুমমম...তা বলতে পারো," ওর কথার জবাবে বললাম। "এখন বৎস ভালো একটা খবর শোনাও দেখি।"

"আরেকটা খুন, মনে হচ্ছে আমদের সেই খুনিই," স্যাম্পসনের গলার সুর সম্পূর্ণ বদলে গেছে। "পুরো টিম জায়গায় চলে গেছে। ওরা আমাদের অপেক্ষায় আছে।"

"শালার এত্তো সকালেও মাফ নেই," পেটের ভেতরে একটা শূণ্য অনুভূতি কাজ করছে। সকালটা অন্তত এমন চাই নি আমি। "শিট, ফাক মি।"

আমার শেষ কথাটা শুনে নানা তার কাজ থেকে চোখ তুলে আমাব দিকে তাকালো। তার স্কুল ডিউটির ইউনিফর্ম পরে ফেলেছে। একটা স্কুলে ভলান্টিয়ারের কাজ করে সে। এই ঊনআশি বছর বয়সে এতোটা প্রাণশক্তি কোথায় পায় কে জানে। ভুরুটা তুলে আমার দিকে একবার শাসনের দৃষ্টিতে তাকালো।

"অ্যালেক্স, মুখের ভাষা ঠিক করো যদি এই বাড়িতে থাকতে চাও আর কি।"

"আমি দশ মিনিটের ভেতরে চলে আসছি," নানার দিকে সামান্য ভেঙচি দিয়ে স্যাম্পসনকে বলেই ফোনটা রেখে নানার দিকে তাকিয়ে বললাম, "শোনো, বাড়িটার মালিক কিন্তু আমি।"

এবার সে আমার দিকে তাকিয়ে ভেঙচালো। আমি তাকে বললাম, "ল্যাংলি টেরেসে আরেকটা বিভৎস খুন হয়েছে। মনে হচ্ছে এটাও আমাদের সেই খুনিরই কাজ।"

"আহ্হা," জবাব দিলো নানা। তার চোখের তারা আমার দিকে তাকিয়ে একবার নেচে উঠলো। "মাঝে মাঝে মনে হয় ওয়াশিংটনে আর বুঝি থাকা যাবে না।"

"মাঝে মাঝে আমারও তাই মনে হয়। তবে উপায় কি?"

"হুম, সবাইকেই কখনো না কখনো নীরবে অনেক কিছু সহ্য করতে হয়।"

"সবসময় না," আমি তার দিকে তাকিয়ে বললাম।

হ্যারিস টুইডের জ্যাকেটটা বেছে নিলাম। আজকে খুনের কেস নিয়ে কাজ করতে হবে। তার মানে বহুত হোমরাচোমরা আসবে। সেক্ষেত্রে এটাই হবে পরিবেশের সাথে সবচেয়ে মানানসই।

জ্যাকেটটা তুলে নিতে নিতে আমার চোখ চলে গেলো বিছানার পাশে ঝোলানো মারিয়ার ছবিটার দিকে। মারিয়া ক্রশ আমার স্ত্রী। তিন বছর আগে গুলিতে নিহত হয়। ডিসি'র অসংখ্য অমীমাংসিত মার্ডার কেসের মতো আজো কেসটার সমাধান হয় নি।

আমি জ্যাকেট হাতে নিয়ে বেরুতে বেরুতে নানাকে একটা পাপ্পি দিলাম।

BanglaBook.org

এটা আমার আট বছর বয়স থেকে অভ্যাস, তার মানে প্রায় ত্রিশ বছর ধরে আমি সবসময় এভাবেই নানাকে বাই বলি।

নানার কারণেই আমি একজন হোমিসাইড ডিটেক্টিভ হতে পেরেছি, সেই সাথে সাইকোলজিতে একটা ডক্টরেট। আমার সমস্ত অর্জনের পেছনে এই মানুষটার অবদানই সবচেয়ে বেশি।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ২

অফিশিয়ালি আমি 'ডেপুটি চিফ অব ডিটেক্টিভ,' শেক্সপিয়ার আর মিঃ ফকনারের ভাষায় বলতে গেলে পদটার নাম যতো ভারিক্কি, ক্ষমতা ঠিক ততোটাই কম। হিসাব অনুযায়ী আমার পদের অবস্থান হবার কথা ওয়াশিংটন পুলিশের পাঁচ বা ছয় নম্বর ব্যক্তি কিন্তু বাস্তবে আদৌ তা নয়। আসলে কোনো ক্রাইম ঘটার পর পুলিশ ক্রাইমসিনে আমার জন্যে অপেক্ষা করে, এটাই আমার একমাত্র ক্ষমতা দেখানোর জায়গা।

৪১-১৫ বেনিং রোডের সামনে বেশ কয়েকটি পুলিশের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। সেইসাথে আরো আছে ক্রাইম ভ্যান, ইএমএস অ্যাম্বুলেন্স আর লাশ বহনকারী গাড়ি।

বিভিন্ন বাহনের ক্রমাগত আওয়াজে কান ঝালাপালা, সেইসাথে যোগ হয়েছে আশেপাশের বাসা থেকে উঁকি-ঝুঁকি মারতে থাকা লোকজনের চেঁচামেচি আর ফিসফিসানি। এসব ক্ষেত্রে মানুষের আগ্রহের কোনো শেষ নেই। যেমন এখন, গাউন পাজামা আর পাতলা পোশাক পরা লোকজন ঠান্ডায় দাঁড়িয়ে কাঁপতে কাঁপতে দেখার চেষ্টা করছে কী হচ্ছে। যদিও আদতে দেখা যাচ্ছে না কিছুই।

যে বাড়িটাতে খুন হয়েছে সেটা ক্ল্যাপবোর্ড দিয়ে তৈরি ক্যারিবিয়ান ব্লু রঙের বেশ সুন্দর একটি বাড়ি। ড্রাইভওয়েতে একটা পুরনো মডেলের গাড়ি দেখলাম, পাশের জানালার একটা কাঁচ ভাঙা।

"চলো সরাসরি ক্রাইমসিনে চলে যাই," স্যাম্পসন যেনো শিউরে উঠলো একবার। "মাঝে মাঝে এই চাকরিটাকে আমার বেশ ঘৃণা করতে ইচ্ছে করে।"

"তবে আমার কাছে ভালোই লাগে, সেইসাথে হোমিসাইডও বেশ লাগে," আমি ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বললাম। "দেখেছো অবস্থা! কে জানে মৃতদেহ ব্যাগে ভরে ফেলেছে কিনা, ল্যাবের ছেলেরা আর গাধা দারোগাগুলো সব নষ্ট করে দেবে। জলদি চলো। এটা আবার কে?" এক সার্জেন্ট এগিয়ে এলো আমাদের দিকে, ব্যাজ দেখে র‍্যাঙ্ক বোঝা যাচ্ছে। ঠান্ডা তাড়াতে তার দুটো হাতই পকেটে ঢোকানো।

"স্যাম্পসন? আর ডিটেক্টিভ ক্রশ, তাই না?" তার চোখ আর অভিব্যক্তি দেখেই বোঝা যাচ্ছে সে খুব ভালো করেই জানে আমরা কে, শুধু বাজিয়ে দেখছে।

"হেই, কী অবস্থা?" স্যাম্পসন গলায় আন্তরিক একটা সুর ফোটানোর ব্যর্থ চেষ্টা করলো। লোকটাকে মোটেও ভালোভাবে নেয় নি সে।

BanglaBook.org

"উনি সিনিয়র ডিটেক্টিভ স্যাম্পসন," স্যাম্পসনকে দেখিয়ে আমি সার্জেন্টের সাথে হাত মেলালাম। "আর আমি ডেপুটি চিফ ক্রশ।"

সার্জেন্টের মুখে কোন হাসি নেই। তার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে এইমাত্র ডেন্টিস্টের কাছ থেকে দুটো দাঁত তুলে এসেছে। বার বার তাকানোর কারণেই কিনা কে জানে আমার কাছে মনে হল আমার টুইডের জ্যাকেটটা তার খুব একটা ভালো লাগে নি, সেইসাথে আমাদেরকেও।

"এহ্, কী ঠান্ডারে বাবা," যদিও মুখ বাঁকানোটা ভেঙচানোর মত তবুও অবশেষে একটু হাসলো সে। "কী অবস্থা?"

"আপনাকে আমাদের ব্যাপারে জানানো হয় নি?" স্যাম্পসন কাজের কথায় আসতে চাইলো। "ভালো হতো আপনি যদি জেনি ক্রেইগকে একটা কল দিতেন।"

"ফাক ইউ," কোথাও কিছু নেই লোকটা ঠাশ ক'রে বলে উঠলো। "আমার কাজ আমি বুঝবো। ঐ বালের ক্রেই কে নিয়ে মাথা ঘাময় কে?" বলেই হাসলো। আমরা বুঝলাম সে মজা করছে। তবে কেন জানি আবার একটু অন্য চিন্তাও মাথায় এলো।

আমারা সার্জেন্টের পেছনে এগোতে লাগলাম। স্যাম্পসন আমার কানে ফিসফিস করে বললো, "শুনলে দোস্ত? মরাটা কী বললো? 'ফাক ইউ'। মজা করে কিন্তু বাঁশ দিয়ে গেলো।"

"বাদ দাও।"

আমি আর স্যাম্পসন দুজনেই বেশ স্বাস্থ্যবান। দুজনেই নিয়মিত জিমে যাই সেই স্কুল জীবন থেকে। দুজনের একসাথে ওজন হবে প্রায় পাঁচশো পাউন্ড।

আমি লম্বায় ছয় ফিট তিন আর স্যাম্পসন ছয় ফিট নয়। ও সবসময় সানগ্লাস আর হ্যাট পরে। অনেকে ওকে ডাকে জন-জন নামে। কারণ ও এতোটাই বড়সড়, অনায়াসে ওকে দু'জন ভাবা যেতে পারে। আমরা চাইলে সার্জেন্টকে ধরে ছিড়ে ফেলতে পারি কিন্তু খুনের তদন্ত করতে এসে তো আর খুন করা যায় না, কেউ যতো বড় দুষ্টামিই করুক অথবা বাঁশ দিক।

আমরা ক্রাইম রুমের দিকে এগিয়ে গেলাম। এরমধ্যেই বেশ ছুটোছুটি করে কাজ করছে কয়েক ধরণের ইউনিফর্ম পরা লোকজন। একজন বিব্রত প্রতিবেশি দাঁড়িয়ে আছে। বাড়ির আশেপাশে কাকে নাকি দেখতে পেয়ে উনিই ফোন করে পুলিশে খবর দেন।

এরপর দুজন পেট্রোলম্যান বাড়ির ভেতরে এসে জেনিটা লাশ উদ্ধার করে। তারপর তারা খবর দেয় স্পেশাল টিমকে।

আমি সামনে এগিয়ে রান্নাঘরের একটু ফাঁক হয়ে থাকা দরজাটা ধরে ঠেলা দিলাম। প্রতিটি দরজা একেক ধরণের আলাদা আলাদা শব্দ করে। এই দরজাটা

BanglaBook.org

যেনো একজন বৃদ্ধের মত কঁকিয়ে উঠে খুলে গেলো।

ভেতরটা ভুতুড়ে অন্ধকার। "আমরা ভেতরে আলো জ্বালাই নি। আপনি নিশ্চয়ই ড. ক্রশ, স্যার?" ইউনিফর্ম পরা এক যুবক বলে উঠলো।

আমি মাথা দোলালাম। "আপনারা যখন এসেছেন তখন কি রান্নাঘরের দরজা খোলা ছিলো?" ছেলেটার বয়স একবারে কম, তেইশ বা চব্বিশ হবে। মুখে বেমানান একজোড়া গোঁফ থাকলেও একদম বাচ্চা-বাচ্চা লাগছে দেখতে।

"হ্যা, খোলাই ছিলো, আর কোনো দরজাতেই জোর ক'রে ঢোকার কোন আলামত পাওয়া যায় নি, স্যার।"

ছেলেটাকে একবারে নার্ভাস লাগছে। "ভেতরের দৃশ্যটা খুব মর্মান্তিক। একটা পুরো পরিবার, স্যার..." বলে সে ভেতরের লাইট জ্বেলে দিলো।

টেবিলটা কমদামি ফরমিকা মোড়ানো সেইসাথে ম্যাচ করা চেয়ার, দেয়ালে একটা সিম্পসন ঘড়ি। বাতাসে লাইজল আর পোড়া গ্রিজের সাথে আরেকটা কিসের যেনো গন্ধ। গন্ধটা বাজে তবে এতোটা বাজে না, হোমিসাইডে কাজ করতে গিয়ে এরচেয়ে আরো অনেক বাজে গন্ধ আমাকে সহ্য করতে হয়েছে।

আমি চারপাশ জরিপ করছি। খুনি সম্ভবত এই কিচেনের দরজা দিয়েই ঢুকেছে। স্যাম্পসনও কাজে লেগে গেছে।

"এইদিকে," আমি বললাম। "কাজটা যে-ই করে থাকুক সে এই দিক দিয়েই ভেতরে ঢুকেছে।"

তুমি যতো অভিজ্ঞই হও প্রতিবারই ক্রাইমসিনকে ভিন্নভাবে দেখতে হয়, দিতে হয় ভিন্ন একটা মাত্রা। কারণ প্রতিটা ক্রিমিনাল আলাদা সত্ত্বা আর প্যাটার্নের অধিকারী। সে কারণেই কাজ করতে হয় খুব সাবধানে, ভেবেচিন্তে।

"লাশগুলো কোথায়?" আমি এখন পূর্ণ প্রফেশনাল ভাব আনার চেষ্টা করছি।

"উপরে স্যার, পুরো একটা ফ্যামিলি। দুই ছেলে-মেয়ে আর মা," ছেলেটা বলে উঠলো। আমার প্রফেশনাল ভাষা তার ওপর কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি, সে এখনো ইমোশনাল।

ছেলেটার পার্টনার খাটো তবে বেশ ভাল স্বাস্থ্যের অধিকারী এক নিগ্রো। নাম বুচি ডাইকস। সে এখনো একটা কথাও বলে নি, তবে তাকে আমার বেশ কাজের মনে হচ্ছে।

আমরা চারজনই খুন হওয়া রুমে ঢুকলাম। স্যাম্পসন আমার কাঁধ চেপে ধরেছে। কারণ ও জানে এসব ক্ষেত্রে কখনো কখনো আমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। বিশেষ করে আমার স্ত্রীর ঘটনার পর থেকে।

তিনটা মৃতদেহ। বেডরুমে পড়ে আছে।

পরিবারটা ছিল 'স্যান্ডার্স পরিবার।' প্রথমজন মা, নাম পু স্যান্ডার্স, বয়স হবে বত্রিশের মত। মারা যাবার পরও তার চেহারার আতঙ্ক পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে।

BanglaBook.org

বড় বড় বাদামি চোখ, উঁচু চোয়াল, ঠোঁটগুলো এর মধ্যেই অন্য রঙ ধারণ করতে শুরু করেছে। মৃত্যুর সময়ে চিৎকার দেয়ার কারণে সেই ভঙ্গিতেই তার মুখ এখনো খোলা।

পু'র মেয়ে সুজেত স্যান্ডার্স, চৌদ্দ বছর বয়স। মেয়েটা ছোট তবে মায়ের চেয়ে সুন্দরি ছিলো। তার মাথায় কালো রিবন আর নাকে নোজ রিঙ। মেয়েটার মুখের ভেতরে একটা পেন্টি ঠেসে গুঁজে দেয়া হয়েছে।

পরের জন পিচ্চি ছেলে, মোস্তাফ স্যান্ডার্স, তিন বছর বয়স। তার মুখটা বেকায়দা ভঙ্গিতে উঁচু হয়ে আছে। চোখের জল গড়িয়ে নেমেছে চিবুক বেয়ে। তার পরনে একটা পাজামা, বাচ্চারা যেমনটা পরে। মা আর মেয়েকে খাটের সাথে বাধা হয়েছে চাদর, বেল্ট আর অন্যান্য কিছু কাপড় ব্যবহার করে।

আমি আমার রেকর্ডার বের করে কাজে লেগে গেলাম। "হোমিসাইড কেস নাম্বার এইচ-টু-থ্রি-ফোর-নাইন-ওয়ান-ফোর-থ্রি-নাইন-ওয়ান-সিক্স। একজন মা তার টিনেজ মেয়ে আর ছোট ছেলে খুন হয়েছে। মহিলাকে মারা হয়েছে খুবই ধারালো কিছু দিয়ে, ফালাফালা করে। সম্ভবত খুর বা বড় কোনো ধারালো ছুরি দিয়ে।

"মা মেয়ে দুজনারই স্তন কেটে ফেলা হয়েছে। সেটা আশেপাশে পওয়া যায় নি। শেভ করা হয়েছে মহিলার মাথার চুল। তাকে বেশ কয়েক দফা স্টেইবও করা হয়েছে। চারপাশে রক্ত ছড়ানো। তবে আমার ধারণা মা এবং মেয়ে দু'জনেই পতিতা ছিলো। আমি তাদেরকে আশেপাশে কয়েকবার খদ্দের ধরতেও দেখেছি।"

খুব মৃদুস্বরে কথা বলে রেকর্ড করে চলেছি।

"ছোট ছেলেটার দেহ আরেকপাশে ছিটকে পড়ে আছে," তারপর ছেলেটার বর্ণনা রেকর্ড করলাম। আমি ছেলেটার দিকে তাকাতে পারছি না। ছেলেটার মৃত চোখ যেনো আমাকেই দেখছে।

বর্ণনা শেষ করে যোগ করলাম, "আমার ধারণা খুনি ছেলেটাকে মারতে চায় নি। খুনি পুরুষ বা নারী যে কোনোটাই হতে পারে।"

"উঁহু, এই পশুটাকে পুরুষ নারী দূরে থাক মানুষই বলা যাবে না, ও একটা পশু আর সম্ভবত এই জানোয়ারটাই এ-সপ্তাহের শুরুতে কনডন টেরেসে 'টার্নার পরিবার'কে হত্যা করেছে।"

BanglaBook.org

অধ্যায় ৩

চার বছর বয়স থেকে ম্যাগি রোজের দিকে লোকজন বিশেষ মনোযোগ দিয়ে তাকিয়ে থাকে। আর এই নয় বছর বয়সে লোকজন তাকে দেখতে পেলেই তার দিকে এমনভাবে ছুটে আসতে থাকে যেনো সে একটা সাংঘাতিক কিছু।

ঘটনার দিন সকালেও তার ওপরে নজর রাখা হচ্ছিলো। কিন্তু সে টের পায় নি। আর টের পেলেও সে কেয়ার করতো না, কারণ এটা তার জন্যে নিত্যদিনকার ঘটনা। তবে সেদিন তার কেয়ার করা উচিত ছিলো।

ম্যাগি জর্জটাউনের ওয়াশিংটন ডে স্কুলে পড়ে। ওইদিন সকালবেলা সে তার স্কুল কম্পাউন্ডের প্রায় দেড়শতাধিক ছাত্র-ছাত্রির ভিড়ে মিশে যাবার চেষ্টা করছিলো। সবাই এক সুরে প্রাত্যহিক অ্যাসেম্বলিতে কোরাস গাইছে। ম্যাগি জোরদার চেষ্টা করলেও তার পক্ষে এতো ভিড়ে মিশে যাওয়াটা সহজ না, কারন সে ম্যাগি রোজ। কারণ সে বিখ্যাত অভিনেত্রি ক্যাথরিন রোজের মেয়ে। ম্যাগি আজ পর্যন্ত এমন কোনো শপিং কমপ্লেক্স পায় নি যার কোনো না কোনো ডিসপ্লেতে তার মায়ের ছবি নেই। সে আজ পর্যন্ত এমন কোনো সিনেপ্লেক্স দেখে নি যেটার কোনো না কোনো অংশে তার মায়ের অন্তত একটা ছবি চলছে না। তার মা এতো বেশিবার অস্কারে মনোনয়ন পেয়েছে ততোবার কোন অভিনেত্রির নাম পত্রিকাতে এলেও সে ধন্য হয়ে যাবে।

তাই এতো বিখ্যাত একজন মায়ের মেয়ে হবার ঝক্কি ম্যাগিকে বেশ ভালোভাবেই পোহাতে হয়। তার পরনে একটা সোয়েট শার্ট, জিন্স আব পিঙ্ক কালারের রিবক কনভার্স। সম্ভবত সে স্কুলে আসার আগে তার সুন্দর সোনালি চুলগুলো আচড়ায় নি।

তার মা কখনোই মেয়ের পোশাক এবং এলোমেলো ভাব কোনোটাই পছন্দ করে না। ম্যাগি নিশ্চিত এই অবস্থায় মা যদি তাকে দেখতো তবে অবশ্যই নাক সিটকাতো। ম্যাগির এতে কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই, যদিও সে স্বীকার করে তার মা অসাধারণ কিন্তু ও এটা জানে না মা ওকে নিয়ে কতোটা চিন্তিত।

মেয়েরা একযোগে ট্রেসি চ্যাপম্যানের 'ফাস্ট ক্রাই' গাইছে। গান শুরু হবার আগেই টিচার ওদেরকে ব্যাখ্যা করে এর মমার্থ বুঝিয়ে দিয়েছেন।

ম্যাগির তখনো প্রচন্ড বিরক্ত লেগেছে। ওর ধারণা টিচাররা হয় গাধা আর না হয় গোয়ার। কারণ ওর মতে প্রতিটি শিক্ষকের উচিত একজন শিক্ষার্থির মন এবং অর্ন্তশক্তি বোঝা এবং তা বাড়াতে সাহায্য করা। তা না করে এরা সবসময় কিছু গৎবাধা জিনিস নিয়ে পড়ে থাকে আব ছাত্রছাত্রিদের মেধাকে নষ্ট করে।

BanglaBook.org

গানটার দিকে মনোযোগ দিয়ে ম্যাগি মনে মনে ভাবার চেষ্টা করলো ও একজন গরীব মেয়ে। তবে ব্যাপারটা শুধু ও না ওদের সবার জন্যেই সমস্যা। কারণ এই স্কুলে যারাই পড়াশুনা করে তাদের প্রত্যেকের মাসের বেতন বারো হাজার ডলার, কাজেই তাদের মত ধনীর সন্তানদের পক্ষে গরীবদের দুঃখ কষ্ট বোঝা বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপারই বটে। ম্যাগিকে ওর মা প্রতিদিন যা হাতখরচ দেয় সেটা খরচ করার মতো জায়গাই পায় না সে। প্রায়ই রাস্তায় গরীব কাওকে দেখলে ও টাকা দেয়। মাঝে মাঝে অবাক হয়ে দেখে ওর দেয়া একডলার বা দুই ডলার পেয়ে ভিক্ষুকেরা এমন একটা হাসি দেয় যেনো ওদের সারাদিনের সঞ্চয় হয়ে গেছে। সে প্রায়ই ভাবে ওদেরকে কিছু বলবে বা কিছু একটা জানতে চাইবে কিন্তু আজো কোনো কথা খুঁজে পায় নি, আসলে সে কী বলবে। তাই আর বলাও হয় না।

মিস গান গেয়েই চলেছেন।

ম্যাগি গরীবদের চিন্তা বাদ দিয়ে মনে মনে বললো, *ইসসস, যদি এই যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পেতাম!* ভাবতে ভাবতেই ম্যাগি আবার গানের ভেতরে ঢুকে পড়লো। সে ভাবতে লাগলো গরীবদের কথা। ওয়াশিংটনের রাস্তায় সে অনেকবার দেখেছে প্রচন্ড শীতের রাতে স্রেফ একটা কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে মানুষ। ওর মনে পড়লো ওই বুড়িটার কথা যে প্রতিদিন সিগন্যালে দাঁড়িয়ে ওদের গাড়ি মুছে দেয়। বিনিময়ে ওর মা বুড়িটাকে একটা ডলার দেয়।

"উই লিভ টুনাইট অর ডাই লাইক দিস," মিস গান শেষ করে পিয়ানোর ওপর দিয়ে হালকা চালে একবার আঙুল বুলিয়ে টুঙটাঙ করলেন।

"দারুণ," কণ্ঠটা শুনে ম্যাগি ওর পাশে দাঁড়ানো ছেলেটার দিকে তাকালো। মাইকেল গোল্ডবার্গ, এই স্কুলে ওর সবচেয়ে ভালো বন্ধু। এক বছর আগে লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে আসার পরে ওর সাথেই প্রথম বন্ধুত্ব হয় ম্যাগির। মাইকেল দারুণ একটা ছেলে, যদি সে তোমাকে পছন্দ করে। তা না হলে ওর মত বজ্জাত আর কেউ নেই। ম্যাগির দৃষ্টিতে ওর এই স্বভাবের কারণ ওর এলাকা ইস্ট কোস্টের প্রভাব। ওখানকার লোকেরা ওরকমই হয়।

তবে মাইকেল বেশ গুনী একটা ছেলেও বটে। ও পড়তে খুব ভালোবাসে। যা পায় তাই পড়ে। সেই সাথে সর্বক্ষণ মজা করতে পারে। ওর ডাক নামটা ম্যাগির বেশ ভাল লাগে 'শ্রিম্প'।

ম্যাগি আর মাইকেল সবসময় ওদের সিকেউরিটি সার্ভিসের গাড়িতে ক'রে একসাথে স্কুলে আসে। মাইকেলের বাবা সেক্রেটারি অব ট্রেজারি। ওদের এই স্কুলে সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের কাউকে খুঁজে পাওয়া বোধহয় সবচেয়ে কঠিন কাজ। তাই এখানে নিরাপত্তাও নিয়ন্ত্রণ করা হয় সেইভাবেই। অ্যাসেম্বলি শেষ হবার পর অডিটরিয়াম থেকে বের হবার আগে প্রতিটা স্টুডেন্টকে জিজ্ঞাসা করা

BanglaBook.org

হয় আজ কে তাকে নিতে আসছে? বিরক্তিকর ব্যাপারটা এখনই শুরু হবে।

ছাত্রছাত্রিরা একজন একজন ক'রে দরজায় যাচ্ছে আর তাকে পাকড়াও করে বিস্তারিত জানতে চাচ্ছে দায়িত্বপ্রাপ্ত অথরিটি।

"মি. ডিভাইন--" ম্যাগি অডিটরিয়ামের দরজায় দাঁড়ানো টিচারকে বললো। এই টিচারের নাম মি. জেস্টিয়ার, উনি ভাষাতত্ত্ব পড়ান। স্কুলে তার ডাকনাম 'লা প্রিক'। বোধহয় ফ্রেঞ্চ, ল্যাটিন চায়নিজ সহ আরো কয়েকটা ভাষা নিয়ে উনার ক্লাস বলেই তাকে এই নাম দেয়া হয়েছে।

"--এন্ড জলি চাকলি," মাইকেল ম্যাগির মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বলতে লাগলো। "ওরা সিক্রেট সার্ভিসের এজেন্ট। কোড নম্বর নাইন্টিন। গাড়ি লিংকন টাউন কার, লাইসেন্স নাম্বার এসসি-৫৯, নর্থ এক্সিট, গন্তব্য পেলহাম হল। ওদেরকে আমার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে কারণ একটা কলম্বিয়ানা ড্রাগ কার্টেল আমার বাবার বিরুদ্ধে লেগেছে।"

মাইকেলের বলা প্রতিটা কথা টিচার লিখে রাখলেন। লগে লেখা হল ডিসেম্বর ২১, এম গোল্ডবার্গ এন্ড এম.আর ডানি সিক্রেট সার্ভিস পিক আপ, নর্থ এক্সিট, পেলহাম এট থ্রি।

"কা'মন ডিবো ডিডো," মাইকেল একহাতে শক্ত করে ম্যাগির হাত ধরে রীতিমতো টানতে টানতে নিয়ে চললো।

"আমার গাড়িটা অনেক দ্রুত চলে, চল-চল-চল," বলে সে মুখে ভুম ভুম করতে লাগলো।

ম্যাগির কাছে মাইকেলের এই ধরণের দুষ্টামি ভালোই লাগে। *এই শ্রিম্পটা ছাড়া আর কে তাকে ডিবো ডাকবে?*

ওরা অ্যাসেম্বলি হল থেকে বেরুবার সময়ও দুটো চোখ দারুণভাবে ওদের দু'জনকেই অনুসরণ করলো।

কিন্তু বাচ্চা দুটোর তা বোঝার কথা না। ওরা বুঝতেও পারলো না ওদের উপরে নজর রাখছে সেও এটা জানে। আর তাই সে পরিকল্পনাটাও সেভাবেই করেছে সে। বিশাল মাস্টারপ্ল্যানের এটা হলো শুরুমাত্র।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ৪

ওইদিন সকাল নয়টার সময়, মিস ভিভিয়ান কিম সিদ্ধান্ত নিলো আজকে সে ওয়াটারগেট দৃষ্টান্ত আবার স্থাপন করবে। এবার তার ওয়াশিংটন ডে স্কুলের ক্লাশরুমে।

ভিভিয়ান কিম বেশ স্মার্ট, সুন্দরি আর বুদ্ধিমতি ইতিহাসের একজন শিক্ষক। তার ক্লাশ সবসময়ই স্টুডেন্টদের বেশ পছন্দের। এর কারণ সে তার পড়ানোর ধরণে সবসময়ই কিছু বৈচিত্র আনার চেষ্টা করে এবং এতে ক'রে তার স্টুডেন্টরা কখনোই বিরক্তি বোধ করে না। তার এই কৌশলগুলোর মধ্যে একটা হলো, প্রতি সপ্তাহে সে ক্লাশে একটা করে ইতিহাস ভিত্তিক রচনা লিখতে দেয়, যেটা স্টুডেন্টদেরকে লিখতে হয় নিজের স্মৃতি থেকে এবং এটাতে সবাইকে ভালো করতে হয়।

ওইদিন সে সিদ্ধান্ত নিলো আজকের রচনার বিষয় হবে 'ওয়াটারগেট'। তার এই থার্ড গ্রেড ক্লাশেই পড়ে ম্যাগি আর মাইকেল। কিম ক্লাশে ঢুকেই প্রথমে ইতিহাসের এই বিশেষ অংশটুকুর প্রাথমিক বর্ণনা দিলো। তাবপর একে একে বর্ণনা দিলো ঐতিহাসিক সকল ব্যক্তিত্ব নিক্সন, লিডি, জেনারেল হেইগ্স মিচেল এবং মো ডিয়ানের। তারপর সবাইকে মিমিক ক'রে দেখাতে লাগলো।

স্টুডেন্টরা সবাই গড়াগড়ি দিতে লাগলো হাসতে হাসতে। তারপর সে আবারো সিরিয়াস হয়ে ব্যাপারটা বোঝালো সবাইকে। শেষ করলো এভাবে, "প্রেসিডেন্ট আমাদের, মানে আমেরিকান জনগনের কাছে মিথ্যে বলেছিলেন। একজন জনপ্রতিনিধি যখন মিথ্যে বলে তখন ব্যাপারটা হয় প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ। আর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হলো মানবজাতির সবচেয়ে বাজে অপরাধগুলোর মধ্যে একটি।"

এ-পর্যায়ে তার সাথে আলোচনায় যোগ দিলো কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রি। ভিভিয়ান এই ব্যাপারটা পছন্দ করে। কারণ তার মতে স্টুডেন্টরা যদি তাদের মতামত শেয়ার না করে তবে যেকোনো শিক্ষাই অপূর্ণ থেকে যায়। কারণ স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছাড়া ক্লাশ হলো অন্ধের মতো গাড়ি চালানো। কারণ স্টুডেন্টরা কী বুঝতে পারছে তা না বুঝেই তুমি অন্ধের মতো পড়িয়ে যাচ্ছো।

"যাইহোক, ঠিক এই সময়েই প্রেসিডেন্ট নিক্সন জাতির সামনে দাঁড়িয়ে তার সেই বিখ্যাত ভাষণ দিয়েছিলেন," বলে সে ভাষনের বিখ্যাত অংশবিশেষ অলোচনা করে যেতে লাগলো।

এমন সময় দরজায় নক হলো। ব্যাপারটা একটা ব্যতিক্রম। তাই ভিভিয়ান বেশ অবাক। "কে?" বেশ দৃঢ় স্বরে জানতে চাইলো সে।

BanglaBook.org

মেহগনি কাঠের পালিশ করা দরজা আস্তে করে খুলে গেলো। দু-হাত দিয়ে মুখ ঢাকা একটা মূর্তি। ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে লাগলো। তারপর হঠাৎ হাত সরিয়ে বলে উঠলো, "বুমমমম," বাচ্চারা সবাই হেসে উঠলো।

মি. সনেজি। ওদের ম্যাথ এবং কম্পিউটার সায়েন্সের টিচার। উনি ভিভিয়ানের চেয়েও বেশি জনপ্রিয়। ভদ্রলোক সবসময় বাচ্চাদের সাথে নানা ধরণের দুষ্টামিতে মেতেই আছেন। বাচ্চারাও তাকে দারুণ পছন্দ করে। তার ডাক নাম 'মি. চিপস'। "ও মা, সবাই দেখি উপস্থিত। কেমন আছো তোমরা?"

সবাই জবাব দেয়ার পর উনি ভিভিয়ানের ডেস্কের দিকে এগোলেন। ওনারা কথা বলছেন। মিস কিম দুবার ক্লাশের দিকে দেখলো। তারপর কথা শেষ করে দু'জনেই উঠে দাঁড়ালো। ছয় ফিট লম্বা মি. সনেজির পাশে ভিভিয়ানকে লাগছে পিচ্চি একটা পুতুলের মতো।

ভিভিয়ান ক্লাশের দিকে তাকিয়ে বললো, "মাইকেল গোল্ডবার্গ ও ম্যাগি রোজ, তোমরা একটু শুনে যাও।"

ম্যাগি আর মাইকেল চোখাচোখি করলো। *ব্যাপার কি? কোনো সমস্যা? এমন তো কখনো হয় না।*

"তোমরা একটু সামনে আসবে, প্লিজ। তোমাদের ব্যাগসহ সবকিছু নিয়ে এসো," ম্যাডাম আবারো ডেকে উঠলো।

ওরা উঠে দাঁড়াতেই বাকি বাচ্চারা ফিসফাস শুরু করে দিলো। "তোমরা চুপ করো প্লিজ। এটা একটা ক্লাশ।" ভিভিয়ানের গলায় শাসন।

মাইকেল আর ম্যাগি এগোতে ম্যাডাম জানালো, "একটা জরুরি অবস্থা দেখা দিয়েছে। সিক্রেট সার্ভিস আমাদেরকে ফোন করে জানিয়েছে ওরা একটা হুমকি ধরতে পেরেছে। তোমরা এখানে নিরাপদ না। তোমাদেরকে একটু পরেই ওরা নিতে আসবে।"

"কিসের হুমকি?" মাইকেলের বাবার বিরুদ্ধে কিছু?" প্রশ্নটা ম্যাগির।

মি. সনেজি ভাবলেন আজকালকার বাচ্চারা জন্ম থেকেই চালু। "না সোনা, এটা একটা সম্ভাবনা মাত্র। আবার কারো ফাজলামিও হতে পারে। তবে তোমাদের চিন্তার কিছু নেই। সিক্রেট সার্ভিস চলে আসছে তোমাদের দায়িত্ব নিতে।"

"না, কোনোকিছুই ঠিক নেই, কী এমন হলো যে আমাদেরকে এখন চলে যেতে হবে?" মাইকেল গাল ফুলিয়ে হাত পা ছোড়াছুড়ি শুরু করলো। এটা ঠিক তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গি এবং এই অবস্থায় তাকে ঠিক ঠিক তার সেক্রেটারি বাপের ছোট ক্লাউন সংস্করণ মনে হয়।

"শোনো মাইকেল, কিছুই হয় নি, হয়তো কেউ দুষ্টামি করেছে, তবে সাবধানতার কোনো বিকল্প নেই। আর আমাদেরকে তো নিয়ম মানতেই হবে,"

BanglaBook.org

মি. সনেজির কণ্ঠ একদম শান্ত।

"না, এটা ঠিক না। সিক্রেট সার্ভিস যখন তখন এসে আমাদেরকে নিয়ে যাবে, এটা মোটেই ঠিক না," সে এখনো আগের মতোই গাল ফুলিয়ে আছে।

"মাইক, একদম চুপ," বলে ম্যাগি মি.সনেজির দিকে ফিরলো। "আমরা রেডি।"

"না না না, আমি যাব না।"

"মাইক এমন করছো কেন? আমাদেরকে তো যেতেই হবে। শান্ত ছেলের মতো চলো," বলে ম্যাগি মাইকের একটা হাত ধরলো।

"চলে যাবো, তাহলে আমাদের পড়ার কী হবে? আমাদের হোমওয়ার্ক কিভাবে করবো?"

"কিচ্ছু হবে না, আমরা পরে বেশি ক'রে পড়ে পুষিয়ে দিবো।"

"হ্যা, কোনো সমস্যা হবে না," আমি তোমাদের হোমওয়ার্ক পাঠিয়ে দেবার ব্যাবস্থা করবো," ভিভিয়ান বলে উঠলো।

এতোক্ষণে মাইকের মুখে হাসি ফুটলো। "থ্যাঙ্কস মিস কিম," বলে মি. সনেজির দিকে ফিরে বললো, "চলুন।"

মি. সনেজির সাথে ওরা বাইরে রওনা দিলো।

ক্লাসরুমের বাইরে হলরুম একরকম বলতে গেলে ফাঁকাই। নির্গো পোর্টার অ্যামেট এভারেট শুধু হলে কাজ করছিলো। ঝাড়ুর ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে সে ওদের তিনজনকে যেতে দেখলো আর সে-ই ছিলো শেষ ব্যক্তি যে ওদের তিনজনকে শেষবারের মত দেখলো।

স্কুল ভবন থেকে বেরিয়ে ওরা দু'পাশে পাইনে ছাওয়া পাথর বিছানো ড্রাইভওয়ে ধরে এগোলো। মাইকেলের জুতো পাথরের ওপরে অদ্ভুত এক ধরণের শব্দ করছে।

"এই পচা ডর্ক সুগুলো কেন পরো? দেখতে যেমন বিশ্রি, আওয়াজও করে কেমন বিশ্রী। ছি!" ম্যাগি টিটকারির সুরে বললো মাইককে।

মাইক চুপ। আসলে তার বলার কিছু নেই কারণ তার কাপড়-চোপড় সব মায়ের ইচ্ছায় কেনা হয়। তবে একদম চুপও থাকলো না, "তাই নাকি? তাহলে আমার কী পরা উচিত? পিঙ্ক কনভার্স?"

"হ্যা, তাই তো পরা উচিত। অথবা লাইম গ্রিন পরতে পারো," বলে ম্যাগি হেসে উঠলো। আর মাইকের মুখ হয়ে গেলো লাল।

মি. সনেজি চুপচাপ হাটছেন। উনি ওদেরকে নিয়ে অ্যাডমিন ভবন আর ক্লাশরুম থেকে বেশ দূরে জিম হাউজের কাছে চলে এলেন। একটা ওকের নিচেই দাঁড়িয়ে আছে পুরনো মডেলের নীল রঙের একটি গাড়ি। ওরা এগোতে জিমের ভেতর থেকে বাস্কেটবলের আওয়াজ শোনা যেতে লাগলো।

BanglaBook.org

ওরা গাড়ির কাছে আসতেই মি.সনেজি বলে উঠলেন, "তোমরা গাড়ির ব্যাক সিটে উঠে যাও।"

"আপনিই কি আমাদেরকে ড্রাইভ করে বাড়ি পৌছে দেবেন নাকি?" মাইক বলে উঠলো।

"হ্যা। আমি জানি এটা মার্সিডিজ না। কিন্তু কী আর করা, আমাকে তো নির্দেশ মানতে হবে। আমাকে মি. চাকলি যেভাবে বলেছেন সেভাবেই কাজ করতে হবে।"

"জলি চলি," মাইক সবসময় সিক্রেট সার্ভিস এজেন্টদের ডাক নাম ব্যবহার করে।

ওরা উঠে বসতেই মি. সনেজি লাফ দিয়ে সামনের সিটে উঠে ধাম করে দরজা লাগিয়ে দিলেন।

তারপর বলে উঠলেন, "বাচ্চারা আরাম ক'রে বসো।"

ভ্যানের ভেতরটা অত্যন্ত বিশ্রী আর এলোমেলো। ম্যাগি অবাক হয়ে ভাবলো, *ম্যাথ টিচারদের গাড়ি কী এমনই হয় নাকি?*

মি. সনেজি কী যেনো খুঁজছেন। উনি সিটের ওপরে উবু হলেন। তারপর যখন সোজা হয়ে ওদের দিকে ফিরলেন তার মুখে বেশ ভীতিকর একটা মুখোশ লাগানো আর হাতে এক্সটিংগুইশার জাতীয় কিছু একটা।

"মি. সনেজি, এটা কি? আপনি আমাদেরকে ভয় দেখাচ্ছেন। প্লিজ স্টপ ইট," ম্যাগি চিৎকার করে উঠলো।

মি. সনেজি ওদের দিকে আরেকটু এগিয়ে এসে ওটার মুখ তাক করলেন একদম দু'জনার মুখের দিকে।

মাইক ভয় পেয়ে বলে উঠলো, "কি এটা?"

মি. সনেজি ওটা থেকে ক্লোরোফর্মের একপশলা স্প্রে করলেন দু'জনারই মুখের দিকে। তারপর ওটার স্প্রে চেপে ধরে রাখলেন পুরো দশ সেকেন্ড। দুটো বাচ্চাই স্প্রের ফেনায় মাখামাখি হয়ে গেলো। দুটো বাচ্চাই হুটোপুটি করছে ফেনায়। সনেজির মুখে ফুটে উঠলো মৃদু হাসি।

তারপর দু'জনেই সিটের ওপরে এলিয়ে পড়তেই সে ভ্যান ছেড়ে দিলো। এখন তার বেশ ভালো লাগছে। কারণ অমেরিকার প্রথম সিরিয়াল কিডন্যাপার হবার প্রথম ধাপ এটা, যা তার অনেক দিনে স্বপ্ন।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৫

স্যান্ডার্সদের বাড়িতে সোয়া এগারটার দিকে একটা 'ইমার্জেন্সি' কল এলো।

আমি সদ্য পরিচিত লোকগুলোর সাথে কাজ শুরু করে দিয়েছি। ওয়াশিংটন এক আজব শহর। বিশেষ করে এই শহরের খবরের কাগজের ব্যাপারটা বড়ই অদ্ভুত। কোন এক অজানা কারণে এরা কালোদের তেমন একটা পাত্তাই দেয় না। আমি নিজেও এদের সাথে জড়িত বলা যেতে পারে। কারণ প্রায়ই আমার বিভিন্ন ফিচার পত্রিকা আর ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়। নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে 'ওয়াশিংটন পোস্ট'-এর সানডে ম্যাগাজিনে। তাই আমি এদেরকে আরো ভালোভাবে চিনি। গত বছর আমাদের এই রাজধানী শহরেই দুশোর ওপরে খুন হয়েছে। তার মধ্যে শুধুমাত্র আঠারো জন ছিলো সাদা বাকিরা সব কালো। কিন্তু কোনো পত্রিকা এই বিশেষ ব্যাপারটা নিয়ে নিউজ করে নি।

আমি বেশ ইয়াং এবং স্মার্ট চেহারার এক এআইটি ডিটেক্টিভের হাত থেকে ফোনটা নিলাম। লোকটার নামও মনে পড়লো, রাকিম পাওয়েল। আমার আরেক হাতে ছোট্ট একটা বল। জিনিসটা সম্ভবত ছিলো মোস্তাফের। বলটা আমাকে বেশ একটা অস্বস্তিকর প্রশ্ন ছুড়ে দিচ্ছে। এতো সুন্দর একটা বাচ্চাকে মারার কী কারণ থাকতে পারে? আমার কাছে কোনো জবাব নেই, সম্ভবত জবাব পেতে আমাকে অনেক খাটতে হবে।

রাকিম হাতে ফোনটা ধরিয়ে দিয়ে বললো, "চিফ লাইনে আছেন।"

"ক্রুশ বলছি," আমি সাধারণভাবেই জবাব দিলাম। মাউথ পিস থেকে একটা হালকা গন্ধ আসছে। এটা বোধহয় মেয়েটার পারফিউম। অথবা মা-মেয়ে দু'জনারই হতে পারে। ফোনটা কানে লাগাতেই টেবিলের কোনায় একটা হার্ট আকৃতির ফ্রেমে বাধানো মোস্তাফের ছবি দেখে আমার নিজের বাচ্চাটার কথা মনে পড়ে গেলো।

"চিফ ডিটেক্টিভ পিটম্যান বলছি। কী অবস্থা ওদিককার?"

"খুবই খারাপ। একটা বাচ্চা ছেলে, মা আর মেয়ে। আমার ধারণা সিরিয়াল কিলারের কাজ এবং এই সপ্তাহে এটা তার খুন করা দ্বিতীয় পরিবার। আগেরবারের খুনের মতো একইভাবে এবারও খুন করার আগে ইলেকট্রিসিটি অফ করা হয়েছে। আমার মনে হয় খুনি অন্ধকারে কাজ করতে ভালোবাসে।"

আমি কল্পনায় পিটম্যানের কোচকানো ভ্রু আর ভাঁজপড়া কপাল দেখতে পেলাম। লোকটা আমাকে মোটেও বিরক্ত করেনা বরং কাজ করার জন্যে যথেষ্ট সুযোগ দেয়। এই কেসটার দায়িত্বও সে পুরোপুরি আমার ওপরেই ছেড়ে দিবে

BanglaBook.org

তাতে কোনো সন্দেহ নেই, যদি না ভিন্ন কোনো কারণ থাকে।

দুজনেই চুপচাপ আমরা। একটা অস্বস্তিকর নীরবতা। আমি স্যান্ডার্স পরিবারের সাজানো একটা ক্রিসমাস ট্রি'র দিকে তাকিয়ে আছি। জিনিসটা খুব সুন্দর করে সাজানো। ছোটো ছোটো ফুল আর লাইটের সমারোহ।

"আমি শুনলাম এটা একটা রিঙের কাজ। একজন সাধারণ ভিক্টিম আর দুজন প্রস্টিটিউট নাকি খুন হয়েছে?"

"না, বস। ভুল শুনেছেন," বলে মাথায় দুষ্টামি চাপলো। "কারণ আমি ওদের বাসায় একটা ক্রিসমাস ট্রি দেখতে পাচ্ছি।"

বসের গম্ভীর গলা শোনা গেলো, "ক্রশ, আমার সাথে ফাজলামি করবে না।"

"তারপক্ষে নিশ্চই কোনো ডিল করা সম্ভব না। তবে আপনি চাইলে আমি চেক করে দেখতে পারি।"

কথাটা বলা ঠিক হলো না। কারণ বস আসলেই ভালো মুডে নেই। বুঝতে পারলাম একটা বিস্ফোরণ ঘটতে যাচ্ছে।

"ক্রশ, একবার মানা করলাম না। আমি দুষ্টামির মুডে নেই। তুমি আর তোমার দোস্ত স্যাম্পসন আমার সামনে পড়লে দুটোরই মাথা ভাঙবো আমি। ক্রশ, আমি সিরিয়াস।"

"আমিও সিরিয়াস, বস," নাহ আর না। "মানে আমি শিওর এটা সিগনেচার সিরিয়াল কিলারের কাজ। এমন সময় এমন একটা কান্ড। ক্রিসমাস চলে এসেছে। লোকজন তো ভয়ে কান্নাকাটি শুরু করবে।"

তারপর বস আমাদেরকে জর্জটাউনে ওয়াশিংটন ডে স্কুলে যাবার নির্দেশ দিলেন। ওখানে নাকি কী কাজ আছে।

ওয়াশিংটন ডে'র কাজের জন্য বেরুবার আগে আমি আমার অফিসের সিরিয়াল কিলার ইউনিটকে ফোন করলাম। তারপর এফবিআই'র কোয়ান্টিকো বেজের 'সুপার ইউনিটকে'। ওদেরকে আমাব দরকার কারণ এফবিআই'র কম্পিউটার সিস্টেমে সিরিয়াল কিলারদের একটি ডাটাবেজ আছে। ওখানে সব ধরনের সিরিয়াল কিলারদের রেকর্ড, এমনকি সম্ভাব্য কিলারেদের সম্পর্কেও প্রচুর তথ্য থাকে ওতে। কাজেই ওখানে একটা ট্রাই দিলে কিছু না কিছু পাওয়া যেতে পারে।

বেরুবার আগে একজন টেকনিশিয়ান এসে আমাকে একটা কাগজ ধরিয়ে দিয়ে সই করতে বললো। যথারীতি আমার সইটা দিলাম ক্রশ অ্যাঙ্গেলে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৬

প্রাইভেট স্কুলটার লবিতে দাঁড়িয়ে আমার আর স্যাম্পসন দু'জনেরই বেশ অস্বস্তি লাগছিলো। মনে হচ্ছিলো যেনো আমরা দু'জনেই সাধারণ মানুষ আর সভ্যতা থেকে বেশ দূরে কোথাও চলে এসেছি।

এর কারণ আমরা দু'জন বাদে এখানে আর সবাই সাদা চামড়ার। আমি শুনেছিলাম এখানে অনেক আফ্রিকান ডিপ্লোম্যাটদের বাচ্চারা পড়ে। কিন্তু চারপাশে তাকিয়ে একজনকেও দেখতে পেলাম না। চারপাশে শুধুমাত্র ফিসফাস করতে থাকা বাচ্চা, আর আতঙ্কিত শিক্ষকরা দাঁড়িয়ে আছে। সেইসাথে পুলিশের সাইরেন আর রাগান্বিত অভিভাবকদের চিৎকার চেঁচামেচিতে কান ঝালাপালা। ওয়াশিংটনের সবচেয়ে অভিজাত এবং নিরাপদ প্রাইভেট স্কুল থেকে দিন দুপুরে দুটো বাচ্চা অপহরণ। ব্যাপারটা ভয়ঙ্করই বটে। আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম এই স্কুলের ইতিহাসে এর চেয়ে দুঃখজনক এবং বিষাদময় দিন আর আসে নি। নিজেকে শাসন করলাম, এতো ফিলসফি না কপচে নিজের কাজে মনোযোগ দাও।

আমি পুলিশদের দিকে এগিয়ে গেলাম। চেষ্টা করছি লোকজনের গোলমাল পাত্তা না দিয়ে নিজের কাজে মন দিতে কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই সহজ না। কারণ আমি যেটাই করতে যাই বারবার মোস্তাফ স্যান্ডার্সের চেহারাটা ভেসে উঠছে। একজন গার্ড এসে জানালো আমাদেরকে ডে মাস্টারের রুমে ডাকা হচ্ছে। চিফ ডিটেক্টিভ পিটম্যানও ওখানে আছেন।

"শান্ত থাকো," স্যাম্পসন পরামর্শ দিলো। "আজ তোমার চামড়া ছিলার যথেষ্ট কারণ আমি দেখতে পাচ্ছি।"

জর্জ পিটম্যান সাধারণত কাজে থাকার সময়ে গ্রে অথবা ব্লু বিজনেস স্যুট পরেন। সাথে পিন স্ট্রিপ শার্ট এবং সিলভার ব্লু নেকটাই। পোশাকের ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন একজন মানুষ। জনসন এবং মারফি'র নিয়মিত কাস্টোমার। সিলভার রঙের চুলগুলো জেল দিয়ে ব্যাকব্রাশ করার ফলে তার বুলেট আকৃতির মাথায় ওগুলোকে দেখায় অনেকটা হেলমেটের মতো। তাকে ডাকা হয় 'দ্য জেফ, বস অফ দি বসেস' এবং এই ডাক অবশ্যই তার পোশাকের জন্য নয়, তার তুখোড় কর্মদক্ষতার কারণে।

আমি লোকটাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করলেও এবং আমাদের মধ্যে একটা অম্লমধুর সম্পর্ক থাকার পরও বেশ কিছু সমস্যা আছে। এর শুরুটাও আমি বেশ ভালোভাবেই মনে করতে পারি। ব্যাপারটার শুরু হয়েছিলো একটি পত্রিকার

BanglaBook.org

ইন্টারভিউ থেকে। ওয়াশিংটন পোস্ট তাদের সানডে ম্যাগাজিনে একবার আমাকে নিয়ে একটা কভার স্টোরি করে। ওখানে বেশ ভালোভাবে বর্ণনা করা হয় আমার ব্যাকগ্রাউন্ড, ক্যারিয়ার, কিভাবে সাইকোলজিস্ট হলাম, বর্তমানে আমি কিভাবে ডিসি'র মেজর ক্রাইম ডিভিশনে কাজ করি এবং আমার ভূমিকা কতোটুকু। ওখানে একটা প্রশ্নের জবাবে আমি জানাই আমি কেন সাউথ-ইস্টে থাকি। কথাটা ছিলো 'আমি সবসময় নিজের জায়গায় থাকতে পছন্দ করি বিশেষ করে এমন জায়গায় যেখানে কেউ আমাকে আমার বাড়ি থেকে বের করে দিবে না' এখানে সাদা চামড়া কালো চামড়ার একটু ইঙ্গিত ছিলো।

এই ব্যাপারটাই পিটম্যানসহ ডিপার্টমেন্টের আরো কয়েকজনকে বেশ ক্ষেপিয়ে তোলে। ওই সাংবাদিক নানা মামার ইন্টারভিউও নেয় এবং তাতে নানা বেশ সুন্দর করেই ব্যাখ্যা করেন আমাদের ফ্যামিলি কালচার, ট্র্যাডিশন, মোরালিটি, এথিক্স ইত্যাদি ইত্যাদি। ওখানে উনি বলেন, 'আমরা কালোরা আজো ধর্ম, নৈতিকতা, আচার-ব্যবহারের ব্যাপারে একটু সেকেলে কিন্তু এটাই আমাদের ঐতিহ্য'। ওখান থেকেই রিপোর্টার টাইটেলে আমার ব্যাপারে লেখে 'দ্য লাস্ট সাউদার্ন জেন্টেলম্যান।' আর এটাই আমাব ওপরে সবার বিলা হবার কারণ হিসেবে দেখা দেয়। আমারও কিছু দোষ ছিলো, কিছু কথা আমিও একটু বেশিই খোলাখুলি বলেছিলাম। তবে আমিও কাউকে পরোয়া কবি নি বা কারো কাছে কোনো ধরণের ব্যাখ্যা দেবার প্রয়োজন বোধ করি নি।

আমি আর স্যাম্পসন এক সাথেই রুমে ঢুকলাম। আমি কিছু বলার আগেই হেড মাস্টারের সামনে বসা পিটম্যান হাত তুললো, "ক্রশ, কিছু বলার আগে আমি কী বলি শোনো," বলে সে আমাদের দিকে উঠে এসে একদম আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বললো, "এই স্কুলে একটা অপহরণের ঘটনা ঘটেছে। খুবই গুরুতর এবং গুরুত্বপূর্ণ একটা কেস–"

"সত্যিই খুবই বাজে–" আমি একটু যোগ করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু পিটম্যান ভ্রু উঁচু করতেই আমিও খেপে গেলাম। "এটা নিঃসন্দেহ খুবই গুরুতর একটা কেস কিন্তু একটা নষ্ট মানসিকতার খুনি এই শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সে একই সপ্তাহে ইতিমধ্যে কনডন টেরেসে এবং ল্যাংডিল নেইবারহুডে আক্রমন করেছে। আমি এবং স্যাম্পসনের মতো সিনিয়রদের ওখানে কাজ করা দরকার।"

আমার গরম ভাব এবং অবস্থার গুরুত্ব অনুভব করে পিটম্যান একটু চুপ হয়ে গেলো। বড় ক'রে একটা নিঃশ্বাস নিয়ে বললো, "আমিও ব্যাপারটা বুঝতে পারছি কিন্তু ওটার কেয়ার আমি নিতে পারবো আর আমি ইতিমধ্যে আরেকজনকে–"

আমি আবার ফেঁটে পড়লাম, "দু'জন নিগ্রো মহিলা খুন হয়েছে সাথে একটা

BanglaBook.org

ছোট বাচ্চা। মেয়ে দুটোর স্তন কেটে ফেলা হয়েছে, ওদের মাথার চুল শেভ করে ওদেরকে খাটের সাথে বেধে খুন করা হয়েছে। আর আপনি বলছেন আপনি টেককেয়ার করতে পারবেন!" আমি স্যাম্পসনের দিকে তাকালাম, তার চোখে আমার প্রতি সমর্থন থাকলেও মাথা নিচু করে রেখেছে।

অফিসে উপস্থিত শিক্ষকরা সবাই আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। বাইরে থেকেও কয়েকজন দরজা দিয়ে উঁকি মেরে বোঝার চেষ্টা করছে ভেতরে আসলে কী হচ্ছে।

আমি এবার ওদের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বলে উঠলাম, "এই সকালে ডিসি'র পথেঘাটে একটা নষ্ট কীট পকেটে দুটো মহিলার কাটাস্তন নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, অপনাদের কেমন লাগছে ভাবতে? আর আমি এইমাত্র মৃতদেহগুলো দেখে এসেছি।" সবাই চুপ, পরিবেশ থমকে দাঁড়িয়েছে।

পিটম্যান আমার দিকে তাকিয়ে বাইরে যাবার ইশারা করলো। আমি আর সে নিঃশব্দে বেরিয়ে এলাম।

করিডোরের নির্জনে দাঁড়িয়ে পিটম্যান আমার কাঁধে একটা হাত রাখলো, "ক্রশ, আমি তোমার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি। আমি জানি তুমি একজন ভালো অফিসার, আমাদের সেরাদের একজন। আমি এও জানি আর দশটা অফিসার থেকে তোমাকে আলাদা করেছে তোমার মন, বিবেচনা বোধ। কিন্তু–"

"না, আপনি জানেন না। আপনি জানেন না আমি কী ভাবছি। আমি ভাবছি ছয়জন মানুষ এরইমধ্যে মারা গেছে এবং তারা সবাই কালো। একটা অসুস্থ সাইকোপ্যাথ রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, এইমুহূর্তে যখন আমি আপনি এখানে দাঁড়িয়ে খোশ গল্প করছি তখন হয়তো সে তার পরবর্তী টার্গেটকে অনুসরণ করছে। আর আপনি বলছেন দুটো বাচ্চা অপহরণ হয়েছে ব'লে আমাকে ওই খুনির কেস থেকে সরে এখানে আসতে হবে। জানতে পারি কেন? আমি ইতিমধ্যেই ওই কেসে কাজ শুরু করে দিয়েছি।"

এবার পিটম্যান আর নিজেকে সামলাতে পারলো না। তার মুখটা একদম লাল হয়ে গেছে। সে এক হাত মুঠো করে আরেক হাতের তালুতে ঘুষি মারছে। যখন কথা বললেন তার গলা একদম শান্ত, "ক্রশ, তুমি কোন্ কেসে কাজ করবে সেটা সিদ্ধান্ত নেয়ার দায়িত্ব আমার। আর আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি। কারণ তুমি আমাদের সেরা সাইকোলজিস্ট। এই ব্যাপারে মেয়র নিজে তোমাকে চেয়েছেন।"

সাথে সাথে আমি ব্যাপারটা বুঝে ফেললাম। আচ্ছা, খেলাটা তাহলে মেয়র খেলছেন, পিটম্যান না। আমি অকারণেই তার সাথে চিৎকার করলাম। আমার ইন্টারভিউ নিয়েও গুজব ছিলো পিটম্যানসহ আর সবার মন নাকি এই লোকই বিষিয়ে তুলেছিলো।

BanglaBook.org

"স্যাম্পসনের ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত হবে? অন্তত ওকে মার্ডার কেসটাতে থাকতে দিন," আমি জানি আসলে মেয়র হাত দেবার পর পিটম্যানের কিছুই করার নেই তাই শেষ একটা চেষ্টা যাতে স্যাম্পসনকে অন্তত রাখা যায়।

"সরি ক্রশ, মেয়রই বলেছেন তোমাদের দু'জনার কথা। কাজেই বুঝতেই পারছো আমার আসলে কিছুই করার নেই।"

পিটম্যান চলে গেলো। আমি মনে মনে ভাবলাম *ফাক!! আমরা তাহলে এখন ডানি গোল্ডবার্গ কিডন্যাপিং কেসের অফিসার।* অসহ্য লাগছে ভাবতে।

আমি ফিরে এসে স্যাম্পসনকে বললাম, "শুনেছো সব?" ও মাথা দোলালো।

"আমার এখুনি স্যান্ডার্সদের বাড়িতে চলে যেতে ইচ্ছে করছে।"

"আমারও।"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ৭

কালো রঙের বিশাল বিএমডব্লিউ বাইকটা বাঘের মত ছুটে এসে ওয়াশিংটন ডে স্কুলের গেটের সামনে ঘ্যাঁচ করে ব্রেক করলো। গেটে দাঁড়ানো দারোয়ান আর গার্ডরা ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে আছে। তাদের চেহারা দেখে মনে হলো না ভেতরে কাউকে ঢুকতে দেয়ার মতো মুডে আছে তারা। কিন্তু এই বাইকের আরোহীকে দিতে হলো, কারণ তার কাছে একটা বেশ শক্তিশালি আইডি রয়েছে।

গেটটা খুলে দিতেই বাইকটা আবারো স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে গর্জন করে আগে বাড়লো। কম্পাউন্ডের ভেতরে ঢুকে তীব্র বেগে এগিয়ে একটা ডিপ্লোমেট প্লেটধারী লিমোজিনের পাশে পার্ক করে সোজা হলো সে। হেলমেটটা খুলতেই ছড়িয়ে পরলো সোনালি চুল। মেয়েটাকে দেখতে লাগে বয়স পঁচিশের কিছু বেশি হলে হতেও পারে কিন্তু আসলে তার বয়স বত্রিশ। জেজি ফ্ল্যানাগান বাইকের আয়নায় চুল ঠিক করতে করতে ভাবলো, *তুমি বুড়িয়ে যাচ্ছো*। যদিও কোনো পুরুষ তাতে সম্মতি দেবে বলে মনে হয় না। জেজি ওর লেইক কটেজ থেকে বাইক চালিয়ে সোজা চলে এসেছে স্কুলে। কারণ সে আসলে ছুটিতে ছিলো।

তার পোশাকটাও বাইকারদের মতোই। লেদার জ্যাকেট, ফেড জিন্স আর চওড়া বেল্ট, সেইসাথে পায়ে লম্বা বুট।

তাকে পুলিশ এরিয়ার দিকে এগোতে দেখে দু'জন পুলিশ অফিসার দৌড়ে এলো বাধা দিতে। "ইটস ওকে অফিসার," বলে সে তার আইডিটা তুলে ধরলো। ওরা আইডি চেক করে ভেতরে ঢোকার অনুমতি দিলো। "আপনি এদিকে দিয়ে ডান দিকে চলে যান, মিস ফ্ল্যানাগান।"

জেজি ওদের দিকে তাকিয়ে হাসলো, "আমি বুঝতে পারছি আমার পোশাকটা ঠিক আজকের এই ধরণের কাজের জন্যে উপযুক্ত না কিন্তু আমি আসলে ছুটিতে ছিলাম।"

জেজি অফিসারের নির্দেশনা অনুযায়ী সামনে এগিয়ে স্কুল অ্যাডমিন ভবনের ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

সে যতোক্ষণ হাটছিল ডিসি পুলিশদের একজনও তার ওপর থেকে চোখ সরাতে পারে নি। অবশ্য সরাতে পারার কথাও নয়। কারণ এমন দূর্দান্ত ফিগার আর বুদ্ধিমান চোখের সমন্বয় খুব কমই দেখা যায়। পেছন থেকে তার সোনালি চুলের ঝাঁকে যেনো ঢেউ উঠেছে, সেই সাথে দেহের ভাঁজে হিল্লোল। লেদার আর জিন্সের এই অগুনে কাঠামো থেকে চোখ সরায় কোন পুরুষের সাধ্য। তবে সে আছেও বেশ ক্ষমতাবান একটা কাজে। গার্ডরা তার আইডি থেকেই জানতে

BanglaBook.org

পেরেছে।

জেজি লবি পেরিয়ে ভেতরে ঢুকতেই কেউ একজন তার হাত ধরে টান দিলো, ভিক্টর সিমিড। এখন ব্যাপারটা ভাবতেও অবাক লাগে এই লোকটা এক সময় ওর পার্টনার ছিলো। বলা চলে ওর প্রথম প্রেম। ও এখন সার্ভিস এজেন্ট হিসেবে এই স্কুলের একজন হোমরা-চোমড়া অভিভাবকের বাচ্চাকে আনা নেওয়া করে।

ভিক্টর তার ক্রমশ কমে আসতে থাকা চুলগুলো বেশ ছোট করে কাটে। তার পোশাক-আশাক ভালোই বলা চলে। জেজি ভাবলো এই লোকটার আসলে সিক্রেট এজেন্ট না হয়ে নিম্ন শ্রেণির ডিপ্লোম্যাট হওয়া উচিত ছিলো।

"জেজি, কেমন আছো?" ভিক্টর প্রায় ফিসফিস করে বলে উঠলো।

জেজির মনে পড়লো লোকটার এই জিনসটাই একসময় ওর প্রথম বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। ওর এই ফিসফিসে গলা শুনলে ওর গা গুলাতো।

ওর জীবনে এই লোকটা ছিলো এই যাবৎকালের সবচেয়ে বড় ভুল। সে ভিক্টরকে একরকম লাথি মেরেই তার জীবন থেকে বের করে দিয়েছিলো।

জেজি প্রথমত ভিক্টর ওর হাত ধরেছে এটা পছন্দ করে নি। দ্বিতীয়ত, ওকে কাজের আগে থামিয়েছে এটাও ওর ভালো লাগে নি। ও একরকম ফেঁটে পড়লো, "আমি কেমন আছি মানে? এখানে দুটো বাচ্চা কিডন্যাপ হয়েছে। আমি একজন অফিসার। আমাকে থামিয়ে 'কেমন আছি' জানতে চাওয়ার মানে কি?"

"জেজি, আমি শুধু হ্যালো বলতে চেয়েছিলাম," ভিক্টরের গলা আরো ফিসফিসে হয়ে গেছে।

জেজি বড় ক'রে দম নিলো। ওকে শান্ত থাকতে হবে, "ঠিক আছে, বাদ দাও। কিডন্যাপিঙের ব্যাপারে কিছু জানো?"

"হ্যা, দুজনের একজন ট্রেজারি অব সেক্রেটারির ছেলে অরেকজন ক্যাথারিন রোজের মেয়ে।"

ভিক্টর ওকে একটু নরম পেয়ে আবার তেলতেলে হয়ে গেলো, "তোমার দিনকাল কেমন চলছে?"

জেজি আবার ফেঁটে পড়তে গিয়ে সামলে নিলো, "আমার পেটে ব্যাথা, সামনের দুটো দাঁত পড়ে গেছে। আর মাথাটা মনে হচ্ছে ফেঁটে যাবে। আরো শুনতে চাও?"

বলে ও দুদ্দার হাটা দিলো। পেছন থেকে ভিক্টর বললো, "শোনো জেজি–"

"ফাক ইউ।"

ওর আসলে নার্ভাস লাগছে ভীষণ। শরীরটাও একটু খারাপ, আর নিজেকে পাগলের মতো মনে হচ্ছে। ভিড়ের ভেতরে ও পরিচিত চেহারার কারো আশায় তাকাতে লাগলো। অবশেষে খুঁজে পেলো দুজনকে।

BanglaBook.org

চার্লি চাকলি আর মাইক ডিভাইন। ওর এজেন্টরা। এদের ওপরেই দায়িত্ব ছিলো বাচ্চা দুটোকে নিরাপদে বাড়ি আনা নেয়া করার। ও এগোতে এগোতে চিৎকার করে জানতে চাইলো, "কিভাবে ঘটলো এসব?" আশেপাশের গুঞ্জন থেমে গেলো, সবাই ওর দিকে তাকিয়ে আছে। জেজি কারো পরোয়া না করে ধুপধাপ ক'রে আগে বাড়লো। চার্লির সামনে গিয়ে এমনভাবে দাঁড়ালো পারলে চড়ই মারে।

দুই এজেন্টই মাথা নিচু করে ঘটনা বলতে লাগলো। সব শুনে জেজি আবারো চিৎকার করে উঠলো, "এক্ষুণি, এইমুহূর্তে দূর হয়ে যাও আমার চোখের সামনে থেকে। এক্ষুণি!"

"আমাদের কী করার ছিলো, বলুন?" ডিভাইন কৈফিয়ত দেয়ার চেষ্টা করলো।

"আমার চোখের সামনে থেকে দূর হও!"

জেজির রাগের মাত্রা বেশি মনে হতে পারে কিন্তু যারা ওকে চেনে ওর দায়িত্ব সম্পর্কে জানে তাদের কাছে বরং কমই মনে হবে। কারণ দুই দুইটা বাচ্চা নিখোঁজ। ওর দায়িত্বে ব্যাপারটা ঘটেছে। ও হলো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের বাচ্চা পাহারা দেয়ার দায়িত্বে থাকা সিক্রেট সার্ভিস এজেন্টদের সুপারভাইজর। ওর দায়িত্বে আছে ক্যাবিনেট মেম্বারস, আধা ডজন সিনেটর, তাদের ফ্যামিলি, এমনকি টেড কেনেডিও ওরই দায়িত্বে আছে।

বছরের পর বছর ধরে সপ্তাহে একশ ঘণ্টার ওপরে কাজ, কোনো ছুটি কোনো বিনোদন ছাড়াই স্রেফ কাজ করে করে সে আজকের এই অবস্থানে উঠে এসেছে। আর এই একটা মাত্র ঘটনা দিয়ে সব শেষ হয়ে যাবে! কী জবাব দিবে সে সেক্রেটারি অব ট্রেজারিকে। সবাই এই ঘটনায় পাগল হয়ে উঠবে আর সবার তীর ওর দিকে তাক্ করে ছুটবে।

জেজি সামনে তাকিয়েই দেখতে পেলো সেক্রেটারি অব ট্রেজারিকে। তার ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন মেয়র কার্ল মনরো, এফবিআই স্পেশাল এজেন্ট রজার গ্রাহাম, দু'জন নিগ্রো অফিসার। জেজি ওদেরকে চিনতে পারলো না। দু'জনেই বেশ লম্বা কিন্তু একজন একেবারে অতিরিক্ত লম্বা, সাত ফিটের কাছাকাছি হতে পারে।

জেজি বড় করে একটা নিঃশ্বাস নিয়ে ওদের দিকে হাটা দিলো।

"আমি খুবই দুঃখিত, জেরল্ড," জেজির কণ্ঠস্বর ফিসফিসের চেয়ে একটু জোরে হবে। "আশা করি বাচ্চারা ভালো আছে।"

"একজন শিক্ষক," জেরল্ড গোল্ডবার্গের কণ্ঠস্বরেই বোঝা যায় সে বহু কষ্টে নিজেকে সামলাচ্ছে। তার চোখ দুটো ভেজা।

"একজন শিক্ষক কিভাবে কাজটা করতে পারলো?"

BanglaBook.org

লোকটাকে তার আসল বয়স পঞ্চাশের চেয়ে অন্তত দশ বছর বেশি দেখাচ্ছে।

এই পেশায় আসার আগে গোল্ডবার্গ ওয়ালস্ট্রিটের একজন মাথা ছিলো। আশির দশকে বহু সংগ্রাম করে সে বিশ থেকে ত্রিশ মিলিয়ন ডলারের মালিক হয়েছে। তৎকালীন সময়ে সে ছিলো সবার সেরা, সবচেয়ে মেধাবি এবং সমান পরিমাণ পরিশ্রমী। তাকে বলা হয় সে একজন পিলারের মত অটল এবং অবিশ্রান্ত।

কিন্তু প্রবল প্রতাপশালী সেই মানুষটার সাথে বাচ্চা হারানো এই বাবার কোনো মিলই নেই। তাকে দেখতে লাগছে অসহায় আর ভঙ্গুর একজন মানুষ।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ৮

সিক্রেট সার্ভিস সুপারভাইজার জেজি ফ্ল্যানাগান যখন আমাদের সামনে এলো আমি তখন এফবিআই স্পেশাল এজেন্ট রজার গ্রাহামের সাথে কথা বলছিলাম। সেক্রেটারিকে সান্ত্বনা দেয়ার মতো যা বলার ছিলো সে তাই বললো। তারপরেই ধীরে ধীরে প্রসঙ্গ পাল্টালো কিভাবে ঘটনা ঘটেছে এবং পরবর্তী পদক্ষেপ কী হতে পারে সেসব বিষয়ে।

"আমরা কি শতভাগ নিশ্চিত যে ম্যাথ-টিচারই বাচ্চাদেরকে অপহরণ করেছে?" গ্রাহাম জানতে চাইলো। আমি আর ও এর আগেও একসাথে কাজ করেছি। গ্রাহাম অত্যন্ত স্মার্ট একজন অফিসার এবং বছরের পর বছর ধরে ব্যুরোতে ও একজন স্টার হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। ও নিজে নিউ জার্সির ক্রাইম নিয়ে একটা বই লিখেছে, ওর ঘটনা নিয়ে একটা সিনেমাও নির্মিত হয়েছে। আমরা পরস্পরকে বেশ শ্রদ্ধা করি, পছন্দও করি। ব্যুরো ও স্থানীয় পুলিশ বিভাগে এটা একটা বেশ বিরল ঘটনা। আমার স্ত্রী যখন খুন হলো তখন সবেমাত্র পুলিশ থেকে বদলি হয়ে ব্যুরোতে গেছে সে। আমার নিজের ডিপার্টমেন্টের চেয়ে বেশি সাহায্য আমি ওর কাছ থেকে পেয়েছি তখন।

আমি রজারের প্রশ্নের উত্তর দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। স্যাম্পসন আর আমি যা শুনেছি শান্ত স্বরে আমি তাই বলে গেলাম।

"ওরা অবশ্যই একসাথেই স্কুল গ্রাউন্ড ত্যাগ করেছে," আমি বললাম। "একজন পোর্টার দেখেছে ম্যাথ-টিচার মি. সনেজি মিস কিমের ক্লাশে ঢোকেন। তার কাছে মিথ্যে বলেন, এই বাচ্চা দু'জনার ব্যাপারে টেলিফোনে একটা হুমকি এসেছে এবং তার ওপরে নির্দেশ আছে এই বাচ্চা দুটোকে হেডমাস্টারের অফিস হয়ে বাড়ির জন্য ছেড়ে দিতে হবে। তারপর উনি বাচ্চাদেরকে নিয়ে বের হয়ে যান। বাচ্চাদেরও তাকে সন্দেহ করার কোনো কারণ ছিলো না।"

"একজন অপহরণকারী এরকম একটা স্কুলের টিচিং প্রফেশনে এলো কিভাবে?" স্পেশাল এজেন্ট গ্রাহাম জানতে চাইলো। তার কোটের পকেট থেকে একটা সানগ্লাসের ডান্ডি দেখা যাচ্ছে। আমি মনে মনে ভাবলাম লোকটা আসলেই স্মার্ট। মুভিটাতে ওর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলো হ্যারিসন ফোর্ড, চমৎকার মানিয়েছিলো তাকে।

"ব্যাপারটা আমরা এখনো পুরোপুরি জানি না," আমি গ্রাহামকে উদ্দেশ্য করে বললাম। এরপর আমাকে আর স্যাম্পসনকে মেয়র মি. গোল্ডবার্গের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। মেয়র মি. গোল্ডবার্গকে জানালেন আমরা কিভাবে

BanglaBook.org

ডিসি'র ডিটেক্টিভ ফোর্সের স্পেশাল টিমে সাইকোলজিক্যাল ক্রাইম নিয়ে কাজ করি। তারপর মেয়র সেক্রেটারি সাহেবকে নিয়ে চলে গেলেন হেডমাস্টারের রুমে। যাবার আগে আমার আর স্যাম্পসনের দিকে তাকিয়ে চোখ মটকালেন একবার। বুঝিয়ে দিলেন এবার আমাদেরকে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

জেজি ফ্ল্যানাগান এবার আমাদের দিকে ফিরলো। "ডিটেক্টিভ ক্রশ, আমি আপনার ব্যাপারে শুনেছি। মানে ওয়াশিংটন পোস্টে আপনার ব্যাপাবে পড়েছি আব কি। আপনি একজন সাইকলজিক্যাল ডিটেক্টিভ," বলে সে মৃদু হাসলো।

আমি জবাবে হাসলাম না। "আপনি তো জানেন নিউজ পেপার আর্টিকেলে সবকিছুকেই রঙ চড়িয়ে প্রকাশ করা ওদের একটা স্বভাব।"

"আমার তা মনে হয় না," আমার কথার জবাবে জেজি বললো। "যাই হোক, আপনার সাথে পরিচিত হয়ে ভালো লাগলো।" তারপর সেও ঢুকে গেলো হেডমাস্টারের অফিসে। আমার মনে ভাবনা চলতে লাগলো, *এই ম্যাগাজিন আর্টিকেল আসলে কী আমার উপকার করেছে নাকি অপকার!*

জেজি ঢুকে যাবার একটু পরেই মেয়ব অফিসের দরজা দিয়ে মুখ বের করে আমার দিকে ফিরে বললেন, "ক্রশ, তুমি কোথাও যেও না। তুমি আর স্যাম্পসন এখানেই থাকো। তোমাদের সাথে আমার কথা আছে।"

আমরা অফিসের বাইরেই পায়চারি করতে লাগলাম। অপেক্ষা আর ফুরোয় না। প্রচন্ড বিরক্ত লাগছে। আমার চোখে শুধু ভাসছে পিচ্চি স্যান্ডার্সের চেহারাটা। কেসটার কী হবে, কে দায়িত্ব নেবে কে জানে। এই বালের অপহরণ কেসের কারণে মোস্তাফের কথা এরা ভুলেই গেছে।

আমি আর স্যাম্পসন হাটতে হাটতে পাইনের সারির রাস্তা দিয়ে স্কুলের প্লে রুমে চলে এলাম। কিছু পোলাপান খেলাধুলা করছে। শুনেছি এই ঘটনার পর নাকি স্কুলে বেশ বাজে একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিলো। স্কুল কর্তৃপক্ষ খবরটা চাপা রাখতে চেয়েও পারে নি। অনেক বাচ্চা নাকি শোনার পরেই চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করে। অনেকে প্যান্ট ভিজিয়েছে, এমনকি অনেকে বমিও করে ফেলেছে। *শালার ফার্মের মুরগি একেকটা।*

আমরা হাঁটছি এমন সময় একজন টিচার আমাদের দিকে এগিয়ে এসে পরিচয় দিলেন। উনার নাম ভিভিয়ান কিম। চিনতে পারলাম। উনার ক্লাশ থেকেই বাচ্চা দুটোকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো। ভালোই হলো, আমিই উনার সাথে দেখা করার কথা ভাবছিলাম।

আমরা কথা বলছি এমন সময় বেশ কয়েকটা বাচ্চা আমাদের দিকে এগিয়ে এসে কথা বলতে চাইলো। আমি স্যাম্পসনকে ইশারা করলাম। ও বাচ্চাদের ভালো সামলাতে পারে। কেন জানি ওর দানব আকৃতি বাচ্চাদের মনে হালকা একটা প্রভাব তৈরি করে।

BanglaBook.org

একটা পিচ্চি জানতে চাইলো, আমরা পুলিশ কিনা? আমরা এখানে কী করছি? এসব। ওর কথার জবাবে স্যাম্পসন জানালো আমরা এখানে এসেছি যাতে সবকিছু ঠিকঠাক থাকে।

মিস কিম স্যাম্পসনের জবাব শুনে আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো।

এরপর ওদের সবার সাথে একে একে পরিচিত হলাম। বাচ্চাগুলোর মুখে যেন খই ফুটছে, এক পর এক প্রশ্ন করেই চলেছে। আমরা ভালো পুলিশম্যান কিনা, আমরা বাচ্চা দুটোকে উদ্ধার করতে পারবো কিনা, ওদের কোন ক্ষতি হবে কিনা এমনি হাজারো প্রশ্ন। আমরা একে একে আমাদের সাধ্যমতো উত্তর দিয়ে যেতে লাগলাম। ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মিস ভিভিয়ানের সাথে কথা বলতে বলতে আমরা আবার হেড মাস্টারের রুমের সামনে চলে এসেছি এমন সময় মেয়র বেরিয়ে এলেন।

মিস ভিভিয়ানের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সামনে এগোলাম। যাক এখন অন্তত বিষয়টা পরিস্কার বোঝা যাবে। আমাকে জানতে হবে আমার হোমিসাইড কেস বাদ দিয়ে কেন এই কেসে ট্রান্সফার করা হলো। আর যদি কোন অপশন থাকে তবে...

"অ্যালেক্স, তুমি কি নিজের গাড়িতে করে এসেছো?" মেয়র জানতে চাইলেন। আমরা ইতিমধ্যেই স্কুল ভবনের সামনে একসাথে হাটতে শুরু করেছি।

"হ্যা, আমি আমার গাড়িতে করেই এসেছি," কাটা কাটা জবাব দিলাম। এখনো অমার রাগ কমছে না।

"ঠিক আছে চলো, তোমার গাড়িতে করেই রওনা দেই। এসআইটি কেমন কাজ করছে? অন্তত কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করতে পেরেছে তো, নাকি?" মেয়র আবারো আমাকে একটা প্রশ্ন করলো। আমরা প্রায় কারপার্কের দিকে চলে এসেছি। আমি দেখলাম ওনার গাড়িটা নেই। তার মানে আমার সাথে যাবেন ব'লে উনি আগে থেকে প্ল্যান করেই গাড়িটাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

"এসআইটি আর কী কনসেপ্ট ক্লিয়ার করবে?"

মনরো হাসলেন। *লোকটা দারুন স্মার্ট*, মনে মনে ভাবলাম। সে খুব ভালো করেই মানুষের মন পড়তে পারে।

"অ্যালেক্স, আমি চাই আমাদের মেট্রো পুলিশের সবচেয়ে মেধাবি এবং সম্ভাবনাময় মানুষটাই সেরা কাজ করুক এবং সবসময় সেরা মানুষেরাই সর্বাধিক লিডিং পজিশনে থাক। যেটা আগে কখনো হয় নি।"

"কিন্তু সেটা হতে দেয়া হচ্ছে কোথায়? আপনি তো কনডন মার্ডার কেস আর এবং ল্যাংলি টেরেসের ব্যাপারটা জানেন।"

মেয়র একবার মাথা দোলালেন। আমি বুঝলাম সে পুরো ব্যাপারটা জানলেও এই মুহূর্তে ওটা তার কাছে প্রাধান্য পাচ্ছে না।

BanglaBook.org

"মা, মেয়ে এবং তিন বছরের একটা বাচ্চাকে খুন করা হয়েছে," আমি আবার নিজের ওপব নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছি। "কোনো কারণ ছাড়াই আমাকে ওখান থেকে সরিয়ে আনা হয়েছে এখানে।"

"অ্যালেক্স, তাতে কি? ওরা যখন বেঁচে ছিলো তখনই ওদের জীবনের কোনো মূল্য ছিলো না। ওরা মারা যাবার পব লোকে কেয়ার করবে কেন?"

আমরা পোর্শে গাড়িটার কাছে চলে এসেছি। গাড়িটা আমি তিনবছর ধরে ব্যবহার করছি এর সাথে আমার সখ্যতাই অন্যরকম। আমরা উঠে বসলাম।

"অ্যালেক্স, তুমি জানো কলিন পাওয়েল এখন জয়েন্ট চিফেদের হেড। লুইস সুলিভান ছিলেন আমাদের হেলথ এবং হিউম্যান সার্ভিসের সেক্রেটারি। উনিই আমাকে আমার এই চাকরিটা দিয়েছিলেন," মনরো খানিকটা মৃদুস্বরেই বললেন। আমরা ক্যানাল রোড ধরে চলেছি।

"আর সেটার খেসারত আমাকে এখন দিতে হবে। আমাকে একবারও জিজ্ঞেস না করে..." আমি আমার রাগ ঢাকতে পারছি না, এমনকি চেষ্টাও করছি না।

"না অ্যালেক্স, ব্যাপারটা এমন না। আমাদের মাঝে তুমিই সেরা। আর কখনো কখনো আমাদেরও হাত-পা বাঁধা থাকে।"

"তাহলে আপনি আমাকে সাহায্য করুন। আমাকে আবার মার্ডার কেসে ফিরিয়ে নিয়ে যান। এই বাচ্চা দুটোর ব্যাপারে আমি কী করবো?"

"অ্যালেক্স, আমি তোমার মনের অবস্থা বেশ ভালোভাবেই বুঝতে পারছি," মনরো মাথা ঝাঁকালেন। "প্লিজ, মনোযোগ দিয়ে শোনো।"

ডিপার্টমেন্টে একটা কথা প্রচলিত আছে কার্ল মনরো যখন তোমাকে কিছু করতে বলেন উনি সেটা অনুরোধ করেই বলেন কিন্তু সেটাকে আদেশের পর্যায়ে নিয়ে পালন করিয়ে তবে উনি ছাড়েন।

"অ্যালেক্স তুমি আমাদের সেরা হতে পারো তবে ইদানিং সেটাতে ভাটা পড়ছে, তা কি ঠিক?"

"না, ঠিক না। আমি একদম ঠিক আছি।"

"যাইহোক, বাদ দাও, আমি সে প্রসঙ্গ তুলতে চাইছি না। আমি তোমার একটা নাটক দেখেছিলাম একবার। সেইন্ট এন্টনি। তুমি তো ভালোই অভিনয় করো।"

এটা ছিলো মারিয়ার পিড়াপিড়িতে। আমাকে ও একরকম জোর করেই ওর থিয়েটারে নিয়ে যেতো। থিয়েটারে কাজ শুরু করেই আমি আচমকাই বেশ ভালো করতে থাকি। তারপর এক সময় ব্যাপারটা একঘেয়ে লাগতে থাকায় ছেড়ে দেই।

"আরেকটা করেছিলাম আমি, এথল ফুগার্টের 'ব্লাড নট'। আর আমি যখন

BanglaBook.org

যেটা করি ভালো করেই করি।"

মনরো হেসে ফেললেন। "আহ্, অ্যালেক্স, তুমি এখনো রাগ ক'রে কথা বলছো।"

বলে মনরো আপন মনেই হাসতে লাগলেন। আমি লোকটাকে ভালো করে দেখছি। সবাই বলে মনরো নাকি নারকেলের মতো। বাইরে শক্ত আর ভেতরে নরম। আমি খানিকটা আঁচ পাচ্ছি। কিন্তু এখনো এটা বুঝতে পারলাম না লোকটা আসলে আমার কাছে কী চাইছে আর এভাবে ডেকে কথা বলার পরও কিছুই ক্লিয়ার করছে না কেন?

মনরো কিছুক্ষ চুপ থেকে আবার কথা বলতে লাগলেন। আমরা এর মধ্যেই ফ্রিওয়েতে উঠে এসেছি। এতো চওড়া রাস্তাতেও বেশ জ্যাম।

"অ্যালেক্স, আমরা একটা ট্র্যাজিক সিচুয়েশান ফলো করছি। এই অপহরণটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যে এটা সমাধান করতে পারবে সেও নির্দ্বিধায় একজন সেলিব্রেটিতে পরিণত হবে। আমি সে সুযোগটা তোমাকে দিতে চাই। তার কারণ আমি মনে করি তুমি আসলেই একজন ভালো অফিসার এবং এই কেসটা হতে পারে তোমার জন্যে সুনাম নতুন করে তৈরি করার দারুণ একটা সম্ভাবনা।"

"আমার সুনামের দরকার নেই," আমি এখনো নাছোরবান্দা। "আর আমি প্লেয়ারও হতে চাই না।"

"আমি সেটা জানি, অ্যালেক্স। আমি এও জানি তুমি নামের জন্য কাজ করো না। আর সেকারণেই তোমার এই নামটার দরকার। তোমার মতো অফিসার এই শহরের প্রয়োজন। কিন্তু যেভাবে তুমি দিন দিন ঈর্ষান্বিত শত্রু তৈরি করছো তাতে এখনই এরকম একটা সুযোগ তোমার কাজে লাগবে।"

"তারপরও আমার সন্তুষ্টি আমার কাজে, নামে নয়।"

"অ্যালেক্স, আমি তোমার চেয়ে বয়সে বড় কাজেই আমি জানি কোন্‌টা ভালো। তোমার এবং আমার আমাদের উভয়েরই জন্য তুমি এই কেসটাতে ভালো করো। আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি সর্বদা তোমার পাশে থাকবো। কেউ তোমার নামটি পর্যন্ত মুখে নেয়ার আগে আমার কথা ভাববে। আই প্রমিজ।"

আমি কিছু বললাম না। এক হিসেবে আসলেই এটা আমার জন্যে একটা সুযোগ কিন্তু মনকে কীভাবে সেটা বোঝাই।

আমরা ডিস্ট্রিক্ট বিল্ডিঙের সামনে এসে গাড়ি থামালাম।

মনরো গাড়ি থেকে নেমে জানালা দিয়ে আমার দিকে তাকালেন।

"অ্যালেক্স, এই কেসটা তোমার এবং আমার উভয়েরই জন্যে খুবই, মানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেসটা এখন তোমার।"

আমি কিছু বলার আগেই মনরো হাটতে লাগলেন। মনে মনে বললাম, "নো থ্যাঙ্কস।"

BanglaBook.org

অধ্যায় ৯

দশটা বেজে পঁচিশ, তার ঠিক করা সময় একদম পারফেক্ট, গেরি সনেজি ভ্যানটা নিয়ে ড্রাইওয়েতে ঢুকতে ঢুকতে মনে মনে সন্তুষ্টির হাসি হাসলো। ড্রাইভওয়ের দু'পাশে লম্বা লম্বা ঘাস আর আগাছা। একটা ব্ল্যাকবেরি গাছ রাস্তার ওপরে নুয়ে আছে।

জায়গাটা হাইওয়ে থেকে মাত্র পঞ্চাশ ইয়ার্ড দূরে। সে এখানে দাঁড়িয়ে মেইনরোড ধরে কে এলো কে গেলো সবই দেখতে পাবে, কিন্তু গাছপালা আর লম্বা আগাছার কারণে তাকে কেউ দেখতে পাবে না।

গাড়িটা ড্রাইভওয়ে ধরে এগিয়ে একটা পুরনো জীর্ণ সাদা রঙের ফার্মহাউজের সামনে এসে থামলো। বাড়িটা দেখলেই মনে হয় এটা পরিত্যক্ত, ভাঙা আর বহু আগে থেকেই বসবাসের অযোগ্য। বাড়িটা যেনো নিজের ভিতের ওপরেই হুড়মুড় করে যেকোনো সময় ভেঙে পড়বে। এর ঠিক চল্লিশ ইয়ার্ড পেছনে একটা গোলাঘড়।

সনেজি গাড়ি চালিয়ে বাড়ির পেছনের গোলাঘড়ের একদম ভেতরে চলে এলো। গোলাগড়ের ভেতরে একটা কালো ১৯৮৫ মডেলের সাব পার্ক করা। এটাকে আসলে গোলাঘর কাম গ্যারেজ বলা যেতে পারে।

এই ফার্মের বাকি অংশের চেয়ে এই গোলাঘড়ের অবস্থা তুলনামূলক ভালো। ধূলোময় মেঝে, ভাঙা জানালায় মোটা কাপড় লাগানো। একদিকে বেশ কিছু পুরনো ফার্মিঙের জিনিসপত্র পড়ে আছে। ওগুলো থেকে ভেসে আসছে গ্রিজ আর গ্যাসোলিনের গন্ধ।

গেরি সনেজি গাড়ি থেকে নেমে প্যাসেঞ্জার সিট থেকে দুটো কোকের ক্যান তুলে নিলো। একটা খুলে তৃপ্তির সাথে এক ঢোক পান করলো।

"ওহ্‌হো সরি, তোমাদেরকে সাধলাম না। তোমরা কি কেউ খাবে? কেউ না? আরে লজ্জা কোরো না। খাবেই না? ঠিক আছে আমিই খাই," অজ্ঞান দেহ দুটোর দিকে তাকিয়ে সে আবারো কোকের ক্যানে চুমুক দিলো।

আহ, কী শান্তি। দুনিয়ার কোনো পুলিশের সাধ্য নেই তাকে এখানে খুঁজে পাবে। তবে এতোটা আত্মবিশ্বাসী হওয়া কি ঠিক? আসলে না। কিন্তু তার এই অতি-আত্মবিশ্বাসের পেছনে বেশ কিছু কারণ আছে। সনেজি অনেক বেশি বাস্তববাদী। আর সে পেছনে কোনো আলামত বা চিহ্ন রেখে আসে নি।

ব্যাপারটা একদিনের তো আর না। বিখ্যাত কাউকে অপহরণ করার স্বপ্ন তো তার আজকের নয়। বিখ্যাত ব্যক্তিটা কে? সেটা বার বার পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু

BanglaBook.org

তার প্রতিজ্ঞায় কখনো ভাটা পড়ে নি। সে ওয়াশিংটন ডে স্কুলে মাসের পর মাস ধরে কাজ করে গেছে শুধুমাত্র এই একটা লক্ষ্যকে মাথায় রেখে। আজ এখানে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছে, সময়টা বৃথা যায় নি।

স্কুলে তার ডাক নাম ছিলো 'মি. চিপস'। ছোটবেলায় নাটকে কী অসাধারণ অভিনয়ই না সে করতো। অস্কার পাবার মতো। তার হিরো রবার্ট ডি নিরোর মতো। উফফ! এই একটা লোক। *এতো ভালো অভিনয় ক'রে কী করে লোকটা!*

কাজে নামতে হবে। গেরি সনেজি গাড়ির স্লাইডিং ডোর খুলে কাজে লেগে গেলো।

প্রথমেই একে একে বাচ্চা দুটোকে নিচে নামালো। প্রথমে ম্যাগি রোজ ডান, তারপর মোটকা গোল্ডবার্গ। বাচ্চা দুটোকে মাটিতে নামিয়ে পাশাপাশি রাখলো সে। তারপর দুটো বাচ্চারই আন্ডারওয়ার বাদে বাকি সব খুলে ফেললো। এবার বের করলো একটা ডাক্তারি বাক্স। অনেক সময় নিয়ে সে এসব শিখেছে। আর এই ঔষধগুলো কিনেছেও অনেক ধীরে ধীরে। অত্যন্ত যত্ন নিয়ে সে ট্রাঙ্কুলইজার প্রস্তুত করতে লাগলো। এই জিনিসটা সাধারণ স্লিপিং পিল আর ডাক্তারি অ্যানেসথেসিয়ার মাঝামাঝি একটা বস্তু। বাচ্চগুলোকে প্রায় বারো ঘণ্টা ঘুম পাড়িয়ে রাখবে। কিন্তু এর মাত্রাটা ঠিক রাখতে হয় খুব সাবধানে। কারণ বাচ্চাদের শরীরে জিনিসটা একটু এদিকে ওদিক হয়ে গেলেই সর্বনাশ।

সে ঔষুধ প্রস্তুত করে পরিমাণমতো দুটো বাচ্চারই শরীরে পুশ করে দিলো। আগেই বাচ্চাদের ওজন দেখে নিয়েছিলো স্কুলের রেকর্ডে। এখন সেই অনুযায়ী পরিমাণমত ঔষুধ পুশ করে দিলো।

তারপর এগিয়ে গিয়ে সাবটাকে ঠেলে সরালো বেশ খানিকটা। ওটা সরাতেই মাটিতে দেখা গেলো তিন ফিট বাই তিন ফিট একটা ট্র্যাপ ডোর।

এটা সম্ভবত ফার্ম হাউজের পুরনো বাসিন্দারা তৈরি করেছিলো তাদের ইমার্জেন্সি শেল্টারের জন্যে। তারপর সেই বিপজ্জনক যুগ কেটে যাবার পব বাসিন্দারা এটাকে ব্যবহার করতো ওয়াইন সেলার হিসেবে। সনেজি এটাকে পরিস্কার করে কাজে লাগাচ্ছে। এর ভেতরে দারুণ আরামদায়ক একটা আবাস তৈরি করেছে সে।

বাচ্চা দুটোকে নিচে নামিয়ে রেখে সনেজি ওপরে উঠে এলো। তারপর সাবটাকে আবার জায়গামত টেনে বসিয়ে দিলো। আহ্, বহুদিনের স্বপ্ন আজ পূরণ হতে চলেছে! সে গোলাঘরের বাইরে এসে নিঃশ্বাস নিলো বড় করে। বাচ্চা দুটোকে এমন এক জায়গায় রেখেছে একমাত্র তার নির্দেশনা ছাড়া ওদেরকে কেউ খুঁজে পাবে না। আর সে নির্দেশনা দিবে যদি...

যাক, এখন উৎসবের সময়। তাকে টিভির সামনে বসতে হবে। নিজেকে দেখার জন্য...

BanglaBook.org

তারপর কাপড় চেঞ্জ করে আগের কাপড়গুলোও সেই পোটলায় ঢোকালো। এবার নতুন এক সেট কাপড় পরে বেরিয়ে এলো বাইরে। প্রথমেই বাড়ির আরেকদিকে একটা গ্যারাজের দিকে গেলো। এখানে তার বেশ কিছু টাকা সবসময় লুকানো থাকে। এটাও তার মাস্টারপ্ল্যানেরই একটা অংশ। কিছু টাকা বের করে নিয়ে বেরিয়ে এলো সে।

তারপর গোলাঘরে এসে সাবটাকে সরিয়ে বাচ্চা দুটোকে চেক করল। একদম ঠিক আছে । ওদের নিঃশ্বাস চেক করে বুঝলো একদম স্বাভাবিক।

গুড, ভেরি গুড।

তারপর রাতের পোটলাটা ছোট একটা আগুন জ্বেলে সাবধানে পুড়িয়ে একদম ছাই করে ফেললো। কাজ শেষ হবার পর আগুনটা নিভিয়ে নিজের গাড়িটা নিয়ে বেড়িয়ে এলো।

হাইওয়েতে উঠে আসতে আসতে সে ভাবতে লাগলো আজ রাতে তার আরো কাজ বাকি, আরো বেশ কিছু কাজ।

তার মাস্টার প্ল্যানেরই অংশ।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ১১

স্পেশাল এজেন্ট রজার গ্রাহাম ওয়াশিংটন আর কোয়ান্টিকোর এফবিআই অ্যাকাডেমির মাঝামাঝি মানাসাস পার্কে থাকে। গ্রাহাম বেশ লম্বা, শারিরীকভাবে দারুণ শক্তিশালী বাদামি চুলের একজন মানুষ। এর আগে বেশ কয়েকটা বাজে অপহরণের কেস বেশ সফলতার সাথে মোকাবেলা করেছে সে। কিন্তু এই কেসটার ব্যাপার আসলে ভিন্ন। এই কেসটা একটা দুঃস্বপ্ন ছাড়া আর কিছু না।

ওইদিন অবশেষে গ্রাহাম অনেক রাতে বাড়ি ফিরতে পারলো। ওর বাড়ি বেশ বড়। ছয়টা বেডরুম, তিনটা বাথরুমের বাড়িটা বড় একটা আঙিনাসহ প্রায় দুই একর জায়গার ওপরে নির্মিত।

দূর্ঘটনাক্রমে দিনটা মোটেও সাধারণ কোনো দিন নয়। গ্রাহামের মনে হচ্ছিলো ক্লান্তিতে ওর হাড়গোড় গুড়ো হয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝেই গ্রাহামের মনে হয় ওর আসলে অবসর নিয়ে লেখালেখি করা উচিত। আরেকটা বেস্টসেলার লেখা উচিত। তাতে আয়, সম্মান আয় জীবনের নিরাপত্তা অনেক বেশি। এতে ক'রে সে পরিবারের সাথেও আরো বেশি কাছাকাছি থাকতে পারবে। বিশেষ ক'রে নিজের ছেলে দুটোকে সময় প্রায় দেয় না বললেই চলে।

মানাসাস পার্কের রাস্তাঘাটগুলো প্রায় সবসময়ই বেশ শান্ত। গ্রাহাম গাড়ি থেকে নামতে যাবে বাড়ির সামনের নির্জন রাস্তায় ওর পার্ক করা গাড়িটার ঠিক পেছনে একটা গাড়ি এসে দাঁড়ালো। হেডলাইটগুলো একদম মৃদুভাবে জ্বলছে।

ওটা থেকে একজন লোক নেমে এলো। তার হাতে একটা নোট প্যাড।

"এজেন্ট গ্রাহাম? মার্টিন বেয়ার, নিউ ইয়র্ক টাইমস," সে একহাতে একটা আইডি দেখাচ্ছে।

সর্বনাশ, নিউ ইয়র্ক টাইমস, এই হারামজাদারা জানলো কিভাবে? গ্রাহাম মনে মনে আৎকে উঠলো। লোকটার পরনে একটা বেশ গাঢ় রঙের স্যুট, পিন স্ট্রিপ শার্ট আর লাল টাই। যে পোশাকেই থাক এই হারামিগুলোকে গ্রাহামের কাছে সবসময় একইরকম মনে হয়।

"আপনি অনেক কষ্ট ক'রে এতোদূরে এসেছেন সন্দেহ নেই। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সাথে আমাকে বলতে হচ্ছে, নো কমেন্ট প্লিজ," গ্রাহাম একটা হাত তুলে আলো আড়াল করার চেষ্টা করছে। "আসলে অপহরণের ব্যাপারে বিস্তারিত কিছু বলার অনুমতি আমরা এখনো পাই নি।"

গ্রাহাম আসলে মোটেও দুঃখিত না। কিন্তু এই বানচোতগুলোকে সামলানোর জন্যে এরকম কয়েকটা কথা না বললেই চলে না।

BanglaBook.org

"একটা প্রশ্ন প্লিজ, শুধুমাত্র একটা প্রশ্ন। আমি বুঝতে পারছি আপনার অবস্থান। কিন্তু প্লিজ আমার প্রশ্নটা অন্তত শুনুন," লোকটা বেশ মরিয়া।

"ঠিক আছে বলুন, কী জানতে চান," গ্রাহাম গাড়ি থেকে নেমে এসে দরজা লাগিয়ে দিলো।

"আচ্ছা, আপনি কি নিজেকে যথেষ্ট পরিমান স্টুপিড মনে করেন?" গেরি সনেজি জানতে চাইলো। গ্রাহাম ওর গাড়ির দরজা লাগিয়ে প্রশ্নটা শুনে ঘুরে দাঁড়াতেই সনেজির হাতে একটা ছুরি ঝলসে উঠলো। ফলাটা সোজা ঢুকে গেল গ্রাহামের গলায়।

গ্রাহামের কাছে সময়টা সাথে সাথে যেনো স্লো-মোশন হয়ে গেলো। ও হঠাৎ করে বুঝতেই পারে নি আসলে কী হয়েছে। তারপর ব্যাথার স্রোতটা তাকে গ্রাস করার সাথে সাথেই সনেজি আবারো ছুরি চালালে গ্রাহামের মৃতদেহটা ওর গাড়ির ওপরে ঢলে পড়লো। কাউকে ডাক দেয়ার, চিৎকার করার এমনকি পুরোপুরি ব্যাপারটা বুঝে উঠার আগেই মারা গেলো সে।

"ছি-ছি-ছি, একজন স্পেশাল এজেন্ট! এতো নামকরা একজন 'সিটি হিরো' এতো সহজে বোকার মতো মারা গেলো। নাহ্, আমি তোমার কাছ থেকে আরো ভালো কিছু আশা করেছিলাম। তুমি স্টার হতে চেয়েছিলে। কিন্তু তুমি তো...কী বলবো, আস্ত একটা বোকা।" বলে সে গ্রাহামের মৃত দেহটা এক হাতে উল্টে দিলো। "এখন একজন নিউ ইয়র্ক টাইমস রিপোর্টার সত্যিই এখানে আসবে। তোমার ইন্টারভিউ নিতে না, তোমার ওপরে ইন্টারভিউ নিতে।"

বলে সনেজি দ্রুত একবার চারপাশ দেখে নিয়ে গাড়িতে উঠে রওনা দিলো। তার জন্যে গ্রাহামের মৃত্যু কোনো বড় ব্যাপার নয়। এরকম খুন এর আগে সে অসংখ্য করেছে, ভবিষ্যতে আরো করবে। *প্র্যাকটিস মেকস্ আ ম্যান পারফেক্ট।* তবে সে গ্রাহামকে এতো সহজে মারতে পারবে ভাবে নি।

কী আর করা, যাক, হয়তো আরো ভালো কেউ আসবে তদন্ত করতে যার সাথে খেলে মজা পওয়া যাবে। প্রতিদ্বন্দ্বী যদি চৌকষ কেউ না হয় তবে আর খেলে মজা কী!

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ১২

কোনো একটা কেসের একদম গভীরে ঢুকে গেলে আমার এই এক সমস্যা, কিছুতেই শান্তি পাই না। এই অপহরণের কেস আর খুনের ঘটনাগুলো আমাকে এর মধ্যেই জ্বালাতে শুরু করেছে। প্রথম রাতে আমি কিছুতেই ঠিকমতো ঘুমাতে পারলাম না। বার বার বাচ্চা দুটোর অবয়ব আর মোস্তাফের চেহারা ভেসে উঠতে লাগলো। মোস্তাফের চোখ দুটো যেনো বার বার আমাকে ইশারায় ডাকছে, আর অসহায়ভাবে সাহায্য চাইছে।

ঘুমানোর চেষ্টা বাদ দিয়ে বিছানায় উঠে বসে আমার বাচ্চা দুটোকে দেখতে লাগলাম। ড্যামন আর জেনেলি, আমার ছেলে আর মেয়ের নাম। ওদের দিকে তাকালে আমার মনে হয় যেন দুটো শুয়ে থাকা অ্যাঞ্জেলকে দেখছি। ড্যামনের বয়স ছয়, ও আমাকে বার বার ওর মায়ের কথা মনে করিয়ে দেয়। কারণ ওর চোখ দুটো যেনো হুবহু ওর মায়ের মতো, এমনকি তাকানোর ভঙ্গিও। আর জেনেলি পেয়েছে আমার চোখ। ওর বয়স চার। ওরা দু'জনই আমাকে 'বিগ ড্যাডি' বলে ডাকে। ওরা নামটা কোত্থেকে পেয়েছে কে জানে কিন্তু এই নামটাই ওদের কাছে খুব প্রিয়।

আমি আবার শুয়ে বিছানার পাশ থেকে উইলিয়াম স্টাইরনের একটা বই তুলে নিলাম। শোয়ার আগে বইটা পড়ছিলাম। আশা এ থেকে যদি কোনো ক্লু বের হয়ে আসে। আসলে মারিয়ার খুনের পর থেকে আমার জীবনে সবকিছু বদলে গেছে।

উফ, তিন বছর হয়ে গেলো অথচ মাঝে মাঝে মনে হয় যেনো তিন দিনও পার হয় নি।

সকাল প্রায় হয়ে গেছে। জানালা দিয়ে এর মধ্যেই আলো আসতে শুরু করেছে। বাইরে একটা গাড়ি এসে যেনো ড্রাইভওয়েতে থামলো। বাচ্চাদেরকে না জাগিয়ে আস্তে উঠে এসে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম। প্রচন্ড ঠান্ডা। মনে হচ্ছে শীতের প্রকোপ ডিসি'র ওপরে পুরোপুরি জাঁকিয়ে বসতে চলেছে। জানালা দিয়ে দেখতে পেলাম আমার পোর্শেটার পাশে একটা মেট্রো পেট্রলকার দাঁড়িয়ে আছে।

স্যাম্পসন গাড়ি থেকে নেমে দরজার দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো। মেজাজটাই খারাপ হয়ে গেলো আমার। শালার জীবন বলে তো একটা কথা আছে নাকি। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম পাঁচটা বিশ বাজে।

আমার গতকালের কথা মনে পড়ে গেলো। গতকাল আমি আর স্যাম্পসন

BanglaBook.org

মিলে জর্জটাউনের এম স্ট্রিটে যাই। এখানেই সনেজি থাকতো। তাই আমরা সিদ্ধান্ত নেই নিজেরা একবার লোকটার থাকার জায়গা চেক করে দেখবো। কারণ এক্সপার্টদের ব্যাপারটা আলাদা কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে নিজের চোখে দেখলে অনেক কিছু বোঝা যায়।

গাড়ি থেকে নেমেই দেখতে পেলাম সনেজির বাড়িতে বাতি জ্বলছে।

"ব্যাপার কি? এই সময় বাতি জ্বলছে, কে থাকতে পারে এখন?" স্যাম্পসন আনমনেই বললো।

"তিনটা অনুমান। প্রথম দুইটা বাতিল করে দিলাম নিজেই। এখন দেখা যাক তৃতীয়টা হয় কিনা?"

"এফবিআই হতে পারে," স্যাম্পসন অনুমানে বললো।

"অনুমান বাদ দিয়ে চলো গিয়ে দেখি।"

আমরা সিঁড়ি দিয়েই ওপরে উঠতে লাগলাম। সেকেন্ড ফ্লোরে উঠে ফ্ল্যাটটা দেখতে পেয়েই প্রথমে চোখে পড়লো ক্রাইম সিনের হলুদ টেপ। দেখে মনে হচ্ছে সনেজি এখানে থাকতো না বরং এখানেই সে খুন-টুন কিছু একটা করেছে।

কাঠের দরজাটা খোলা। ভেতরে এফবিআই ট্যাকটিক টিমের ড্রেস পরা দু'জনকে দেখতে পেলাম দরজার ফাঁক দিয়ে। আরেকজন ফ্লোরের ওপরে কাজ করছে।

"হেই পিট, কী অবস্থা?" আমি এদের একজনকে চিনি, পিট শোয়েজার। তাকে উদ্দেশ্য করেই বললাম কথাটা। পিট আমার কণ্ঠস্বর শুনে ফিরে তাকালো।

"আরে খবর কি? আসো আসো ওয়েলকাম টু হেল," পিট হাসতে হাসতে এগিয়ে এলো।

"আসতেই হলো। তা না হলে তোমাদেরকে জ্বালাবো কিভাবে," স্যাম্পসনও ওর পরিচিত। আমরা দুজনেই আগে ওর সাথে কাজ করেছি এবং আমি আসলে পিটকে এফবিআই'র অন্য যেকোনো অফিসারের চেয়ে বেশি বিশ্বাস করি।

পিট আমাদেরকে ভেতরে নিয়ে বাকিদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলো। আমি ভেতরটা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম। আসলেই এখানে না এলে একটা বিরাট মিস হতো। কারণ লোকটার চরিত্রের একটা বিরাট দিক এখানে দেখতে পেলাম। পুরো অ্যাপার্টমেন্টটা একটা ডাস্টবিন। প্রায় কোনো ফার্নিচার নেই বলতে গেলে। মেঝেতে মেট্রেস বিছিয়ে ঘুমানোর ব্যবস্থা। একটা সোফা আছে কিন্তু সেটার অবস্থা এতোটাই খারাপ, না থাকার মতোই। কাপড়চোপড়, নষ্ট হওয়া খাবার পুরো মেঝেময় ছড়িয়ে আছে। আর আছে অসংখ্য বই আর ম্যাগাজিন। বিভিন্ন ধরণের আর অসংখ্য পদের ম্যাগাজিনে ফ্লোরসহ সব জায়গা ভর্তি।

"কিছু পেলে?" আমি পিটের কাছে জানতে চাইলাম।

BanglaBook.org

ও মাথা তুলে আমাকে জবাব দিলো, "যা পেলাম তা আসলেই খুব ইন্টারেস্টিং। লোকটা একটা বানচোত। এই যে, অসংখ্য ছড়ানো ছিটানো বই ম্যাগাজিন অন্যসব কিছু দেখছো, কোথাও একটা আঙ্গুলের ছাপ নেই। এতোসব কিছুর ভেতরে কোনো ক্লু বের করার মতো কিছুই নেই। আজব না ব্যাপারটা?"

"তাই নাকি? তাহলে তো লোকটাকে মাস্টার-মাইন্ড বলতে হয়।"

"হ্যা, আসলেও তাই। বাড়িটা চেক করে আমি এই লোকটার কাজের ভেতরে একধরণের মাস্টার ক্রিমিনালের ছাপ দেখতে পাচ্ছি।"

"হাতের ছাপ নেই কেন? লোকটা কী সবসময় প্লাস্টিক গ্লাভ্স ব্যবহার করতো নাকি?"

"তাই তো মনে হচ্ছে, কারণ এছাড়া তো কোন যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা দেখতে পাচ্ছি না।"

আমি একটা বইয়ের স্তুপের সামনে বসে বইগুলোর টাইটেল দেখতে লাগলাম। বেশিরভাগই বিভিন্ন ধরণের অপরাধ বিষয়ক নন-ফিকশন বই। গত পাঁচ বছরে এই ধরনের যতো বই বেরিয়েছে তার প্রায় সবই আছে।

"ট্রু ক্রাইম ফ্যান," মন্তব্য করলাম।

"এখানে এসে দেখো হাজার হাজার সত্যিকার অপহরণের গল্প," শোয়েজার আমাকে বিছনার পাশে ডাকলো।

বিছানার ঠিক পাশেই একটা রিডিং ল্যাম্প আর তার পাশে ভাঙাচোরা একটা র‍্যাক। তাতে লোকটার পুরো অপহরণ সমগ্র। অসংখ্য ভলিউম। বেশিরভাগ বইগুলোই জর্জটাউন লাইব্রেরি থেকে চুরি করা। ধারণা করলাম লোকটার কোনো আইডি থাকতে পারে যেটার মাধ্যমে সে লাইব্রেরির মেম্বার হয়েছে। হতে পারে কোনো স্টুডেন্ট অথবা প্রফেসর আইডি।

এর ঠিক ওপরেই বিভিন্ন ধরনের কম্পিউটার প্রিন্ট আউট দেয়ালে লাগানো। সবই অপহরণ বিষয়ক। আমি দেয়ালে আটকানো একটা অপহরণের তালিকা পড়তে লাগলাম। অরডো মরো। রোমে অপহৃত হয়েছিলো। অপহৃত হবার সময়ে তার পাঁচ বডিগার্ড খুন হয়। তারপর মরোর দেহ খুঁজে পাওয়া যায় পরিত্যক্ত কারপার্কের একটা গাড়ির বুটে।

জ্যাক টিচ। তাকে ছাড়ানো হয় ৭৫০০০০ পরিমান ডলার পরিশোধ করার পর।

জে. রেজিন্যাল্ড মারফি, আটলান্টা কনসটিটিশনের এডিটর। তাকেও প্রায় আগেরটার কাছাকাছি একটা অর্থ দেয়ার পর ছেড়ে দেয়া হয়। সনেজির তালিকা শুধু বড়ই হয়ে চলেছে এবং একটার পর আরেকটা অপহরণে টাকার অঙ্ক শুধু বেড়েই চলেছে। এর পরের একটার অর্থের পরিমাণ দুই মিলিয়ন, আরেকটা পাঁচ মিলিয়ন।

BanglaBook.org

আমি মুক্তিপণের টাকার পরিমাণ দেখে একটা শিষ দিয়ে উঠলাম। *খোদাই জানে লোকটা এই বাচ্চ দুটোর বিনিময়ে কতো টাকা চাইবে।*

সনেজির বসবাসের জায়গাটায় আরেকবার চক্কর দিলাম। নাহ, মনে হচ্ছে এখানে আর তেমন কিছু নেই। কেন জানি একবার মনে হলো সনেজি এক্স পুলিশ হতে পারে। কারণ এভাবে ফিঙ্গার প্রিন্টসহ আরো নানা দিক সে যেভাবে মুছে দিয়েছে একজন পুলিশের সাথেই ব্যাপারটা মেলে। আর ওর বিরাট স্টাডি আর ক্রাইমের প্রতি পারফেকশান দেখে লোকটার প্রতি এক ধরণের আজব অনুভূতি হচ্ছে আমার। কারণ এতো পারফেক্ট ব্যাকস্টাডি করা ক্রিমিনাল আমি এর আগে দেখি নি। খোদাই জানে লোকটা এরপর কী খেল দেখাবে।

"অ্যালেক্স, একটু এদিকে আসবে?" স্যাম্পসন বাথরুম থেকে চিৎকার করে ডাকলো। আমি সনেজির ছোট্ট স্টুডিওটা পাশ কাটিয়ে বাথরুমের দিকে এগোলাম।

এমনকি বাথরুমের দেয়ালেও বিভিন্ন ধরনের ছবি, পেপারকাটিং আর ম্যাপের সমাহার। লোকটা আমাদের জন্যে দারুণ একটা চমক রেখে গেছে।

বাথরুমের একপাশের দেয়ালে বড় আয়নাটার ওপরে বড় বড় অক্ষরে টাইপ করে লেখা : *আই ওয়ান্ট টু বি সামবডি*।

এর ঠিক ওপরেই নানা ধরনের অসংখ্য ছবি আর লেখার বাহার। আমি দেখলাম ফিনিক্স নদীর একটা ছবি, ম্যাট ডিলন। লেমুট নিউটনের বইয়ের বিভিন্ন ছেঁড়াপাতা। আর একটা জিনিস দেখে বেশ অবাক হলাম–জন লেননের খুনি মার্ক ডেভিড চ্যাপম্যানের একটা ছবি। আরো আছে অ্যাঞ্জেল রোজ আর পিট রোজের ছবি। স্যান্ডার্স আর ওয়েইন উইলিয়াম। আর নানা ধরনের ঘটনার পেপারকাটিং। নিউ ইয়র্কে একটা আগুন লাগার ঘটনা। লিন্ডবার্গ কিডন্যাপিঙের পুরো কাহিনী। হারিয়ে যাওয়া শিশু ইয়ান প্যাটজ আর ব্রনফম্যান অপহরণের কাটিং।

পুরো জিনিসটা থেকে আমি সনেজির অপরাধী মস্তিষ্কের একটা চিত্র বের করার চেষ্টা করছি। এই সনেজি লোকটাকে আমি প্রথমে একজন সাধারণ অপহরণকারী ভেবেছিলাম কিন্তু এখন চিত্রটা কেন জানি একটু ভিন্ন মনে হচ্ছে। লোকটা এই অ্যাপার্টমেন্টের প্রতিটি ইঞ্চি থেকে তার হাতের ছাপ মুছে ফেলেছে। এটা সাধারণ কোনো লোকের মাথা থেকে বের হওয়া সম্ভব নয়। তার বই পড়ার অভ্যাস, এটাও কোন সাধারণ অপরাধীর বৈশিষ্ট্য নয়। ফটো গ্যালারি। এ থেকে আসলে কী বোঝা যায়? কোনো নির্দেশনা? নাকি ভুলপথে চালানোর প্রচেষ্টা? আমি আবার আয়নাটার সামনে এসে দাঁড়ালাম। গভীর দৃষ্টিতে ওটার দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করতে লাগলাম লোকটা আসলে কে, কি, এবং কী করতে চাচ্ছে। ঠিক যেভাবে আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি এভাবেই সনেজিও এটার দিকে

BanglaBook.org

তাকিয়ে থাকতো। কী দেখতো সে এটার ভেতরে? এই আয়নাটা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটার ওপরেই সে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথাটা লিখে রেখেছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছবিটাও সে এটার ওপরেই লাগিয়েছে। কাজেই কিছু একটা আছে এটার বিষয়ে। সনেজির সাইকোলজি ধরতে হলে আমাকে এটা নিয়ে ভাবতে হবে। স্যাম্পসন আমার পেছনে এসে দাঁড়ালো। "অ্যালেক্স, ব্যাপার কি বলো তো? কোনো ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেই কেন?"

"এর একটাই মানে হতে পারে, সে জানতো আমাদের রেকর্ডের কোথাও না কোথাও তার ফিঙ্গারপ্রিন্টের রেকর্ড আছে। তার মানে সে লিস্টেড ক্রিমিনাল এবং সে স্কুলেও অবশ্যই কোন ধরণের ছদ্মবেশ ব্যবহার করেছে। হতে পারে সে কোনো মঞ্চ অভিনেতা। আমরা জানি না আসলে সে দেখতে কেমন।"

"অ্যালেক্স, আমার মনে হয় লোকটার বড় কোনো পরিকল্পনা আছে। আরো বড়, যা আমরা এখনো জানি না," স্যাম্পসন বললো।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ১৩

অভিনেত্রি রোজ ডান তার জীবনের সবচেয়ে বাজে ঘুম থেকে জেগে উঠলো। ঘুমানো হলো আরামের ব্যাপার, সেটা যে এতোটা বাজে আর কষ্টকর হতে পারে এই অবস্থায় না পড়লে সে কোনদিন কল্পনাও করতে পারতো না।

ঘুম থেকে উঠে তার মনে হলো চারপাশে সবকিছু যেনো স্লো-মোশনে ঘুরছে। গলা শুকিয়ে কাঠ, তলপেটে প্রচন্ড চাপ।

আমার খুব টায়ার্ড লাগছে। আমি ঘুমাবো। মাম্মি আজ স্কুলে যেতে মোটেও ইচ্ছে করছে না। প্লিজ মাম্মি প্লিজ। কথাগুলো মনে হতেই রোজের চোখ দুটো ভিজে উঠলো।

সে বহু কষ্টে তার চোখ দুটো খুললো। যাক অন্তত বাচ্চাটার কথা মনে হতে চোখদুটো তো খুলতে পেরেছে। কিন্তু চোখ খুললেও সে সামনে কিছু দেখতে পাচ্ছে না। তার সমস্ত পৃথিবী আসলে অন্ধকার হয়ে গেছে।

"মাম্মি! মাম্মি! মাম্মি!" ম্যাগি অবশেষে জেগে উঠতে পারলো। এর আগে সে বহুবার জেগে উঠতে চেয়েছে কিন্তু পারে নি। তন্দ্রাচ্ছন্ন তাবটা পুরোপুরি একবারও কাটে নি। আসলে পুরোপুরি চেতনার জগতে আসতে চেয়েও পারে নি সে। তাই এবার জেগে উঠেও চোখ খুলল না। ভয়, যদি এবাবও খুলতে না পারে। চোখ খোলার আগে শরীরটা নাড়াতে চেষ্টা করলো। প্রথমে একটা হাত নড়ে উঠলো, তারপর আরেকটা। নাড়াতে পারছে কিন্তু প্রচন্ড দূর্বল। শরীরটা যেনো আর নিজের নেই। প্রতিটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আপন গতিতে চলতে চাইছে।

আবার শুয়ে পড়লো সে। মাম্মির কথা ভাবছে। ওর মাম্মি কি জানে ও হারিয়ে গেছে? মাম্মি কি ওকে খুঁজছে?

অবশেষে ম্যাগি ওর চোখ খুললো। খোলার পরও মনে হচ্ছে ও কি আসলে চোখ খুলেছে? কারণ চোখ বন্ধ অবস্থায় যেমন অন্ধকার ছিলো খোলার পবও একই রকম অন্ধকার। ম্যাগি আবার দ্বিধান্বিত হয়ে গেলো। কিছুই ভাবতে পারছে না।

কয়েকবার চোখ পিট পিট করে অবশেষে ওর চোখে রঙ ধরা পড়লো। অন্ধকার ঠিকই আছে তবে ও দৃষ্টি অনুতব করতে পারছে। প্রথমে বুঝতে পারলো না রঙটা আসলে কিসের। তারপব বুঝলো আসলে ওর কান্না জমে চোখের ওপরে একধরণের আবরণ পড়ে গেছে। এটা সেই কান্নারই রঙ। হলদে-সাদাটে স্বচ্ছ।

BanglaBook.org

এরপর তার মনে পড়লো আসলে সে কোথায় আছে, কোনো বাক্সের ভেতরে? নাকি ওকে কবর দেয়া হয়েছে? সাথে সাথে মনে পড়ে গেলো সনেজি, মি. সনেজি ওদেরকে নিয়ে এসেছিলো। তারপর কুয়াশার মতো কী যেনো, আর কিছু মনে নেই। *কিন্তু মি. সনেজি কেন এমন করলেন? এখন সে কোথায়?*

আর মাইকেল? মাইকেলের কী হয়েছে? ও কোথায়? ওর শুধু মনে পড়ছে ওরা দু'জনে একসাথে স্কুল থেকে বেরিয়ে এসেছিলো।

তারপর ও আবার নড়ার চেষ্টা করলো। নাহ, শরীরটা নাড়াতে পারছে। ও নড়তে শুরু করেই কিসের সাথে যেন ধাক্কা খেলো। আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলো না। আতঙ্কে আবার চিৎকার করতে লাগলো।

এখানে এই অন্ধকার প্রকোষ্ঠে আরো কেউ আছে।

কয়েকবার চিৎকার করার পর একটু ধাতস্থ হয়ে আবার ভাবতে শুরু করলো সে। মাথা ঠান্ডা হতে বুঝতে পারলো এটা নিশ্চই মাইকেল। এছাড়া আর কে হতে পারে।

"মাইকেল? মাইকেল?," ম্যাগি ফিসফিস করে বললো। "মাইকেল কথা বলো।"

ও চুপচাপ অপেক্ষা করছে। কিন্তু মানুষটা যেই হোক সে চুপ অথবা এখনো অজ্ঞান।

"মাইকেল?"

"আহ মাইকেল! দোহাই লাগে, কথা বলো।"

কিন্তু সব চুপ। ম্যাগি অনুভব করলো আবার তার ভেতর থেকে আতঙ্ক মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে।

আর নিজেকে সামলাতে পারল না সে, ভয়ে আতঙ্কে কাঁদতে শুরু করলো।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ১৪

দূর থেকে ডান হাউজটাকে দেখে আমার কাছে মনে হলো বাড়িটা অনেকটা নিও-এলিজাবেথিয়ান স্টাইলে বানানো হয়েছে। অবশ্য আমার নিজেকে শোধরানো উচিত, এটাকে বাড়ি না বলে প্রাসাদ বলাই ভাল।

আমি বা স্যাম্পসন কেউই ডিসি'র দক্ষিণপ্রান্তে এধরণের বাড়ি এর আগে দেখি নি। তবে এই এলাকাটাই বোধহয় অভিজাতদের। একের পর এক বিভিন্ন ধরণের বাড়ি আমরা পার হয়ে এসেছি। এর মধ্যে ফরাসি শ্যাতুর স্টাইল থেকে শুরু করে জাপানি প্যাগোডার ধরণ পর্যন্ত কোনো রকমের বাড়িরই অভাব নেই। ডান হাউজের ভেতরে ঢুকে দেখলাম এর ভেতরেও জৌলুসের ছড়াছড়ি। পিকাসো যেমনটা বলেছিলেন 'আমাকে একটা মিউজিয়াম দাও, আমি সেটা পূর্ণ করে দিতে পারবো।'

ফরমাল সিটিঙ রুমে বসে আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম। হঠাৎ ডিটেক্টিভ চিফ পিটম্যান ঝড়ের বেগে বেরিয়ে এসে আমার হাত ধরে টেনে একপাশে নিয়ে গেলো। এতো সকালে এখানে পিটম্যানের উপস্থিতি দেখে আমি অবাক। এখনো আটটা বাজে নি। "ক্রশ, তুমি এখানে কী করছো?"

পিটম্যান আমাকে টানতে টানতে একপাশে একটা ছোট্ট রুমের একদম ভেতরে নিয়ে এলো। এখানে দুজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের পক্ষে দাঁড়ানো বেশ কঠিন।

"আমার মনে হলো একটু কফি খাওয়া দরকার তাই চলে এলাম," আমি এখনো নিজেকে শান্ত রেখেছি। "তারপর একটু সকাল বেলার ব্রিফিঙে বসবো।"

"ক্রশ, আমার সাথে মজা করার চেষ্টা করবে না," পিটম্যানের গলা চড়ছে।

তুমিও তাই করো না, মনে মনে বললাম।

"বস, গলা নামান প্লিজ," আমি শান্ত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে আছি।

"আমাকে গলা নামাতে বলবে না। তুমি নিজেকে ভাবো কি? তোমাকে কাল রাতে সনেজির বাড়ি যেতে কে বলেছে। আমার অনুমতি না নিয়ে তুমি সনেজির ফ্ল্যাটে কেন গেছো? আর এখন এখানে? কী শুরু করেছো তুমি?"

"আপনার কী মনে হয়? আমি আমার কাজ তো করতে পারলামই না, এখন এখানেও আমাকে আমাব মতো কাজ করতে দেওয়া হবে না?"

"ক্রশ, মনে রেখো আমি এখানকার চিফ। সব মাস্টারমাইন্ড আমাকে চালাতে হয় এবং সবকিছু আমার কথাতেই চলে। তোমার কাছে সবকিছু খেলা মনে হতে পারে কিন্তু আসলে তা নয়।"

BanglaBook.org

"আমি মোটেও কাজকে খেলা মনে করি না। আমার ধারণা আপনিই সেটা সবচেয়ে ভালো জানেন। এখন আমাকে যেতে দিন, প্লিজ।"

আমি ঝট করে পিটম্যানের হাত সরিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। পিটম্যান এখনো ওখানে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ভেতরে ঢুকে দেখি হোস্টেজ রেসকিউ টিম ওদের সব সরঞ্জামাদি নিয়ে সিটিংরুমে বেশ সাজিয়ে বসেছে। সিটিংরুমে পা দেয়া মাত্র হঠাৎ আমার মনে হলো কোথাও একটা গোলমাল আছে, বেশ বড় ধরণের গোলমাল। কিন্তু কি? ধরতে পারছি না।

জজি ফ্ল্যানাগানকে দেখামাত্রই চিনতে পারলাম। সে তার পুরো টিম নিয়ে কাজে নেমে পড়েছে। ফায়ারপ্লেসের সামনে একটা টেবিলে বসে সবাইকে ব্রিফ করছে।

ফায়ারপ্লেসটা দেখার মতো। এতো সুন্দর একটা শিল্পকর্ম আমি শেষ কবে দেখেছি ঠিক মনে পড়লো না। ওটার ঠিক ওপরেই ডানদের পারিবারিক বেশ কয়েকটা ছবি সাজানো। অনুমান করলাম এগুলো ডানরা ওদের ক্যালিফোর্নিয়ার বাড়ির সামনে তুলেছে। ওরা আসলে ক্যালিফোর্নিয়ারই আদিবাসিন্দা। খুব বেশি দিন হয় নি ডিসি'তে শিফ্‌ট করেছে। ওরা এখানে এসেছে মি. ডান রেড ক্রশের ডিরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব পাবার পর।

জেজি ফ্ল্যানাগানকে স্কুলের চেয়ে এখানে অনেক বেশি ফরমাল লাগছে। তার পরনে ধূসর স্কার্টের সাথে সাদা শার্ট। তার ওপরে কালো টার্টলনেক সোয়েটার। কানে বেশ সুন্দর একজোড়া ইয়ার রিং। তাকে দেখতে লাগছে অনেকটা ওয়াশিংটন লইয়ারদের মতো, অত্যন্ত বুদ্ধিমতি আর সফল একজন লইয়ার।

"সনেজি কাল রাতে একবার যোগাযোগ করেছিলো, মাঝরাতে। তারপর রাত একটার দিকে আবার। আমরা আসলে কেউই ভাবতে পারি নি সে এতো দ্রুত যোগাযোগ করবে," জেজি বলে চলেছে। আমি টেবিলের একপাশে গিয়ে দাঁড়ালাম।

"প্রথম কলটা করা হয়েছিল আর্লিংটন থেকে। তখন বলতে গেলে সে প্রায় কিছুই বলে নি। শুধু বলেছে ম্যাগি আর মাইকেল ভালো এবং সুস্থ আছে। আর কী বলবে সে এছাড়া? আমাদের কাউকে বাচ্চাদের কারো সাথে কথা বলতে দেয় নি, কাজেই আমরা তার কথার কোন গ্যারান্টি দিতে পারছি না। তবে তার কথা শুনে তাকে বেশ নিশ্চিত আর কনফিডেন্ট ব'লে মনে হয়েছে।"

"তার ভয়েস টেপ কি অ্যানালাইজ করা হয়েছে?" পিটম্যান জানতে চাইলো। সে একদম সামনের দিকের একটা চেয়ারে বসে আছে। তার উপস্থিতি এখানে আমার কাছে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হলো না। এমনকি সে প্রশ্নটা করার পরও স্রেফ জেজি বাদে কেউ তার দিকে তাকালোও না।

"হ্যা," উত্তরটা ছোট্ট করে দিলেও জেজি তার দিকে তাকিয়ে রইলো বেশ

BanglaBook.org

কিছুক্ষণ। খানিক পরে অস্বস্তি অনুভব করে পিটম্যান নিজেই চোখ সরিয়ে নিলো।

"সনেজি লাইনে ছিলো কতোক্ষণ?" প্রশ্নটা করেছে জাস্টিজ লইয়ার, রিচার্ড গেলেট্টা।

"দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, সে খুব বেশি সময় ছিলো না। সঠিকভাবে বলতে গেলে চৌত্রিশ সেকেন্ড," জেজি আগেরবারের মতোই ঠান্ডাভাব আর স্মার্টনেসের সাথে জবাব দিলো।

আমি বেশ মনোযোগ দিয়ে মেয়েটাকে লক্ষ্য করতে লাগলাম। এতোসব অভিজ্ঞ লোকের সামনে বসেও এই বয়সের একটা মেয়ে দারুণ স্বচ্ছন্দ, বেশ ভালো লাগলো। আমি এর কথা আগেও শুনেছি সে নাকি তার কাজে দারুণ দক্ষতা দেখিয়ে এর মধ্যেই বেশ নাম করে ফেলেছে।

"তবুও নম্বর ট্রেস করে আমরা যখন আর্লিংটনের পে-ফোন বুথে পৌছাই সে ততোক্ষণে হাওয়া," বলে জেজি মৃদু হাসলো। খেয়াল করলাম মেয়েটার হাসিতে বেশ একটা জাদু আছে। কারণ সে হাসার সাথে সাথে রুমের বেশ কয়েকজন পুরুষ হেসে ফেললো।

"আপনার কী মনে হয়, সে কলটা কেন করেছে?" রুমের এককোনা থেকে ইউএস মার্শাল করেছে প্রশ্নটা। লাইটের আলোতে তার টাক চকচক করছে, মুখে একটা পাইপ থেকে স্টিম ইঞ্জিনের মতো বেরুচ্ছে ধোঁয়া।

"ব্যাপারটা শুধুমাত্র একটা ফোন কলের নয়। কারণ এই সনেজি লোকটা কাল রাতে এফবিআই স্পেশাল এজেন্ট গ্রাহামকে তার বাড়ির বাইরে ড্রাইভওয়েতে খুন করেছে। ভার্জিনিয়াতে ঠিক তার বাড়ির ড্রাইভওয়েতে।"

পুলিশ বা গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন সাধারণত আর দশজন সাধারণ মানুষের চেয়ে বেশি ধাক্কা সামলানোর ক্ষমতা রাখে। তাই তাদেরকে চমকানো বেশ কঠিন কিন্তু এই কথাটা শুনে উপস্থিত প্রায় সবাই বেশ চমকে উঠলো।

এমনকি আমারও মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠলো। একমুহূর্তের জন্যে মনে হলো আমার পা শরীরের ভর রাখতে পারছে না। কারণ গত কয়েক বছর ধরে আমি আর গ্রাহাম একসাথে কাজ করেছি। এরপর একসাথে না হলেও আমরা দুই সংস্থাতেও একে অপরের সাপোর্ট হিসেবে কাজ করি সবসময়। আমি সবসময় জানি আমার কোনো সমস্যা হলে গ্রাহাম এগিয়ে আসবেই। কিন্তু এ কি শুনলাম আমি!

এই প্রথমবারের মত কেসটা নিয়ে বেশ একটা চ্যালেঞ্জ অনুভব করলাম। কারণ সনেজি লোকটা সত্যিই আমাকে চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। ইতিমধ্যেই জানতে পেরেছি সে বেশ চালাক, আত্মবিশ্বাসী এবং ভয়ঙ্কর খুনি। কিন্তু যে লোক গ্রাহামকে খুন করতে পারে তাকে...

BanglaBook.org

"সে আমাদের জন্যে দূর্দান্ত একটা মেসেজে রেখে গেছে," মিস জেজি বলে চলেছে। "মেসেজটা লেখা ছিলো লাইব্রেরি কার্ড অথবা ইনডেক্স কার্ডের মত ছোট্ট একটা কার্ডে এবং সেটা আমাদের সবার জন্যে। মেসেজটা হলো 'রজার গ্রাহাম নিজেকে বিশাল কিছু ভাবতো, যদিও আদৌ সে তা ছিলো না। যে-ই এই কেসে কাজ করছে সে-ই ভয়ঙ্কর বিপদে আছে'... এরপর তার সাইন। নিজেকে 'সন অফ লিন্ডবার্গ' নামে পরিচিত দিয়েছে।"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ১৫

এবার অপহরণের কেসটাকে নিয়ে প্রেস নোংরামির একশেষ করে ছাড়লো। আইন প্রয়েগকারী সংস্থাগুলোকে পচাতে তারা কোনো অংশে ছাড় তো দিলোই না বরং কোনো কোনো পত্রিকা অপহরণকারীকেই হিরো বানিয়ে দিলো। তবুও কপাল ভালো গ্রাহামের মৃত্যুর ব্যাপারটা আমরা এখনো ঢেকে রাখতে পেরেছি।

পত্রিকাগুলো বেশি পচালো ডিউটিরত দুই অফিসার চার্লস চাকলি আর মাইকেল ডিভাইনকে। তারা বেশ রঙ চড়িয়েই লিখলো ওই দু'জন কিভাবে ডিউটির সময়ে পোস্ট ছেড়ে চলে গিয়েছিলো। ক্লাসের সময়ে তাদের বাইরে ব্রেকফাস্ট করতে যাবার কারণেই এই ঘটনা ঘটেছে। মানে একেক পত্রিকায় একেক কথার ছড়াছড়ি দেখা গেলো। তবে এটা বেশ বোঝা গেলো ওদের দু'জনার চাকরি এবং ক্যারিয়ারের বরোটা বেজে গেছে। অন্যদিকে আমি আর স্যাম্পসন পড়েছি আরেক বিপদে। পিটম্যান আমার ওপরে প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে আমাদেরকে ঠিকমতো কোনো কাজেই লাগাচ্ছে না। আরো দুই দিন এভাবেই চললো। কিন্তু আমরাও বসে থাকলাম না। সনেজির সম্ভাব্য ট্রেইল খুঁজে বের করার চেষ্টা চালাতে লাগলাম আমাদের মতো করে। প্রথমেই আমি লাগলাম মেকাপের ব্যাপারে। মেকাপ বিক্রি করে এমন সম্ভাব্য সব জায়গাতে খোঁজ লাগালাম। স্যাম্পসন গেলো জর্জটাউন লাইব্রেরিতে। কিন্তু ওখানে দেখা গেলো ওরা এমনকি জানেও না ওদের বইগুলো চুরি গেছে।

সনেজি বেশ ভালোভাবেই তার ট্রেইল লুকিয়েছে। আর সবচেয়ে বড় কথা এই স্কুলে কাজ করার আগে তার কোন অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তবে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি এই কথা ভেবে, লোকটা একটা কাজ করেছে বটে। তার সম্ভাব্য সমস্ত ক্লু আর ট্রেইল সে আগেই ঢেকে ফেলেছে। তার কোনো রেকর্ড নেই, নেই কোনো অস্তিত্ব। সে নিঃসন্দেহে একজন মাস্টারমাইন্ড।

আমি স্কুলে ওর সমস্ত রেকর্ড আর কাগজপত্র ঘাটতে লাগলাম। এর আগে যেসব জায়গাতে কাজ করার বেকর্ড দেখিয়েছে সবই ভুয়া। কিন্তু বোঝার কোনো উপায় নেই। ইউনির্ভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়া এবং এর আগে সে কাজ করেছে এরকম একটা স্কুল তাকে এখানে নেয়াব ব্যাপারে সুপারিশ করে। তারপব দুটো ইন্টারভিউ নেয়ার পর সে নিজ যোগ্যতাবলে সমস্ত প্রতিযোগিকে হারিয়ে এখানে যোগদান করে।

"আর এই ঘটনার আগ পর্যন্ত তাকে নেয়ার ব্যাপারে কখনোই আমাদের মনে কোনো আফসোস কাজ করে নি," অ্যাসিসটেন্ট হেডমাস্টার বলছেন। "এমনকি

BanglaBook.org

আমরা যা চাইতাম সে তার থেকেও বেশি ভালো ছিলো। জানি না সে আসলেই ম্যাথটিচার কিনা কিন্তু তার পড়ানোর ধরণ ছিলো অসাধারণ। আমি আমার দীর্ঘ জীবনে এতো ভালো টিচার খুব কমই দেখেছি।"

তৃতীয় দিন বিকেল বেলা, আমাকে পিটম্যান তার একজন সার্জেন্টের সাথে পাঠালো ক্যাথরিন রোজ ডান আর তার স্বামীর সাক্ষাৎকার নিতে। আমি তাদের সাথে যোগাযোগ করে দেখা করার চেষ্টা করলাম কিন্তু তারাই রাজি হলো না। তবে আমিও দমবার পাত্র নই। আবারও চেষ্টা করার পর তাদের সাথে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ঠিক করে সোজা চলে গেলাম তাদের বাড়িতে। বাড়ির পেছনে বাগানে আমাদের সাক্ষাৎকার নেয়ার কথা। আমরা বাগানে গিয়ে বসলাম। চারপাশে তাকাতে তাকাতে ভাবলাম এই বাগানটার পেছনে যা খরচ করা হয়েছে তার মূল্য সম্ভবত আমার নিজের আস্ত বাড়ির চেয়ে বেশি হবে।

ক্যাথরিন রোজকে দেখে মনে হলো সে বেশ ক্লান্ত। তার চুল সামান্য এলোমেলো, একটা সাধারন ভি-নেক সোয়েটার আর স্কার্ট পরনে।

আমি কোথায় যেনো পড়েছিলাম বা শুনেছিলাম ক্যাথরিন রোজ ডানকে বর্তমান পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরি নারীদের একজন বলা হয়। তাকে সামনা সামনি দেখে কথাটা আমার পুরোপরি বিশ্বাস হলো। এই সৌন্দর্যের আসলে তুলনা দেয়া বেশ কঠিন। আর তার স্বামী লস অ্যাঞ্জেলেসের একজন এন্টারটেইনমেন্ট লইয়ার। ওখানেই তাদের দুজনার পরিচয়। মি. ডান আমেরিকান রেডক্রশের ডিরেক্টর হবার পর সম্প্রতি তারা হলিউড থেকে ডিসি'তে চলে আসে।

"আপনি কি এর আগে কোন অপহরণের কেসে কাজ করেছেন, ডিটেক্টিভ?" টমাস ডানের প্রশ্নটা শুনেই বুঝতে পারলাম উনি আমাকে যাচাই করার চেষ্টা করছেন। আমি কতোটা দক্ষ? তাদের মেয়েকে উদ্ধারের ক্ষমতা আমি আসলেই রাখি কিনা, এইসব। তার প্রশ্নটা হয়তো একটু রুঢ়ভাবেই করা, তবে উনার মানসিক এই অবস্থায় সেটাকে আমি মেনে নিলাম।

"প্রায় একডজন," জবাব দিলাম। "আপনি কি আমাকে ম্যাগির ব্যাপারে আরো কিছু তথ্য দিতে পারবেন? হয়তো এতে ক'রে কোনো সাহায্য হবে। আমরা পুরো ব্যাপারটার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি মানুষের ব্যাপারে যতোটা জানবো আমাদের জন্যে ততোই ভালো হবে।"

ক্যাথরিন মাথা দোলালো। "অবশ্যই ডিটেক্টিভ। আমরা সবসময় চেষ্টা করেছি ম্যাগিকে যথাসম্ভব অন্য সাধারণ বাচ্চাদের মতো করেই বড় ক'রে তোলার। আমাদের এদিকে শিফট করার পেছনে এটিও একটা কারণ ছিলো।"

"কি জানি, আমার কাছে তো মনে হয় এই জায়গাটা বাচ্চাদের বড় করে তোলার জন্যে আরো বেশি কঠিন," বলে আমি একটু হাসার চেষ্টা করলাম।

BanglaBook.org

"হয়তো। কিন্তু বেভারলি হিল্‌সের তুলনায় এই জায়গাটা অনেক ভালো," টম ডান বেশ সিরিয়াস ভঙ্গিতে বললেন।

"কিন্তু এখন তো আর তা বলার উপায় নেই," ক্যাথরিন বললেন। তার নীলচে ধূসর চোখ দুটোতে সন্তানের জন্যে উদ্বিগ্নতা। "আমার একমাত্র সন্তান আমার ছোট্ট বাচ্চাটা ভয়ঙ্কর এক লোকের কাছে। আমি কিভাবে সহ্য করি, বলেন ডিটেক্টিভ? আমার এই বিরাট খ্যাতি, অর্থ সবকিছুর বিনিময়ে হলেও আমার মেয়েকে চাই।"

ক্যাথরিন সুপারস্টার হলেও সন্তানের জন্যে তার আহাজারি আর দশটা সাধারণ মায়ের মতোই। তাব কথা শুনে আমাব নিজের বাচ্চা দুটোর কথা মনে পড়ে গেলো।

"ম্যাগি ছোটবেলা থেকেই খুব সাধারণ আর দশটা মেয়ের মতোই বড় হয়েছে। ওর মধ্যে সাধারণ আর দশটা বাচ্চা থেকে খুব আলাদা কোন বৈশিষ্ট্য নেই। তবে হ্যা, ও অনেকটা ওর মায়ের মতোই। ইগো সমস্যা হয়তো নেই কিন্তু নিজের কিছু কিছু ব্যাপারে দারুণ জেদি।"

"আপনারা ওর নাম ম্যাগি রোজ রাখলেন কেন?"

"আমি ক্যাথরিনকে সবসময় রোজ গার্ল বলে ডাকতাম সেখান থেকেই এই নামটা আমরা নেই।"

মনে মনে ভাবলাম এই সনেজি লোকটা আসলেই কাজটা করার আগে ব্যাপক হোমওয়ার্ক করেছে। কারণ আমি এই জুটির সন্তানের প্রতি ভালোবাসা খুব ভালোভাবেই অনুভব করতে পারছি। আর সনেজিও এটা বেশ বুঝতে পেরেছিলো। তাই ম্যাগিকে সে শিকার হিসেবে বেছে নেয়। না, লোকটার প্রতি আমার শ্রদ্ধা বাড়ছে। দারুন চয়েজ, সুপারস্টার মা, বিখ্যাত ল-ইয়ার বাবা। সুখিপরিবার। দারুণ। আচ্ছা, সনেজি কি ক্যাথরিনের ছবি ভালোবাসে। তার মেয়েকে অপহরণ করার পেছনে এটাও কি একটা কারণ?

"ডিটেক্টিভ আপনি জানতে চাইছিলেন অপহৃত হবার পর এই ধরণের অবস্থায় ম্যাগি কেমন রিঅ্যাক্ট করতে পারে–আপনি এটা জানতে চাইলেন কেন?" ক্যাথরিন করেছে প্রশ্নটা।

"কারণ আমি বাকি শিক্ষকদের কাছ থেকে শুনেছি ম্যাগি খুবই মিষ্টি একটা মেয়ে এবং কখনো কারো সাথে খারাপ ব্যবহার করে না। হয়তো সনেজির ওকে চয়েজ করার পেছনে এটাও একটা কারণ। আমি আসলে সনেজির ক্রিমিনাল মাইন্ড পড়ার চেষ্টা করছি," আমি আর কি উত্তর দিবো।

"আপনার কি সন্তান আছে, মিস্টার?" ক্যাথরিনের হঠাৎ প্রশ্নটা শুনে আমি একটু ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেলাম। কারণ আমি মনে মনে ওদের কথাই ভাবছিলাম।

BanglaBook.org

"হ্যা ম্যাম, আমার দুটো ছেলেমেয়ে। আচ্ছা, ম্যাগির কি স্কুলে কোনো বন্ধু আছে?"

"অনেক," মি. ডান বললেন। "ও সবার সাথে মিশতে পছন্দ করে। বিশেষ ক'রে মিশুক বাচ্চাদের সাথে। তবে মাইকেলের ব্যাপারটা ভিন্ন। মাইকেল একটু আত্মকেন্দ্রিক।"

"আমাকে ওদের দু'জনার ব্যাপারে একটু খুলে বলুন, প্লিজ।"

ক্যাথরিন রোজ প্রথমবারের মত একটু হাসলো। আমি একটু অবাক হলাম কারণ এই হাসিটা আমি অসংখ্যবার বিভিন্ন সিনেমাতে দেখেছি। কিন্তু সামনাসামনি এটার কোনো তুলনা করা সম্ভব নয়। আমি মুগ্ধ হয়ে দেখতে দেখতে একটু লজ্জা পেয়ে গেলাম।

"আমরা এখানে আসার পর থকেই ওদের মধ্যে খুবই অন্তরঙ্গ সম্পর্ক," ক্যাথরিন বললো। "আমি ওদেরকে ডাকতাম ফেলিক্স অ্যান্ড অস্কার।"

"আপনার কি মনে হয় এই অবস্থায় মাইকেল কেমন রিঅ্যাকশান দেখাবে?"

"বলা মুশকিল," টমাস ডান মাথা নাড়লেন। "কারণ মাইকেল খুব বুদ্ধিমান একটা বাচ্চা। ওর মাথায় প্ল্যানের বাইরে কিছুই নেই, ও খুবই গোছানো একটা জীবনধারায় বড় হয়েছে।"

"আর শারিরীক সমস্যার ব্যাপারটা কি?" আমি জানতাম মাইকেলকে ব্লুবেবি বলে ডাকা হয়। তার হার্টে সমস্যা আছে।

ক্যাথরিন একটু মাথা দোলালো। "আসলে এটা তেমন কোনো সমস্যা ব'লে আমার কাছে মনে হয় না। তবে ওটার কারণে ওর গ্রোথ একটু কম। এমনকি ম্যাগিও ওর থেকে সাইজে বড়।"

"ওরা মাইকেলকে শ্রিম্পি ব'লে ডাকে। আমার ধারণা মাইক এটা বেশ পছন্দ করে।"

"আমি শুনেছি ম্যাগি নাকি মাইকেলকে 'বেইনিয়াক' ব'লে ডাকে। এর কারণ কি? ও কী সহজেই রেগে যায় নাকি?" আমার কাছে মনে হলো এই ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ কিছু হতে পারে।

ক্যাথরিন জবাব দেবার আগে একটু ভাবলো। "না, তেমন কিছু না। তবে ও মাঝে মাঝে খুব বেশি ক্লান্ত হয়ে যায়, ঘুমিয়ে পড়ে। আমার মনে আছে একবার আমি দেখেছিলাম ওরা দুজনেই সাঁতার কাটতে পুলে নামলো কিন্তু উঠে আসবার সাথে সাথে মাইক পুলের পাড়েই ঘুমিয়ে যায়। ব্যাপারটা আমার কাছে বেশ অস্বাভাবিক লেগেছিলো।"

আমি আবারো দেখলাম বাচ্চার কথা মনে করে ক্যাথরিনের নীলচে চোখের কোনে পানি জমে গেলো। সে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রাণান্তকর চেষ্টা চালাচ্ছে।

আমি বেশ ভালভাবেই অনুভব করতে পারছি কেসটার ভেতরেও একদম ঢুকে

BanglaBook.org

গেছি। এখন ম্যাগি আর মাইকেলের সাথে নিজের বাচ্চাদের কথা ভাবছি। ঘণ্টাকয়েক আগেও আমি মোস্তাফের খুনির জন্যে যে ঘৃণাটা নিজের ভেতরে অনুভব করছিলাম সেই একই ঘৃণা এখন আমি অনুভব করছি এই নিষ্পাপ বাচ্চা দুটোর অপহরণকারীর প্রতি।

মি. সনেজি...

আমি তোমাকে খুঁজে বার করবো...করবোই।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ১৬

ম্যাগি রোজ এখনো বুঝতে পারছে না সে আসলে কোথায়। এরকম ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা কখনো তাব কল্পনাতেও আসে নি। তার কল্পিত যে-কোনো ভয়ের চাইতে এই অভিজ্ঞতা হাজারগুন বেশি খারাপ। ম্যাগি সবসময় নিজেকে তার আশেপাশের সবার চাইতে বেশি সাহসী ভবতো কিন্তু এখন সেই সাহসের ছিটেফোঁটাও তার মধ্যে অবশিষ্ট নেই।

সময়টা কখন? সকাল না বিকাল না রাত? সে কিছুই বুঝতে পারছে না।

"মাইকেল?" এখন আর চিৎকার করার ক্ষমতা তার নেই, স্রেফ মৃদু ফিসফিস ক'রে বললো। কথা বলতে গিয়ে ওর মনে হচ্ছিলো মুখের ভেতরে যেন কেউ আলগা তুলো ঠেসে দিয়েছে, জিহ্বা জড়িয়ে আসছে। আর পিপাসায় মনে হচ্ছে যেনো তালু জ্বলে যাচ্ছে। ওর মনে হচ্ছে যেনো পিপাসার চোটে জিহ্বাই খেয়ে ফেলবে। মরুভূমিতেও কেউ বোধহয় এতো তৃষ্ণার্ত বোধ করে না।

ম্যাগি আবার শুয়ে চোখ বন্ধ করে ফেললো। সময়ের কোনো ঠিক নেই, হঠাৎ ওর মনে হলো কেউ যেনো ওর নাম ধরে ডাকলো। একবার মনে হলো মনের ভুল এখানে কে ওকে ডাকতে আসবে। তাবপর কিছুক্ষণ সব চুপ আবার কাঠের মেঝেতে ঘষার শব্দ শোনা গেলো। কেউ ওর নাম ধবে ডেকে উঠছে।

"ম্যাগি...ম্যাগি রোজ...ম্যাগি রোজ, কথা বলো।"

আসলেই কেউ এসেছে।

প্রথমেই ওর মনে হলো মা অথবা বাবা হতে পারে। *নাকি পুলিশ? কিন্তু...*

একটা আলোর ঝলকানি এসে পড়লো কাঠের মেঝের ফাঁক দিয়ে। হঠাৎ আলোতে ওর চোখ ঝলসে উঠলো। ওর হৃদপিন্ডটা এত জোরে ধ্বক ধ্বক করছে মনে হচ্ছে যেনো কেউ হাতুড়ি পিটাচ্ছে।

প্রথমবার কথা বলার চেষ্টা ক'রে ম্যাগি ব্যর্থ হলো। তারপর বেশ জোরেই বলে উঠলো, "কে...কে ওখানে?"

হঠাৎ ধাম করে ওপরের ছাদটা সরে গেলো। আলোর তীব্রতায় ম্যাগি সাথে সাথে চোখ বন্ধ করে ফেললো। তারপর চোখ খুললো ধীরে ধীরে। কিন্তু সামনে একটা অবয়ব ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তাও আবছা অলোকিত। চেহারাটা স্পষ্ট নয়।

"মি. সনেজি? আপনি ওখানে? প্লিজ, আমাকে এখান থেকে তুলুন, প্লিজ।"

ম্যাগি আবারও চোখ পিটপিট করে দেখার চেষ্টা করলো কিন্তু কাজ হলো

BanglaBook.org

না। "মি. সনেজি?"

"চুপ! একদম চুপ!"

অবশেষে উপরের মানুষটা কথা বলে উঠলো। কিন্তু কণ্ঠটা মি. সনেজির নয় বরং অনেকটা বৃদ্ধা কোনো মহিলার মতো।

"প্লিজ, আমাকে বাঁচান, প্লিজ," ম্যাগি আবারো ফোঁপাতে শুরু করেছে।

তারপর অনন্তকাল পর যেনো একটা হাত নেমে এসে ম্যাগির গলাটা মুচড়ে ধরলো।

ম্যাগি এবার গলা ছেড়ে কেঁদে উঠলো। "কান্না থামা, পিচ্চিডাইনি, কান্না থামা বলছি।"

বাতির আলো পেছন দিকে থাকায় এখনো চেহারা বোঝা যাচ্ছে না। ম্যাগি আতঙ্কে মানুষটার হাত চেপে ধরে ছটফট করতে লাগলো।

"পিচ্চিডাইনি, কোনো লাভ হবে না। ছটফট করে কোনো লাভ হবে না। তোব পরিণতি কী হবে আমি বলছি, বড়লোকের বখাটে ডাইনি..."

বলে মানুষটা ম্যাগির গলা মুচড়ে ধবে ওকে খানিকটা টেনে তুললো।

ওহ্ গড! হচ্ছেটা কি! ওহ্ গড! মানুষটার গলা এখন পুরোপরি একটা বৃদ্ধা মহিলার মতো শোনাচ্ছে।

"তুই মরবি, পিচ্চিডাইনি, বড়লোকের শয়তান ছেমরি তোর মরণ ঘনিয়ে এসেছে। তোকে মরতেই হবে।"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ১৭

পরের দিনটা ক্রিসমাস-ইভ। কিন্তু চিয়ার-আপ করার মত কোন ইস্যুই আমি খুঁজে পাচ্ছি না। এবারের মতো বাজে আর প্রাণহীন ক্রিসমাস আমার তো বটেই আমাদের সার্ভিসের কারোরই এসেছে কিনা সন্দেহ আছে।

পরিবারের সাথে ক্রিসমাস করার সুযোগ আমাদের কারো হবে ব'লে হয় না। পুরো জিম্মি উদ্ধারের টিমের সবারই একই অবস্থা। সবকিছুর ওপরে, সবচেয়ে বড় বোঝা হলো হতাশা, কোন সাফল্য না পাবার হতাশা, অনিশ্চয়তার হতাশা। সনেজি তার কাজের ভেতরে যদি এই ব্যাপারটাও ভেবে থাকে, সে সবার ক্রিসমাসের বারোটা বাজাবে তাহলে বলতে হবে কাজটা খুব ভালোভাবেই করতে পেরেছে সে।

সকাল দশটার দিকে আমি সুরেল এভিন্যু ধরে গোল্ডবার্গদের বাড়ির দিকে হাটছি। স্যাম্পসন গেছে সাউথইস্টে একটা খুনের তদন্ত করতে। আমরা পরিকল্পনা করেছি বিকেল বেলা দেখা করবো, নিজেদের সারাদিনের বাজে অভিজ্ঞতাগুলো তখন আলোচনা করা যাবে।

আমি এর আগে গোল্ডবার্গের সাথে প্রায় এক ঘন্টা কথা বলেছি। সন্তান হারানোর চিন্তায় গোল্ডবার্গদের অবস্থা আসলেই খারাপ। এদের তুলনায় ডানরা বরং অনেক শক্ত আছে। অবশ্য এর পেছনে একটা কারণও আছে। মিসেস গোল্ডবার্গের একটা গাইনোকলজিক্যাল সমস্যার কারণে ডাক্তার ঘোষণা দিয়েছিলেন ওনার আর কোনো সন্তান হবে না। তারপর যখন মাইকেল পেটে আসে গোল্ডবার্গ দম্পতির জন্যে তখন ব্যাপারটা ছিলো রীতিমতো মিরাকল। আমার ধারণা সনেজি এটা জেনেই কাজটা করেছে। এখানে আরেকবার তার মাস্টারমাইন্ডের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।

লোকটা অপহরণের জন্যে কী দারুণ একটা জুটিই না বেছে নিয়েছে। ম্যাগি রোজ আর মাইকেল গোল্ডবার্গ। সব দিক থেকে পারফেক্ট।

গোল্ডবার্গদের বাড়িতে আমি মাইকেলের রুমে গিয়েছিলাম। রুমের ভেতরে ঢুকে বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকেছি। একই কাজ আমি ম্যাগির রুমেও করেছি।

তবে মাইকেলের রুমটা ছিলো এককথায় অসাধারণ। এই বয়সেই ছেলেটার রুমে বসে আমি তার স্বতন্ত্র রুচির পরিচয় পেয়েছি। একটা ম্যাকিনটশ কম্পিউটার। নানা ধরণের সফটওয়্যার আর হার্ডওয়্যারের ছড়াছড়ি। দেখেই বোঝা যায় সে এগুলো নিয়ে বেশ ঘাটাঘাটি করতো। আমার ধারণা যে কোনো

BanglaBook.org

পাবলিক কম্পিউটার ল্যাবের চাইতে বেশি রিসোর্স আছে মাইকেলের রুমে।

একপাশের দেয়ালে আইনস্টাইনের একটা ছবি, তার জিভ বের করা সেই বিখ্যাত ছবিটা। আরেকদিকে টেবিলের ঠিক ওপরে স্কিড রো'র ভোকাল সেবাসটিয়ানের একটা বড় পোস্টার। একটা টুলের ওপরে ম্যাগাজিনের স্তুপ। সবার ওপরের ম্যাগাজিনটা আমি তুলে নিলাম। রোলিং স্টোন ম্যাগাজিন, কভারে লেখা 'হু কিলড্ পি-ই হারম্যান?'

ডেস্কের ওপরে মাইকেল আর ম্যাগির একটা বাঁধানো ছবি রাখা। দুজনকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে ওরা কতোটা ভালো বন্ধু। *এই ব্যাপারটাই কী সনেজিকে উৎসাহী করেছে? ওদের এই বিশেষ বন্ধুত্ব?*

সনেজিকে গোল্ডবার্গদের কেউই দেখে নি কিন্তু দু'জনেই মাইকেলের কাছে তার অনেক গল্প শুনেছে। একমাত্র সনেজিই তাকে একটা কম্পিউটার গেমে হারিয়েছে এছাড়া আর সবাই মাইকেলের কাছে হারতো। তাই মাইকেলের চোখে সনেজি ছিলো হিরো।

আমি এ থেকে একটা ব্যাপার ধরতে পেরেছি। সনেজি মাইকেলের সাথে ভিডিও গেম্‌সে জেতার পেছনে দুটো কারণ থাকতে পারে। এক, হয় সে মাইকেলের চোখে হিরো হবার জন্যে এটা করেছে অথবা তার ভেতরেও এক ধরণের ছেলেমানুষী কাজ করে যার ফরে সে কারো কাছেই হারতে চায় না।

গোল্ডবার্গদের লাইব্রেরিতে বসে আমি লনের দিকে তাকিয়ে আছি এমন সময় ঝড়ের বেগে স্যাম্পসনকে এদিকে আসতে দেখে দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম আমি। স্যাম্পসন ভেতরে ঢুকলো।

"আমি ডানদের বাড়ি থেকে আসছি।"

"ব্যাপার কি? সনেজি ফোন করেছিলো?"

"না, কিন্তু আরেকটা ব্যাপার ঘটে গেছে," স্যাম্পসন দৌড়ে আসার কারণে বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলছে। "মনে হয় এফবিআই কিছু একটা পেয়েছে। কিন্তু ওরা বলছে না।"

আমরা একসাথে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠলাম। ডানদের বাড়ির কাছে এসে দেখি রাস্তায় সোরে এভিন্যু'র শেষ প্রান্তের প্লেটলি ব্রিজ লেনের কাছে পুলিশ একটা রোডব্লক বসিয়েছে। ডানদের বাড়ি থেকে আগ্রহী লোকজন আর মিডিয়াকে দূরে রাখতে রোডব্লকটা বসানো হয়েছে ব'লে আমার মনে হলো। এমন সময় দুটো সিডান গাড়ি বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো। এর একটাতে আমি ডানদের দু'জনকেই দেখতে পেলাম। একটা গাড়ি থেকে একজন অফিসার আমাদেরকে পেছনে আসতে ইশারা করলো। আমি গাড়ি ঘুরিয়ে রওনা দিলাম সেডান দুটোর পেছনে।

প্রায় সত্তর মিনিট পর আমাদের গাড়ি তিনটা মেরিল্যান্ডের স্যালিসব্যারির

BanglaBook.org

পাহাড়ি এরাকায় প্রবেশ করলো। গাড়িগুলো ঘুরে এসে ঢুকলো পাইনে ছাওয়া একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এলাকায়।

আমাদের সামনের কমপ্লেক্স ভবন এবং এলাকাটা সম্ভবত ক্রিসমাসের কারণে একদম জনশূণ্য। বরফে ঢাকা ড্রাইভওয়ে ধরে বিল্ডিং কমপ্লেক্সের দিকে এগোলাম। সামনে এগিয়ে একটা বাঁক ঘুরতেই দেখতে পেলাম প্রায় আধাডজন পুলিশের গাড়ি আর অ্যাম্বুলেন্স জায়গাটাকে ঘিরে আছে। কেন জানি আমার শরীরটা কোনো কারণ ছাড়াই শিরশির করে উঠলো।

অফিস ভবনগুলোর পেছনে চিজাপিক বে'র বয়ে যাওয়া মরচে ধরা লালচে পানি দেখা যাচ্ছে। আমি অফিসের সামনে সাইনবোর্ডে লেখা দেখলাম 'জে. ক্যাড ম্যানুফ্যাকচারিঙ, দ্য রেজার বেকটন গ্রুপ, টেকনো স্পেয়ার'।

আমার মাথায় কিছুতেই ঢুকছে না, এরকম *ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক এলাকায় আবার কী হলো?*

আমি আর স্যাম্পসন গাড়ি থেকে নেমে মিশে গেলাম নদীর দিকে এগোতে থাকা দলটার সাথে।

ভবনগুলো আর নদীর মাঝে একটুখানি জায়গা জুড়ে বেশ খানিকটা লম্বা লম্বা ঝাউবনের মতো আগাছা। ওটার ভেতর দিয়ে নদীর একটা চিলতে অংশ বয়ে যাচ্ছে। আকাশের ধূসর রঙ দেখে অনুমান করলাম আবার যেকোনো সময় তুষারপাত শুরু হতে পারে। আরেকটু এগিয়ে দেখতে পেলাম কাদাময় একটা জায়গায় শেরিফের ডেপুটিরা প্লাস্টার দিয়ে একটা পায়ের ছাপ তোলার চেষ্টা করছে। *কি ব্যাপার? সনেজি কি এখানে এসেছিল নাকি?*

"ব্যাপার কি?" আমি জেজি ফ্ল্যানাগানকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম। কাদায় তার পায়ের বারোটা বেজে গেছে। কিন্তু জেজি এতোটাই দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত যে মনে হলো না সে ব্যাপারটা খেয়াল করেছে।

"না, আমিও তো কিছু জানি না।"

তাকেও আমার আর স্যাম্পসনের মতোই অসহায় দেখাচ্ছে। *ঘটনা কি? ফেডারেল ব্যুরো আমাদের সাথে এমন করছে কেন?*

"ও গড! এখানে ওরা যাই পাক বাচ্চাগুলো যেনো না হয়," জেজিকে বিড়বিড় করতে শুনলাম। আরেকটু এগিয়ে দেখতে পেলাম দু'জন এফবিআই এজেন্ট রায়লি আর গেরিকে। নদীর তীরের কাদায় ওদের হাটু পর্যন্ত মাখামাখি। হঠাৎ এক ঝলক ঠান্ডা বাতাস বয়ে গেলো। আমার মনে হচ্ছে উত্তেজনায় হৃদপিন্ডটা যেকোনো সময় গলা দিয়ে বেরিয়ে আসবে। আমি সামনে কিছুই দেখতে পাচ্ছিনা। না কোনো মৃতদেহ না অন্য কিছু।

BanglaBook.org

আমি এজেন্ট দুজনার দিকে এমনভাবে তাকালাম যেনো পারলে খেয়ে ফেলবো। আমার চাহনি দেখেই ওরা যা বোঝার বুঝে গেলো। আমি কিছু বলার

আগেই গেরি বলতে শুরু করলো, "অ্যালেক্স, আমাদের ওপর রাগ করে কোনো লাভ নেই। এমনিতেই এই কেসটা দারুণ সেনসিটিভ। তার ওপর মিডিয়া এটাকে খুব বেশি কভারেজ দিচ্ছে। আমাদের ওপরে পরিস্কার নির্দেশ আছে আমরা নিজেরা মাঠে নেমে নিজ চোখে ব্যাপারটা ক্লিয়ার করা না পর্যন্ত কাউকে কিছু বলা যাবে না। কাউকে না। এমনকি আমাদের নিজেদের ভেতরেও এ নিয়ে কথা বলা বারণ।"

"কোন্ ব্যাপারে?" স্যাম্পসন পুরোপুরি মারমুখি হয়ে এগিয়ে গেলো। "তোমরা কী পরিস্কার ক'রে কিছু বলবে নাকি এইসব ফালতু প্যাচালই পারতে থাকবে?"

স্করস একজন এজেন্টকে ইশারা করতে সে এগিয়ে এলো। এই এজেন্ট লোকটা ডানদের বাড়িতে ডিউটি দিচ্ছে, নাম ম্যাকগোয়। সবার ধারণা রজার গ্রাহামের পরিবর্তে একে নিয়োগ করা হয়েছে। আপাতত তার ডিউটি চলছে কিন্তু স্থায়ি কিনা বা অফিসিয়ালি করা হয়েছে কিনা এখনো বোঝা যায় নি।

গেরির সাথে কথা বলতে বলতে ম্যাকগোয় মাথা দোলালো। তারপর দু'জনে আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো। ম্যাকগোয় একজন এফবিআই এজেন্ট গিসেবে তুলনামূলক বেশ মোটা। তার মাথায় ক্রু-কাট চুল। দেখে কোনো এজেন্ট বলে মনে হয়না বরং লাগে রিটায়ারমেন্টের কাছাকাছি চলে যাওয়া কোনো কেরানির মতো।

"এখানকার স্থানীয় পুলিশ আজ একটার দিকে একটা বাচ্চার লাশ এদিককার নদীর পানিতে ভাসতে দেখে," ম্যাকগোয় আমাদের দিকে এগিয়ে এসে অনেকটা ব্যাখ্যা দেয়ার সুরে বললো। "ওরা কিছুতেই বুঝতে পারছিলো না এই বাচ্চাটা অপহৃত সেই বাচ্চা দুটোর একটা কিনা।"

ম্যাকগোয় আমাদেরকে নিয়ে নদীর একটা কিনারার দিকে এগিয়ে গেলো। একটা ছোট আকারের ঝোপের সামনে এসে থামলো সে। কেউ কোনো কথা বলছে না, শুধু শো শো শব্দে তীক্ষ্ণ ঠান্ডা বাতাস বয়ে যাচ্ছে।

যাক, এটা অন্তত জানা গেলো কেন আমাদেরকে এখানে ডেকে আনা হয়েছে। ঝোপটার ঠিক পেছনেই কম্বলে মোড়ানো একটা ছোট দেহ। এরচেয়ে বাজে অভিজ্ঞতা কোনো বাবা-মায়ের হতে পারে ব'লে আমার মনে হয় না।

একজন স্থানীয় কনস্টেবলকে বলা হলো পুরো ব্যাপারটা বর্ণনা করতে। বেচারা কথা বলার পর মনে হলো যেকোনো সময় কেঁদে ফেলবে।

"আমি লেফটেনেন্ট এডওয়ার্ড মোহন। এখানকার স্যালিসবেরি পুলিশে কাজ করি। প্রায় এক ঘন্টা বিশ মিনিট আগে রেজার বেকটনের একজন সিকিউরিটি গার্ড একটা বাচ্চার লাশ এদিককার পনিতে ভাসতে দেখে।"

আমি কম্বলে মোড়ানো লাশটার দিকে এগিয়ে গেলাম। লেফটেনেন্ট

BanglaBook.org

মৃতদেহটার পাশে হাটু গেড়ে বসে মুখের ওপর থেকে কম্বলটা সরালো।

লোকটার ভাব দেখে মনে হচ্ছে যেনো একজন বাপ তার ঘুমন্ত কোনো বাচ্চার মুখের ওপর থেকে কাপড় সরাচ্ছে।

আমি অপহৃত হওয়া বাচ্চা দুটোর ছবি এতোবার দেখেছি ভুল হবার কোনো সম্ভাবনাই নেই। অসংখ্য লাশ আর মরদেহ দেখার অভিজ্ঞতা থাকার পরও যেটা কোনো দিন হয় নি সেটা কেন জানি আজ হতে লাগলো। আমার মনে হলো আমি বমি করে ফেলবো। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে ঘোষণা করলাম,

"এটা মাইকেল গোল্ডবার্গ," একটু কাঁপা কিন্তু পরিস্কার গলায় বললাম। "আমি খুবই দুঃখিত কিন্তু এটা মাইকেলই।"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ১৮

ক্রিসমাসের দিন সকাল বেলাও জেজির মেজাজ খারাপ। অপহরণ আর নানা চিন্তায় তার মাথা মনে হচ্ছে যেনো ফেটে যাবে।

জেজির মনে হচ্ছে ব্যাপারটা নিয়ে ও যেভাবে আসক্ত হয়ে গেছে তাতে মেন্টাল ব্রেকডাউন হয়ে যাওয়াটাও অসম্ভব না। একটুর জন্যে হলেও ওর বিরতি দরকার। অন্যান্য পুলিশের সাথে তার পার্থক্য হলো, সবাই নিজের কাজকে খুব প্রফেশনালি নেয়। কিন্তু সেটা সে পারে না, কাজটাই তার জীবনের অংশ হয়ে যায়।

আর্লিংটনে তার মায়ের সাথে একটা অ্যাপার্টমেন্ট শেয়ার করে থাকতো জেজি। ছোট অ্যাপার্টমেন্টটায় ওদেরকে প্রায় গাদাগাদি করেই থাকতে হতো বলে সম্প্রতি মা অন্য এক জায়গায় উঠেছেন। তবুও মাঝে মাঝে মা এখানে এসে থাকেন। যেমন আজকে এসেছেন। এই অ্যাপর্টমেন্টটাকে জেজি নাম দিয়েছে 'সুইসাইড ফ্ল্যাট'। আসলে ডেনিস কেলাহারের সাথে ডিভোর্স হবার পর সে এখানে উঠেছিলো সাময়িকভাবে থাকার জন্যে কিন্তু সেই 'সাময়িকভাবে' থাকাটা প্রায় একবছর হতে চললো।

তার প্রাক্তন স্বামী ডেনিস নামক 'প্রাণি'টি এখন উত্তর-জার্সির দিকে থাকে আর সে এখনো চেষ্টা করে যাচ্ছে নিউইয়র্ক টাইম্‌সে ঢোকার জন্যে। তবে জেজি জানে জীবনেও সে ওখানে ঢুকতে পারবে না। এই লোকটা আসলে ঠিকমতো কিছুই পারে না শুধুমাত্র জেজিকে সন্দেহ করা ছাড়া। তার আরেকটা খারাপ দিক ছিলো ক্যারিয়ারের ব্যাপারে জেজিকে হিংসে করা। এমনকি ডিভোর্স হবার পরও সে এখনো সচেতনভাবেই ক্যারিয়ারের ব্যাপারে জেজিকে টপকে যেতে চায়।

গত একটা বছর ধরে জেজি প্রাণপন চেষ্টা করে যাচ্ছে কিছু টাকা জমিয়ে এই অ্যাপার্টমেন্টটা ছেড়ে যাবার জন্যে। এটা কোনো জীবনই না ওর কাছে। ডেনিসের সাথে ছাড়াছাড়ি হবার পর সে ভেবেছিলো এখন জীবনটাকে সুন্দর করে সাজিয়ে নিবে, জীবনে একটা বড় ধরণের পরিবর্তন আনবে কিন্তু সেটা হয়ে ওঠে নি এখনো। তবে ও মনেপ্রাণে বিশ্বাস রাখে হবে। আর সেটার জন্যে ওর প্রথম প্রয়োজন এই অ্যাপার্টমেন্ট নামক খুপরি থেকে বের হওয়া। প্রায় গত একটা বছর ধরেই সে প্রতি মাসে, প্রতি সপ্তাহে এমনকি প্রায় প্রতিদিনই অতিরিক্ত ডিউটি করেছে কিছু বাড়তি আয়ের জন্যে। তবে টাকা পেয়ে সেটা রাখতে পারে না। টাকা জমানো আসলে ঠিক তার ধাতে সয় না। এখন পর্যন্ত সর্বসাকুল্যে ওর সঞ্চয় মাত্র চব্বিশ হাজার ডলার। বয়স বত্রিশ চলছে, দেখতেও সুন্দরি এবং সে

BanglaBook.org

বিশ্বাস করে এখনো জীবনটাকে নিজের মতো ক'রে সাজিয়ে নেয়ার মতো যথেষ্ট সময় আছে।

জেজি একজন উচ্চাভিলাষি মানুষ। নিজের প্রতি তার অগাধ আত্মবিশ্বাস এবং সে জানে সে যা চায় তা করেই ছাড়বে। দরকার শুধুমাত্র একটা সুযোগ। আর সে এও বিশ্বাস করে পৃথিবীতে কেউ কাওকে সুযোগ দেয় না, নিজের সুযোগ নিজেকেই খুঁজে বার করতে হয়। হুইস্কির বোতল বের করে সে একঢোক পান করলো। এটা তার বাবার প্রিয় মদের একটা। যদিও সে নিজে প্রায় খায়ই না বলতে গেলে। তবে এই ধরণের দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত অবস্থায় ওরও বেশ ভালো লাগে ব্র্যান্ডটা। দুশ্চিন্তা দূর করতে তার কাছে সেরা টনিক হলো হুইস্কি আর শাওয়ার। হুইস্কিতে চুমুক দিতে দিতে মাইকেল গোল্ডবার্গের মৃতদেহটা আবারো তার চোখে ভেসে উঠলো।

উফ! একমুহূর্তের জন্যেও কী আমি দৃশ্যটা ভুলে থাকতে পারবো না?

জেজির মা ইরিন ফ্ল্যানাগান বেশ আরাম করে ঘুমুচ্ছেন। এই বয়সেও উনি বেশ ভালো একটা চাকুরি করেন, আর নিয়মিত ব্রিজ খেলেন। ব্রিজ খেলায় তার পারদর্শিতা এককথায় অসাধারণ। চাকরি আর ব্রিজ খেলা, এই নিয়েই তার জীবন। এর বাইরে উনি কিছু বোঝেন না, বুঝতে চানও না। মেয়ের সাথে তার প্রায় কোনো সম্পর্ক নেই বললেই চলে। জেজির বাবা টেরি ফ্ল্যানাগান প্রায় বিশ বছর ধরে ডিসি'র একজন পুলিশ হিসেবে চাকুরি করেছেন। তারপর একদিন ট্রেনে ক'রে বাড়ি ফেরার সময় ট্রেনেই তার হার্ট অ্যাটাক হয়, কোনো চেনা-জানা প্রিয়মানুষের সান্নিধ্য ছাড়াই ট্রেনের একদল অচেনা মানুষের সামনে উনি প্রাণত্যাগ করেন। বাবার মৃত্যুর ব্যাপারে এই কথাটা সে সবাইকে বলে কিন্তু সত্যটা একমাত্র সে-ই জানে, যা সে কাউকে বলতে পারে না।

জেজি নিজেকে সবসময়ই বাবার মৃত্যুর ঘটনা স্মরণ করিয়ে দেয়। সে তার জীবনটাকে ভিন্নভাবে সাজাতে চায়। আর এজন্য তাকে আগে মায়ের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে হবে। সেটা যাইহোক যেভাবেই হোক...

অঝোর ধারায় পড়তে থাকা পানির দিকে তাকিয়ে হঠাৎ সে চমকে উঠলো। আলতো ক'রে পাশে নামিয়ে রাখলো হুইস্কির বোতলটা। বিভিন্ন চিন্তা করতে করতে কখন সে অবচেতনভাবে শাওয়ারের নিচে এসে দাঁড়িয়েছিলো টেরও পায় নি। শাওয়ারে ভিজতে ভিজতে হুইস্কির বোতলটা খালি করে ফেলেছে। *ওহ মাইকেল গোল্ডবার্গ*...জেজি খুব সচেতনভাবেই মাইকেলের চিন্তা মাথা থেকে সরিয়ে রেখেছিলো এতোক্ষণ। তবে আসলে তা পারে নি। নিজের ক্যারিয়ারের এই পর্যায়ে এসে এমনকিছু তার জন্যে কতোটা কষ্টকর আসলে তা ভাবাও যায় না। কতোটা কষ্ট করে সে আজকের অবস্থানে এসেছে। এ থেকে যদি পিছলে পড়তে হয়। তবে...সে আর ভাবতেও পারছে না। কিন্তু যতো কষ্টকরই হোক

BanglaBook.org

এটাই সত্যি হতে চলেছে।

একজন মহিলা পুলিশ হিসেবে তার অর্জন ছিলো অসাধারণ। আশেপাশের সবাইকে টপকে সে আজকের এই অবস্থানে এসেছে। তার সমসাময়িকেরা অনেক কিছুই বলেছে কিন্তু ওদের নিন্দাগুলো সে প্রশংসা হিসেবে নিয়ে কাজ করে গেছে। আর সেটার ফলেই তার আজকের এই অবস্থান। কিন্তু এখন...

জেজি চুল মুছতে মুছতে ঘড়ি দেখলো। অনেক সকাল। তবুও পোশাক পরে বাইকের চাবিটা নিয়ে বাইরে রওনা দিলো। এই দুশ্চিন্তা, বদ্ধ অ্যাপার্টমেন্ট থেকে তার দূরে সরে যেতে হবে। অনেক দূরে।

দরজা খোলার শব্দে মা ঘুমজড়ানো স্বরে জানতে চাইলেন, "জেজি? বাইরে যাচ্ছো নাকি? এই অবেলায়? জেজি?"

"এইতো একটু কাজ আছে," বলে সে দরজা বন্ধ করে বাইরে চলে এলো। চারপাশ ক্রিসমাসের সাজ রব রব। তবে জেজির কাছে মনে হচ্ছে ক্রিসমাসটা জলদি গেলেই ভালো। বহু কাজ পড়ে আছে।

বিএমডব্লিউ বাইকটায় স্টার্ট দিয়ে অ্যাপার্টমেন্ট ভবন থেকে সে বাইরে বেরিয়ে এলো। ধীরে ধীরে গতি বাড়াচ্ছে। আর তার কাছে মনে হচ্ছে যেনো তার পিছু নিচ্ছে দুশ্চিন্তা আর দুঃস্বপ্ন।

জেজি একশ বিশ স্পিড তুলে হাইওয়ে ধরে ছুটতে লাগলো, ওয়াশিংটন থেকে দূরে, আরো দূরে। তার মাথায় শুধু একটাই চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে, *মাইকেল গোল্ডবার্গ কি তার দায়িত্বজ্ঞানহীনতা আর অসচেতনতার কারণেই মারা গেলো?*

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ১৯

ক্রিসমাসের দিন সকালবেলাও ওয়াশিংটনের চিহ্নিত কিছু এলাকা , মেরিল্যান্ড আর ভার্জিনিয়ায় পুলিশ বাড়িতে বাড়িতে সার্চ চালিয়ে যেতে লাগলো। সার্চের শুরুতে আর শেষে সবাই একই কথা দু'বার করে বললো, এই কথাটা এমনকি দেয়ালে দেয়ালে পোস্টারেও লাগিয়ে দেয়া হলো, সেইসাথে টিভি আব রেডিওতে চললো ঘোষণা :

আমরা ম্যাগি রোজ ডান নামের একটি মেয়েকে খুঁজছি, তার বয়স নয়, সোনালি চুল, উচ্চতা চার ফিট তিন ইঞ্চি, ওজন বাহাত্তর পাউন্ড। যদি কেউ তার খোঁজ দিতে পারে বা তাকে নিরাপদে বাড়ি ফিরিয়ে আনতে পারে তবে তাকে আকর্ষণীয় পুরস্কার দেয়া হবে।

ডানদের বাড়ির ভেতরে বাইরে প্রায় আধডজন এফবিআই এজেন্ট ডিউটি করছে। ক্যাথরিন রোজ ডান আর টমাস ডান দুজনেই মাইকেলের মৃত্যুতে দারুণভাবে আঘাত পেয়েছে। ক্যাথরিনের বয়স হঠাৎ করেই দশ বছর বেড়ে গেছে, টমের অবস্থাও একইরকম। এখন সবাই সনেজির পরবর্তী যোগাযোগের অপেক্ষায় আছে।

আমার কেন জানি মনে হচ্ছে গেরি সনেজি ক্রিসমাসের দিন ডানদেরকে ফোন করবে। আমি একটু একটু ক'রে লোকটার সাইকোলজি ধরতে পারছি। আমি চাই সে ফোন করুক।

সে যদি এখন তার উদ্দেশ্যের দিকে এগিয়ে যেতে চায় তবে তাকে সামনে এগোতেই হবে। আর তা করতে গেলেই কোথাও না কোথাও ভুল করবেই। সেই সুযোগটাই আমাকে নিতে হবে।

ক্রিসমাসের দিন সকালবেলা, জিম্মি উদ্ধারকারী দলের সবাইকে ডানদের ফরমাল সিটিং রুমে জড়ো করা হলো। এখানে এখন আমরা প্রায় বিশ জনের মতো দাঁড়িয়ে আছি, অপেক্ষা করছি বড় কর্তারা আমাদেরকে সব জানাবেন। কারণ এখনো আমাদের কাছে অনেক কিছুই পরিস্কার না। মাইকেলের মৃত্যু, সনেজির পরবর্তী পদক্ষেপ কিছুই আমরা এখনো জানিনা। শুধু এটুকু জানি ডানদের বাড়িতে নাকি একটা রহস্যময় টেলিগ্রাম এসেছে। আমি ধারণা এটা সনেজিরই কাজ।

ডানদের বাড়ি এফবিআই সহ আরো সব এজেন্টদের নিয়ে একদম ভর্তি। বাড়ির ভেতরে বাইরে প্রতিটি কর্নারে শক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা। প্রতিটি ফোনে ট্র্যাকিং ডিভাইস লাগানো হয়েছে। এগারোটা বাজার একটু আগে এফবিআই

BanglaBook.org

কর্মকর্তা স্করস এলো। তাকে দেখেই মনে হচ্ছে বাড়ির ক্রিসমাস পার্টি থেকে সরাসরি চলে এসেছে। এর একটু পরেই হাজির হলো পিটম্যান। কমিশনারও নাকি আসছেন।

"আবস্থা মেটেও ভালো মনে হচ্ছে না। কী যে আসলে হবে," স্যাম্পসন ফায়ারপ্লেসের ওপর একটা কনুই রেখে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি ওর দিকে চোখ উঁচু করে তাকালাম। ছয় ফিট নয় ইঞ্চি উচ্চতার স্যাম্পসনের সামনে নিজেকে আমার ছোটই লাগে। "আচ্ছা, হচ্ছেটা কি? কেউ মুখ খুলছে না কেন?" সে আমার কাছে জানতে চাইলো।

"হুমমম," কী বললো ভাবছি।

"এভাবে সব সংস্থার লোকদের এক করা মোটেও ঠিক হলো না, আমরা একে অপরকে মোটেও পছন্দ করি না।"

"এফবিআই'কেও তো একসময় আমরা বিশ্বাস করতাম না, এখন তো একটু হলেও করি," আমি জবাব দিলাম।

"তা ঠিক, হয়তো অবস্থা ভালোও হতে পারে। সনেজি কী আসলেই কিছু পাঠিয়েছে?"

"এফবিআই তো তাই ভাবছে। হতেও পারে। হয়তো এটা তার এক ধরণের ক্রিসমাস উইশ।"

স্যাম্পসন আমার দিকে মুখ ঘুড়িয়ে তাকালো, "ওরে বাপ। একেবারে ফ্রয়েডের তত্ত্বের মতো শোনালো," তার গলায় খানিকটা টিটকারির আভাস।

সদর দরজা দিয়ে ঢুকতে ঢুকতে স্করস আর পিটম্যান হাত মেলালো। কাজের ক্ষেত্রে বন্ধুত্বের আভাস। মনে মনে ভাবলাম এটা টিকে থাকলেই হয়।

"সনেজির কাছ থেকে আমরা আরেকটা বার্তা পেয়েছি," স্করস আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলো। তাকে কেন জানি খানিকটা নার্ভাস লাগছে।

"আমি পড়ে শোনাচ্ছি। এতে সম্বোধন করা হয়েছে ডানদেরকে। 'প্রিয় ক্যাথরিন এবং টম, দশ মিলিয়ন ডলার হলে কেমন হয়? অর্ধেক ক্যাশ এবং বাকিটা বন্ড এবং ডায়মন্ডে। মায়ামি বিচে!...ম্যাগি ভালো আছে। এই ব্যাপারে আমার ওপর বিশ্বাস রাখতে পারেন। কালকের দিনটাইতো ভালো হয় নাকি?...কাল ক্রিসমাসের চমৎকার একটা দিন। খোদা আমাদের ওপর সহায় হোন।'"

"খোঁজ নিয়ে জানা যায়," স্করস বলেই চলেছে। "টেলিগ্রামটা করা হয়েছে মায়ামি বিচের কলিন্স এভিন্যু'র ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন অফিস থেকে। পাঠানোর বিশ মিনিটের ভেতরে সেখানে পৌছে ম্যানেজার সহ বাকি সবাইকে জেরা করা হয় কিন্তু কাজে লাগার মতো কিছুই পাওয়া যায় নি। তো জেন্টেলম্যান, আমাদেরকে এখুনি মায়ামির উদ্দেশ্যে রওনা দিতে হবে।"

BanglaBook.org

অধ্যায় ২০

ক্রিসমাসের দিন বিকেল সাড়ে চারটার দিকে আমাদের টিম ফ্লোরিডার মায়মি ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে নামলো। মাইকেলের বাবা গোল্ডবার্গ আমাদের জন্যে একটা প্রাইভেট প্লেনের ব্যাবস্থা ক'রে দেয়াতে অনেক দ্রুতই আমরা মায়ামিতে আসতে পেরেছি। মায়ামি পুলিশ এয়ারপোর্ট থেকে আমাদেরকে নিয়ে এলো কলিন্স এভিন্যু'র এফবিআই অফিসে। এখান থেকে সনেজির করা টেলিগ্রামের দোকানটা মাত্র কয়েক ব্লক দূরে। *আচ্ছা সনেজি কী এটা জানতো?* আমার মনে হয় অবশ্যই জানতো।

সনেজি লোকটা এক আজব চরিত্র। আমি তার সাইকোলজি যতো ধরার চেষ্টা করছি ততোই অবাক হচ্ছি। তার কোনো অতীত না জানা সত্ত্বেও আমার নোটপ্যাডে বেশ কয়েক পৃষ্ঠা ভরে ফেলেছি তাকে নিয়ে নোট লিখে। সেখানে বেশিরভাগ শব্দই হচ্ছে গোছানো, পাগল, ফ্রিক, ক্রেজি, নিয়মানুবর্তিত, ম্যানিয়াক, মেথোডলজিক্যাল ইত্যাদি।

আমার মাথায় এই সনেজি লোকটাকে নিয়ে প্রশ্নের কোনো শেষ নেই। আমি খুবই নিশ্চিত সে আমাদেরকে ইতিমধ্যেই মায়ামিতে দেখে ফেলেছে। অন্তত আমাদের পৌছানোর খবর সে জানে। তবে তার চেয়ে বড় প্রশ্ন মাইকেলের মৃত্যু! লোকটা কেন মাইকেলকে মারলো? মাইকেলকে মারার পেছনে তার আসল উদ্দেশ্য কি?

মায়ামির এফবিআই অফিসে বসে আমি চারপাশের ব্যস্ততার চিত্র দেখছিলাম। কেউ এখনো জানে না সনেজি এরপর কিভাবে যোগাযোগ করবে। স্থানীয় অফিস সব ধরণের প্রস্তুতি নিয়ে রাখছে। আরো বেশ কিছু অতিরিক্ত স্থানীয় এজেন্টকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে আমাদের দলে। চারপাশে উন্মত্ত ব্যস্ততা।

সনেজি কী জানে সে পুলিশ বিভাগের লোকগুলোর মাঝে কতোটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছে? সে অবশ্যই জানে। এটাও তার পরিকল্পনারই অংশ। ম্যাগি কী আসলেই বেঁচে আছে? সনেজি আসলে কী করতে যাচ্ছে? তবে ফাইনাল এক্সচেঞ্জের আগে কর্তারা নিশ্চয় ম্যাগির বেঁচে থাকার কোনো প্রমাণ সনেজিকে দেখাতে বলবে। তখন সনেজি কী করবে?

হঠাৎ একজন অফিসারকে দৌড়ে আসতে দেখলাম। সবাই তার দিকে তাকিয়ে আছে। হাতে একটা কাগজ। কথা বলার পর জানতে পারলাম মাইকেলের অটপ্সি রিপোর্ট। ডিসি থেকে ফ্যাক্স করা হয়েছে। আমাদেরকে

BanglaBook.org

একজন ডিউটি অফিসার এসে পাশের রুমে যেতে বললো। এই রুমটা আগেরটা থেকে অনেক বেশি উন্নত। একপাশে বিশাল একটা ভিডিও মনিটর, সাথে ওয়ার্ড প্রসেসর।

আমরা সবাই বসে যাবার পর অফিসার ফ্রাইডম্যান মাইকেলের অটপ্‌সি রিপোর্ট ব্রিফ করা শুরু করলো। লোকটা বেশ মোটাসোটা হলেও নিজের কাজে বেশ দক্ষ।

"আমরা প্রায় নিশ্চিত মাইকেলের মৃত্যু 'এক্সিডেন্টাল ডেথ'," ফ্রাইডম্যান বড় ক'রে একটা নিঃশ্বাস নিয়ে শুরু করলো।

"তার অবস্থা থেকে বোঝা গেছে প্রথমে তাকে কোনো ধরণের ক্লোরোফর্ম স্প্রে দিয়ে অজ্ঞান করা হয়, তার নাকে স্প্রের কণা পাওয়া গেছে। তারপর সম্ভবত এর দুঘন্টা পর তাকে দেয়া হয় খুব শক্তিশালী এনেসথেটিক। এর ফলে মাইকেলের নিঃশ্বাস হয়ে যায় অনিয়মিত এবং এক সময় তার দূর্বল হার্ট বন্ধ হয়ে সে মারা পড়ে।"

"যদি সে ঘুমের ভেতরে মারা গিয়ে থাকে তবে সে কোনো ধরণের কষ্ট পায় নি, সত্যি কথা বলতে সে কিছু টের না পেয়েই মারা গেছে।"

"তবে তার শরীরে কিছু ভাঙা হাড় পাওয়া গেছে," সে বলে চলেছে। মোটাসোটা লোকটাকে দেখে যতোটা বুদ্ধিমান বলে মনে হয় সে তার চেয়েও বেশি স্মার্ট।

"ছেলেটাকে ডজন ডজনবার লাথি এবং ঘুসি মারা হয়েছে। যদিও এর সাথে তার মৃত্যুর কোনো সম্পর্ক নেই। সে মারা যাবার পর তাকে ইচ্ছেমতো মারা হয়েছে, টেনে ছিড়ে ফেলা হয়েছে শরীরের অনেক জায়গার চামড়া। তবে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ব্যাপার মৃত্যুর পর তাকে ধর্ষণ করা হয়েছে, তার দেহে একাধিকবার নির্মম ধর্ষণের আলামত পাওয়া গেছে।"

শেষ কথাটা শোনার সাথে সাথে পুরো রুমে একটা গুঞ্জন উঠলো। কেউ একজন অসোন্তষের সাথে মন্তব্য করলো, "এই সনেজি তো দেখি একটা পিশাচ!"

আমি ভেবে বের করার চেষ্টা করছি ব্যাপারটা আসলে কি। একটা সম্ভাবনা হতে পারে সনেজি যখন আবিষ্কার করে মাইকেল মারা গেছে, সে নিজেকে সামলাতে পারে নি। প্রচন্ড রাগে অসুস্থ হয়ে মাইকেলকে আঘাতের পর আঘাত করতে থাকে। কিন্তু ধর্ষণের ব্যাপারটা এর সাথে মেলে না। এরচেয়েও বড় প্রশ্ন আমার মাথায় খেলছে ম্যাগির ব্যাপারে। *ও কী আসলে বেঁচে আছে?*

আমরা যে হোটেলে উঠেছি সেটা এফবিআই অফিসের ঠিক বিপরীতে, রাস্তার অন্যপাশে। আমি আর স্যাম্পসন ব্যুরো থেকে বেরিয়ে এলাম। আবহাওয়া এখানে বেশ গরম। আকাশ একদম পরিস্কার।

BanglaBook.org

রাস্তা পার হতে হতে স্যাম্পসন জানতে চাইলো, "আগে খাবে? নাকি তোমারও আমার মতো আগে একটা ড্রিঙ্ক দরকার?"

"কোনোটাই না, আমি সাঁতার কাটবো।"

"কি? এইরকম একটা বাজে ব্রিফিঙের পর তোমার ড্রিঙ্ক না করে সাঁতার কাটতে ইচ্ছে করছে!"

"আমার মাথা ঠান্ডা করতে হলে এখন ঠান্ডা একটা সাঁতার দরকার। তুমিও যাবে নাকি?"

"কোনো ইচ্ছেই নেই। তুমি যাও আমি বারে গেলাম।"

স্যাম্পসন চলে যাবার পর আমি হোটেলের ডেস্কে গিয়ে ওদের সুইমিং পুলটা কোনদিকে জানতে চাইলাম। সেইসাথে সাঁতারের পোশাকের ব্যাপারে। ডেস্ক থেকে বলে দিলো পুল একদম টপ ফ্লোরে এবং সাঁতারের পোশাকও সেখানেই পাওয়া যাবে।

ছাদের ওপরে সুইমিং পুলটা এককথায় দারুণ। এখান থেকে সমুদ্রের একটা চমৎকার ভিউ পাওয়া যায়। পুলের কিনারায় বসে গেলাম পানিতে পা ডুবিয়ে। পায়ের তলায় ঠান্ডা পানির স্পর্শে শিহরণ খেলে গেলো। কিন্তু আবাক হলাম, পুলে আরেকজন সাঁতার কাটছে এবং সাঁতারু একটা মেয়ে। বেশ অ্যাথলেটিক ফিগার, লম্বা পা, সরু কোমর। সাঁতারও কাটছে চমৎকার। আমি মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগলাম। তবে চমকে উঠলাম মেয়েটা এদিকে ফেরার পর। জেজি ফ্ল্যানাগান। সিক্রেট সার্ভিস অপারেটরের চরিত্রের আরেকটা দিক উন্মোচিত হলো আমার কাছে।

মেয়েটা ল্যাপস কমপ্লিট করে আবার ফিরে যাচ্ছে আমিও তার পাশে নেমে গেলাম। দুজনেই পাশাপাশি ধীরে ধীরে সাঁতার কাটছি। আমি সাধারণত বেশ ভালো সাঁতারু। টানা প্রায় পঞ্চাশটার মতো ল্যাপস দিতে পারি। তবে জেজি আরো অনেক বেশি দক্ষ। অনুভব করলাম তার সাঁতারের স্বতস্ফূর্ততাই অন্যরকম।

টানা বেশ কিছুক্ষণ সাঁতরানোর পর সে উঠে গেলো ওপরে। আমি আরো কিছুক্ষণ সাঁতরালাম। উঠে দেখি জেজি তোয়ালে দিয়ে চুল মুছছে।

আমাকে দেখে মৃদু হেসে জানতে চাইলো, "পঞ্চাশটা ল্যাপস?"

"না, মাত্র পয়ত্রিশ," আমি হাঁপাতে হাঁপাতে জবাব দিলাম।

"আপনি বেশ ভালো সাঁতারু এবং দারুণ ফিটও।"

"হতে পারে আমার ফিটনেস ভালো কিন্তু সাঁতারু হিসেবে আমি আপনার তুলনায় কিছুই না।"

জেজি হেসে ফেললো। "আমরা এই আপনি-আপনি এখন বাদ দিতে পারি, কী বলো?"

BanglaBook.org

"হ্যা, অবশ্যই।"

"সাঁতার খুব উপভোগ করো, তাই না?"

"হ্যা, বিশেষ ক'রে এইরকম বাজে একটা দিন কাটাবার পর ফ্রেশ হবার জন্যে এরচেয়ে ভালো আর কিছু হতেই পারে না।"

"আসলে পুলিশ এফবিআইয়ের চাকরিতেই ভালো কিছু থাকতে পারে আমার এখন আর বিশ্বাস হয় না।"

"তারপরও তো টিকে আছি, সেটাই হলো বড় কথা।"

"অবশ্যই, আর সে জন্যে সবসময় খোদার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।"

আমি মেয়েটার চোখের দিকে তাকালাম, মনের ভাব বোঝার চেষ্টা করছি। হঠাৎ সে বলে উঠলো, "আমার কিছু খাওয়া দরকার। সারাদিন বলতে গেলে কিছুই খাওয়া হয় নি।"

"হ্যা, চলো।"

হোটেলের লবিতে দেখা করার কথা বলে আমরা দু'জনেই রুমে চলে গেলাম। আমি চেঞ্জ করে রেডি হয়ে নিচে নেমে দেখি জেজি এর মধ্যেই চলে এসেছে। খানিকটা অবাক হলাম এতো দ্রুত তাকে দেখে। কারণ কোনো মেয়ে এতো দ্রুত রেডি হতে পারে বলে আমার জানা ছিলো না। ব্যাগি ট্রাউজার, ভি-নেক টিশার্ট আর তার ওপরে ডার্ক ট্যান জ্যাকেটে দারুণ লাগছে দেখতে। এখনো ঈষৎ ভেজা সোনালি চুলগুলো পনি টেল করে বাঁধা। মেক-আপবিহীন মুখ একদম সতেজ।

আমাকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে দেখে জেজি বলে উঠলো, "আমার একটা মন্তব্য আছে।"

"কি?"

"তোমাকে সুইম স্যুটেই বেশি ভালো দেখায়।"

আমি হেসে ফেললাম, সাথে জেজিও। সারাদিনের দুঃশ্চিন্তা একটু হলেও দূর হয়েছে।

আমরা দুজনেই ক্যাফেতে গিয়ে একটা করে বিয়ার আর খাবার নিলাম। খেতে খেতেই কথা চলতে লাগলো। কাজের চেয়ে ব্যক্তিগত আলাপই বেশি হচ্ছে। আমি আমার নিজের পরিবার আব বাচ্চাদের কথা বললাম। আর জেজি জানালো ওর কথা। একফাঁকে আমি জানতে চাইলাম সে নাকি একসময় মিস্ ওয়াশিংটন ছিলো।

জেজি হেসে জানালো সেটা অনেক আগের কথা। তখন তার বয়স ছিলো আঠারো, ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করতো। রেজাল্টও ভালো ছিলো কিন্তু ওকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের করে দেয়া হয় বাজে আচরণের কারণে।

আমরা দু'নেই কথা বলতে বলতে ইতিমধ্যেই বেশ সহজ হয়ে গেছি।

BanglaBook.org

জেজি আমার কাছে ওয়াশিংটনে একজন সাইকোলজিস্ট হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা জানতে চাইলো। আমি বিস্তারিত বললাম আমার কাজ, অতীত আর ভুলের ব্যাপারে। "একজন কালো হিসেবে আমাকে প্রায়ই এমন সব বাঁধার মুখোমুখি হতে হয় যা হয়তো সাদা হলে হতো না।"

আমার কথা শুনে জেজি বললো, "হয়তো একইরকম নয় তবুও আমার অভিজ্ঞতাও এই ব্যাপারে ভালো না। একজন মেয়ে হিসেবে চারপাশে নব্বই ভাগ ম্যাচো পুরুষদের মাঝে কাজ করা মোটেও সহজ না। তারা প্রায়ই বিভিন্নভাবে আমাকে জাজ করতে চায়, দেখতে চায় আমি কতোটুকু সহ্য করতে পারি। তবে আমিও আজ পর্যন্ত কখনো হারিনি। হয়তো একদিন তারা সত্যিই আমাকে একজন মেয়ে না বরং একজন সহকর্মী হিসেবে দেখবে," এরপর সে কাজের বিভিন্ন মজার অভিজ্ঞতা শেয়ার করলো। বিশেষ করে হোয়াইট হাউজে। সে বুশ এবং রিগ্যান দুজনার সময়েই ওখানে ডিউটি করেছে।

জেজির সাথে আলাপ করতে করতে সময় কোনদিক দিয়ে চলে গেলো বুঝতেও পারলাম না। দু'ঘণ্টা কোনদিক দিয়ে পার হয়ে গেছে টেরই পাই নি। একসময় হঠাৎ খেয়াল করলাম রেস্টুরেন্টে আমরা দু'জন আর রেস্টুরেন্ট স্টাফরা বাদে আর কেউ নেই।

বিল পরিশোধ করে জেজিকে তার রুমের সামনে দিয়ে এলাম। ফিরে যাচ্ছি হঠাৎ সে বলে উঠলো, "অ্যালেক্স, সময়টুকুর জন্যে ধন্যবাদ।"

আমি মৃদু হেসে জবাব দিলাম, "মেরি ক্রিসমাস। আজকের দিনটা ভালো ছিলো। কাল? কে জানে..."

"এই জন্যেই আমি সুইট ড্রিমসে বিশ্বাস করি।"

আমি মৃদু হেসে লিফটের দরজা বন্ধ করে দিলাম। আমিও স্বপ্নে বিশ্বাস করি, তবে সামনে সেটা কতোটা সুইট থাকবে তা একমাত্র সময়ই বলে দিবে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ২১

মোটামতো মহিলা এক মনে তার কাজ করে চলেছে। তার কোনো ধারণাও নেই তার সামনে কে দাঁড়িয়ে আছে। মানুষ তেলাপোকা বা মাকড়শার দিকে যেভাবে তাকায় সেও মহিলার দিকে একই দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

মহিলা আসলে একজন পুলিশ, সঠিকভাবে বলতে গেলে টোল সংগ্রকারী পুলিশ। একমনে টাকা গুনে ভাংতিগুলো ফেরত দিচ্ছে সে। সনেজি তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ভাবছে একজন মানুষ নিজে থেকে এতোটা বিশ্রী কী ক'রে হতে পারে? *শালী দেখতে একেবারে খারাপ ছিলো না কিন্তু এই বয়সেই মোটা হয়ে বুড়িয়ে গেছে।*

টাকা ফেরত নিতে নিতে একবার সে গাড়ির লম্বা লাইনের দিকে ফিরে তাকিয়ে মনে মনে হাসলো একবার। এই জ্যামের কারণ আসলে সে। টোল নেয়ার এই জায়গাতে কখনো জ্যাম হয় না। আজ হয়েছে কারণ বাচ্চাটার খোঁজে প্রতিটি গাড়ি সার্চ করা হচ্ছে। *কী গর্দভ এরা! কী ক'রে ভাবলো এভাবে আমাকে ধরতে পারবে! বোকা!*

এই গাধাগুলোকে নিয়ে আর পারা গেলো না। *এখন পর্যন্ত আমার কাজ দেখে এদের এই ধারণা হলো কী ক'রে এভাবে ওরা আমাকে ধরতে পারবে! ফুলস্।* সনেজির ইচ্ছে করছিলো রাস্তার মাঝখানে গিয়ে চিৎকার করে বলে, "গাধার দল এই যে আমি! তোমরা যাকে খুঁজছো। এভাবে আমাকে জীবনেও ধরতে পারবে না। অহেতুক সব মানুষকে কষ্ট দিচ্ছো। আমাকে যদি ধরতে চাও তবে অন্যভাবে চেষ্টা করো। নিজেদের বুদ্ধিও আরো ধার করে চকচকে করো। গাধার দল!"

টাকা গুনতে গুনতে সনেজি ভাবছে সে এখন তার হিরোদেও চেয়েও বেশি বিখ্যাত। জন ওয়েইন, জেফরি ডামার, জুয়ান করোনা। সে এদের সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে। তার প্ল্যানে কোনো খুঁত সেই, শুধুমাত্র মাইকেল গোল্ডবার্গের ব্যাপারটা ছাড়া। *আহ! কেন যে এমনটা ঘটলো। পিচ্চি মাইকেল আমাকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেলো।*

"মেরি ক্রিসমাস, স্যার।" হঠাৎ সনেজি চমকে উঠলো কথাটা শুনে। কাউন্টারের মহিলা পুলিশটা বলেছে। তার হাতে বাকি খুচরো টাকাগুলো।

"আপনাকেও মেরি ক্রিসমাস," সনেজি টাকাগুলো নিতে নিতে বললো।

মহিলা হাসছে। সনেজি ভাবলো বেটিকে দেখাচ্ছে ফোলা একটা বেলুনের

BanglaBook.org

মতো। বাচ্চাদের জন্মদিনে চোখ-মুখ আঁকা কতোগুলো বেলুন পাওয়া যায় না, ওগুলোর মতো দেখাচ্ছে। এই হোৎকা বেলুন মার্কা পুলিশ দিয়ে কিছু হবে না।

ইসস! তার প্রিয় লেখক স্টিফেন কিং যদি এই বেলুন মার্কা পুলিশগুলোকে নিয়ে একটা বই লেখতো। টাকা পকেটে ভরে সনেজি গজ গজ করতে করতে গাড়িতে উঠলো।

চল্লিশ মিনিট পর ৪১৩ নম্বর ক্রিস লেন ধরে মেরিল্যান্ডের সেই ফার্মে গাড়ি ঢোকাতে ঢোকাতে সনেজির মুখে ফুটে উঠলো একটা তৃপ্তির হাসি। সে মনে মনে ভাবলো, *আমি সফল। পুরোপুরি সফল। সবকয়টা গর্দভকে ঘোল খাইয়ে ছেড়েছি। শালাদের এমন বোকাই বানিয়েছি ওরা লেজ আর গোবর এমনভাবে মাখাবে, শেষ পর্যন্ত লেজ কোনটা আর গোবর কোনটা বুঝে উঠার আগেই আমি আমার কাজ সেরে ফেলবো। তবে এখনো খেলতে হবে সাবধানে, খুব সাবধানে। সবার আগে আমাকে এখন ফার্মে ফিরে যেতে হবে। যেখানে ম্যাগি রোজ এখনো ঘুমাচ্ছে।*

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ২২

সময় উপস্থিত। কুরিয়ার চলে এসেছে, তারমানে 'সন অব লিন্ডবার্গে'র তরফ থেকেই এসেছে। আমাদের সবাইকে দ্বিতীয় তলার ক্রাইসিস রুমে ডেকে নেয়া হলো। এফবিআইয়ের প্রায় সবাই এখানে। এখনই সময়, রুমে উপস্থিত সবাইও সেটা বেশ বুঝতে পারছি।

আমরা সবাই ঢোকার একটু পরেই মায়ামি স্পেশাল এজেন্ট বিল থম্পসন প্রায় দৌড়ে ঢুকলো রুমে। তার হাতে একটা ডেলিভারি এনভেলাপ। আমাদের সবার সামনে থম্পসন কমলা-নিল রঙের খামটা বেশ সাবধানতার সাথে খুলতে লাগলো।

"ভেতরে কী আছে, খোদাই জানে," আমার সামনে দাঁড়ানো এক এজেন্ট বললো। আমি আর স্যাম্পসন দাঁড়িয়ে আছি জেজি আর কেপলারের ঠিক সামনেই।

"ভেতরে যাই থাক," জেজি বলছে। "সে আমাদেরকে অবশ্যই দেখাবে, একা এতো বড় দায়িত্বের বোঝা বহন করা তার পক্ষে সম্ভব না।"

থম্পসন রেডি হয়ে গেছে।

"আমার কাছে একটা মেসেজ আছে, গেরি সনেজির পক্ষ থেকে," থম্পসন ঘোষণার সুরে বলে উঠলো। "প্রথম মেসেজটা হলো..."

"দশ মিলিয়ন ডলার। দ্বিতীয়, ডিজনিল্যান্ড, অরল্যান্ডো-ম্যাজিক কিংডম। ১২.৫০পিএম থেকে ১.১৫ পিএম এর ভেতরে ডিটেক্টিভ অ্যালেক্স ক্রশ টাকাটা ডেলিভারি দিবে। নিচে সই করা 'সন অব লিন্ডবার্গ'," কথা শেষ ক'রে থম্পসন সোজা আমার দিকে তাকালো। একই সাথে আরো বেশ কয়েক জোড়া বিস্মিত চোখ আমার দিকে ঘুরে গেলো। তবে আমি নিশ্চিত ওদের কারো বিস্ময়ই আমার নিজের চেয়ে বেশি না। *সনেজি আমার কাছে কী চায়? আমাকে সে চিনলো কিভাবে? সে কি জানে আমি ওর মুন্ডুটা ধর থেকে ছিড়ে ফেলতে চাই?*

"কোনো বাকবিতন্ডার সুযোগ পর্যন্ত নেই," ডিটেক্টিভ স্করস বড় ক'রে একটা নিঃশ্বাস ফেললো। "সনেজি খুব ভালো করেই জানে ও চাইলে আমরা এর চেয়ে বেশি টাকাও দিতে বাধ্য থাকতাম।"

"সনেজি সেটা খুব ভালো করেই জানে," আমি বললাম। সম্ভবত এই কারণেই সে ডানদেরকে বেছে নিয়েছে। *কিন্তু সে আমাকে কেন বেছে নিলো?*

পাশে দাঁড়ানো স্যাম্পসন আমার দিকেই তাকিয়ে আছে। আমার মনের কথাও মনে হয় বুঝতে পারছে। "লোকটা রহস্য করতে জানে বটে।"

BanglaBook.org

ব্যুরোর পেছন দিকের ড্রাইভওয়েতে আধ ডজন গাড়ি দাঁড় করানো আছে। থম্পসন, আমি, জেজি, কেপলার আর স্যাম্পসন আমরা একই গাড়িতে যাবো। টাকা আর সিকিউরিটিও আমাদের সাথেই যাচ্ছে। আমাকে এগুলো ডেলিভারি দিতে হবে।

গতকাল রাতে বেশ তাড়াহুড়ো করেই টাকাগুলো গোছানো হয়েছে। সিটি ব্যাঙ্ক আর মরগান স্ট্যানলি সহায়তা না করলো এতোগুলো টাকা এতো দ্রুত ম্যানেজ করা বেশ একটা ঝামেলার ব্যাপারই ছিলো। ডান আর গোল্ডবার্গরা আসলে অনেক কিছু করার ক্ষমতা রাখে তা প্রমাণিত হলো আরেকবার। সনেজি দুই মিলিয়ন চেয়েছে ক্যাশ আর বাকিটা ছোট ছোট ডায়মন্ডে। ফলে মুক্তিপণের আকার খুব একটা বড় হয়নি। সাধারণ একটা আমেরিকান ট্যুরিস্ট স্যুটকেসেই ধরে গেছে।

ডাউনটাউন মায়ামি বিচ থেকে ওপালোকা ওয়েস্ট এয়ারপোর্ট যেতে লাগবে বিশ মিনিটের মতো সেখান থেকে ফ্লাইটে চল্লিশ মিনিট। তারমানে আমরা ১১:৪৫ এর ভেতরে জায়গামতো পৌঁছাতে সময়টা একদম টাইট হয়ে যাচ্ছে।

"আমরা একটা ডিভাইস লাগিয়ে দিতে পারি," এজেন্ট স্করসকে থম্পসনের সাথে কথা বলতে শুনছি আমি। "একটা পোর্টেবল রেডিও ট্রান্সমিটার।"

"আমার কাছে ব্যাপারটা ঠিক মনে হচ্ছে না," আমি পাশ থেকে বললাম। আমি আসলে এখনো বুঝতে পারছি না সনেজি আমার কথা কেন বললো। হতে পাবে সে আমার ব্যাপারে পত্রিকায় পড়েছে এবং জেনেছে আমি এই কেসে কাজ করছি। তারপরও ব্যাপারটার কোনো মানে দাঁড়ায় না। তবে এর পেছনে নিশ্চই কোনো গূঢ় কারণ আছে।

"পার্কে তো অসম্ভব ভিড় থাকবে," থম্পসন বলছে। "এই কারণেই সে ডিজনি পার্ক নির্দিষ্ট করেছে। ম্যাগি ডানকে নিয়ে সহজেই বাচ্চা আর অভিভাবকদের ভিড়ে মিশে থাকতে পারবে।"

"ডিজনি পার্ক নির্দিষ্ট করার পেছনে তার আরো কারণ থাকতে পাবে," আমি মনে মনে আরো কিছু ব্যাপার নিয়ে ভাবছি। নোটবই খুলে দেখলাম এরর পেছনে আমি আরো বেশ কিছু কারণ নির্দিষ্ট করেছি। হতে পারে সে ছোটবেলায় বেশ অবহেলার ভেতরে বড় হয়েছে। এই কারণে ডিজনিল্যান্ডের মতো বাচ্চাদের আনন্দের জায়গার প্রতি তার এক ধরণের মোহ কাজ করে।

"আমরা এর মধ্যেই প্রাউন্ড আর এরিয়াল ক্রুদেরকে ওখানে পাঠিয়ে দিয়েছি," স্করস বলছে। "জায়গাটার বেশ কিছু ছবি তুলেও ওয়াশিংটনে পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে। যাতে ওখানকার কর্তব্যক্তিরা এখানকার অবস্থা সম্পর্কে আপডেট থাকতে পারেন। আর জাগাটাকেও ভালোভাবে কভার করা হবে যাতে সনেজি শেষ মুহূর্তে উল্টাপাল্টা কিছু করলে আমরা সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করতে পারি।"

BanglaBook.org

আমি মানসচক্ষে ওয়াশিংটনের অফিসের চিত্রটা ভাবার চেষ্টা করলাম। আধডজন কর্তাব্যক্তি চিন্তিত মুখে স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে আছে, চারপাশ সিগারেটের ধোঁয়ায় অন্ধকার। ওখানে এইমুহূর্তে ডিজনি পার্কের ব্যবচ্ছেদ করা হচ্ছে। বিভিন্ন এন্ট্রি পয়েন্ট, এক্সিট পয়েন্ট, বিবেচনা করা হচ্ছে সম্ভাব্য সব ধরইের অবস্থা এবং অবস্থান।

"আমরা এমুহূর্তে ডিজনিল্যান্ডে বেড়াতে যাচ্ছি," একজন এজেন্ট কৌতুকের সুরে বলে উঠলো। সবার ভেতরে সামান্য হাসির রেখা খেলে গেলো। এরকম টান টান উত্তেজনার একটা সময়ে কথাটা সবাইকে হালকা করার জন্যে বেশ কাজে দিয়েছে।

একটা উন্মাদ প্রায় অপহরণকারীকে কব্জা করার জন্যে আমরা সবাই মুখিয়ে আছি। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। খবর এসেছে এর মধ্যেই প্রায় সত্তর হাজার দর্শনার্থী পার্কের ভেতরে প্রবেশ করেছে। এদের ভেতর থেকে সনেজিকে কব্জা করা এবং ম্যাগি ডানকে উদ্ধার করে আনা প্রায় অসম্ভব একটা ব্যাপার।

আমরা প্লেন থেকে নেমে একটা পুলিশ ভ্যানে ক'রে রওনা দিলাম সোজা ম্যাজিক কিংডমের উদ্দেশ্যে। সাইরেন বাজিয়ে আমাদের গাড়ি তুমুল গতিতে ভিআইপি রোড ধরে ছুটে চলেছে। অনেকেই চোখ ফিরিয়ে আমাদের গাড়িটা দেখছে, মনে মনে হয়তো ভাবছে না জানি কোন ভিআইপির ডিজনিল্যান্ড দেখার ইচ্ছে জেগেছে। আমাদের আসল পরিচয় এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা থাকলেও ওদের প্যান্ট খারাপ হয়ে যেতো।

আমরা সনেজির বেঁধে দেয়া সময়ের একদম প্রায় শেষ মুহূর্তে পার্কে প্রবেশ করলাম। কোনো বিশেষ প্রস্তুতি নেয়ার মতো সময় নেই বললেই চলে। আমি এখনো ভেবে বের করার চেষ্টা করছি সনেজি ডিজনিল্যান্ডকেই কেন নির্দিষ্ট করলো। কারণ এখানে ঢোকা সনেজির জন্যে ঠিক যতোটা সহজ হবে বের হওয়া হবে ঠিক ততোটাই কঠিন।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ২৩

ডিজনি পার্কে পৌছে আমরা গাড়ি পার্ক করলাম প্লুটো স্টেশানে। পার্কের অ্যাটেনডেন্ট এসে আমাদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো। ফেরিতে ক'রে পার হবার সময়ে থম্পসন আমার কাছে জানতে চাইলো, "তোমার কী মনে হয় সনেজি তোমার কথা বললো কেন?"

"কি জানি, হয়তো সে আমার ব্যাপারে আগে থেকে জানতো। হয়তো সে শুনেছে আমি একজন সাইকোলজিস্ট, তাই আমাব ব্যাপাবে তার আগ্রহ জেগেছে। তার সাথে কখনো দেখা হলে আমি অবশ্যই জিজ্ঞেস করবো।"

"সাবধানে অ্যালেক্স, খুব সাবধানে," থম্পসন আমার দিকে গভীরভাবে তাকিয়ে বরলো। "আমি যেকোনো মূল্যে শুধুমাত্র মেয়েটাকে ফেরত চাই।"

"আমিও তাই চাই," আমি ধীরে ধীরে বললাম। অবশ্যই আমার প্রথম উদ্দেশ্য মেয়েটাকে সুস্থভাবে ফেরত আনা কিন্তু সেইসাথে আমি সনেজিকেও ধরতে চাই। তাকে আমি এই ডিজনিল্যান্ডেই ধরতে চাই।

থম্পসন আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলো তারপব আমাকে একবার জড়িয়ে ধরলো। একে একে জেজি সহ বাকিরাও আমাকে গুড লাক উইশ করলো।

স্যাম্পসন আমাকে একপাশে টেনে নিয়ে জানতে চাইলো, "অ্যালেক্স, তুমি নিশ্চিত যেতে চাও? ঠিক আছে, সনেজি তোমার নামই বলেছে কিন্তু এরমানে এই না যে তোমাকেই যেতে হবে।"

"আমি ঠিক আছি। আর আমারই আসলে যাওয়া উচিত। এদের মতো পাগলদের সাথে ডিল করার জন্যেই সরকার আমাকে বেতন দেয়।"

"তুমি নিজেও একটা পাগল," স্যাম্পসন হাসতে হাসতে আমাকে জড়িয়ে ধরলো।

মুক্তিপণের স্যুটকেসটা নিয়ে আমি ভেতরে চলে গেলাম। তারপর কমলা রঙের বড় ট্রামটাতে চড়ে বসলাম। ট্রামটা ধীরে ধীরে ম্যাজিক কিংডমের উদ্দেশ্যে চলতে লাগলো, ওখানেই সনেজির সাথে দেখা হবার কথা।

সময়টা ১২:৪৪, সনেজির বেঁধে দেয়া সময়ের থেকে ঠিক ওয়মিনিট আগে চলে এসেছি আমি। ম্যাজিক কিংডমের টিকিট কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে প্রথমেই আমার মনে হলো লোকজন এরকম পাগলের মতো ছুটছে কেন। টিকিটের জন্যে। এই কারণেই সনেজি তাহলে এই জায়গাটা ঠিক করেছে। আমি স্যুটকেসটা শক্তহাতে ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম।

মাথায় হাজারো প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে। *লোকটা কোথায়? সে কি সাথে ক'রে*

BanglaBook.org

ম্যাগিকে নিয়ে আসবে?

চারপাশের পরিবেশ এককথায় দারুণ আনন্দময়। লোকজন ছুটোছুটি করছে, বাচ্চারা লাফালাফি করছে, বাবা মায়ের হাত ধরে টানছে, এটা ওটা বায়না ধরছে। একটা মেয়ে কণ্ঠ মাইকে বলে চলেছে, 'বাচ্চাদের দিকে খেয়াল রাখুন, নিজের জিনিসপত্র সামলে রাখুন, ধন্যবাদ।'

একটা মিকি মাউস আর একটা গুফি এসে আমার চারপাশে নাচতে লাগলো। একমুহূর্তের জন্যে আমার নিঃশ্বাস থমকে গেলো, *সনেজি?* সাথে সাথেই বুঝলাম নাহ। ওরা আমার চারপাশে একটু লাফিয়ে দুটো বাচ্চার দিকে এগিয়ে গেলো। চারপাশের এই আনন্দঘন পরিবেশের সাথে আমাব মনের অবস্থার কোনো মিল নেই। আমি ক্রমাগত ঘামছি, প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছে ঘামে পিছলে হাত থেকে স্যুটকেসটা পড়ে যাবে।

লোকটা এতোক্ষণ টিকিট কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলো। হঠাৎ আমার দিকে এগোতে লাগলো। পরনে স্পোর্টস জ্যাকেট, মাথায় ক্যাপ। আমার পাশে এসে থেমে গেলো। আমি জানি না এটাই সনেজি কিনা।

"প্ল্যানে সামান্য পরিবর্তন করা হয়েছে, অ্যালেক্স, আমি তোমাকে ম্যাগির কাছে নিয়ে যাবো। সামনে তাকাও।"

আমাদের পাশ দিয়ে একটা ছয় ফিট লম্বা সিন্ডেরেলা চলে গেলো। লোকটা একমুহূর্তের জন্যে তার কথায় বিরতি দিয়ে আবার শুরু করলো। "সাবাস, তুমি দারুণ দেখাচ্ছো। সামনে তাকিয়ে ধীরে ধীরে পেছনে ফেরো, তুমি যেদিক দিয়ে এসেছো আমরা ঠিক সেদিক দিয়েই ফেরত যাবো। সাবধান, এখন সবকিছুই তোমার ওপরে নির্ভর করছে।"

লোকটা একদম শান্ত আর পাথরের মতো স্থির। আমাকে ঠিক যা যা করতে বললো আমি তাই করলাম, এবার দুজনে মিলে হাটতে শুরু করলাম, ভিড়ের দিকে পেছন ফিরে।

সিন্ডেরেলা বাচ্চাদের নিয়ে খেলা শুরু করেছে, কী একটা করাতে সব বাচ্চারা হেসে গড়াগড়ি খেতে লাগলো। আমি লোকটকে বললাম, "আমি আগে ম্যাগিকে দেখতে চাই।" লোকটা কি সনেজি? আমি এখনো তার চেহারা দেখতে পাই নি, মুখটা ক্যাপ দিয়ে অনেকটাই আড়াল করা।

"ঠিক আছে। কিন্তু কেউ যদি আমাকে কিছু করার চেষ্টা করে আমি বলে রাখছি বাচ্চাটা মারা যাবে," কথাটা সে ধীরে ধীরে একদম চিবিয়ে চিবিয়ে বললো।

"কেউ কিছু করবে না," আমি তাকে নিশ্চয়তা দিলাম। "আমি শুধু জানতে চাই বাচ্চাটা ভালো আছে কিনা?" আমার মাথায় শুধু ঘুরছে ডানদের চেহারা, ওরা শুধু চায় তাদের সন্তান যেনো ভালোভাবে বাড়ি ফিরে আসে।

BanglaBook.org

আমি এর মধ্যেই ঘামতে শুরু করেছি। "শুনুন, আমরা সামনে এগোচ্ছি, এফবিআই চলে আসতে পারে।"

"প্রার্থনা করো তা যেনো না হয়, অ্যালেক্স। সেটা হবে নিয়ম ভঙ্গের শামিল।"

লোকটা যে-ই হোক সে একদম শান্ত। *সে কি আগেও এই কাজ করেছে নাকি?* আমরা আবার কমলা ট্রামে ফিরে এসেছি। এখান থেকে একটা ট্রামে চড়ে পার্কিং এলাকার দিকেও যাওয়া যায়। *লোকটা কী করতে চাচ্ছে?*

সনেজি হবার পক্ষে লোকটা অনেক বেশি মোটা। আমার মনে হচ্ছে না এটা সনেজি। যদি না সে অনেক বেশি মেক-আপ আর প্যাড ব্যবহার করে থাকে। এই কারণেই আমার প্রফেশনাল অভিনেতার কথা মাথায় আসছে। সনেজি কি কাউকে ভাড়া করেছে? হতে পারে, জোর সম্ভাবনা আছে।

"এফবিআই, হাত ওপরে।" চিৎকারটা শুনে প্রথমেই মনে হলো আমার হৃদপিন্ডটা গলা দিয়ে বের হয়ে আসবে। *হচ্ছেটা কি? এরা কী করতে যাচ্ছে?*

"এফবিআই।" আধডজনেরও বেশি ফেডারেলর এজেন্ট আমাদেরকে ঘিরে ধরেছে, প্রত্যেকের হাতেই অস্ত্র। সব এদিকেই তাক্ করা।

বিল থম্পসন আমাদের দিকে এগিয়ে এলো। এই লোকটাই একটু আগে বলছিলো সে সবার আগে মেয়েটা নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত, আর এখন সে কিনা...আমি মুখ ফিরিয়ে পাশের লোকটার দিকে তাকালাম, তার মুখ মৃদুহাসি। *এটা সনেজি হতেই পারে না। নিশ্চিত। কিন্তু এ কে? আর এতো শান্তই বা থাকছে কিভাবে?*

এবার লোকটা মুখ খুললো, একদম শান্ত কণ্ঠস্বর। "আপনারা আমাকে ধরলে মেয়েটা খামোখাই মারা যাবে। কেউ ঠেকাতে পারবে না।"

"সে কি বেঁচে আছে?" থম্পসন মারমুখী হয়ে তার দিকে এগিয়ে গেলো। পারলে এখুনি ধরে মারে।

"সে বেঁচে আছে এবং ভালোভাবেই বেঁচে আছে। দু'ঘণ্টা আগেও আমি তাকে দেখেছি। কিন্তু এখন আর থাকবে কিনা আমি জানি না।"

"আমরা কি করে বুঝবো তুমি ভুয়া কেউ না।"

লোকটা হেসে ফেললো, "বুঝবে, কারণ দুইটা। এক, দশ মিলিয়ন ডলার। দুই ম্যাজিক কিংডম, তিন, প্লুটো ২৪," লোকটা হুবুহু মেসেজের কথাগুলো আউড়ে গেলো।

"আমরা আমাদের মতো ক'রে সব সামলাবো, তোমাকে আর আমাদের দরকার নেই।"

"কিভাবে সামলাবে শুনি? মেয়েটাকে মেরে ফেলে?" কণ্ঠস্বরটা জেজির, সে পেছন থেকে সামনে চলে এলো।

BanglaBook.org

"বন্দুক নামান আপনারা সবাই, মেয়েটাকে মারতে চান নাকি? ডিটেক্টিভ ক্রশকে ব্যাপারটা হ্যান্ডেল করতে দিন," জেজি রীতিমতো ঝামটে উঠলো। "তা না হলে আমি দেশের প্রতিটা রিপোর্টারকে সব বলে দিবো, সাবধান।"

"আমিও তাই করবো," এবার আমি কথা বলে উঠলাম। "আপনারা আমার কথা শুনুন, এটা সনেজি না।"

থম্পসন একমুহূর্ত আমাকে দেখলো তারপর সবাইকে বন্দুক নামানোর ইশারা করে বললো, "যেতে দাও, মুক্তিপণ আর মি. ক্রশ দুটোই সনেজির কাছে যাবে।"

এবার লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে একটা ট্রামের দিকে এগিয়ে গেলো, আমিও তার সাথে সাথে গেলাম। ধীরে ধীরে ভেতরে ঢুকে দুজনেই বসে পড়লাম।

"গর্দভের দল," লোকটা বলে উঠলো। সে এখনো আগের মতোই ঠান্ডা। "গাধারা দিয়েছিলো আরেকটু হলেই সব ভন্ডুল করে।"

আমাদের ট্রাম কারপার্কে এসে থামতে আমরা একটা কালো রঙের গাড়ির দিকে এগিয়ে গেলাম। দুজনে উঠে বসতেই লোকটা স্পোর্টসকার ছেড়ে দিলো। আমরা আবার পূর্ব দিকে অরল্যান্ডো ইন্টারন্যাশনালের দিকে ফিরে যাচ্ছি। আমি কথা বলার চেষ্টা করতে লোকটা থামিয়ে দিলো। আমি আমার ভাবনায় ফিরে গেলাম। ফেডরা আরেকটু হলেই দিয়েছিলো সব বরবাদ করে।

আমরা এয়ারপোর্টের প্রাইভেট জেট এরিয়ায় এসে থেমে গেলাম। গাড়ি থেকে নামতেই গরম বাতাসের ঝাপটা লাগলো। বাতাসে ডিজেল, পেট্রোল আর ম্যাকঅ্যাডামের গন্ধ। ঘড়ি দেখলাম ১:৩০ পিএম।

"নোটে লেখা ছিলো একটা পনেরোর ভেতরে সব ঠিক হয়ে যাবে," অনেকটা অভিযোগের মতো করে বলে উঠলাম।

"নোটে ভুল লেখা ছিলো, অ্যালেক্স। এবার শুধু তুমি আর আমি। আশা করি এফবিআইয়ের চেয়ে তুমি বেশি স্মার্ট,"

বলেই সে একটা পিস্তল বের করে আমার দিকে তাক্ করলো।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ২৪

"আরাম করে বসুন, যাত্রাটা উপভোগ করার চেষ্টা করুন ড. ক্রশ," লোকটার মুখে মৃদু হাসিটা ঝুলেই আছে। "মনে করুন কোনো বন্ধুর সাথে বেড়াতে বেড়িয়েছেন।"

লোকটা আমার একটা হাত হ্যান্ডকাফ দিয়ে হ্যান্ড রেস্টের সাথে আটকে রেখেছে। আমি তার অজান্তে দুয়েকবার চেষ্টা করে দেখেছি, খোলার প্রশ্নই ওঠে না। এইভাবে আমাকে নিয়ে প্লেনে উঠে বসাটা আমার কাছে পুরোপুরি সিনেমাটিক মনে হচ্ছে।

লোকটা প্লেনে উঠে প্রথমেই হ্যান্ডকাফ দিয়ে আমাকে বন্দি করে, তারপর নিয়মমাফিক সবকিছু শেষ করে টাওয়ার থেকে অনুমতি নিয়ে ফ্লাই করে। তার মধ্যে কোনো তাড়াহুড়ো নেই, নেই কোনো উদ্বিগ্নতা। যেনো আসলেই সে বেড়াতে বের হয়েছে। আমি ভেতরে ভেতরে ঘামছি। তবে পরিস্থিতি বিবেচনা করে বেশ বুঝতে পারছি কারণ ছাড়া উদ্বিগ্ন হয়ে আসলে লাভ নেই। কারণ এইমুহূর্তে আমার করার নেই কিছুই। সনেজি কী প্ল্যান করেছে তা না বুঝে উঠা পর্যন্ত কিছুই করতে পারবো না। আমরা দুজনেই এখনো নীরব। আমি তার প্রতিটা কার্যকলাপ নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছি। চেষ্টা করছি সবকিছু মনের একদম গভীরে গেঁথে নেয়ার। আমি শতভাগ নিশ্চিত সে একজন প্রফেশনাল। হঠাৎ আমার মাথায় একটা ব্যাপার ঝিলিক দিয়ে উঠলো। আমরা এখন ফ্লোরিডাতে, দক্ষিণ দিকে ফ্লাই করছি। কিছুদিন আগে মি. গোল্ডবার্গের সাথে একটা কলাম্বিয়ান ড্রাগ কার্টেলের বেশ ঝামেলা হয়েছিলো। ব্যাপারটা কি শুধুই কো-ইন্সিডেন্স নাকি এর ভেতরেও আরো ব্যাপার আছে।

আমার মাথায় সাধারণ একটা পুলিশি হিসাব ঘুরছে। যে-কোনো অপরাধীই ধরা পড়ে যখন সে কোনো না কোনো ভুল করে, আর ভুল যে-কেউ আগে বা পরে করবেই। সনেজি এখন পর্যন্ত কোনো ভুল করে নি। তবে এখনই তার ভুল করার সময়। বন্দি বিনিময়ের সময়টাই সবচেয়ে ভয়ঙ্কর।

"মনে হচ্ছে সবকিছু বেশ সময় নিয়ে যত্নের সাথে পরিকল্পনা করা," আমি লোকটাকে বললাম। আমাদের বিমান এখন গ্লাইড করে আটলান্টিকের দিকে চলেছে। কোনদিকে আমি, আসলে বুঝতে পারছি না।

"আপনি একদম ঠিক বলেছেন, সব কিছুই। আপনি বিশ্বাসও করতে পারবেন না কতোটা যত্ন নিয়ে।"

"বাচ্চা মেয়েটা ঠিক আছে তো?"

BanglaBook.org

"আমি আপনাকে বললাম না আজ সকালেও তাকে আমি একদম সুস্থ সবল অবস্থায় দেখেছি।"

"মাইকেলের শরীরে যৌন নির্যাতনের চিহ্ন পাওয়া গেছে, আমি কী ক'রে আপনার কথা বিশ্বাস করি বলুন।"

লোকটা কোনো কথা না বলে একমনে বিমান চালাচ্ছে। তাকে মাইকেলের কথাটা বলার পেছনে আমার একটা উদ্দেশ্য আছে। আমি নিশ্চিত সে সনেজির সঙ্গি না। সনেজির কোনো নির্দিষ্ট পার্টনার থাকতেই পারে না। তার মানে তাকে এই কাজের জন্যে ভাড়া করা হয়েছে। সেই হিসেবে তার কাছে ম্যাগির ব্যাপারে নির্দিষ্ট কিছু জানা গেলে যেতেও পারে।

"মাইকেল গোল্ডবার্গকে মৃত্যুর পর যৌন নির্যাতন করা হয়েছে। কাজেই আপনি বুঝতে পারছেন কার সাথে কাজ করছেন। কে আপনার পার্টনার আমাকে বলুন তো।"

তার মুখ থেকে এই প্রথমবারের মতো মৃদু হাসিটা গায়েব। সে সামনের দিকে তাকিয়েই বললো, "আর কথা না মি. ক্রশ। আমি কিছুই শুনতে চাই না। আপনি আমাকে প্লেন চালাতে দিন।"

"আপনি কি আসলেই তাই, যা আমি মনে করছি? কী যে বলেন, আপনি সকালের পর থেকে মেয়েটাকে আর দেখেন নি। যদি এর ভেতরেই তার কোনো ক্ষতি করে থাকে সনেজি? অথবা যাই হোক না কেন তার নাম।"

"হ্যা, তা তো হতেই পারে। তবে এইসব ক্ষেত্রে পার্টনারের ওপরে ভরসা রাখা ছাড়া আমার আর কোনো উপায় নেই। দুঃখিত সময়ের অভাবে আপনার জন্যে খাবার কিছু আনতে পারিনি, কাজেই আমাদেরকে দ্রুত যেতে হবে, চুপচাপ বসুন প্লিজ।"

লোকটা এতোটা শান্ত থাকছে কিভাবে?

আমি নিশ্চিত লোকটা এর আগেও এই ধরণের অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলো। এখান থেকে বেরুতে পারলে বিস্তারিত একটা ব্যাকগ্রাউন্ড চেকআপ করতে হবে। আমি নিচের দিকে তাকালাম। আমরা সমুদ্রের ওপর দিয়ে উড়ে চলেছি। প্রায় আধা ঘণ্টা ধরে প্লেন সমুদ্রের ওপব দিয়ে উড়ছে। কোনদিকে যাচ্ছি আমার পরিস্কার কোনো ধরণা নেই। তবে ব্যুরোর রাডার আমাদেরকে অবশ্যই অনুসরণ করার কথা। আমি নিশ্চিত এই লোকটাও তা জানে। কিন্তু এই ব্যাপাবে তাকে মোটেও চিন্তিত মনে হচ্ছে না। *সনেজি আর ম্যাগি কোথায়?* এই চিন্তাটাই আমার মাথা খারাপ করে দিচ্ছে।

"আপনি প্লেন চালানো কোথায় শিখেছেন? ভিয়েতনামে?" আমি প্রশ্নটা হঠাৎ করেই ছুড়ে দিলাম। হতে পারে লোকটা প্রাক্তন ভিয়েতনাম ফেরত যোদ্ধা। একটা সম্ভাবনা মাত্র। তবে ব্যাপারটা ভাবা একটু কষ্টকর।

BanglaBook.org

মনে হলো না প্রশ্নটা শুনে সে খুব বেশি বিরক্ত কিন্তু কোনো উত্তরও দিলো না। আরো আধা ঘন্টার মতো পরে নিচে একটা দ্বীপ দেখা গেলো, চারপাশে সাদা বালির সৈকত। আমি বুঝতে পারছি না কোন দিকে এলাম। বাহামা হতে পারে। *এফবিআই কি এখনো আমাদেরকে ট্র্যাক করতে পারছে? নাকি হারিয়ে ফেলেছে?*

"দ্য লিটল অ্যাবাকো, দ্বীপটার নাম," অবশেষে সে নীরবতা ভেঙে বললো। "আমাদেরকে কি কেউ ফলো বা ট্র্যাক করছে? নাকি আপনার সাথে বা সুটকেসে কোনো ট্র্যাকিং বাগ আছে?"

"না," আমি দৃঢ়স্বরে বললাম। "আমার সাথে বা সুটকেসে কোনো বাগ নেই।"

"নাকি টাকার মধ্যে কিছু ঢুকিয়ে দিয়েছে, হতে পারে না?" দেখে মনে হচ্ছে সে সব সম্ভাবনা যাচাই করে নিতে চাচ্ছে।

"আমার জানামতে কিছু নেই," একটু চিন্তায় পড়ে গেলাম। *এফবিআই কি আমার অজান্তে কিছু ইমপ্ল্যান্ট করে থাকতে পারে!*

"হুমম, আপনার কথা মানছি কিন্তু ডিজনি পার্কের ঘটনার পর কিভাবে আপনার কথা বিশ্বাস করি, বলুন? আমি বলেছিলাম কোনো পুলিশ অথবা ফেড যেনো না থাকে কিন্তু ডিজনি পার্কে ওরা পিপড়ের মতো গিজগিজ করছিলো। আজকাল কারো ওপর ভরসা রাখার উপায় নেই।"

লোকটা দক্ষ হাতে প্লেনটাকে নিচে নামিয়ে আনলো। প্লেনটা নামার পর ট্যাক্সিং করে দুই সারি পাম গাছের একটা কুঞ্জের সামনে এসে থামলো। জায়গাটার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অসাধারণ বললেও কম বলা হয়। কিন্তু চারপাশে কোনো মানুষের চিহ্নমাত্র নেই। ম্যাগি বা সনেজি কারো না।

"মেয়েটা কোথায়?"

"চমৎকার প্রশ্ন, আসুন অপেক্ষা করে দেখি কী ঘটে।"

আমরা চুপচাপ বসে রইলাম প্লেনের ভেতরে। সূর্যের তাপে ধীরে ধীরে প্লেনটার ভেতরে গরম বাড়তে লাগলো। একদিকে অসহ্য দুঃচিন্তা, অন্যদিকে বিরক্তিকর অপেক্ষা, আর সেই সাথে অসহ্য গরম। আমার পাশে বসে থাকা লোকটার কোনো বিকার নেই। সে চুপচাপ বসে আছে সামনের দিকে তাকিয়ে।

সময় কাটতে লাগলো ধীরে, অত্যন্ত ধীরে। আমি আরো কয়েকবার তার কাছে জানতে চাইলাম ম্যাগি কোথায়। আমরা কিসের জন্যে অপেক্ষা করছি। কোনো জবাব নেই। অনেকক্ষণ পর লোকটা ঘড়ি দেখলো। তারপর আবার চুপ।

হঠাৎ করে আমার দিকে ফিরে বলে উঠলো, "গুডবাই ডিটেক্টিভ ক্রশ, আমাকে এখন যেতে হবে। আপনি এখানেই থাকুন। আমাকে আটকাবার বৃথা

BanglaBook.org

চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই। কিংবা মেয়েটাকে এখানে খুঁজেও কোনো লাভ হবে না। সে এখানকার ধারের কাছেও নেই। আর শুনুন, এই জায়গাটা সাউথ ক্যারোলিনা।"

"দাঁড়ান, আপনি এভাবে চলে যেতে পারে না। মেয়েটা কোথায় বলুন।"

"আমি তো আপনাকে বললামই, মেয়েটা এখানকার ধারের কাছেও নেই। আপনি এসব চিন্তা করা বাদ দিন, আপনার ফেড বন্ধুরা না আসা পর্যন্ত চুপচাপ অপেক্ষা করুন," কথা বলতে বলতে সে স্যুটকেসটা নিয়ে নিচে নামতে লাগলো।

আমি পাগলের মতো হাতকড়াটা টানাটানি করতে লাগলাম। যতো জোরো টান দেই সেটা আরো এটে বসে। এটা খোলা অসম্ভব। কিন্তু এটা যে হাতলটাতে আটকানো সেটা বেশি শক্ত না। আমি হাতকড়া ধরে টানাটানি না করে হাতলটাকে খোলা হাতটা দিয়ে জোরে একটা ধাক্কা মারলাম। ওটার গোড়া খানিকটা আলগা হয়ে গেলো। আরো জোরে জোরে আঘাত করতে লাগলাম একের পর এক। একবার বাইরে তাকিয়ে দেখলাম লোকটা ভারি সুটকেসটা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। সর্বশক্তিতে আরেকটা আঘাতে হাতলটা গোড়া থেকে উপড়ে এলো। আমি লাফিয়ে নামলাম প্লেন থেকে, নেমেই সোজা দৌড়।

আমার ভারি দেহের আঘাতে দুজনেই মাটিতে পড়ে গেলাম। লোকটা উঠে বসার চেষ্টা করছে পেছন থেকে, তার ঘাড় বজ্র আঁটুনিতে ধরে ফেললাম। "মেয়েটা কোথায়? সনেজি কোথায়?"

"মি. ক্রুশ, ছাড়ুন আমাকে। বোকামি করবেন না..." লোকটা হাঁসফাঁস করে বলে উঠলো, আমার বজ্র আঁটুনিতে তার দম বন্ধ হয়ে আসছে।

হঠাৎ পেছন থেকে শক্ত কিছু একটা আমার শোল্ডার ব্লেডের ঠিক নিচে এসে লাগলো। বুঝতে পারার আগেই নিজেকে আবিষ্কার করলাম মাটিতে। জানি না কে বা কী আমাকে আঘাত করেছে। মনে হয় পেছন থেকে আরেকজন আমাকে আঘাত করেছে। তবে জ্ঞান হারানোর আগে দেখতে পেলাম লোকটা স্যুটকেস হাতে নিয়ে চলে যাচ্ছে, তার সাথে আরেকজন। দ্বিতীয় লোকটার চেহারা দেখার বা বোঝার আগেই আমি জ্ঞান হারালাম।

জ্ঞান ফিরতে প্রথমেই চোখে পড়লো গলায় স্টেথো আর এপ্রন পরনে একটা লোক আমার ওপর ঝুঁকে আছে। আমি ছটফট করে উঠে বসতে চাইতেই সে আমাকে শুইয়ে দিলো। চারপাশে এফবিআই টিমের ব্যাস্ততা। যাক ওরা অন্তত ঠিক সময়েই জায়গাটা খুঁজে পেয়েছে। আমি ডাক্তারে কাছে জানতে চাইলাম, "মেয়েটা, বাচ্চা মেয়েটা ম্যাগি রোজ ডান, তাকে পাওয়া গেছে?"

"না স্যার, কোনো বাচ্চা কেন এখানে কাউকেই পাওয়া যায় নি।"

তারমানে মিলিয়ন ডলার মুক্তিপণ, সেই লোকটা, ম্যাগি সবই আবারো নাগালের বাইরে। সনেজি আরেকবার সবাইকে হারিয়ে দিলো।

BanglaBook.org

অধ্যায় ২৫

মেরিল্যান্ড, বৃষ্টিস্নাত ধূসর আকাশ থেকে ইলশে গুড়ি বৃষ্টি নেমে আসছে। এর মধ্যেই একটা পুলিশকার কর্কশ সুরে সাইরেন বাজিয়ে ছুটে চলেছে। গাড়ির ভেতরে বসে আছে মার্শাল আর্টি এবং চেস্টার ডিলস। ডিলসের বয়স ছব্বিশ, মার্শালের থেকে বয়সে প্রায় বিশ বছরের ছোট। আর দশটা সাধারন মফস্বল এলাকার পুলিশের মতোই তার উচ্চাকাঙ্খাকার কোনো সীমা পরিসীমা নেই।

ডিলস মেরিল্যান্ড স্টেট ট্রুপারের পরীক্ষায় শারিরীক সামর্থের দিক দিয়ে উতরে গিয়েছিলো কিন্তু বাধ সাথে তার গণিতের অদক্ষতা। সেই আফসোস তার জীবনেও যাবে না। তবে মার্শাল আর তার সাথে আজ যা ঘটতে চলেছে এর জন্যে তাদের দুজনের কেউই মোটেও প্রস্তুত না।

আর দশটা সাধারণ দিনের মতোই সেদিন হার্লি রোডের পুলিশ স্টেশনে একটা ফোন কল আসে। এক শিকারী ফোন করে জানায় তারা টাঞ্জিয়ার আইল্যান্ডের পাশেই ক্যাম্প সাইটের কাছে কিছু একটা দেখতে পেয়েছে। একটা নীল রঙের মিনি শেভি ভ্যান পরিত্যাক্ত অবস্থায় দাঁড় করানো।

ব্যাপারটা তাদের কাছে এতোটা গুরুত্ব পেতো না, যদি ওয়াশিংটন থেকে কড়া নির্দেশ না আসতো। গত কয়েকদিন যাবৎ ওয়াশিংটন থেকে বলা হয়েছে যে-কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা অপহরণ কেসের সাথে সংশ্লিষ্ট মনে হলেই যেনো সাথে সাথে সেটার ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হয়। তাই নীল ভ্যানের কথা শুনেই তাদের টনক নড়ে, কারণ নীল রঙের ভ্যানে করেই বাচ্চাদেরকে স্কুল থেকে নেয়া হয়েছে।

বৃষ্টিস্নাত দিনে প্রায় সন্ধ্যা হবে হবে সময়ে তারা জায়গাটার কাছাকাছি পৌছালো।

গাড়ি থেকে নেমে কাদাময় রাস্তা ধরে এগোতে এগোতে ডিলস মার্শালের কাছে জানতে চাইলো, "এইদিকে পুরনো খামার-টামার আছে নাকি?"

"না, এইদিক কিছুই নেই, মরা জায়গা। আগে একটা পুরনো খামার ছিলো, বহু বছর পরিত্যাক্ত। কেউ এদিকে আসেও না। শিকারী আর ক্যাম্পিঙের লোক ছাড়া আব কেউ আসে না।"

"সেটাই তো মজা, এমন একটা জায়গায়ই অ্যাডভেঞ্চার জমে বেশি," ডিলসকে দেখে মনে হচ্ছে সে বেশ মজা পাচ্ছে। সবকিছুতেই বেশি বেশি অ্যাডভেঞ্চার খোঁজা তার বদঅভ্যাস।

শিকারীর দেয়া বর্ণনা অনুযায়ী তারা জায়গামতো এসে থামলো। সামনেই

BanglaBook.org

পুরনো ভাঙা ফার্মের গোলাঘর। ধীরে ধীরে দুজনেই এগিয়ে গেলো গোলাঘরের দিকে। দুজনেই চুপচাপ সামনে এগোচ্ছে। সদা হাস্য ডিলসও একদম চুপ হয়ে গেছে। এখানকার পরিবেশটাই জানি কেমন।

গোলাঘরের সামনে গিয়ে মার্শাল চিৎকার ক'রে জানতে চাইলো, "ভেতরে কেউ আছেন?" কোনো সাড়া শব্দ নেই। দরজায় ধাক্কা দিতেই সেটা ক্যাঁচক্যাঁচ ক'রে খুলে গেলো। প্রথমেই চোখ পড়লো বড় একটা নীল ভ্যান। কোনো সন্দেহ নেই এটা একটা স্কুল ভ্যান। আরেকটু এগোতেই স্কুলের লোগো চোখে পড়লো। এটা অপহরণ হওয়া স্কুলের ভ্যান।

"জেসাস ক্রাইস্ট," মার্শাল আর্টি কোমরের রাখা পিস্তলে হাত দিলো। ডিলস তারটা আগেই বের করে এনেছে।

ধীরে ধীরে দুজনেই সামনে এগিয়ে গেলো। আর্টি আবারো চিৎকার করে উঠলো, "ভেতরে কেউ থাকলে হাত তুলে বেরিয়ে আসুন। পুলিশ।"

কোনো জবাব নেই। আরেকটু হলেই আর্টি গর্তটার ভেতরে পড়ে যেতো। মেঝেতে একটা বেশ বড় গর্ত। ওপরে ঢাকনা আছে কিন্তু এই মুহূর্তে সেটা খোলা। ভেতরে আলো ফেলতেই দেখা গেলো বাচ্চাদের একপাটি জুতো। গোলাপি রঙের একটা স্নিকার্স।

"এটা নিশ্চই ম্যাগি রোজ ডানের।"

"হায় খোদা, এখানে এখানে..."

"অপহরণ হওয়া বাচ্চাদেরকে রাখা হয়েছিলো," ডিলসের অসম্পূর্ণ কথাটা আর্টি শেষ করে দিলো।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ২৬

দ্য সন অব্ লিন্ডবার্গ

চরম মেজাজ খারাপ নিয়ে নিজের চিন্তার জগতে ফিরে এলো সে। তার মাস্টার প্ল্যানের বারোটা বেজে গেছে, ব্যাপারটা এমনকি তার ভাবতেও ইচ্ছে করছে না।

নিজে নিজে সে ফিসফিস করে বলতে লাগলো, "লিন্ডবার্গ ফার্মহাউজ নিয়ে আমার কতো স্বপ্ন ছিলো, আর এখন ম্যাগি রোজ ডানের ঘটনাটা একটা আন্তর্জাতিক অপরাধ ইস্যুতে পরিণত হয়েছে।"

আসলে লিন্ডবার্গের ছেলে হিসেবে এর আগেও সে অনেক অপরাধ করেছে। সবকিছুর শুরু আসলে সেখান থেকেই। বারো বছরের একটা ছেলে সে স্বপ্ন দেখতো একদিন বিরাট বড় ক্রিমিনাল হবে। ব্যাপারটা আশ্চর্যজনক হলেও সত্য। কারণ যে বয়সে ছেলেরা স্বপ্ন দেখতো বড় হয়ে সে ডাক্তার হবে ইঞ্জিনিয়ার হবে সেই বয়সেই সে বড় হয়ে একদিন অপরাধী হবার স্বপ্ন দেখতো। আর এর পিছনে মূল উৎস ছিলো পঁচিশ বছর আগের একটি ঘটনা।

বাড়িটা ঘন কালো অন্ধকারে ঢেকে আছে।

সে অপেক্ষা করছে আরো অন্ধকার হবার জন্যে। ধীরে ধীরে সে স্মৃতির গভীরে ডুবে যাবার চেষ্টা করছে। যে স্মৃতি এই অন্ধকার ঘরের চেয়েও বেশি অন্ধকার।

সময়টা ৬:১৫ বিকেল বেলা। দিনটা ছিলো বুধবার, জানুয়ারি ৬, উইলমিংটন ডেলাওয়্যার।

গেরি ধীরে ধীরে তার স্মৃতির গভীরে ডুবে যাচ্ছে। সে সময়টাকে তুলে আনার চেষ্টা করছে প্রতিটা সূক্ষ্ম ডিটেইল তার মনে পড়ে যাচ্ছে। তার মনে পড়ে যাচ্ছে লাকি লিন্ডি আর অ্যান মফোর চেহারা। সেইদিন থেকেই সে একদিন বড় একজন অপহরণকারী হবার স্বপ্ন দেখতো যেদিন তার সৎমা নিজের বখে যাওয়া দুই জারজ সন্তানকে নিয়ে তাদের বাড়িতে এলো। সেদিনই প্রথম তাকে সেলারে পাঠিয়ে দিয়ে বলা হয়েছিলো, "খারাপ ছেলেরা যখনই খারাপ কোনো খারাপ কাজ করে তাদের এভাবেই শাস্তি পেতে হয়।"

সেই অন্ধকার দিনগুলোর স্মৃতি তার মনের গভীরে এক স্থায়ি অন্ধকারের জন্ম দেয়। এরপর থেকেই সে একের পর এক অপরাধ করতে থাকে। যার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ছিলো অপহরণ। একটু বড় হবার পর থেকেই সে একের পর এক অপহরণ করতে থাকে। এগুলোর কথা কেউ কোনোদিন জানতে পারে নি। জানতে পারবেও না। আর কোনোদিনই পুলিশ এগুলো বের করতে পারবে না।

BanglaBook.org

কেউই জানতে পারবে না। সেখান থেকেই এই প্রতিজ্ঞার জন্ম, যার ফল এই মাইকেল আর ম্যাগি অপহরণের ঘটনা।

তার করা খুনগুলোর কথাও কেউ জানতে পারবে না। কোনোদিনই না। তারা কি বের করতে পেরেছে জন ওয়েইন জুনিয়রের খুনিকে? পারেনি। জেফরি ডামারের খুনি কে? তা কি কেউ জানতে পেরেছে? পারে নি। কোনোদিন পারবেও না। সেইসাথে পারবে না আরো প্রায় ত্রিশটি খুনের ঘটনার খুনিকে বের করতে। উঁহু ত্রিশ না, সংখ্যাটা অনেক অনেক বেশি। প্রতিটি অপহরণ আর খুনের ঘটনা তাকে বার বার অন্ধকার সেই সেলারের কথা মনে করিয়ে দিতো। অন্ধকার, তার আশ্রয়, তার বন্ধু, তার সবচেয়ে আপন সঙ্গি। তার সৎমা একসময় আবিষ্কার করে গেরিকে শাস্তি না দিলেও সে অন্ধকার সেলারে ঢুকে বসে থাকে। সেইদিন তার চেহারাটা ছিলো দেখার মতো।

গেরি ধীরে ধীরে বাস্তবে ফিরে আসতে লাগলো। তাকে এখন 'প্ল্যান অব অ্যাকশন' ঠিক করতে হবে। ভাবতে ভাবতে সে মনে মনে বললো, *ওরা এখনো তার খেলার কিছুই দেখে নি, খেলা তো শুরুই হয় নি।*

গেরিব বেইজমেন্টের ওপরে দোতলায় মিসি মারফি চেষ্টা করছে গেরির ওপরে রেগে না যাবার। সে তার মেয়ে এবং প্রতিবেশির বাচ্চাদের জন্যে কুকি তৈরি করছে। মিসি চেষ্টা করছে যথাসম্ভব খোলামেলা আর বন্ধুত্বপূর্ণ একটা ভাব দেখানোর। আর সেইসাথে সচেতনভাবে চেষ্টা করছে সে গেরিকে ভুলো থাকার। সাধারণত সে ভালো ভালো রান্না করলে গেরির মন ভালো হয়ে যায়। কিন্তু আজ হয় নি। প্রথম যেদিন গেরির সাথে তার দেখা হয় সেদিন থেকেই তারা কমবেশি একসাথে আছে। গেরির সাথে তার প্রথম দেখা হয় ডেলাওয়্যার বিশ্ববিদ্যালয়ে। গেরি সেখানে এসেছিলো প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি থেকে। মিসি গেরির সাথে দেখা হবার আগপর্যন্ত এতো স্মার্ট কাউকে দেখে নি। গেরি ছিলো স্মার্ট আর বুদ্ধিমান। এমনকি তাব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসরদের থেকেও।

সেইদিন থেকেই শুরু, দিন দিন তাদের সম্পর্ক শুধু গভীর থেকে গভীরতম হতে থাকে। অবশেষে ১৯৮২ সালে সবার নিষেধ অমান্য করে মিসি গেরিকে বিয়ে করে। মিসির এক বন্ধু ছিলো, সে খুব ভালো কার্ডের খেলা জানতো আর ভবিষ্যৎ বলতে পারতো। মিসি বিয়ের আগে তার কাছে গেছিলো তার আর গেরির ভবিষ্যৎ জানতে। কার্ড চালাচালি করে তার বন্ধুটির মুখ অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে উঠে। সে তাকে পরিস্কার ভাষায় বলে, "মিসি বাদ দাও। এটা তোমার জন্যে কোনোদিনই মঙ্গল বয়ে আনবে না। আমি তোমাকে কিছুই বলবো না, শুধু বলবো ভালো ক'রে লোকটার চোখের গভীরে তাকিয়ে দেখো।" মিসির কাছে তার বন্ধুটির কথা অত্যন্ত বিরক্তিকর মনে হয়। তার কাছে মনে হয় বন্ধুটি তাকে অকারণে গেরির কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিতে চাইছে। ঠিক এভাবেই তার

BanglaBook.org

চারপাশের লোকজন তাকে যতো মানা করতে থাকে মিসির জেদ ততোই বাড়তে থাকে এবং একসময় তারা সত্যিই বিয়ে করে ফেলে।

তবে কয়দিন ধরে তার কিছুই ভালো লাগছে না। মনে হচ্ছে অশুভ কী যেনো একটা এগিয়ে আসছে। কী যেনো একটা ঘটতে চলেছে।

মিসি সবসময়ই বিশ্বাস করতো গেরি মারফি তার আশেপাশের আর দশজনেই চাইতে অনেক বেশি স্মার্ট আর অধিক যোগ্যতাসম্পন্ন। গেবি সবসময়ই বলতো তার বসেরা তাকে খুবই ভালোবাসে। শুরুর দিকে হয়তো তাই ছিলো। কিন্তু ধীরে ধীরে সে তার কাজে অমনোযোগী হতে থাকে। মিসিকে সে বলতো চাকরিতে সবাই তাকে হিংসা করে, এমনকি তার বসেরাও। কারণ হিসেবে বলতো সে সবার চাইতে ভালো। মিসিও তাই ভাবতো। সে যথাসম্ভব গেরিকে সাহস যোগাতো আর উৎসাহ দেয়ার চেষ্টা করতো। এরপর গেরি চাকরি হারায়। নতুন জায়গায় যোগ দেয়ার পরও একই ঘটনা বারবার ঘটতে থাকে। সে কোথাও টিকতে পারে না। কারণ হিসেবে সে সবসময় একই কথা বলে।

মিসিও ধৈর্য ধরার চেষ্টা করতে করতে নিজেকে মানিয়ে নেয়। কিন্তু একসময় তারও ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। এবার সে নিজে উদ্যোগী হয়ে গেরিকে একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দেয়। এখানেও গেরি একই কাজ করে এবং কৈফিয়ত হিসেবে একই কথা বলে। কিন্তু গেরি যা জানতো না তা হলো, এই কোম্পানির বস মিসির নিজের ভাই। মিসি তার ভাইয়ের কাছে গেবির ব্যাপারে যা শুনে তাতে বেশ ভড়কে যায়। এরপর গেরি সেই চাকরিও ছেড়ে মিসিকে বলে সে একটা ট্রাভেল কোম্পানিতে চাকরি নিয়েছে। সেই চাকরির সুবাদে কয়দিন পরপরই সে বাড়ি থেকে চলে যায় এবং অনেকদিন পর পর ফিরে আসে। এবারও সে অনেকদিন বাইরে থেকে ফিরে এসেছে।

মিসি একটা ব্যাপার বুঝতে পারে না গেরির মতো মেধাবী একজন মানুষ কেন এতোবড় অপদার্থ হয়ে যাচ্ছে। আজ রাতে সে গেরিকে কিছু প্রশ্ন করবে। তাকে কিছু ব্যাপারে পরিস্কার হতেই হবে। গেরিব মুখোমুখি হবার সময় এসে গেছে এবং সেটা আজ রাতেই। কথাটা ভাবতেই মিসির সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগলো।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ২৭

একজন পুলিশ বা সাইকোলজিস্ট হিসেবে আমার কাজ নিয়ে হাসাহাসি করার সুযোগ ডিপার্টমেন্ট কখনোই পায় নি। তারপরও আমার প্রতি অনেকের আচরণ সবসময়ই ছিলো বৈরি। ডিপার্টমেন্টের এইসব লোকজন ছোটোখাটো সুযোগ যেগুলো পেয়েছে সেগুলো নিয়েই বেশ যত্নের সাথে আমার পেছনে লেগেছে। আর এবার তো তাদের পোয়াবারো। আমরা ফ্লোরিডা আর ক্যারোলিনায় সনেজির কাছে হেরে গেছি। ম্যাগি রোজ ডানকে ফিরিয়ে আনতে পারি নি। এমনকি আমরা এও জানি না সে বেঁচে আছে কিনা।

অপারেশনের পর দীর্ঘ পাঁচ ঘন্টার ব্রিফিং শেষ করে আমি ওয়াশিংটনে ফিরে আসি। আমাকে এবার নিজের অফিসে জবাবদিহি করতে হবে। সেটা করতে হবে আমার অফিস প্রধান, ডিটেক্টিভ জর্জ পিটম্যানের কাছে। আমি তার মুখোমুখি হবার অপেক্ষা করছি। সে অফিসে এলো বেশ রাত করে। তাকে একদম পরিস্কার আব পরিচ্ছন্ন লাগছে। তার মানে আমাদের আজকের বিশেষ মিটিঙের জন্যে বেশ প্রস্তুতি নিয়েই এসেছে সে।

"অ্যালেক্স, চেহারার এ কি অবস্থা তোমার!" আমাকে দেখার পর এই ছিলো তার প্রথম কথা।

"গত দুই দিন ঘুমাই নি, চেহারার অবস্থা এরচেয়ে আর ভালো কী থাকবে। চেহারার কথা বাদ দিন কাজের কথা বলুন," আমি একটু শক্তস্বরেই জবাব দিলাম। "চেহারার খবর আমি জানি, এমন কিছু বলুন যেটা আমি জানি না।" পিটম্যান আমার বস্ হতে পারে কিন্তু তার সাথে আমার সম্পর্কটা এমনই এবং আমরা সবসময় এভাবেই কথা বলি।

আড়চোখে খেয়াল করলাম জেফের চোখমুখ শক্ত হয়ে গেছে। সে আমার সামনে একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লো। তারপর সরাসরি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বললো, "ক্রশ, আমি তোমাকে এই কেস থেকে সরিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছি। ঠিক বেঠিক জানি না। প্রেস আর মিডিয়া এই নিয়ে চেঁচিয়ে মাথা খারাপ করে ফেলছে। বিশেষ ক'রে তোমার সর্বশেষ অপারেশনের ব্যর্থতার পর অভিভাবকরাও বেশ উঠে পড়ে লেগেছে আমাদের পেছনে, আর আমি তার যথার্থ কারণও দেখতে পাচ্ছি। আমরা জিম্মির টাকাটা হারিয়েছি, বাচ্চাটাকেও আনতে পারি নি। এই অবস্থায় আমার ওপরে কী পরিমাণ চাপ আসছে তুমি বুঝতে পারছো নিশ্চয়।"

"বুলশিট!" আমি রাগে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলাম। "সনেজি আমার নাম

বলেছিলো তাই আমি গিয়েছিলাম। নিজের আগ্রহের কারণে বা বীরত্ব জাহির করতে যাই নি। ইচ্ছে করলে আমি না গেলেও পারতাম। আমি এফবিআইকে সাহায্য করতেই গেছিলাম। আর শুনুন, অপারেশনটা আমি বানচাল করি নি সেটা করেছে এফবিআই।"

"আমি এসব জানি ক্রশ," পিটম্যানের গলা ঝড়ের পূর্বের বাতাসের মতো শান্ত। "যাইহোক তুমি আর স্যাম্পসন স্যান্ডার্স আর টার্নার্স মার্ডার কেসে ফিরে যাবে। যেমনটা তুমি প্রথমে চেয়েছিলে। আর এই কেসে তুমি যদি কোনো সহায়তা করতে চাও তবে সেটা পেছন থেকে এবং কোনোরকম অফিসিয়াল পদ্ধতিতে না। আমার এই বলার ছিলো," বলে পিটম্যান একটা কথাও না বলে সোজা উঠে চলে গেলো, এমনকি একবার আমার দিকে তাকালো না পর্যন্ত।

অল্প শোকে কাতর আর অধিক শোকে পাথর, আর আমি অধিক রাগে মূর্তি হয়ে গেলাম।

ফিরো যাবো? আমরা কি পুতুল নাকি? কিন্তু কেন জানি চোখের সামনে বাচ্চা স্যান্ডার্সের মৃতমুখটা ভেসে ওঠাতে একটু স্বস্তিও লাগলো।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ২৮

কিসের যেনো গুঞ্জনের শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গেলো। গুঞ্জনটা কি আমি ঘুমের ভেতর স্বপ্নে শুনতে পাচ্ছি নাকি বাস্তবে, প্রথমে কিছুক্ষণ বুঝতে পারলাম না। তারপর শান্তভাবে চোখ খুললাম। আমার মুখের সামনে দুই জোড়া উদ্বিগ্ন চোখ বেশ অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। এইসময়ে আমি ঘুমাতে পারি এটা তাদের কাছে বেশ অবাক ব্যাপার।

আমিও খানিক অবাক হয়ে খেয়াল করলাম গুঞ্জনের শব্দটা এখনো শুনতে পাচ্ছি এবং এখনো আরো জোড়ালো ভাবে।

"কী ব্যাপার ড্যামন?" আমার ছেলেটাকে প্রশ্ন করলাম। "এতো ভলিউম দিয়ে টিভি কে শুনছে?"

"টিভি বন্ধ বাবা," সে বেশ অবাক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

এবার আমাব অবাক হবার পালা। আমি দু'জনার দিকে তাকিয়েই জানতে চাইলাম, "তাহলো কি কোনো পার্টি হচ্ছে নাকি আশেপাশে?"

জবাবটা এলো আমার মেয়েটার কাছ থেকে। সে জানালার দিকে তাকিয়ে ইশারা করে বললো, "পার্টিও না।"

"উফ! প্লিজ বলো না যে আবার রিপোর্টাররা এসেছে।"

"রিপোর্টাররাই," জবাবটা ড্যামন দিলেও দু'জনকে বেশ কৌতুহলি মনে হচ্ছে এবং খানিকটা যেনো খুশিও।

কাল রাতে বাসায় ফিরে আসার পরেই শুরু হয় এই রিপোর্টারদের অত্যাচার। আমার মাননীয় বস্ সাংবাদিকদের কাছে তার সাক্ষাৎকারে সরাসরি আমাকে দোষ দিয়ে পুরো অপারেশানটার দায়ভার চাপিয়ে দিয়েছে। সাথে সাথে এক ম্যাগাজিন তাদের কভার স্টোরি করে ফেলে, 'ওয়াশিংটন সাইকোলজিস্টের ভন্ডুল অপারেশন'। ব্যাস, এরপর শুরু হয়ে যায় আমাকে নিয়ে একের পর এক ফিচার আর অর্টিকেলের মহামারি। অপহৃত হওয়া বাচ্চাদের অভিভাবকেরা ব্যাপারটাকে আরো ঘোলাটে করে তোলে।

রাতে একদফা এইসব সাংবাদিকদের সামলাতে হয়েছে আমাকে, এখন সকাল না হতেই আবারো এরা হাজির।

আমার কাছে মনে হচ্ছে পুবো ব্যাপারটাতে এরা কাউকে দোষারোপ করার মতো খুঁজে পাচ্ছিলো না, এখন আমাকে পেয়ে তারা বেশ খুশিই। আর দুঃখের ব্যাপার হলো, বেশিরভাগ সংবাদ আসল ঘটনার ধারের কাছেও না। আমাকে আর অপারেশান টা নিয়ে যে যার যার মতো রঙ চড়িয়ে লিখছে।

BanglaBook.org

মেজাজ খারাপের সাথে সাথে একটু অস্বস্তিও লাগছে। মেজাজ খারাপের কারণ অপারেশনটা সত্যি যদি আমার কারণে ভন্ডুল হতো তাহলে এর দায়ভার নিতে আপত্তি ছিলো না কিন্তু কোন দোষ না থাকার পরও পুরো ব্যাপারটা আমার ওপরে চাপানো হয়েছে। আমার অস্বস্তির কারণ আমি এখনো ধরতে পারছি না ফ্লোরিডাতে সনেজি কেন আমার কথা বলেছিলো।

"ড্যামন, তুমি রিপোর্টারদেরকে গিয়ে বলো ওদেরকে এখান থেকে বিদেয় হতে। না হলে আমি ভয়াবহ কান্ড বাধিয়ে বসবো।"

ড্যামন হাসতে লাগলো, "বলবো বিদেয় হতে, না হলে তুমি ভয়াবহ কান্ড বাঁধাবে।"

ড্যামনের ভঙ্গি দেখে আমি হেসে ফেললাম। জেনেলি আর ড্যামন হাত ধরাধরি করে চলে গেলো। ওদেরকে বেশ খুশিই মনে হচ্ছে। আমি বাথরুমে ঢুকলাম।

বাথরুম থেকে বের হয়ে সদর দরজার দিকে পা বাড়ালাম। আমি জানি রিপোর্টাররা এখনো আছে। গা করতে ইচ্ছে করছে না, এমনকি ড্রেসিং গাউন বদলে শার্ট পরারও আগ্রহ হলো না। দরজা খুলে পত্রিকাটা তুলে নিলাম। ঠিকই রিপোর্টাররা ভিড় ক'রে এগিয়ে এলো।

"হ্যালো, শীতের সকাল কেমন লাগছে?" আমি পত্রিকায় চোখ বুলাতে বুলাতে তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললাম। "আপনাদের সকালের কফি খাওয়া হয়ে গেছে?"

"মি. ক্রুশ, ক্যাথরিন রোজ আর মাইকেল ডান ফ্লোরিডার ঘটনার জন্যে আপনাকে দায়ি করছে। এ ব্যাপারে আপনার কী বলার আছে?" কাল রাতে মাইকেল আর ম্যাগির অভিভাবকেরা নতুন একটা স্টেটমেন্ট দিয়েছে, অফিসের একজন ফোন করে আমাকে বলেছে। মাথার ভেতরে রাগ চিড়বিড় করে উঠলেও আমি নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করলাম।

"দেখুন ফ্লোরিডার ঘটনার পর আমি তাদের হতাশার ব্যাপারটা বুঝতে পারছি। কিন্তু আমাকে দোষ দিয়ে তো লাভ নেই। আমি কী করতে পারতাম! আপনারা এখন আসতে পারেন আমার নতুন কিছু বলার নেই।"

"তার মানে আপনি ব্যর্থতা স্বীকার করছেন?" সাংবাদিকেরা আবার গরম হয়ে উঠছে। আরেক সাংবাদিক জানতে চাইলো, "আপনি বলতে চাচ্ছেন ম্যাগি রোজকে না দেখে জিম্মির টাকা দেয়াটা আপনাদের ভুল সিদ্ধান্ত ছিলো?"

"না, আমাব ভুল সিদ্ধান্ত ছিলো না। সিদ্ধান্তটা আমি দেই নি। আর ওই ঘটনায় আমি ছিলাম শুধুমাত্র একজন বাহকমাত্র। সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা আমার ছিলো না। তার ওপর আমাদের ব্যাকআপ দেরিতে এসে পৌছায়। এবার আপনারা আমাকে বলুন আমার কী করার ছিলো?"

BanglaBook.org

"আমাদের সোর্স বলছে আগে টাকা দেয়ার সিদ্ধান্তটা নাকি আপনার ছিলো।"

এবার আর মেজাজ ঠিক রাখতে পারলাম না। "আপনারা এই সকালবেলা আমার লনে দাঁড়িয়ে কি আমাকে জেরা করার জন্যে এখানে এসেছেন? আপনাদের কোনো প্রশ্নের জবাব দিতে আমি মোটেই বাধ্য নেই। আর আমি দেবোও না। আপনারা আমার ব্যাপারে কী ছাপবেন সে ব্যাপারেও আমি কেয়ার করি না। শুধু একটা কথাই আমি বলতে চাই আপনারা কিংবা অভিভাবেকরা কারো কাছেই ঘটনার কোনো সূত্র নেই। এসব ক'রে আপনারা ম্যাগি রোজের বিপদই শুধু বাড়াচ্ছেন।"

"ম্যাগি রোজ ডান কি বেঁচে আছে?"

কী গাধার মতো প্রশ্ন। আরো কিছু বলতে গেলে পরিস্থিতি খারাপ হবে। আমি সোজা বাসায় ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলাম। *এইসব সাংবাদিকেরা মানুষের প্রাইভেসিকে মূল্যায়ন করতে কবে যে শিখবে!*

মনটা খারাপ করেই রেডি হয়ে বের হলাম। আজ আমার ডে-অফ। মাঝে মাজে ছুটির দিনে আমি আর স্যাম্পসন একটা রেস্তোরাঁয় কাজ করি। ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত শোনাতে পারে কিন্তু এখানে কাজ করতে আমার ভালোই লাগে। রেস্তোরাটার মালিক জিমি মুর, রিটায়ার্ড এক পুলিশম্যান। সে বেশ সুন্দর করে রেস্তারাঁটা চালায়। এখানে সাধারণত নিচুশ্রেণীর লোকজন কম দামে খাবার খেতে আসে।

এখানে কাজ করার পেছনে আসল কারণ মারিয়া। আমি আর মারিয়া এই এলাকায় একটা কেস সল্‌ভ করতে এসে 'সেইন্ট এ' নামের এই রেস্তোরাঁটাকে বেশ ভালো লেগে গিয়েছিলো। তাই আমরা কেসটা সমাধান হবার পরও নিয়মিত আসতাম। আর মালিক নিজেদের লোক হওয়াতে কিভাবে যেনো জড়িয়ে যাই। মারিয়া মারা যাবার পরও আমি এখানে আসতে থাকি। তারপর স্যাম্পসন আর আমি মিলে প্রতি সপ্তাহেই দু-এক দিন এখানে কাটাই।

আমি রেস্তোরাঁটাতে ঢোকার মুখেই বেশ লম্বা লাইন দেখতে পেলাম। দু একজন পরিচিত মানুষ আমাকে দেখে হাত নাড়লো। এখানে সবচেয়ে সস্তাতে খাবার পাওয়া যাবার কারণে বেশ ভিড় হয়। নিচুশ্রেণীর লোকজন বেশ মজা করেই এখানে খেতে আসে। আমিও সহজেই ওদের সাথে মিশে যেতে পারি। ওদের নোংরা কাপড় আর সস্তা লিকারের গন্ধ কোনো জানি আমার ভালোই লাগে।

আমি ভেতরে ঢুকে দেখি স্যাম্পসন আগে এসে ইতিমধ্যে কাজেও লেগে গেছে। আমাকে দেখে জিমি চিৎকার করে উঠলো, "হাউডি, পিনাট বাটার ম্যান?"

BanglaBook.org

আমার এই নামটা জিমির দেয়া। তার মতে পিনাট বাটার সবচেয়ে পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবার এবং এনার্জিটিকও। আর আমাকে সে পিনাট বাটারের মতোই এনার্জিটিক মনে করে। আমি কাজে লেগে গেলাম। লাঞ্চ সার্ভ করতে করতে বিরক্তিকর সকালের কথা আর মনে রইলো না।

টানা কাজ করে যাচ্ছি হঠাৎ বাইরে হট্টগোল শুনতে পেলাম। স্যাম্পসন চেঁচিয়ে বললো, "অ্যালেক্স, একটু আসবে?"

বাইরে বেরিয়ে আমার চক্ষু চড়ক গাছ হয়ে গেলো। শালার সাংবাদিকেরা এখানেও পৌঁছে গেছে। ওরা আমাকে দেখে ক্যামেরা উঁচিয়ে ছবি তুলতে লাগলো। লাইনে দাঁড়ানো আমাদের কাস্টমারেরা যথেষ্ট বিরক্ত। কী করবো বুঝতে পারছি না। প্রচন্ড রাগে আমার দিশেহারা লাগছে।

এমন সময় জিমি বাইরে বেরিয়ে এলা। তার হাতে একটা শটগান। জিমির মতো শক্ত লোক আমি খুব কমই দেখেছি। আবারো সে তার প্রমাণ দিলো। সে বাইরে এসে শটগান হাতে শক্ত করে দাঁড়িয়ে সাংবাদিকদেরকে উদ্দেশ্য করে বললো, "আপনাদেরকে এখানে কে আসতে বলেছে? দয়া করে চলে যান খারাপ কিছু ঘটার আগেই। প্লিজ।"

এক সাংবাদিক এগিয়ে আসতে গেলেই জিমি সোজা শটগান তাক্ করলো তার দিকে, "এটা প্রাইভেট প্রপার্টি আর আমি 'প্লিজ' বলেছি বলে ভাববেন না যে কথার মতো গুলি ছোটাতে পারবো না। তো বিদায় হন দয়া করে।"

আমি আর স্যাম্পসন জিমির দু'পাশে দাঁড়িয়ে আছি। জিমি আমাকে চোখের ইশারা করে বুঝিয়ে দিলো সে আসলে ভয় দেখাচ্ছে। তবে কাজ হলো, সাংবাদিকেরা একে একে চলে যেতে লাগলো। তবে একেবারে চলে গেলো না। রাস্তা পার হয়ে ওপারে গিয়ে দাঁড়ালো। এরা আবার ফিরে আসবে।

আমরা ভেতরে ঢুকে খাবার সার্ভ করার কাজে লেগে গেলাম।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ২৯

ডেলাওয়্যারের ওয়েলমিংটন শহরের গেরি মারফি তার বাড়ির সামনের চার ইঞ্চি বরফ একটা বেলচা দিয়ে পরিস্কার করার চেষ্টা করছে। দিনটা বুধবার, ৬ই জানুয়ারি। সে অপহরণের সমস্যাটা নিয়ে ভাবছে। চেষ্টা করছে নিজের চিন্তা ভাবনাকে সংযত রাখার। বার বার ক্যাথরিন রোজের চেহারাটা ভেসে উঠছে। শালীরা নিশ্চই নিজেদের আলিশান বাড়ির উষ্ণ কোনো ফায়ারপ্লেসের পাশে বসে আছে। গেরি দম ফেলতে ফেলতে অভিশাপ দিলো।

গেরির ছয় বছরের মেয়ে রুনি পাশেই বরফের বল তৈরি করে খেলছে। রাস্তায় একটা গাড়ি থামার শব্দে দু'জনেই ফিরে তাকালো। গাড়ি থেকে আঙ্কেল মার্টিকে নেমে আসতে দেখে রুনি একটা চিৎকার দিয়ে তার দিকে ছুটে গেলো।

"বাহ্! এই পিচ্চি মহিলাটা কে?" বলে আঙ্কেল মার্টি রুনিকে কোলে তুলে নিলো। "এটা কি কোনা পিচ্চি নায়িকা? ওম্মা এটাতো আমাদের রুনি!"

"আঙ্কেল মার্টি! আঙ্কেল মার্টি! রুনি খুশিতে চেঁচামেচি করছে। গেরি দুজনার দিকে ফিরে একবার মুখ বাঁকালো। *শালা আবার এসেছে টরচার করতে।* এই লোকটা একটা জ্বালাতন। কয়েকমাস আগে এর চাকরিতে লাথি মারার পরও শিক্ষা হয় নি। মিসিই চাকরিটার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলো, গেরি জানতো না যে কোম্পানিটার মালিক মার্টি। জানতে পারলে এই বাজে অবস্থাটার সৃষ্টি হতে দিতো না সে।

দোরগোড়ায় মিসি এসে দাঁড়িয়েছে। তার গলায় কিচেন এপ্রোন আর হাতে রান্নাঘরে ব্যবহারের দস্তানা। "ভাইয়া, এসেছো। ভেতরে আসো। রুনি, আঙ্কেলের সাথে একদম দুষ্টামি করবে না।"

গেরির শরীরে রাগ চিড়বিড় করতে লাগলো। তার মানে মিসিই এই বদের হাড়টাকে ডেকে এনেছে। আর ওকে বলারও প্রয়োজন বোধ করে নি। তার ইচ্ছে করছে মার্টি নামের শয়তানটাকে হাতের শাবলটা দিয়ে এক বাড়ি মেরে শুইয়ে দেয়। মার্টি ভেতরে ঢুকে যেতে যেতে গেরিকে খেয়াল করলো। দরজায় দাঁড়িয়ে সে গেরিকে উদ্দেশ্য করে বললো, "আরে গেরি যে, কী খবর? সব চলছে কেমন?"

গেরি হাতের বেলচাটা ধপ করে বরফের ওপরে ফেলে দিলো। "হুমম ভালো।"

সবাই ভেতরে এসে ঢোকার পর গেরি ঢুকলো। গেরি হাত ধুয়ে আসার পর মিসি খাবার পরিবেশন করলো। খুবই সাধারণ খাবার। গেরি চুপচাপ খেতে

BanglaBook.org

খেতে মার্টিকে দেখছে। মার্টি আর মিসি হালকা কথা বলছে। মার্টির মতো তথাকথিক সফল মানুষদের দেখলেই কেনজানি গেরির গা জ্বালা করে। খাওয়া শেষ হবার পর মার্টি পিচ্চি রুনিকে বললো, "আঙ্কেল, তোমার বাবা আর আমি একটু কথা বলবো। তুমি বাইরে গিয়ে দেখো গাড়িতে তোমার জন্যে একটা খেলনা রাখা আছে। ওটা নিয়ে খেলো।"

"তোমার জ্যাকেটটা পরে নিয়ো মাম্মি। বাইরে অনেক ঠান্ডা," মিসি রুনিকে সতর্ক করে দিলো।

রুনি জ্যাকেট পরে আঙ্কেলকে একবার জড়িয়ে ধরে বাইরে চলে গেলো।

"কী দরকার ছিলো ওর জন্যে আবার গিফট্ আনার। ভাইয়া তুমিও না!" মিসির গলায় স্নেহের সুর।

গেরি খানিকটা রাগ আর বিস্ময় নিয়ে দুই ভাই বোনকে দেখছে। মিসি দিন দিন যেনো পাল্টে যাচ্ছে।

গেরি হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠলো। কিছু একটা ঘটতে চলেছে। তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তাকে সাবধান হতে বলছে। মার্টির চেহারার এই সচেতন ভাব সে আগেও বহুবার দেখেছে। মার্টি যখন কাউকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে কিংবা ক্রেতাদেরকে শক্ত হাতে নিয়ন্ত্রণ করে তখন তার চেহারায় এই ভাব ফুটে ওঠে। *ঘটনা কি?*

মিসি এগিয়ে এসে একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লো। গেরি জানতে চাইলো, "কী ব্যাপার? কিছু বলবে নাকি?"

"হ্যা, গেরি তোমার সাথে কিছু কথা আছে। আমার এবং আমাদের দু'জনারই," মার্টির গলার স্বর একদম কঠিন হয়ে গেছে।

গেরি মুখে একটু হাসি ফোটানোর ব্যর্থ চেষ্টা করলো। বহু কষ্টে সে এক টুকরো হাসি ফুটিয়ে বললো, "মার্টি তুমি কী আমার সাথে মজা করছো?"

"মোটেই না গেরি। আমি যা বলতে চাচ্ছি তা মোটেই মজার কোনো বিষয় না।"

মিসি বলে উঠলো গেরি তুমি কী করছো বলোতো আমায়? মার্টি আমাকে যা জানিয়েছে তা কি সত্যি?"

"কী...কী বলেছে মার্টি? কী বলেছো তুমি ওকে?" গেরি রীতিমতো চেঁচিয়ে উঠলো।

"শান্ত হও গেরি। চেঁচানো উচিত আমার। তোমার না? তুমি যখন আমার কোম্পানিতে চাকরিটা ছেড়ে দাও তখন কোনো হিসাব পত্রই জমা দিয়ে ক্লিয়ার ক'রে যাও নি। এরপর তোমার হিসেবে ব্যাপক গোলমাল ধরা পড়েছে। কী করেছো তুমি হিসেবে? কতো টাকা সরিয়েছো ওখান থেকে?"

"ওহ্ খোদা! ওহ্! গেরি জবাব দাও," মিসি ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। ধীরে

BanglaBook.org

ধীরে তার কান্নারস্বর বাড়ছে।

"মিসি শান্ত হও শান্ত হও প্লিজ। দেখো গেরি দেখো, কী অবস্থা করেছো তুমি তোমার পরিবারের মানুষগুলোর। মিসি, রুনি, তুমি তোমাদের সবাইকে আমি নিজের পরিবারের চেয়েও আপন ভাবি। আর তুমি গেরি আমার সাথে এমনটা করতে পারলে। তারপরও তুমি ট্রাভেল কোম্পানির কাজের নামে পালিয়ে বেড়াচ্ছো। কোথায় ছিলে তুমি এতোগুলো দিন। কী করেছো তুমি টাকা দিয়ে?" বোনের কান্না দেখে মার্টির চোখও ছল ছল করছে।

গেরির ইচ্ছে করছে মার্টির সাথে মিশে যেতে। সে ভেবেছিলো মার্টি রাগ দেখাবে হুমকি দিবে কিন্তু সে তাকে এভাবে ইমোশনালি ব্ল্যাকমেইল করবে বুঝতে পারে নি।

মার্টি আর মিসি দুই ভাইবোন কাঁদছে রুনি এসে ঘড়ে ঢুকলো। তার চোখ মুখ খুশিতে জ্বলছে। হাতে একটা বড় পুতুল। "দেখো আঙ্কেল মার্টি আমার জন্যে কী এনেছে!" বলেই সে কান্নারত মা আর মামাকে দেখে চমকে গেলো।

"হায় খোদা! হায় খোদা," গেরি বিড়বিড় করে বলতে লাগলো। "আমাকে এসবের শেষ দেখতে হবে।"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ৩০

আমি আর স্যাম্পসন আবারো স্যান্ডার্স আর টার্নার মার্ডার কেসে ফিরে এলাম। স্বাভাবিকভাবেই এখানকার তদন্তে এখন পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কোনো উন্নতি হয় নি। সেইসাথে ছয়টা খুনের আসামির টিকিরও ধারের কাছে কেউ এখনো যেতে পারে নি। ব্যাপারটা নিয়ে কারো মধ্যে কোনো আফসোস আছে বলেও মনে হয় না।

রবিবার, জানুয়ারি ১০। আজকের দিনটাতে আমার একটু বিশ্রাম নেয়া উচিত। অপহরণের কেসটার পর থেকে আমি এখন পর্যন্ত একটা দিনও বিশ্রাম নেই নি। গতকাল গভীর রাত পর্যন্ত আমি আর স্যাম্পসন মার্ডার কেসে কাজ করেছি। যদিও উল্লেখযোগ্য কোনো উন্নতি হয় নি তবুও আজকের দিনটা আমার বিশ্রাম নেয়া উচিত।

এইরকম ছুটির দিন সকালবেলাতে আমি মারিয়াকে খুব মিস করি। এইরকম ছুটির দিনগুলোতে আমরা দুজনে বিছানায় শুয়ে শুয়ে বেলা পর্যন্ত গল্প করতাম। ওর কথা মনে হতেই আমি উঠে পড়লাম। ম্যাগি রোজের কেসটাও মাথায় ঘুরছে। কেন জানি বিরক্ত লাগছে।

মেয়েটা হয়তো ইতিমধ্যে মারাই গেছে। তবু নিজের বাচ্চা দুটোর দিকে তাকাতেই মেয়েটার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে বার বার। কিছুই করতে ইচ্ছে করছে না। অলসভাবে বাড়ির ভেতরে কতোক্ষণ এদিক সেদিক ঘুড়ে বেড়ালাম। অন্য ঘর থেকে নানা আর বাচ্চাদের চিল্লাচিল্লি শোনা যাচ্ছে। ওদের কাছে যেতেও ইচ্ছে করছে না।

আজকের দিনটাতে কেনজানি আমার বার বার শুধু মারিয়ার কথাই মনে পড়ছে। এইরকম অলস দিনে বেলা পর্যন্ত একসাথে গল্প করে আমরা উঠে পড়তাম। তারপর একসাথে যেতাম প্রিয় কোনো রেস্টুরেন্টে ব্রাঞ্চ করতে। আজও সেইরকমই ইচ্ছে করছে। আমি আজকে জীবনের যে অবস্থানে আছি তার পেছনে মারিয়ার অবদান অনেক। এমনকি আমার সাথে স্যাম্পসনের এই গভীর বন্ধুত্বের পেছনেও তার হাত আছে। ও ছিলো আমার জীবনের চালিকা শক্তি। যখন আমরা দুজনে জীবনের ঘাত প্রতিঘাত পার হয়ে একটা নির্দিষ্ট পথে ধাবিত হচ্ছিলাম তখনি ও আমাকে ছেড়ে চলে গেলো।

একদিন রাতে ও কাজ থেকে ফেরার সময় আক্রান্ত হয়। আমি ফোনে খবরটা শুনতে পেয়ে সাথে সাথে হাসপাতালে ছুটে যাই। আটটার একটু পর আমি সেখানে পৌছাই। সেখানে অবস্থানরত পুলিশ আমাকে জানায় মারিয়াকে

BanglaBook.org

গুলি করা হয়েছিলো এবং সম্ভবত হাসপাতালে পৌঁছাবার আগেই সে মারা যায়। মরিয়া একটা ক্রশ শুটিঙের মাঝখানে পড়ে গিয়েছিলো। গোলাগুলিটা কী কারণে হচ্ছিলো তা আর কেউ বলতে পারে নি। আমি মারিয়াকে ভালোভাবে বিদায়ও জানাতে পারি নি।

কোনো বিদায় না কিচ্ছু না। মারিয়া স্রেফ চলে গেলো। আমার কাছে ধাক্কাটা এতোই আকস্মিক ছিলো যেনো শক্ত কিছু একটা বুকের উপরে চেপে বসে। আমার তিনবছর সময় লাগে বুকের ওপর থেকে বোঝাটা সরিয়ে খানিকটা স্বাভাবিক হতে। এই তিন বছর আমি একরকম নিশ্চল হয়ে পড়ি। তারপর আবার ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হতে শুরু করি।

আমি বিছানায় শুয়ে আকাশ পাতাল ভাবছি ড্যামন এসে রুমে ঢুকলো। "হাই ড্যাডি। তুমি উঠে পড়েছো?"

"হ্যা, সোনা। তুমি কী করছো?"

"বাবা কেউ একজন তোমার সাথে দেখা করতে এসেছে," তার গলায় চরম উত্তেজনা।

"কে?" আমি আস্তে ধীরে উঠে বসলাম। "আবার কোনো সাংবাদিক না তো?"

"না, নাম বললো জেমি। বাবা একটা মেয়ে," ড্যামনের মুখে চাপা হাসি। মেয়ে হলো হাসির কী আছে আমি বুঝলাম না। মেয়ে, নাম বলেছে জেমি। জেমি না নিশ্চই জেজি। "ঠিক আছে তাকে বলো আমি এক্ষুণি আসছি।" ড্যামন চলে যেতে আমি ভাবতে লাগলাম, *ব্যাপার কি? জেজি আমার বাসায় কেন?*

নিচে নেমে দেখলাম ড্যামন জেনেলি আর জেজি আমাদের বসার ঘরের টেবিলে বসে আছে। জেনেলিকে দেখে মনে হচ্ছে সামান্য অস্বস্তিতে ভুগছে কিন্তু ড্যামনের চেহারায় বেশ খুশি খুশি একটা ভাব। জেনেলি সাধারণত বাইরের কারো সাথে খুব একটা স্বচ্ছন্দ না তাই বাইরের কেউ এলে আমি আর নানা ড্যামনকেই মুখোমুখি হতে বলি।

নিশ্চয় কিছু একটা হয়েছে তা না হলে জেজি ফ্ল্যানাগানের আমার কাছে আসার কোনো কারণ নেই। জেজির পরনে একটা সাধারণ কালো ট্রাউজার আর সাদা টি শার্ট। আমার মনে পড়ে গেলো ফ্লোরিডাতেও তার একই রকম ক্যাজুয়াল পোশাক পরতে দেখেছি তাকে। হয়তো বা এই সাধারণ পোশাকের কারণেই তাকে অনেক কম বয়স্ক মনে হয়। মাঝে মাঝে মনেই পড়ে না সে কতোটা গুরুত্বপূর্ণ একটা দায়িত্বে আছে।

"ব্যাপার কি? কিছু হয়েছে?" আমি সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে প্রায় ফিসফিস করে জানতে চাইলাম।

"না অ্যালেক্স তেমন কিছু হয় নি। ওরা এখনো ম্যাগির ব্যাপারে নতুন কিছু

BanglaBook.org

জানতে পারে নি।" জেজি আমাকে দেখে দাঁড়িয়ে গেছে। "আমি কয়েকটা ব্যাপারে আলাপ করতে এসেছিলাম।"

"আমি আসলে তোমাদেরকে বিরক্ত করতে আসি নি," তাকে খানিকটা যেনো ম্লান দেখাচ্ছে। "আসলে তোমাকে নিয়ে যে সমস্ত লেখাগুলো লেখা হয়েছে আমি তো জানি ওগুলো কতোটা ভুলে ভরা। আমি আসলে সমবেদনা জানাতে এসেছি।"

একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লাম। গত এক সপ্তাহে এইটুকুও কেউ আমাকে বলে নি। মন থেকে আমি জেজির প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করলাম। "ধন্যবাদ জেজি। যাক তুমি অন্তত বুঝতে পারছো।"

"আমি তো জানি ফ্লোরিডাতে যতোটা করা সম্ভব ছিলো তুমি করেছো। এসব নিয়ে কষ্ট পেয়ো না।"

"আমি খুব একটা কেয়ার করছি না। আসলে ব্যর্থতার দায়ভার খানিকটা যে আমার উপরে আসে না তা নয়। তবে আমাকে যেভাবে ফ্রন্টপেজ কভারেজ দেয়া হচ্ছে সে-রকম অপরাধীও বোধহয় আমি না।"

"না অ্যালেক্স, কেউ এই ব্যাপারটা ইচ্ছে ক'রে করেছে। আসলে এখানে দোষারোপ করার মতো সত্যিকারের কেউ ছিলো না আর সেটাই তোমার ওপরে চাপানো হয়েছে।"

"বুলশিট!" আমি আবার ভেতরে ভেতরে অসুস্থ রাগের আভাস টের পাচ্ছি।

"বিগ ড্যাডি।" ড্যামন ডাক দেয়াতে আমি নিজেকে সামলে নিলাম।

"ওহ তোমাদেরকে তো পরিচয়ই করিয়ে দেয়া হয়নি। এটা জেজি আন্টি। আমরা একসাথে কাজ করি।"

বাচ্চারা জেজির ব্যাপারে অস্বস্তি খানিকটা কাটিয়ে উঠেছে তবুও এখনো বেশ লজ্জা পাচ্ছে। জেনেলি ভাইয়ের পেছনে লুকিয়ে জেজিকে দেখছে আর ড্যামন ঠিক আমার মতো পকেটে দুই হাত ঢুকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

জেজি ওদের দুজনার সামনে গিয়ে নিচু হলো। ড্যামনের দিকে হাত বাড়িয়ে বললো, "হাই, আমি জেজি।" ড্যামনও ঠিক তার নিজস্ব বড় বড় ভাব ধরা ভঙ্গিতে বললো, "আমি ড্যামন।"

এরপর আমি অবাক হয়ে খেয়াল করলাম জেনেলি নিজ থেকে জেজির দিকে হাত বাড়িয়ে দিলো। এটা পুরোপুরি তার স্বভাব বিরুদ্ধ। জেজি হাত মিলিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলো। আমি বুঝতে পারলাম চিরদিনের মতো সে জেনেলির আপন হয়ে হয়ে গেলো। জেনেলিকে কেউ জড়িয়ে ধরলে সে খুব খুশি হয়।

"তোমাদের বাবা আমার দেখা সেরা পুলিশ অফিসার," জেজি ওদেরকে বললো।

"আমি জানি," ড্যামনেব গম্ভীর জবাব।

BanglaBook.org

জেনেলি এখনো মুগ্ধ চোখে জেজিকে দেখছে। জেজি ওদের দুজনার সাথে আরো কিছুক্ষণ কথা বলে উঠে দাঁড়ালো।

হঠাৎ আমি জেজির প্রতি প্রচন্ড কৃতজ্ঞ বোধ করলাম। এমনিতেই একা জীবনে আমার নিজস্ব জগতে আমাকে মানসিক স্বস্তি দেবার মতো কেউ নেই। তার ওপরে আমার কাজটাই এমন, স্যাম্পসন ছাড়া বাকি প্রায় সবাই এটাকে ভিন্ন চোখে দেখে। আর এই কেসে নামার পর থেকে আমাকে একের পর এক সমস্যা সহ্য করে যেতে হচ্ছে। কেউ এতোটুকু সাহায্য তো দূরে থাক শুধুমাত্র যন্ত্রণা আন ব্যর্থতার গ্লানি দিয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে জেজির ব্যবহারটুকুই আমার ভেতরে অনেক শক্তি জুগিয়ে দিলো।

জেজি উঠে দাঁড়িয়ে বললো, "অ্যালেক্স আমি যাবো।"

"কফি চলবে? নানা সম্ভবত বানিয়েই রেখেছে," বলে আমি তার দিকে তাকিয়ে হাসলাম। জবাবে সেও মৃদু হেসে সম্মতিসূচক মাথা নাড়লো।

"কী সুন্দর দুটো বাচ্চা। অ্যালেক্স তুমি সত্যি লাকি।"

"আসলেই কি?" আমি কফি ঢালতে ঢালতে বললাম।

কফি খেতে খেতে দুজনে হালকা আলাপচারিতা চালিয়ে গেলাম। কফি শেষ করে জেজি বিদায় জানাতে জানাতে বললো, "অ্যালেক্স পত্রিকার ওইসব গালগল্পগুলো নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না। আর ভালো থেকো। বাই...বিগ ড্যাডি।"

আমি মৃদু হাসলাম, জেজিও হাসতে হাসতে বিদায় নিলো।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ৩১

অ্যালেক্স ক্রসের বাড়ি থেকে বের হয়ে জেজি সোজা সনেজির ফার্মের দিকে রওনা দিলো। ওখানেই সনেজি বাচ্চা দুটোকে রেখেছিলো। আগে দু'বার গেলেও কী এক আকর্ষণে জেজি আরেকবার ওখানে যাবার তাড়না অনুভব করছে। মেরিল্যান্ডের ওই ফার্মটাতে কিছু একটা অবশ্যই আছে বলে তার কাছে মনে হচ্ছে। আর সনেজিকে খুঁজে পাবার ব্যাপারে জেজির আগ্রহ অন্য সবার চেয়ে অনেক বেশি।

জেজির গাড়ি ফার্মের ভেতরে এসে ঢুকলো। পুরো ফার্মটার লে-আউট সে মনে করতে পারছে। মূল ভবন, গ্যারেজ আর মেশিনারি রাখার একটা ঘর আর গোলাঘর। এই গোলাঘরটাতেই বাচ্চা দুটোকে রাখা হয়েছিলো।

জেজির নিজের মন বারবার একটা প্রশ্নের উত্তর জানতে চাইছে, *এইখানেই কেন? এইখানে এমন বিশেষ কী আছে?*

সিক্রেট সার্ভিসে ঢোকার প্রথম দিন থেকেই জেজি বেশ আগ্রহী এবং পরিশ্রমী একজন ইনভেস্টিগেটর। এখানে আসার আগে সে ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনের বিষয়ে তার গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্ন করে। এফবিআইয়ের ব্যাপারে আগ্রহী থাকার কারণে সে এই চাকরি বেছে নেয়।

এই পেশার সাথে সংশ্লিষ্ট হবার সাথে সাথে সে খুব দ্রুত নিজের একটা অবস্থান তৈরি করে নিয়েছে। প্রতি সপ্তাহে আশি থেকে একশ ঘণ্টা কাজ, মেধা আর সাহস দিয়ে বেশ দ্রুতই সে নিজেকে একজন প্রথমসারির এজেন্ট ব'লে প্রমাণিত করে। জেজি খুব দ্রুতই বুঝতে পারে সে তার আশেপাশের সবার চেয়ে কাজে এবং মেধায় অনেক বেশি ভালো। তবে সেইসাথে এই উপলব্ধিও তার ভেতরে তৈরি হয়, কোনো ভুল করা চলবে না। এইসব কাজে একবার ভুল করলে তার এই তারকা ইনভেস্টিগেটর খ্যাতি স্রেফ হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে। কাজেই যে-কোনো মূল্যে তার সনেজিকে খুঁজে পেতেই হবে।

গাড়ি থেকে নেমে একটা ফ্ল্যাশলাইট জ্বাললো জেজি। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। চারপাশটা দেখতে দেখতে সে কিছু আলগা সূতো জোড়া লাগানোর চেষ্টা করতে লাগলো। আচ্ছা এই জায়গার সাথে সংশ্লিষ্ট লিন্ডবার্গ ঘটনার ব্যাপারে সনেজির কোনো ধরণের যোগাযোগ নেই তো! সেই ১৯৩০ সালের লিন্ডবার্গ ঘটনা।

সন অব লিন্ডবার্গ?

হপওয়েল, নিউজার্সি, ওই ঘটনাও এরকম একটা ফার্মহাউজেই ঘটেছিলো। অপহরণ করার পর বাচ্চা লিন্ডবার্গকে অপহৃত হবার জায়গার কাছেই পুতে ফেলা হয়েছিলো।

BanglaBook.org

ব্রুনো হ্যাম্পটন, লিন্ডবার্গের বাচ্চাটার অপহরণকারী, সেই লোক ছিলো নিউইয়র্কের অভিবাসী। ওয়েলমিংটনের এই অপহরণকারী কি কোনোভাবে তার সাথে সংযুক্ত হতে পারে। কোনো পারিবারিক সম্পর্ক? আসলেই কি সনেজির সাথে তার কোনো সংযোগ থাকতে পারে?

জেজি গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিয়ে ঝিম মেরে বসে রইলো। কিছু একটা ভাবার চেষ্টা করছে। আচ্ছা সনেজি গেলো কই? সে স্রেফ হাওয়া হয়ে গেছে। আজকালকার দিনে কারো পক্ষে কি স্রেফ গায়েব হয়ে যাওয়া সম্ভব?

তারপর হঠাৎ করেই মনে পড়ে গেলো ম্যাগি রোজ আর 'শ্রিম্পি' মাইকেলের কথা। কেন জানি জেজির চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে এলো। সে কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারছে না। জেজি অঝোর ধারায় কাঁদতে লাগলো। এটা কি নিজের ব্যর্থতার জন্যে নাকি বাচ্চা দুটোর জন্যে? নাকি নিজের কর্মফলের অনুতাপ।

জেজি নিজেই জানে না।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ৩২

ম্যাগি রোজ পড়ে আছে একদম গাঢ় অন্ধকারের ভেতরে।

সে জানে না কতোক্ষণ ধরে এখানে আছে। তার মনে হচ্ছে যুগ যুগ ধরে বোধহয় সে এখানে। তাব মনেই পড়ছে না শেষবার কখন খেয়েছিলো। শেষবার কবে কোনো মানুষের সাথে কথা বলেছে। শুধুমাত্র তার নিজের মাথার ভেতরে একাধিক কণ্ঠ কথা বলছে। তারা চিৎকার করে কী যেনো বলতে চাইছে।

তার মনে হচ্ছে কেউ যদি একটু আসতো তার কাছে। এমনকি ওই ভয়ঙ্কর বৃদ্ধা মহিলাও যদি হতো তাতেও তার সমস্যা নেই। ওই মহিলার কথা মনে হতে আবার ভয় জেঁকে বসতে লাগলো। *ইসসস কী ভয়ঙ্কর সেই স্মৃতি।* ম্যাগির মনে হচ্ছে সে যদি একটু কাঁদতে পারতো। তাহলেও হয়তো ভালো লাগতো। কাঁদতে কাঁদতে তার কান্নার ক্ষমতাও যেনো ফুড়িয়ে গেছে।

মাঝে মাঝে তার মনে হয় সে যেনো মরে গেছে। তখন সে নিজেকে চিমটি কাটে অথবা কামড় দিয়ে দেখে। একবার কামড় দিলে যতোক্ষণ রক্ত না বের হয় থামে না। উষ্ণ রক্তের ধারা তাকে নিশ্চিত করে সে মরে নি। নিজের রক্তের স্বাদও তার কাছে বেশ লাগে।

উফফফ, এই অন্ধকারের যেনো কোনো শেষ নেই। সীমাহীন এই অন্ধকারের ভেতর থেকে কি কোনো মুক্তি নেই? জায়গাটা একটা ছোট্ট বাক্সের মতো। অনেকটা ওয়ার্ডরোবের ক্লজিট যেমন হয় তেমন।

ম্যাগি হঠাৎ করে বাইরে কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো। সে পরিস্কার শুনতে পাচ্ছে না কী বলা হচ্ছে। তবে এটা যে মানুষেরই কণ্ঠস্বর এই ব্যাপারে সে নিশ্চিত। *কে হতে পারে? সেই বৃদ্ধা? নাকি অন্য কেউ?*

একবার ভাবলো চিৎকার করে। যদিও সে চিৎকার করতে পারবে কিনা সে ব্যাপারে যথেষ্ঠ সন্দেহ আছে। তুবও একবার চেষ্টা করতে গিয়েও থেমে গেলো। বৃদ্ধা মহিলার কথা মনে পড়াতে ভয়ের একটা শিহরণ খেলে গেলো তার ভেতরে। এই মহিলা তার মায়ের অভিনীত যে-কোনো হরর সিনেমার ভয়ঙ্কর ভুতগুলোর চেয়েও ভয়ঙ্কর।

হঠাৎ বাইরের কণ্ঠস্বর থেমে গেলো। ওরা কি চলে গেলো? ম্যাগি ক্লজিটের দরজায় কান পাতলো। না কোনো শব্দ নেই। যারাই এসেছিলো ওরা চলে গেছে। তাকে এই অন্ধকার নরকে চিরকালের মতো ফেলে রেখে চলে গেছে।

ম্যাগি কাঁদতে চাইলো। প্রথমে ফোঁপাতে লাগলো। তারপর চিৎকার করতে লাগলো। হঠাৎ বিদ্যুত ঝলকের মতো দরজাটা খুলে গেলো। আচমকা একরাশ আলো এসে অন্ধ করে দিলো ম্যাগিকে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৩৩

গেরি মারফি তার বাড়ির বেইজমেন্টে ঘাপটি মেরে বসে আছে। কিছু একটা ভাবার চেষ্টা করছে সে। কিছু একটা তার মাথায় ফেনিয়ে উঠছে। সে চেষ্টা করছে পুরো ব্যাপারটাকে একটা আকৃতি দেয়ার। ব্যাপারটার সম্ভাব্যতা, বিপদ আপদ এবং পারিপার্শিক ফলাফল বিচার করার চেষ্টা করছে সে। এই ধরণের যে-কোনো কাজ করার আগে ঠিক এভাবেই সে অন্ধকার কোনে বসে সব ধরণের সম্ভাব্যতা যাচাই করার চেষ্টা করে এবং পরিকল্পনা করে।

মিসি আর রনিকে খুন করলে কেমন হয়। গেরি অন্ধকারের ভেতরে কান পেতে ওপরে শোনার চেষ্টা করলো। ওপরে তার পরিবার কী করছে। কোনো শব্দ নেই। সব শান্ত আর চুপচাপ। ওরা শুয়ে পড়েছে। ওকে ছাড়াই। ওরা তাকে কেয়ারও করে না। কী হবে এমন পরিবার রেখে।

কাজটা কিভাবে করা যায়? সে জ্যাকেটের ভেতরে হাত দিয়ে হান্টিং নাইফটা স্পর্শ করলো। এটার স্পর্শ সবসময়ই তাকে স্বস্তি দেয়। এখন ওপরে গিয়ে ওদেরকে এটা দিয়ে...না, বেশি ঝামলো। একটাকে খুন করতে গেলে আরেকটা জেগে উঠে চিল্লাচিল্লি শুরু করবে। তারপর কী হবে কে জানে। যদিও সে প্রায় নিশ্চিত তার প্রতিবেশীরা কেউ এগিয়ে আসবে না। তবুও ঝামেলা আছে।

আগুন? ভালো এই ধারণাটা ভালো। এই বেইজমেন্টেই একটা সিলিন্ডার আছে। স্রেফ ওপরে তুলে এটা ফাটিয়ে দিলেই সব হাওয়া হয়ে যাবে। তবে এতে নিজেরও খানিকটা ঝুঁকি থেকে যায়। যদি সময় মতো সটকে পড়তে না পারে তবে সে নিজেও শেষ হয়ে যাবে। অথবা একপাশ থেকে আগুন ধরিয়েও কাজটা করা যায়। এটা অনেক পরিচ্ছন্ন।

তবে এদেরকে সে মারতে পারে যে-কোনো সময়েই। তবে প্রতিবেশি বা পুলিশ তেমন কিছু করতে না পারলেও এই মার্টি হারামজাদা ছাড়বেনা। ওই ব্যাটা অনেক ঘাপলা করবে। না, থাক এখন এসব ঝামেলাতে জড়ানো ঠিক হবে না। এতে নিজের উপরেই স্রেফ বিপদ ডেকে আনা হবে। সে ইতিমধ্যেই একজন বিখ্যাত লোক। সময় এসেছে আরেকটু বিখ্যাত হবার।

গেরি উঠে দাঁড়ালো। সোজা হেটে চলে এলো ড্রাইভওয়েতে। বেলা ৫টা, এই শীতের সকালে কেউই নেই। মানুষ কেন অন্য কোনো প্রাণীরও কোনো চিহ্ন নেই। সব যেনো মৃত। তাকে এখন এক জায়গায় যেতে হবে।

সে ঘন্টা দুয়েক টানা গাড়ি চালিয়ে চলে এলো একটা অ্যাপার্টমেনট ভবনের সামনে। ঠিকানা মুখস্তই আছে। নম্বর মনে করে সঠিক অ্যাপার্টমেন্টার সামনে

BanglaBook.org

গিয়ে বেল এ চাপ দিলো। একটু দেরি করে দরজা খুলে দিলো স্কুলের শিক্ষিকা ভিভিয়ান কিম।

চেহারায় একটু চায়নিজ ভাব বাদ দিলে। কিম দারুণ সুন্দরি। গেরির স্কুলের দিনগুলোর কথা মনে পড়ে গেলো। ভিভিয়ানকে তার বেশ ভালোই লাগতো। ভিভিয়ান অবশ্য এই চেহারায় তাকে চেনার কথা না। গেরি ভেতরে তাকিয়ে দেখলো একপাশের দেয়ালে কোরিয়ার একটা ম্যাপ টাঙানো, ভেতরে হালকা মিউজিক বাজছে। কিম বোধহয় সকালের কফি খাচ্ছিলো।

"হ্যালো ম্যাডাম, আমি প্যাপকো ইলেকট্রিক কোম্পানি থেকে এসেছি, আপনার বাসায় নাকি কী সমস্যা হয়েছে?"

"না তো," কিম তাকে চিনতে পারে নি, পারার কথাও না।

"আপনি শিওর ম্যাম, আমাদেরকে এই ঠিকানাই দেয়া হয়েছে।"

"না, কোনো সমস্যা নেই। তবে তবে আমার বয়ফ্রেন্ড কল করে থাকতে পারে। কিন্তু ও তো আজ নেই। আপনাকে পরে আসতে হবে।"

কিম দরজা লাগিয়ে দিতে যাচ্ছে গেরি একটা পা ঢুকিয়ে দিয়ে দরজায় জোরে একটা ধাক্কা মারলো। পরমুহূর্তে ভেতরে ঢুকে হান্টিং নাইফটা সোজা চেপে ধরলো কিমের গলায়। "চুপ একদম চুপ।"

"কে কে আপনি? কী চান?" ভিভিয়ান ভয়ে নীল হয়ে গেছে।

"একদম চুপ, আমি কিচ্ছু চাই না। শুধুমাত্র টিভি সেন্টারে একটা কল করতে চাই। আমাকে আরেকটু বিখ্যাত হতে হবে। ভালো কথা, তোমাকে তো আমার পরিচয়ই দেয়া হয় নি। আমি গেরি সনেজি, তোমার এক্সকলিগ। চিনতে পেরেছো? এবার আমরা একসাথে বিখ্যাত হবো, কী বলো?"

গেরি ধাম করে বাসার দরজা লাগিয়ে দিলো। কিমের মুখ ভয় আর বিস্ময়ে পুরোপরি ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ৩৪

আমি আর স্যাম্পসন তুমুল বেগে ক্যাপিটল হিলের সি-ব্লকের দিকে দৌড়ে চলেছি। মেশিনের বেগে আমার পা উঠানামা করছে। নাক দিয়ে বের হওয়া দ্রুত গতির নিঃশ্বাস ধোঁয়া হয়ে উড়ে যাচ্ছে ঠান্ডায়।

ইএমএস ডিপার্টমেন্টের অ্যাম্বুলেন্স আর স্কোয়াড কার এফ-ব্লক থেকে রাস্তা বন্ধ করে রেখেছে। তাই গাড়ি থেকে নেমে পূর্ণগতিতে আমরা দৌড় শুরু করি। কাছাকাছি পৌছে দেখি টেকনিক্যাল টিম আর সিএনএন ইতিমধ্যেই পৌছে গেছে।

আমি আর স্যাম্পসন কাছাকাছি পৌছাতেই সাংবাদিকেরা আমাদের দু'জনার দিকে ধেয়ে এলো।

"মি. ক্রশ?"

"খবরদার, একদম দূরে থাকুন। আগে আমাকে পরিস্থিতি বুঝতে দিন," আমি দৌড়াতে দৌড়াতেই তাদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বললাম।

বাড়ির ভেতরে ঢুকেই আমি দেখতে পেলাম পরিচিত কিছু মুখ। সেইসাথে প্রায় সব ধরণের টেকনিক্যাল টিম তাদের কাজ শুরু করেছে।

দরজার কাছে পৌছে আমি বড় ক'রে নিঃশ্বাস নিলাম। স্যাম্পসন আমার একটা হাত ধরে চাপ দিয়ে মৃদুস্বরে বললো, "অ্যালেক্স, শক্ত করো নিজেকে। আমাদের আরো অনেক কাজ করতে হবে।"

আমি আরেকবার বড় ক'রে একটা নিঃশ্বাস নিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লাম। ভিভিয়ান কিমের অ্যাপার্টমেন্টটা বেশ সুন্দর করে সাজানো গোছানো। আমরা বেডরুমে ঢুকে গেলাম। বেডরুমটা মহিলা অত্যন্ত যত্ন করে সাজিয়েছেন। দেয়ালে প্রচুর পারিবারিক ছবি আর সুন্দর সুন্দর অয়েল পেইন্টিং। একপাশের দেয়ালে একটা অ্যান্টিক বেহালা ঝোলানো। তবে এই মুহূর্তে সবকিছুকে ম্লান করে দিয়েছে বাড়ির মালিক নিজে।

ভিভিয়ান কিমের দেহটা বিরাট একটা হান্টিং নাইফ দিয়ে বিছানার সাথে একদম গেঁথে ফেলা হয়েছে।

ছুরিটা ঢোকানো হয়েছে সোজা তার পাকস্থলির ভেতর দিয়ে। কেটে নামানো হয়েছে তার দুই স্তন, মাথা মোড়ানো হয়েছে। মহিলার বিস্ফোরিত চোখ দুটি সাক্ষী দিচ্ছে মৃত্যুর আগের মুহূর্তগুলো ছিলো তার জীবনের ভয়ঙ্করতম মুহূর্ত।

আমি বেডরুমের চারপাশটা জরিপ করতে লাগলাম। মহিলার দেহটার দিকে তাকানো যায় না। আমার চোখ চলে গেলো মেঝেতে পড়ে থাকা উজ্জ্বল রঙের

BanglaBook.org

একটা জিনিসের দিকে। এটার ব্যাপারে এখন পর্যন্ত তেমনভাবে কেউ খেয়াল করে নি। অথচ এটাই সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা ক্লু। ভাগ্যিস মূল্যবান এই সূত্রটাকে কেউ নষ্ট করে নি।

ম্যাগি রোজ ডানের পায়ের জুতো জোড়ার দ্বিতীয় জোড়াটি মেঝেতে পড়ে আছে। রক্তাক্ত বেডরুমের মেঝেতে পড়ে থাকা গোলাপি রঙের জুতোর পাটিটা যেনো জ্বল জ্বল করে জ্বলছে। আমি মেঝেতে ওটার পাশে নিচু হয়ে বসে পড়লাম। অপরাধ বিজ্ঞানের ভাষায় এটাকে বলে অপরাধীর স্বাক্ষর।

গেরি সনেজি, ম্যাগি রোজ ডান আর মাইকেল গোল্ডবার্গের খুনি এখানে এসেছিলো। সে আবার শহরে ফিরে এসেছে। কিন্তু ভিভিয়ানের কিমের মোড়ানো মাথা আর স্তনবিহীন মৃত দেহটার দিকে তাকিয়ে অন্য একটা সন্দেহ আমার মাথায় ঝিলিক দিয়ে উঠলো।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ৩৫

গেরি সনেজি আবার ওয়াশিংটনে ফিরে এসেছে এবং কতৃপক্ষকে বিশেষ বার্তা পৌছানোর ব্যবস্থাও করে ফেলেছে। এবার সম্পূর্ণ ভিন্ন পদ্ধতিতে। এটাকে এক ধরণের চ্যালেঞ্জও বলা যেতে পারে। আমি স্যাম্পসন আবার এই কেসে কাজ করার সাময়িক অনুমতি পেয়েছি। তবে ওই কেসের পাশাপাশি। দুটো কেসেই আমাদেরকে পাশাপাশি সামলাতে হবে। আর আমিও সেটাই চাই। কারণ কোথায় যেনো আমি একটা যোগসূত্র দেখতে পাচ্ছি। বিশেষ ক'রে ভিভিয়ান কিমের মৃতদেহটা দেখার পর থেকে।

আমি আর স্যাম্পসন বাইরে এসে দাঁড়ালাম। প্রচন্ড ঠান্ডায় আমাদের নিঃশ্বাস ধোঁয়া হয়ে উড়ে যাচ্ছে। আমি স্যাম্পসনকে বললাম, "একটা ব্যাপার খেয়াল করেছো মেয়র মনরো আর আসছেন না।"

"হুমম, তা তো আসবেনই না। উনি আবার আসবেন আমরা সফল হলে তবে। সব কাজের সাফল্য নিজ দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়ে ক্যামেরার সামনে হাসি মুখে পোজ দিবেন।"

আমরা দুজনে চুপচাপ পাশাপাশি হাটতে লাগলাম। একটু আগেও উদ্ভুত পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করছিলাম। এখন একদম চুপচাপ হাটছি। স্যাম্পসন তার প্রিয় একটা জ্যাজ গানের কলি ভাজছে। আমি আর স্যাম্পসন মিলে ভিভিয়ান কিমের বসবাসের এলাকা সাউথইস্টের প্রান্তে চলে এসেছি। আমরা সম্পূর্ণ এলাকার লে-আউট বোঝার চেষ্টা করছি। যে-কোনো এলাকা বুঝতে হলে সেই এলাকার লোকজনের সাথে কথা বলার কোনো বিকল্প নেই। রাস্তায় লোকজন খুব একটা নেই। পুরো এলাকাটা জরিপ করে আমরা কয়েকজনের সাথে কথা বলার চেষ্টা করছি।

"আপনি কি এই এলাকায় গতকাল অপরিচিত কাউকে আসতে বা যেতে দেখেছেন?" একজনের দরজায় নক করে আমি আর স্যাম্পসন কথা বলছি। "নতুন বা অপরিচিত কাউকে? বা কোনো গাড়ি অথবা অস্বাভাবিক কিছু?"

একইরকমভাবে একের পর এক দরজায় ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে গেলাম কিন্তু পেলাম না কিছুই। ধীরে ধীরে তুষারপাত বৃদ্ধি পাচ্ছে। রাস্তায় পুরু তুষার জমতে শুরু করেছে। জায়গায় জায়গায় কিছু ভবঘুড়ে ড্রামের ভেতরে আগুন জ্বেলে চেষ্টা করছে তাপ পোহানোর। আমরা এইরকম একটা জটলার কাছে এসে দাঁড়ালাম।

"পুলিশরা সারা বছরই জমে থাকে। গ্রীষ্মকালেও," এক যুবক ভবঘুড়ে দাঁত বের করে হাসতে হাসতে বললো।

BanglaBook.org

তার বলার ভঙ্গিটাই এমন আমি আর স্যাম্পসন দুজনেই হেসে ফেললাম। ওখানে দাঁড়িয়ে গরম হতে হতে দুজনে কর্মপন্থা ঠিক করার চেষ্টা করছি। "কী, আরো কয়েক ব্লক দেখবো? নাকি গাড়ির কাছে ফিরো যাবে?" আমি স্যাম্পসনের কাছে জানতে চাইলাম।

"যে ঠান্ডা পড়ছে! তবে আরেকটু দেখা যেতে পারে। বেচারা কিমের জন্যে এইটুকু তো করা উচিত।"

আমি সামনের দিকে তাকালাম । নিজেকে খানিকটা অসহায় লাগছে। গেরি সনেজি আবার হওয়ায় মিলিয়ে গেছে। তাকে বের করা কি আদৌ সম্ভব?

"চলো কাজ করি তারপর অন্তত এক মগ গরম কফি খেতে হবে এবং সেটা শেষ করে শুরু করতে হবে আসল ড্রিঙ্ক।"

"চলো কাজে নামি।"

"আমি জানতাম তুমি রাজি হবে। চলো পার্টনার," স্যাম্পসন তার সানগ্লাসটা খুলে পকেটে রেখে দিলো। এই আবহাওয়ায় সেটার কোনোই প্রয়োজন নেই। বাড়ির পর বাড়ি ঘুরতে ঘুরতে আমরা মিসেস কুয়েলি ম্যাকব্রাইড নামের একজনের বাড়িতে প্রবেশ করলাম। কুয়েলি এবং তার বান্ধবি মিসেস স্কট কিচেন টেবিল ঘিড়ে বসে আছে। এই বাড়িটা আমাদের কাছে একটু বিশেষ। কারণ মিসেস স্কট আমাদের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন, উনি নাকি আমাদেরকে সাহায্য করতে পারবেন। উনারা দুজনেই খুব সাধারণ বৃদ্ধা মহিলা। আমেরিকার যে-কোনো আর দশজন সাধারণ বৃদ্ধারা যেরকম হন তারাও সেইরকমই। এখন দেখা যাক তারা আমাদের জন্যে কতোটা সাহায্যকারী হিসেবে আবির্ভূত হন। তবে এসব ক্ষেত্রে অনেক সময়ই আমার হতাশ হবার পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে।

"আমার ধারণা আমি আপনাদেরকে সাহায্য করতে পারবো," মিসেস স্কট বেশ গম্ভীর ভঙ্গিতে বললেন। আমি আরো হতাশ হয়ে গেলাম।

"অবশ্যই, আপনাদের সাহায্য আমাদের জন্য খুবই সহায়ক হতে পারে," স্যাম্পসন যথেষ্ট ভদ্র হবার চেষ্টা চালাচ্ছে। আমরা দুজনেই চেয়ার টেনে বসে গেলাম। আমাদের সামনে কিছু বিস্কুট রাখা হয়েছে। আমি বা স্যাম্পসন কেউই ফিরেও তাকালো না ওগুলোর দিকে। তবে আমি দেয়ালে ঝোলানো মার্টিন লুথার কিঙের ছবিটা বেশ মনোযোগের সাথে দেখার চেষ্টা করছি।

"আমরা সেই শিক্ষকা মেয়েটার খুনের ব্যাপারটা শুনেছি। আমি একজন সাদা চামড়ার লোককে এদিক দিয়ে নিয়মিত গাড়ি চালিয়ে যেতে দেখেছি। লোকটা বার বার আসতো আর গাড়ি ঘুরিয়ে চলে যেতো," মিসেস স্কট স্বভাবসুলভ গম্ভীর ভঙ্গিতে বলে চলেছেন।

"সেটা করে নাগাদ, ম্যাম?" এবার আমি জানতে চাইলাম।

"একমাস বা তার কিছু আগে। লোকটাকে আমি একবার না, বার বার দেখেছি। এরপরেই টার্নারদের হত্যাকান্ডটা ঘটে।"

BanglaBook.org

"আপনি শিওর? মানে আপনি কেন ভাবছেন লোকটা সন্দেহজনক কেউ হতে পারে। আপনার ভুলও তো হতে পাবে। পারে না?" স্যাম্পসন অসহায়ভাবে আমার দিকে তাকালো। আমি দুজনকেই দেখছি। তবে আমার মাথায় ঘুরছে টার্নারদের খুন হবার জায়গাটা এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয়।

মিসেস ম্যাকব্রাইড এবার তার বান্ধবীর পক্ষ নিলো। "ওর মাথা খুবই পরিস্কার। আমার বান্ধবি কখনো ভুল করে না। আমরা বৃদ্ধ হতে পারি কিন্তু পুলিশকে ভুল কোনো তথ্য দেবার মতো লোক নই। আর আমার বান্ধবী এখনো দশ বছর আগের ইন্টাভিউয়ের ছোট্ট একটা অংশ পরিস্কার মনে করতে পারে।"

স্যাম্পসনকে বিরক্ত দেখালেও আমি কেন জানি ব্যাপারটাতে আগ্রহ বোধ করতে শুরু করেছি। "আপনারা কী দেখেছেন, বিস্তারিত বলুন তো প্লিজ।"

"লোকটাকে আমি বেশ অনেকবার দেখেছি স্রেফ গাড়ি নিয়ে ঘুরতে। তারপর টার্নাররা খুন হবার এক সপ্তাহ আগে সে আবার ফিরে আসে। এবার সে প্রত্যেক বাড়ি বাড়ি ঘুরতে থাকে। লোকটা একটা সেলসম্যান।"

"সেলসম্যান!" স্যাম্পসনের গলায় চূড়ান্ত হতাশা।

মিসেস স্কট স্যাম্পসনের দিকে একবার অগ্নি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আবার বলতে লাগলো, "লোকটাকে আমার কেনজানি খুব সন্দেহজনক মনে হয়। একদিন সে গাড়ি থেকে নেমে বাড়ি বাড়ি যাচ্ছে আমি তার গাড়ির জানালা দিয়ে উঁকি দেই। ফ্রন্ট সিটে একটা ম্যাগজিনের মতো কিছু পড়ে থাকতে দেখি। সে একজন হিটিং সিস্টেম বিক্রেতা। শীতের দিনে ঘর গরম রাখার হিটিং সিস্টেম বিক্রি করে। তার কোম্পানির নাম আটলান্টিক হিটিং। ডেলাওয়্যার, ওয়েলমিংটনের কোম্পানি।"

আমি চুপ ক'রে আছি, স্যাম্পসন খস খস করে নোট নিচ্ছে। আমার মনে হচ্ছে মহিলার আরো কিছু বলার আছে।

"সেই লোকটার গাড়িটাকেই আজ বেশ সকাল দিকে আমি আবারো এই এলাকায় আসতে দেখি। আমি জানি না ব্যাপারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু কিনা কিন্তু আপনাদেরকে জানানোটা আমি কর্তব্য মনে করেছি তাই জানালাম। এখন বাকিটা আপনাদের ব্যাপার।"

আমি আর স্যাম্পসন দু'জনেই চোখাচোখি করলাম। তারপর দুজনারই মুখে একসাথে হাসি ফুটে উঠলো। অবশেষে আমরা সত্যিকারের একটা সূতো ধরতে পেরেছি। এইটা আমাদেরকে নির্দিষ্ট কোনো একটা দিকে ধাবিত করার জোর সম্ভাবনা রয়েছে।

দু'জনেই ঝটপট উঠে দাঁড়িয়ে মিসেস ম্যাকব্রাইড আর মিসেস স্কটকে ধন্যবাদ দিলাম এবং তাদেরকে আমি বললাম, "আমরা এবার ওয়েলমিংটন ডেলাওয়্যার যাচ্ছি, ট্রাভেলিং সেলসম্যান ব্যাপারে বিস্তারিত খোঁজখবর নিতে হবে।"

BanglaBook.org

অধ্যায় ৩৬

ওইদিন বিকেল ৫টা বাজার কিছুক্ষণ আগে গেরি মারফি তার বাড়িতে ফিরে এলো, জানুয়ারি ১৪ তারিখ। সে আজ আবার অফিসে গিয়েছিলো। সেখানে বলে এসেছে সে আসলে কাজ ছাড়ে নি শুধুমাত্র কয়েক মাসের বিরতি নিয়েছিলো। সে আবার কাজ করবে। বলেই চলে এসেছে। আসলে এইসব কাজ তার অত্যন্ত বিরক্তি লাগে। বিল বাট্টা আর হিসেব তো অসহ্য এক ব্যাপার। তবে এইটা একটা চমৎকার কভার। আর এই ওয়েলিংটনের মতো একটা শহর লুকানোর জন্যে চমৎকার একটা জায়গা।

অফিসে বসে থাকার সময়টা ভাবতেও তার বিরক্তি লাগছে। কয়েকটা ঘন্টা নষ্ট। তবে ফেরার সময় সে রুনির জন্যে চমৎকার একটা উপহার নিয়ে এসেছে। একটা গোলাপি রঙের সাইকেল। বাচ্চাদের জন্যে উপযোগী ক'রে তৈরি করা। আজ রুনির জন্মদিন। বিকেলবেলা মিসি একটা পার্টিরও আয়োজন করেছে।

বাসায় ঢুকতে গিয়েই মিসির সাথে দেখা। মিসি চুপচাপ আছে দেখে সে তাকে জড়িয়ে ধরে একটা চুমু দিলো। মিসিকে সামলে রাখা এখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাকে চটানো চলবে না।

"হ্যালো হানি। আমি আবার কাজে ফেরার কথা বলে এসেছি। আর পরের সপ্তাহে কয়েকটা ভিজিটের ব্যাবস্থাও ঠিক হয়ে গেছে," গেরির কথায় মিসিকে একটু উজ্বল দেখালেও তাকে আসলে এখনো মনমরাই লাগছে। কিন্তু এই ভিজিটগুলো গেরির জন্যে খুবই দরকারি।

গেরি মিসির পিছু পিছু ডাইনিং রুমে চলে এলো। মিসি মোটামোটি গুছিয়ে ফেলেছে। পার্টির প্রস্তুতি প্রায় শেষ। দেয়ালে বড় একটা কাগজে লেখা 'হ্যাপি বার্থ-ডে রুনি'। জায়গায় জায়গায় রঙিন কাগজ লাগানো হয়েছে। মিসি এখন বেলুন ফুলিয়ে সেগুলোকে লাগাচ্ছে।

"ওয়াও। দারুণ লাগছে তো," গেরি বেশ আনন্দের সাথে বললো। "কী চমৎকার সাজিয়েছো সব। তুমি আসলেই একটা জিনিয়াস।"

গেরি আসলে মিসিকে খুশি করার চেষ্টা করছে। এইসব পার্টি ফার্টি তার কোনো কালেই ভালো লাগে না। সে ছোট থাকতে কোনোদিন তার বার্থ-ডে পার্টি হয়নি। তাই এসব পার্টির ব্যাপারে তার ঘৃনাবোধ কাজ ক'রে।

ছয়টা বেজে মেহমানরা একে একে আসতে শুরু করলো। রুনির বন্ধুরা, আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী আর মিসির কিছু বন্ধুবান্ধব। রুনি বেশ মজা করছে। গেরির এসব দেখতে ভালোই লাগছে। তবে সে হঠাৎ খুব অবাক হয়ে ভাবতে

BanglaBook.org

লাগলো এখানে তার নিজের কোনো আত্মীয়স্বজন নেই। এটা ভাবতেই হঠাৎ তার পার্টিটা তেতো লাগতে শুরু করলো।

একপাশে খাবারের টেবিলের সামনে চলে এলো। একদল বাচ্চা খাবার খাচ্ছে, কেউ ফেলছে, কেউ মুখে পুরছে, কেউ প্লেট নিয়ে টানাটানি করছে। রুনিকে বেশ সুখি দেখাচ্ছে। সে প্রত্যেকটা উপহার সাজিয়ে রাখছে একটা টেবিলে। গেরি বেশ আগ্রহের সাথে লক্ষ্য করছে বাচ্চাদের। বেশিরভাগই খেলায় ব্যস্ত আর কিছু শুধু খাওয়ায়।

হঠাৎ সে ভাবতে লাগলো এইরকম একটা জন্মদিরে পার্টিতে সবাইকে খুন করলে কেমন হয়। বিশেষ করে বাচ্চাদেরকে। *এক পার্টি ভর্তি লোকজন অথবা বাচ্চাকাচ্চা খুন!*

উফফফ! কী দারুণ আইডিয়া। খুনের ব্যাপারগুলো ভাবতেই আবার তার কাছে সবকিছু বেশ ভালো লাগতে শুরু করলো।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ৩৭

বাড়িটা দোতলা, নিচের তলা সাদা রঙ করা ইটের তৈরি, আর দোতলাটা কাঠের। ইতিমধ্যেই পুলিশের গাড়ি, জিপ আর স্টেশানওয়াগনে বাড়িটা ঘিড়ে ফেলা হয়েছে। "এইটা ওই দানবের বাড়ি হতে পারে না। খুব বেশি গোছানো আর সুন্দর লাগছে। কী যেনো ঠিক মিলছে না," স্যাম্পসন আমার দিকে তাকিয়ে বললো।

আমরা গেরি সনেজির বাড়ির ঠিকানা বের করেছি। জায়গাটা ওয়েলমিংটন, ডেলাওয়্যার। মিসেস স্কটের সাথে কথা বলার চব্বিশ ঘণ্টারও কম সময়ের ভেতরে আমরা ওয়েলমিংটনে আটলান্টিক হিটিং কোম্পানিকে ট্রেস করে গেরি সনেজির সম্ভাব্য বাড়িটা খুঁজে বার করি। তারপর উদ্ধারকারী দল নিয়ে এখানে পৌছে যাই। কিন্তু কী যেনো ঠিক মিলছে না।

বেশিরভাগ বাড়ির জানালায় আলো জ্বলতে দেখা যাচ্ছে। আমরা পৌছানোর প্রায় সাথে সাথেই একটা ডোমিনোর পিজ্জা ডেলিভারি ভ্যানও পৌছে গেছে। একটা পিচ্চি গোছের ছেলেকে দেখা গেলো চারটা পিজ্জা বক্স নিয়ে সদর দরজার দিকে এগোতে।

আমরা মোনোযোগ দিয়ে খেয়াল করছি। ভেতর থেকে পিজ্জা রেখে ছেলেটাকে বিল দেয়া হলে সে বিদায় নিলো।

আমাদের গাড়িগুলো আর লোকজন বাড়িটাকে ঘিড়ে রাখলেও সেটা এমনভাবে করা হয়েছে যেনো কেউ বুঝতে না পারে। বাড়িটা সুন্দর একটা এলাকায় মোটামোটি মানের অভিজাত একটা বাড়িই বলা চলে। তাই আমাদের অস্বস্তি কাটছে না। অবশ্য সনেজিকে ছোটো করে দেখার কোনো উপায়ও নেই। এখন পর্যন্ত প্রায় সবসময়ই সে আমাদের থেকে একধাপ এগিয়ে ছিলো। আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম।

"চলো এগোই," চিৎকার করে বললাম সাথের অফিসারদেরকে, "সবাই সাবধান, যেভাবে সবকিছু সাজানো হয়েছে সেভাবেই যেনো হয়। কোনো ভুল করার সুযোগ নেই।"

আমরা নয়জন পরিকল্পনামাফিক বাড়িটার দিকে এগিয়ে চললাম। এর ভেতরে স্পেশাল এজেন্ট রায়লি, স্করস এবং জেজিও আছে। প্রত্যেকেই সশস্ত্র এবং বুলেটপ্রুফ ভেস্ট পরে আছে। কিন্তু সবই এখন পর্যন্ত লুকানো। বাইরে থেকে দেখে বোঝার উপায় নেই।

আমি আর স্করস বাড়িটার পেছন দিকে কিচেনের দরজার দিকে এগোলাম।

BanglaBook.org

আমাদের ঠিক পেছনেই স্যাম্পসন। সে আমাদেরকে কভার করবে।

কিচেনের দরজার সামনে পৌঁছে আমি সজোরে দরজায় একটা লাথি মারলাম। ভেতরে এক মহিলা আমাদেরকে দেখে চিৎকার করে উঠলো, "আপনারা কারা? কী চান?"

"গেরি মারফি কোথায়?" চিৎকার করে জানতে চাইলাম। পিস্তলের সাথে তুলে ধরলাম আমার আইডি। "আমি অ্যালেক্স ক্রশ, পুলিশ। ম্যাগি রোজ ডানের অপহরণ কেসের তদন্ত করছি।"

"গেরি ডাইনিং রুমে," মহিলা ক্যাবিনেটের আড়ালে নিচু হয়ে বসে জবাব দিলো। "ওইদিকে," বলে সে হাত উঁচিয়ে দেখিয়ে দিলো।

আমরা তার দেখানো পথে দৌড় দিলাম। ব্যাপারটা মোটেও সুখকর কিছু না। বাড়িতে বাচ্চাদের উপস্থিতি দেখতে পাচ্ছি। ঠিক যেনো ডিজনিল্যান্ডের মতোই অবস্থা। মনে হয় এখানে কোনো পার্টি চলছে। অনেক বাচ্চাকাচ্চা আর মহিলাদের দেখতে পাচ্ছি, সেই সাথে রঙবেরঙের বেলুন আর ফিতা।

দুইদিক থেকে দুই দল আমরা ডাইনিংরুম কভার করে দাঁড়ালাম। কিন্তু গেরি সনেজি বা মারফির চিহ্নও নেই। আমি আবারো চিৎকার করে জানতে চাইলাম।

"আমার মনে হয় গেরিকে ওপরে যেতে দেখেছি," এক মহিলা ভীত স্বরে জবাব দিলো। "হচ্ছেটা কী এখানে? হায় খোদা," আরেক মহিলা চেঁচিয়ে উঠলো।

অন্য আরেকটা দরজা দিয়ে আমাদের দলের বাকিরা ভেতরে প্রবেশ করলো। আমরা ওপরে উঠতে উদ্যত হচ্ছি এক পিচ্চি চিৎকার করে বললো, "ওপরে না, আমার মনে হয় মি. মারফি নিচে সেলারের দিকে গেছেন।"

সাথে সাথে আমরা দুই দলে ভাগ হয়ে গেলাম। স্যাম্পসন বাকিদের নিয়ে ওপরে রওনা দিলো। আমি স্করস আর রায়লি চললাম নিচে সেলারের দিকে।

নিচের দুটো সেলার রুমে আমরা কাউকেই পেলাম না। সেলার থেকে বাইরে বেরুনোর একটা দরজা আছে। সেটা বাইরে থেকে বন্ধ। আমরা ওপরে উঠে এলাম।

স্যাম্পসন আর বাকিরাও ওপর থেকে নেমে এলো। "ওপরে কেউ নেই," স্যাম্পসন বেশ হতাশ সুরে বললো।

গেরি সনেজি আবারো আমাদেরকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৩৮

গেরি সনেজি জোড়কদমে কিন্তু একদম শান্তভাবে হাটছে। হাটতে হাটতে তার মুখে ছড়িয়ে পড়লো একটা সূক্ষ্ম হাসির রেখা।

আমাকে ধরবে। গাধার দল। যে-কোনো বাড়ি বা প্রতিষ্ঠানে যাবার সাথে সাথে সনেজি কাজ শুরু করার আগে তার পালানোর রাস্তা এবং পালানোর পরিকল্পনা ঠিক করে রাখে। আর এটাতো ছিলো তার নিজের বাড়ি। এই পরিকল্পনা তার আজকের না। বহুবছর ধরেই সে এভাবে চলে। যেদিন থেকে সে তার কুকীর্তি শুরু করেছে সেদিন থেকেই সে জানতো যে-কোনো সময় পুলিশ তার দরজায় কড়া নাড়তে পারে। তাই পালানোর পরিকল্পনা ঠিকই আগে থেকে সাজানো ছিলো।

একটা প্রোগ্রাম ঠিক করা মেশিন সুইচ টিপলে যেভাবে কাজ করে, পুলিশের উপস্থিতি টের পাওয়ামাত্র সেও ঠিক সেভাবেই কাজ শুরু করে দেয়। তবে তার ভাবতেও অবাক লাগছে পুলিশ তার বাড়ির ঠিকানা বের করলো কী ক'রে। এতোটা সে আশাও করে নি।

পিজ্জা বয়কে টাকা দেয়ার সময়ই ওদের অস্তিত্ব তার চোখে পড়ে যায়। সে ভেতরে এসে এতোটুকু তাড়াহুড়ো করে নি। খুব ভালোভাবে পিজ্জা টেবিলে রেখে নেমে যায় সেলারে। সেখানে ওভারকোট আর স্নো-বুট রাখাই ছিলো। সেগুলো পরে নিয়ে সেলারের দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসে বাইরে। দরজাটা বাইরে থেকে তালা মেরে দেয়। তারপর প্রতিবেশীর দেয়াল টপকে চলে আসে বাড়িটার একপাশে। পুলিশ যখন কিচেনের দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকছে ততোক্ষণে সে বেশ খানিকটা দূরে চলে এসেছে।

সে একবার ভেবেছিলো পুলিশের মুখোমুখি হয়ে দারুণ একটা ফাইট দেয়। ঠিক যেমনটা লিন্ডবার্গ কেসে ব্রুনো হ্যাম্পটন করেছিলো। কিন্তু পরে বাতিল করে দেয়। তার এখনো অনেক কিছু করতে বাকি। কিন্তু একটা ব্যাপার মিলছে না। এই প্রথমবারের মতো পুলিশ তার এতোটা কাছাকাছি চলে এসেছিলো। এই প্রথমবারের মতো সে নিজের ভেতরে ভয়ের অস্তিত্ব টের পাচ্ছে।

গেরির নিজের কাছেও ব্যাপারটা অস্বাভাবিক লাগছে। এই প্রথমবারের মতো তার কাছে মনে হচ্ছে সবকিছু তার পরিকল্পনামাফিক নাও হতে পারে। বাড়ি থেকে পালিয়ে একটার পর একটা বাড়ির উঠোন পেরিয়ে সেন্ট্রাল এভিন্যুতে এসে পৌছালো সে। এখানে এসে সে ঢুকে পড়লো পার্কের বড় বড় গাছপালাগুলোর ভেতরে। সেখান দিয়ে জোরো জোরে হেটে স্টেশানে পৌছাতে হবে তাকে।

BanglaBook.org

তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো পিস্তল হাতে বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট পরা এফবিআই এজেন্টদের চেহারা। সে দৌড়াতে লাগলো। ক্লান্ত হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে দেখলো প্রায় স্টেশানে পৌছে গেছে। এখানে তার একটা গাড়ি রাখা থাকে। আর স্টেশানের একটা লকারে আছে প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস।

সে ওয়াশিংটন পৌছাতে ট্রেন ব্যবহার করারই সিদ্ধান্ত নিলো। লকার থেকে জিনিসপত্রগুলো বের করে তার সাহস আর আত্মবিশ্বাস আবার বেড়ে গেলো। সে সন অব লিন্ডবার্গ, তাকে কেউ ঠেকাতে পারবে না। আবার তাকে ওয়াশিংটনে পৌছাতে হবে। তার পরিকল্পনার অনেক কিছু এখনো দেখানো বাকি, খেলা সবে শুরু হয়েছে। আরো অনেক মজা বাকি আরো অনেক আনন্দ বাকি।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ৩৯

রাত এগারোটার বেশি বেজে গেলেও আমি আর স্যাম্পসন এখনো গেরি মারফির বাড়িতেই আছি। বাড়ির বাইরে লাগানো হলুদ মার্কিঙের চারপাশে সাংবাদিক আর উৎসাহী শহরবাসীরা ভিড় ক'রে আছে। এইরকম একটা ছোট্ট শহরে এই ধরণের ঘটনা সচরাচর ঘটে না এবং এই শহরবাসীদের জন্য এইরকম উত্তেজনাকর রাত খুব কমই এসেছে। শহরের ভেতরে এবং বাইরে সমস্ত পুলিশ ফোর্সকে গেরির ছবি সহ সাবধান করে দেয়া হয়েছে। তবে তাতে কতোটুকু কাজ হবে আমার সন্দেহ আছে।

আমি এখনো ভাবছি গেরি মরফি পালালো কিভাবে? আমার ধারণা সে যেভাবে পালিয়েছে এই পালানোর পরিকল্পনা তার বহু আগে থেকেই সাজানো। সে কোনো না কোনোভাবে পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে সাথে সাথে তার পরিকল্পনামাফিক পলিয়ে যায়।

আমি আর স্যাম্পসন মিলে মিসি মারফিকে প্রায় এক ঘন্টারও বেশি সময় ধরে জেরা করেছি। এই প্রথমবারের মতো আমরা সনেজি অথবা মারফির ব্যাপারে বিস্তারিত এবং সত্যিকারের কিছু তথ্য জানতে পারছি।

মিসি মারফি চমৎকার একজন মহিলা। সামান্য মোটা কিন্তু ভদ্রমহিলা দেখতে সুন্দরি, নেভি ব্লু স্কার্ট আর সাদা ব্লাউজে তাকে মানিয়েছেও বেশ। কিন্তু এই মুহূর্তে তার চেয়ে বেশি দুঃখী মহিলা মনে হয় এই পৃথিবীতে নেই।

"আপনারা হয়তো বিশ্বাস করবেন না কিন্তু আমি জানি। আমি ওকে চিনি ও অপহরণকারী না," মহিলা ছলছল চোখে আমাদেরেকে বললো।

আমরা মহিলার সাথে তার কিচেন টেবিলে বসে কথা বলছি। দেয়ালে নানা ধরণের পারিবারিক ছবি ঝোলানো। আমার চোখ চলে গেলো সাঁতারের পোশাক পরা মারফির একটা ছবির দিকে, সাথে তার বাচ্চা। এখানে মারফিকে আর দশটা সাধারণ আমেরিকান বাবার মতোই মনে হচ্ছে।

"মারফির পক্ষে কাউকে মারা সম্ভব না," মিসেস মারফি আমাদেরকে বলছেন। "সে এমনকি রুনিকেও শাসন করতে পারে না।"

দারুণ। আমি মনে মনে ভাবলাম। এটা সাইকোলজিক্যাল থিওরির সাথে মিলে যায়। সাইকোলজির থিওরিতে দেখা গেছে বেশিরভাগ সাইকোপ্যাথ তাদের সন্তানদেরকে শাসন করতে পারে না।

"সে কি কখনো আপনাকে বলেছে কেন সে তার মেয়েকে শাসন করতে পারে না?" আমি জানতে চাইলাম।

BanglaBook.org

"গেরির নিজের শৈশব খুব একটা সুখকর ছিলো না। তাই সে সবসময় রুনির জন্যে সেরাটাই চায়। ও খুবই ভালো একজন ছাত্র ছিলো। চাইলেই সে খুব সহজেই অংকশাস্ত্র নিয়ে পিএইচডি করতে পারতো।"

"গেরি কি এই ওয়েলমিংটনেই বেড়ে উঠেছে?" স্যাম্পসন জানতে চাইলো। তার গলার স্বর খুব নরম, যেনো মহিলাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে।

"না, গেরি নিউ জার্সির প্রিন্সটনে বেড়ে উঠেছে। সেখানেই সে উনিশ বছর বয়স পর্যন্ত ছিলো।"

স্যাম্পসন নোট নিতে নিতে আমার দিকে ফিরে তাকালো। প্রিন্সটন জায়গাটা হপওয়েলের খুব কাছেই। ওখানেই ১৯৩০ সালে লিন্ডবার্গ কিডন্যাপিঙের ঘটনাটা ঘটেছিলো। সনেজি তার মুক্তিপনের টাকার নোটে এই নামটাই লিখেছিলো। 'সন অব লিন্ডবার্গ'। আমরা এখনো জানি না এর কারণ কি। "তার পরিবার কি এখনো প্রিন্সটনেই বাস করে?" আমি মিসেস মারফির কাছে জানতে চাইলাম। "আমরা কি ওখানে তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারবো?"

"তার পরিবারে এখন আর কেউ নেই। গেরি যখন স্কুলে পড়ে তখন একটা আগুনের ঘটনায় তার মা আর সৎভাইবোন মারা যায়।"

মিসি মারফি যা বলছে আমি তার ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছি। পরিবার। আরেকটা পরিবারের ধ্বংস। গেরি আসলে কী চায়। পরিবার ধ্বংস করতে? নাকি অন্য কিছু? তাহলে সে নিজের পরিবারের কোনো ক্ষতি কেন করে নি? নাকি এই ভাবনাও তার মাথায় আসে। "আচ্ছা, মি. মারফির পরিবারের কারো সাথে আপনার কখনো দেখা হয়েছে?"

"না, ওর সাথে যখন আমার দেখা হয় তখন সবাই মারা গেছে। আমাদের প্রথম দেখা হয় সিনিয়র কলেজে।"

"আচ্ছা আপনার স্বামী তার কলেজ জীবনের অথবা স্কুল জীবনের কথা আপনাব সাথে আলাপ করতো?"

"খুব বেশি না। সে কথা খুব কম বলে। তবে একটা কথা সে মাঝে মাঝে বলতো, সে নাকি লোকালয় থেকে দূরে থাকতো। তাদের সবচেয়ে কাছের প্রতিবেশিটাও তাদের বাড়ি থেকে কয়েক মাইল দূরে ছিলো। গেরির স্কুলেও তেমন একটা বন্ধু বান্ধব ছিলো না। সে নাকি খুব লাজুক ছিলো।"

"তার ভাই-বোনের ব্যাপারটা?"

"আসলে তারা ছিলো তার সৎভাই-বোন এবং সেটা গেরির জন্যে বাজে একটা স্মৃতি ছিলো। ওরা তার সাথে মোটেই ভালো ব্যবহার করতো না।"

"সে কি কখনো 'লিন্ডবার্গ কিডন্যাপিঙের' কথা বলেছে? বা অন্য কোনো অপহরণের কথা? কিংবা এরকম কোনো বই তাকে পড়তে দেখেছেন?" স্যাম্পসন এবার তার পেশাদারি প্রশ্ন করছে।

BanglaBook.org

"না, আমি তেমন কিছু দেখি নি, তবে সেলারে ওর অনেক বই আছে। চাইলে আপনারা দেখতে পারেন।"

"হ্যা, অবশ্যই," স্যাম্পসনের জবাব।

আমারও মনে হচ্ছে ওখান থেকে কিছু একটা বেরুতে পারে।

"তার আসল মা কি বেঁচে আছে?"

"আমি জানি না। গেরি কখনো তার ব্যাপারে কিছু বলে নি।"

"আর তার সৎমা?"

"গেরি তাকে মোটেও পছন্দ করতো না। বরং সে তার নিজের ছেলেমেয়েদেরকে অনেক বেশি প্রাধান্য দিতো। গেরি তাব সৎমাকে খুব বাজে একটা নামে ডাকতো, 'ব্যাবিলনের বেশ্যা'। এর পেছনে কারণ যতোটুকু আমার মনে পড়ে, ওই মহিলার বাড়ি ছিলো ওয়েস্ট ব্যাবিলনে, জায়গাটা সম্ভবত লং আইল্যান্ডের কোনোখানে।"

আমি মিসি মারফির কথা থেকে কিছু জিনিস বের করার চেষ্টা করছি। তবে প্রশ্ন হলো গেরি তার স্ত্রীকে কতোটা সত্য বলেছে। "আচ্ছা মিসেস মারফি, আপনার স্বামী এখন কোথায় যেতে পারে আপনার কোনো ধারণা আছে?"

"জানি না। সে মাঝে মাঝে খুব ভয় পেতো। কেন ভয় পেতো আমি জানিনা। আমি ভাবতাম হয়তো সে তার কাজকে ভয় পায় কিংবা তার বস মানে আমার ভাইকে ভয় পায়। এইরকমটা ভাবার কারণ ছিলো। সে তার কাজকে খুব একটা পছন্দ করতো না। কে জানে হয়তো সে তাব বাড়িতে যেতে পারে।"

একজন এফবিআই এজেন্ট মারকাস কনর রান্নাঘরের দরজায় উঁকি দিলো। "সরি, আমি একমিনিট একটু বিরক্ত করবো। মিসেস মারফি এক মিনিটের জন্যে আসতে পারবেন, প্লিজ।" কনর আমাদের সবাইকে নিয়ে বাড়ির বেইজমেন্টে চলে এলো। সেখানে নেমে দেখি আরো কয়েকজন এফবিআই এজেন্ট আগে থেকেই অপেক্ষা করছে।

আমরা নামতেই একজন এজেন্ট হাত উঁচু করে একটা প্যাকেট দেখালো। সেটাতে ম্যাগি রোজ ডানের কিছু কাপড়। অপহৃত হবার দিন সে এগুলো পরে ছিলো। এজেন্ট স্করস আমাকে প্রশ্ন করলো, "কী মনে হয়, অ্যালেক্স?"

আমি খেয়াল করেছি সে যখন কিছু বুঝতে না পারে এই প্রশ্নটা সবসময় আমাকে জিজ্ঞেস করে।

"তিভিয়ান কিমের বাসায় ম্যাগির জুতোটা পাবার পর যা মনে হয়েছিলো আমাব এখনো তাই মনে হচ্ছে," আমি আস্তে আস্তে বললাম। সবাই আমার দিকে তাকিয়ে আছে। "সনেজি ইচ্ছে করে এগুলো এখানে ফেলে গেছে। যেমনটা সে কিমের বাড়িতে করেছিলো। সে আমাদের সাথে খেলতে চাইছে।"

BanglaBook.org

অধ্যায় ৪০

ওয়েলমিংটনের পুরনো অংশে সুন্দর একটা হোটেলে উঠলাম আমি আর স্যাম্পসন। হোটেলটা ছোট হলেও সুন্দর আর বেশ সাজানো-গোছানো। একপাশে ছোট একটা বার আর লাগোয়া রোস্তোরাঁও আছে। আমরা হোটেলে উঠেই খানিকটা ড্রিঙ্ক করার সিদ্ধান্ত নিলাম। ভেবেছিলাম আমরা একাই থাকবো কিন্তু অবাক হয়ে খেয়াল করলাম জেজি স্করসসহ অনেকেই আমাদের সাথে যোগ দিলো। সনেজিকে এবারো হারিয়ে ফেলার পর আমরা সবাই কমবেশি হতাশ আর ক্লান্ত। অল্প সময়েই বেশ ভালো রকমের পান করা হয়ে গেলো। শুধু আমরা না, পুরো টিমের সবাই দেখলাম দেদারসে গিলছে। পান করার পর পরিবেশের ভারি ভাবটা হঠাৎ কেটে যেতে লাগলো। আমি একাই চুপচাপ পান করছি। স্যাম্পসন জেজির সাথে গল্প করছে, তারও ধারণা জেজি বেশ ভালো একজন অফিসার। অন্যান্য অফিসারেরা কেউ জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছে আর পান করছে, অনেকেই পোকার খেলতে বসে গেছে। বেশ ভালো একটা সময় কাটিয়ে আমরা হোটেল রুমে ফিরে এলাম।

জেব কেপলার, জেজি আর আমি একসাথে সিঁড়ি বেয়ে উঠছি। জেবের রুম দোতালায় সে আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিতে নিতে হাসতে হাসতে বললো, "আমি রুমে গিয়ে হালকা কিছু পর্নো দেখবো। এই ধরণের মানসিক চাপের পর আমার কাছে এগুলো দেখলে বেশ হালকা লাগে। হা-হা-হা।"

"ওকে বাই," জেজির মুখে হালকা হাসি খেলে গেলো। "তুমি থাকো আমরা যাই।"

আমি আর জেজি ধীরে ধীরে ওপরে উঠছি। ওয়াশিংটন থেকে আসার কারণেই হোক আব মাতাল থাকার জন্যেই হোক ওয়েলমিংটন শহরটা আমাদের কাছে অস্বাভাবিক শান্ত লাগছে। বাইরে হালকা দুয়েকটা গাড়ির শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই।

"কী মনে হয়, অ্যালেক্স?" হঠাৎ জেজি প্রশ্ন করলো।

আমি ওর প্রশ্নটা ধরতে পারি নি, "কী বললে?"

"কেসটার ব্যাপারে? তোমার এখন কী মনে হচ্ছে?"

"গেরি সনেজি বা মারফি তাব নাম যেটাই বলি না কেন, লোকটার কয়েকটা রূপ আছে। এরমধ্য আমরা এখন পর্যন্ত দুটো দেখেছি আরো কিছু দেখার বাকি আছে। জেজি," বলে আমি ওর দিকে ঘুরে তাকালাম। "আমার রুমে যেতে ইচ্ছে করছে না। তুমি যাও। আমি আরেকটু সময় বাইরে কাটাবো।"

BanglaBook.org

"আমারও ইচ্ছে করছে না," জেজির বলার ভঙ্গিটা অনেকটা বাচ্চা মেয়েদের মতো।

আমি গভীরভাবে তার চোখের দিকে তাকালাম। সেও তাকিয়ে আছে। দুজনেই চুপ, সম্ভবত বলার মতো কিছু পাচ্ছি না। শুরুটা কী আমি করলাম না সে ঠিক বুঝতে পারলাম না। হঠাৎ দুজনেই দুজনকে আবিষ্কার করলাম পরস্পরের বাহু বন্ধনের ভেতরে। পরস্পরের ঠোঁট একে অপরের ঠোঁটে বন্দি। চুমু খেতে খেতেই আমরা জেজির রুমে ঢুকে গেলাম।

এখনো আমরা একে অপরকে জড়িয়ে ধরে আছি। আমি ফিসফিস করে বললাম, "জেজি, তুমি এতো সুন্দর!"

"তুমিও অ্যালেক্স," সে গভীরভাবে আমাকে চুমু খেতে ব্যস্ত।

"হুমমম...তা তো বটেই, শিমপাঞ্জির মতো,"

জেজি হেসে ফেললো। পরমুহূর্তে বেশ সিরিয়াস হয়ে বললো, "না, অ্যালেক্স তুমি সত্যিই সুন্দর। অনেকটা মোহাম্মদ আলীর মতো দেখতে তুমি।"

"হ্যা, আলীর মতোই, তবে কয়েক রাউন্ড বক্সিং খেলার পর তার চেহারা যেমন হয় তেমন।"

জেজি আবারো হেসে ফেললো।

পরদিন সকালে আমরা পরস্পরকে আবিষ্কার করলাম আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায়। জেজি বাচ্চা মেয়েদের মতো ঘুমাচ্ছে। আমি গতরাতের ব্যাপারটা নিয়ে ভাববার চেষ্টা করলাম। আমরা উভয়েই কাল রাতে বেশ ভালো মাত্রায় মাতাল ছিলাম, তবে এতোটা না। আসলে কাল রাতে দুজনেই ছিলাম নিঃসঙ্গ। আর ব্যর্থ অপারেশানটার পর আসলে আমরা উভয়েই পরস্পরের সাহচার্য দারুণভাবে কামনা করছিলাম।

আমি শুয়ে শুয়ে জেজিকে দেখছি। কী দারুণ একটা মেয়ে, দেখতে সুন্দর আর বেশ মেধাবিও। তবে মেয়েটার ভেতরে কী যেনো একটা আছে। আমি এখনো ধরতে পারছি না। কালরাতে ওকে খুব কাছ থেকে দেখেছি। ওর চোখের কোণে কোথায় যেনো একটু দুঃখ আর ভয় নজরে এসেছে আমার। হয়তো বা সনেজি কেসের ব্যর্থতাই এর কারণ, হয়তোবা নিজের এই সম্মানজনক অবস্থা থেকে পতনের ভীতি কাজ করছে ওর ভেতরে। কিংবা কে জানে।

আমি সাবধানে ওর ঘুম না ভাঙিয়ে উঠে পড়লাম। এখনো খুব বেশি সকাল হয় নি। সবাই জেগে ওঠার আগেই চলে এলাম নিজের রুমে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৪১

সময়টা বেশ সকাল। ভার্জিনিয়ার রেস্টন শহরের একটা মোটেলের বারান্দা দিয়ে হাটতে হাটতে গেরি নিজেকে একটা স্লাইডিং দরজার কাঁচে দেখে নিলো।

নতুন পরিচয়ধারী গেরির প্রতিবিম্ব থেকে তার দিকে তাকিয়ে আছে। নতুন ধরণের এলোমেলো কালো চুল আর লালচে টাইপের দাড়িতে তাকে দেখে মিসিও এখন চিনতে পারবে না।

গাড়িতে উঠতে উঠতে গেরি খুব অবাক হয়ে ভাবতে লাগলো সে জীবনের এই অংশটাকেই বেশি ভালোবাসে, তার জীবনটাকে নয়। এই পরিচয় বদলানো, পালিয়ে বেড়ানো, চোর-পুলিশ খেলা এইটাকেই এখন তার নিজের জীবন বলে মনে হয়। জীবনটাকে আর জীবন মনে হয় না। স্টেশানের লকার থেকে সবকিছু নিয়েই সে পরিচয় বদলে ফেলে। এইসব কিছু, নতুন ছদ্মবেশ পরিচয়পত্র ড্রাইভিং লাইসেন্স সবই আগে থেকে ঠিক ছিলো। এমনকি এই ধরণের আরো কিছু পরিচয় এখনো ঠিক করা আছে তার। বিভিন্ন ব্যাঙ্কের আর স্টেশানের লকারে সেগুলো রাখা আছে বিভিন্ন অবস্থানে। প্রয়োজন পড়লেই সে ওগুলোকে ব্যবহার করতে পারবে।

গেরি মনে মনে হাসছে পুরো আমেরিকার পুলিশ আর এফবিআই এখন তাকে খুঁজছে। অথচ কোনোদিনই তাকে পাবে না। ওদের নাকের ডগা দিয়ে সে ঘুড়ে বেড়াবে। এই পরিচয় ফাঁস হয়ে গেলে এইরকম আরো আছে। গেরি এইমুহূর্তে জীবনের সর্বোচ্চ আত্মবিশ্বাসে আছে। এবার সে তার আসল খেলা দেখাবে।

সে এই দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং পয়সাওয়ালা দুজন মানুষের সন্তানকে সে অপহরণ করেছে এবং তাদের মধ্যে একজন মারা গেছে। বাকিটার কী অবস্থা সে এই মুহূর্তে ভাবতেও চাইছে না।

সকালের অন্ধকার হঠাৎ ফিকে হতে শুরু করলো। গেরি গাড়ি ছেড়ে দিলো এবার তার গন্তব্য জন্সটাউন, পেনসেলভেনিয়া।

সে জন্সটাউনে পৌছে সেভেন-ইলেভেনে থামলো। একটু আড়মোড়া ভাঙা দরকার, শরীরটা একদম জমে গেছে। সে আরেকবার নিজেকে গাড়ির ভিউ মিররে দেখে নিলো। সাধারণ একজন শ্রমিক গোছের লোককে আয়না থেকে তাকিয়ে থাকতে দেখে সে সন্তুষ্ট বোধ করলো। মনে মনে ভাবলো, *আরেকজন গেরি*। সম্পূর্ণ অন্য একজন। তাকে এখন পুরোদস্তুর একজন শ্রমিকের আচরণ করতে হবে।

BanglaBook.org

সকালের নাস্তা করে কড়া একটা কফি নিয়ে সে সকালের কাগজের খোঁজ করলো। মরাধরা টাইপের এক মহিলা ক্লার্ক জানালো সকালের কাগজ এখনো পৌছায় নি। গেরি তার দিকে তাকিয়ে একবার ভাবলো এই মহিলার নাকটা এক ঘুষিতে সমান করে দিতে কেমন লাগবে? ভেবে নিজেই মনে মনে আনন্দ পেলো। তারপরেই ভাবলো একে খুন করতে গেলে কিভাবে মহিলা বাঁচার জন্যে আকুতি করবে। না, একে মেরে মজা পাওয়া যাবে না। আর নতুন পরিচয়টাকে এতো দ্রুত ভাঙার কোনো মানে হয় না। এটা নিয়ে তার বড় পরিকল্পনা আছে এবং সেটা আজকেই।

মহিলা জানতেই পারলো না সে মৃত্যুর কতোটা কাছে চলে এসেছিলো। গেরি বিল দিয়ে বিদায় জানালো। মহিলা হেসে বললো, "খোদা হাফেজ, আবার আসবেন।"

গেরি দাঁত কেলিয়ে বললো, "প্রার্থনা করবেন যেনো আসতে না হয়, হা-হা।"

২২ নম্বর রাস্তা ধরে এগোতে এগোতে হঠাৎ কোনো কারণ ছাড়াই গেরির মেজাজ খারাপ হয়ে গেলো। সবাই তাকে অবহেলা করছে, তার মতো একজন মানুষের যে ধরণের সম্মান আর আচরণ পওয়া উচিত সে পাচ্ছে না। বেশ বেলা পর্যন্ত সে এদিকে সেদিক গাড়ি ছোটালো তারপর বেশ ক্ষুধা লাগায় একটা ম্যাকডোনাল্ডের সামনে এসে গাড়ি থামালো।

দুপুরের সময় বেশ ভিড়, বাচ্চা-কাচ্চা থেকে শুরু করে বুড়ো পর্যন্ত সবাই খেতে এসেছে। লাইন দিয়ে লোকে খাবার কিনছে।

এইফবিআই'য়ের ওই গাধাগুলো কী ভাবছে? ওরা আমাকে থামাতে পারবে? গাধার দল, এগুলোকে একটা শক্তশিক্ষা দেয়ার সময় চলে এসেছে। এই ম্যাকডোনাল্ডে সে লাঞ্চও করবে সম্ভব হলে পরিকল্পনাও কাজে লাগাবে।

গেরি খবার অর্ডার করে অপেক্ষা করতে লাগলো। রেস্তোরাঁটার একপাশে রোনাল্ড ম্যাকডোনাল্ডের বিরাট একটা মূর্তি। *মি. রোনাল্ড মিট মি. গেরি*, সে মনে মনে বললো। এইসব বিখ্যাত মানুষের থেকেও একদিন সে বেশি বিখ্যাত হবে। তার মধ্যে যে আগুন আছে সেরকম কারো ভেতরে নেই। সে সবার সেরা।

খাবার তৈরি হতে গেরি বসার জায়গার অভাবে দাঁড়িয়েই খেয়ে নিলো। কফি নিয়ে বিল পরিশোধ করে সে বেরিয়ে আসছে হঠাৎ কেমনজানি লাগতে লাগলো। সময় উপস্থিত। শরীরের সব রক্ত যেনো মুখে উঠে আসছে মনে হচ্ছে।

"হেই মিস্টার, আপনি ঠিক আছেন?" পাশ থেকে একজন জিজ্ঞেস করলো।

সে জবাব দেয়ারও প্রয়োজন অনুভব করলো না। বিশেষ লোকদেরকে সবাই এভাবেই প্রশ্ন করে। যেমন রবার্ট ডি নিরো যদি এখানে থাকতো তাকেও নিশ্চয় লোকজন নানা ধরণের প্রশ্ন করতো। সে কি সবার উত্তর দিতো? অবশ্যই না।

BanglaBook.org

তবে সে ডি নিরোর চেয়েও ভালো অভিনেতা। ডি নিরো, পাচিনো, হফম্যান সবার চেয়ে সেরা। ওরা কি পারবে তার মতো এরকম বাস্তব জীবনে অভিনয় করতে? পারবে না। অবশ্যই না। তার মতো কেউ নেই।

ভাবতে ভাবতেই সে কারো তোয়াক্কা না করে ভিড়ের ভেতর দিয়ে একে তাকে ধাক্কা মারতে মারতে এগোতে লাগলো।

"হেই মিস্টার, সাবধানে হাটুন," টেকোমোতো মোটা এক লোক তার ধাক্কা খেয়ে বললো।

গেরি ঘুরে দাঁড়িয়ে সোজা তার দিকে তাকিয়ে বললো, "তুই সাবধানে হাট মোটকু। আমি যদি তোর একটা চোখে গুলি করি তবে তোর কেমন লাগবে?"

হতভম্ভ লোকটাকে পাশ কাটিয়ে সে সামনে এগোল। কয়েকজন অবাক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে। সে সবাইকে ঠান্ডা করে দিতে পারে, সে সবার সেরা। বারবার এই কথাটাই ভাবতে লাগলো সে।

সদর দরজার কাছে পৌছে সে এক ধাক্কায় দরজাটা বন্ধ করে দিলো। বের হতে থাকা কয়েকজন খদ্দের বিরক্ত চোখে তার দিকে ফিরে তাকালো। সনেজি ঘুরে দাঁড়িয়ে জ্যাকেটের পকেট থেকে একটা নাকবোঁচা পিস্তল বের করে আনলো। সময় উপস্থিত, সময় এসে গেছে আমেরিকাকে জাগাবার।

সনেজি পিস্তলটা বের করে ওপরে একটা গুলি করলো। গুলির শব্দে ব্যস্ত জায়গাটার অবস্থা হলো দেখার মতো। কয়েকজন বুঝতেই পারে নি কী ঘটেছে। কয়েকজন গুলির শব্দের সাথে সাথেই মাটিতে ঝাঁপ দিয়েছে। আর বাকিরা স্রেফ থেমে গেছে।

"হ্যালো, আপনারা সবাই কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন?" আমি আমি বলছি। সময় এসে গেছে আপনাদের সবার জেগে উঠার। হ্যা-ল্লো সবাই।" বলে সে মি. রোনাল্ড ম্যাকডোনাল্ডের মূর্তিটার মাথা উড়িয়ে দিলো। লোকজন ভয়ে চিৎকার করে উঠলো। এক নিগ্রো মহিলা সনেজিকে পাশ কাটিয়ে দৌড় দিলো এ সময়। সনেজি পিস্তলের বাট দিয়ে তার কানের পাশে বাড়ি মারলো।

"সাবধান, সবাই সাবধান। আমি গেরি সনেজি, গেরি মারফি। আমি সেই লোক যে পুরো আমেরিকার ঘুম ভাঙাবে। আপনারা কি কফির গন্ধ পাচ্ছেন?" বলে সে আরেকবার সবার দিকে তাকালো।

"আমি গেরি সনেজি ইতিহাস সৃষ্টি করতে যাচ্ছি। আমি পুরো ম্যাডোনাল্ডকে অপহরণ করছি। ইতিহাসের সবচেয়ে বড় অপহরণ। আপনারা ইতিহাসের স্বাক্ষী হতে চলেছেন।"

BanglaBook.org

অধ্যায় ৪২

ডিউটি পুলিশ মিক ফেসকো এবং ববি হ্যাটফিল্ড ম্যাকডোনাল্ডের কাছেই ছিলো। ম্যাকডোনাল্ডের ভেতরে যখন গুলি হলো তারা তখন পাশেই দাঁড়িয়ে। *ব্যাপার কি? ম্যাকডোনাল্ডে গুলির শব্দ তাও এই লাঞ্চ টাইমে। আবাক ব্যাপার তো!*

ফেসকো পাতলা লম্বা, চুয়াল্লিশ বছর বয়স্ক অভিজ্ঞ এক অফিসার। হ্যাটফিল্ড তার চেয় প্রায় বিশ বছরের ছোট। সে মাত্র একবছর আগে ফোর্সে যোগ দিয়েছে। বয়সের ব্যাপক ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও দু'জনের সম্পর্ক খুবই চমৎকার।

"হলি-শিট!" গুলির শব্দটা শোনামাত্র হ্যাটফিল্ড চিৎকার করে উঠলো। সে টার্গেট রেঞ্জ বাদে খোলা ময়দানে কোনো গুলি করা তো দূরে থাক শব্দ পর্যন্ত শোনে নি। তবে অভিজ্ঞতার কারণেই হোক আর স্বাভাবিক রিফ্ল্যাক্সের বশেই, ফেসকো প্রায় সাথে সাথেই পরিস্থিতি বুঝে ফেললো।

"ববি, আমার কেথা শোনো।"

"হ্যা, শুনছি," দুজনে ওয়াকিটকিতে কথা বলছে।

"তুমি ওই এক্সিট পয়েন্টের দিকে এগোও," দুজনে খানিকটা ব্যবধানে দাঁড়িয়ে টকিতে কথা বলছে। ফেসকো ববিকে ক্যাশ রেজিস্টারের দিকে অবস্থিত এক্সিট পয়েন্টের দিকে ইশারা করে দেখালো। "আমি এইদিক দিয়ে এগোচ্ছি, তুমি জায়গামতো পৌছে আমার জন্যে অপেক্ষা করবে।"

"আর যদি তাকে বাগে পাও স্রেফ গুলি করে দিবে। কোনো ঝুঁকি নেবে না।"

ববি মাথা ঝাঁকালো, "ঠিক আছে। বুঝতে পেরেছি।"

কথা শেষ ক'রে মিক ফেসকো ম্যাকডোনাল্ডের একপাশে দৌড় দিলো। সে যথাসম্ভব দেয়ালের পাশ ঘেঁষে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। তার বেশ খারাপ লাগছে। কারণ সে সঠিকভাবে বুঝতে পারছে না আসলে কী করা উচিত।

মিক ফেসকো ডোনাল্ডের দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো। ভেতর থেকে উত্তেজিত চিৎকার শব্দ শোনা যাচ্ছে।

ভেতর থেকে শুধুমাত্র একজন লোকের গলা ভেসে আসছে। মিকের কাছে সেটা খানিকটা হাস্যকর লাগলো। কারণ গলাটা বেশ বাচ্চা-বাচ্চা ধরণের। 'আমি গেরি সনেজি ইতিহাস সৃষ্টি করতে যাচ্ছি। আমি পুরো ম্যাডোনাল্ডকে অপহরণ করছি। ইতিহাসের সবচেয়ে বড় অপহরণ। আপনারা ইতিহাসের স্বাক্ষী হতে চলেছেন।'

সর্বনাশ, এটা আদৌ সম্ভব? অপহরণকারী সনেজি এই উইকিন্সবার্গে? সে

BanglaBook.org

ঠিক শুনলো তো। যাই হোক সে যেই হোক পুরো ম্যাকডোনাল্ডকে জিম্মি করেছে। মিক খুব সাবধানে ভেতরে উঁকি দিলো। একজনকে গুলি করা হয়েছে ব'লে মনে হচ্ছে। কারণ মাটিতে পড়ে থাকা মানুষটা নড়ছে না।

ফেসকো আরেকটা গুলির শব্দ শুনলো। ভেতরে আতঙ্কিত চিৎকারের ঝড় বয়ে যাচ্ছে।

"আপনার কিছু করা উচিত।" তার কাছেই দেয়ালের ওপাশে দাঁড়িয়ে থাকা একজন লোক ফিসফিস করার ভঙ্গিতে তাকে বলতে লাগলো।

এরকম উত্তেজনাকর একটা পরিস্থিতিতেও তাব মেজাজ খারপ হলো। *আরে ব্যাটা তোর বলা লাগবে আমার কিছু একটা করা উচিত? আমি নিজেই বুঝতে পারছি না! বানচোত।* লোকজনের এই এক সমস্যা সুযোগ পেলেই পুলিশকে উপদেশ দেয়া শুরু করে। মিক জোরে একটা লম্বা নিঃশ্বাস নিয়ে নিজেকে শান্ত করলো। তারপর ধীরে ধীরে স্লাইড গ্লাস টেনে উদ্যত পিস্তল হাতে ভেতরে প্রবেশ করলো।

ঢুকেই বুঝলো ভুল হয়ে গেছে। ভেতরের পিস্তল হাতে লোকটা সোজা তাব দিকেই তাকিয়ে আছে। যেনো এরকম কিছু একটাই সে প্রত্যাশা করছিলো।

গেরি সনেজির পিস্তল তাক করাই ছিলো। ডিউটি পুলিশ তারটা তাক করতে যাচ্ছে হাসি হাসি মুখে বললো সনেজি, "বুম্!" আর তার পিস্তল থেকে গুলি বেরিয়ে গেলো।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ৪৩

আমাদের ভেতরে কেউই এরকম কিছু আশা করে নি। গাড়িটা হাইওয়ে ২২ ধরে পূর্ণ গতিতে ছুটে চলেছে।

গেরি সনেজিকে আমাদের দক্ষিণ এলাকায় দেখা গেছে। আমরা ওয়েলমিংটনে আমাদের কাজ গুছিয়ে নিয়ে ফেরা প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। হঠাৎ রেডিওতে একটা ইমার্জেন্সি খবর আসে। 'গেরি সনেজি নামে এক লোক উইকিন্সবার্গের এক ম্যাকডোনাল্ডের দোকানে দুজনকে গুলি করেছে এবং ওখানে সে কমপক্ষে ষাটজন লোককে জিম্মি করে রেখেছে।'

আমরা জায়গামতো পৌছে পুরো ঘটনা শুনে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেলাম। "এই লোকটা সবসময় জনাকীর্ণ জায়গা বেছে নেয় কেন? নাকি এবার সে সুইসাইড করতে চাচ্ছে?" জেজি অবাক হয়ে জানতে চাইলো।

"এর কোনো কাজেই আমি আর অবাক হবো না। তবে ম্যাকডোনাল্ডের ব্যাপারটা তার প্রক্রিয়ার ভেতরেই পড়ে। এই জায়গার ভিড়টাকে সে কাজে লাগাতে চেয়েছে। বলে আমি রাস্তার উল্টোদিকের ভবনটার ছাদে তাকালাম। ওখানে পুলিশ আর স্পেশাল ফোর্সের স্নাইপার অবস্থান নিয়ে আছে।

"তোমাদের কারো দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার ম্যাকডোনাল্ড ম্যাসাকারের কথা মনে আছে?" আমি সন্তর্পনে জানতে চাইলাম।

"ওই ঘটনার কথা বলো না। এমনকি মজা করেও না। আমি ওইরকম কিছু এখানে চাই না," জেজির গলায় স্পষ্ট ভয়।

"আমি বলছি এবং বেশ বাস্তবসম্মতভাবেই বলছি," আমার ধারণা এখানেও সনেজি ওই ধরণের কিছু একটাই ঘটাতে চাচ্ছে। আমরা দ্রুতগতিতে ম্যাকডোনাল্ডের দিকে এগোলাম। এতোকিছুর পর সনেজি গুলিতে মারা যাক বা আরেক দফা গণহত্যা ঘটাক সেটা আমি চাই না।

আমাদের গমন পথের দিকে বেশ কয়েকটা ক্যামেরা ধাবিত হলো। ইতিমধ্যে রিপোর্টাররাও এসে গেছে। চারিদিকে সাজ সাজ রব। আমার গা ভয়ে শিউরে উঠলো। ক্যালিফোর্নিয়ার ম্যাকডোনাল্ড ম্যাসাকারেও ঠিক এমনটিই হয়েছিলো। জেমস হুবার্টি নামে এক লোক ম্যাকডোনাল্ডের ভেতরে টিভি ক্যামেরার সামনে একুশ জনকে গুলি ক'রে মারে। সনেজিও কি ওরকম কিছু একটা ঘটাতে চাইছে নাকি?

আমরা এগোতেই এক এফবিআই এজেন্ট দৌড়ে এলো। এই লোক আমাদের সাথে আগেও কাজ করেছে, নাম ক্রেইগ। সে থামতে থামতে বললো,

BanglaBook.org

"ভেতরে একজন বন্দুকধারী দাবি করছে সে গেরি সনেজি। কিন্তু চেহারা মিলে না। এই লোকটার পরনে শ্রমিকদের পোশাক কালো চুল আর লালচে দাড়ি। তবে সনেজি হতেও পারে, আবার অন্য কেউ হবার সম্ভাবনাও বাদ দেয়া যায় না।"

"আমাকে কথা বলতে দাও। সে আমাকে ফ্লোরিডায় টাকা বহন করতে বলেছিলো, সে আমাকে চিনে। হয়তোবা আমার সাথে কথা বলতে রাজিও হবে," আমি ক্রেইগকে বললাম।

ক্রেইগ কোনো জবাব দেয়ার আগেই আমি তাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেলাম। ওখানে অবস্থানরত পুলিশদের উদ্দেশ্যে আমার ব্যাজ উঁচিয়ে দেখালাম। দরজার একদম পাশেই এক তরুণ ডিউটি অফিসার পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে আছে। ভয়ে তার চোখ বিস্ফোরিত। আমি তার কাছে জানতে চাইলাম, "ভেতরের লোকটা কি ঠিকমতো কথা বলছে?"

সে বোধহয় আমার প্রশ্ন বুঝতে পারে নি। "ওই ওই লোকটা আমার পার্টনারকে গুলি করেছে। হায় খোদা।"

"অফিসার, আমরা ভেতরে যেতে পারলে আপনার পার্টনারকে বাঁচাতে পারবো। আপনি আমাকে বলুন ভেতরের লোকটা যখন কথা বলে সে কি ঠিকভাবে গুছিয়ে কথা বলছে, নাকি এলোমেলোভাবে?"

"লোকটা বললো সে-ই নাকি ডিসি'র অপহরণকারী। আর বার বার বলছে সে খুব গুরুত্বপূর্ণ কেউ হতে চায়।"

ভেতরের লোকটা প্রায় ষাট জনকে আটকে রেখেছে। আমি মনে মনে ভাবলাম, *গেরি সনেজি বা মারফি যেই হোক ব্যাপারটা তার সাথে খাপ খায়। কারণ এখানে বাচ্চা-কাচ্চা, মায়েরা আর অসহায় লোকজন আছে। আর এদেরকেই সে টার্গেট করে।*

"সনেজি," আমি বাইরে থেকে চিৎকার করে বললাম। "তুমি কি গেরি সনেজি?"

"তুমি কে?" ভেতর থেকে চিৎকার ভেসে এলো। "কে কথা বলছো, পরিচয় দাও।"

"আমি ডিটেক্টিভ অ্যালেক্স ক্রশ। এর আগেরবার আমি তোমার টাকা বহন করেছিলাম। আর সেবার কী হয়েছিলো তুমি নিশ্চয় জানো। কাজেই এবার আর সেরকম কিছু আমরা হতে দিবো না।"

"আমি তোমাদের কাজ করার প্রক্রিয়া আর নিয়মগুলো খুব ভালো ক'রে জানি। কাজেই আমার সাথে ধাপ্পাবাজি করতে এসো না। আর শোনো তোমাদের নিয়ম সাধারণ ক্রিমিনালদের জন্যে। আমার বেলায় এসব খাটবে না।"

"এসো একটা বাজি হয়ে যাক।"

BanglaBook.org

"হ্যা, ডিটেক্টিভ বাজি হতে পারে তবে সেটা আমার জীনের বিনিময়ে না। এখানে আটকা পড়া লোকদের জীবনের বিনিময়ে।"

লোকটার গলার স্বর আমার মোটেও ভালো লাগছে না। তার কথা বলার ধরণও না।

আমার সনেজিকে বোঝাতে হবে সে এখান থেকে কোনো অবস্থাতেই বেরোতে পারবে না। তবে সেটা করতে হবে এমনভাবে যেনো সে এলোপাথারি গোলাগোলি শুরু করে না দেয়। ব্যাপারটা কঠিন, অত্যন্ত কঠিন। আব সনেজি খুবই চতুর আর বুদ্ধিমানও। কাজেই সাবধানে, খুবই সাবধানে।

"আমি চাই না ভেতরে কারো কোনো ক্ষতি হোক। আমি এও চাই না তোমারও কোনো ক্ষতি হোক," আমি তাকে কথাগুলো পরিস্কার আর ভারি গলায় বললাম। ভেতরে ভেতরে আমি ঘামতে শুরু করেছি।

"বাহ্, দারুণ তো ডিটেক্টিভ, তুমি আমাকে নিয়ে ভাবনা চিন্তা করছো, ভালো লাগলো শুনে," তার গলায় খানিকটা তাচ্ছিল্য।

"গেরি, আমি যা বলেছি তা বুঝে শুনেই বলেছি," আমি ইচ্ছে করেই গলায় খানিকটা অসহায় ভাব ফুটিয়ে তুললাম।

"আমি জানি, অ্যালেক্স। আমি তোমাকে নাম ধরে ডাকতে পারি তো? অবশ্যই পারি।"

"হ্যা, পারো গেরি। কিন্তু তোমাকে বুঝতে হবে এখানে আমি একা না। অনেকেই আছে এবং প্রত্যেকেই অস্ত্রধারী। কাজেই তমি যদি উল্টোপাল্টা কিছু করো তবে আমি কাউকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবো না। তুমি নিজের বিপদ নিজেই ডেকে আনবে।"

ভেতরে নীরবতা। তার মনের ভেতরে কী চলছে আমি ধরার চেষ্টা করছি। যদি সে সুইসাইডাল হয় তবে তাকে কেউ ঠেকাতে পারবে না। তবে আমার মনে হচ্ছে তার এরকম হবার সম্ভাবনা কম। সে নিজেকে বিশেষ কিছু একটা ভাবে এবং তারকা খ্যাতি পেতে চায় কাজেই তার এরকম হবার সম্ভাবনা কম। সে মারা গেলে ম্যাগির খবর কোনোদিনই পাওয়া যাবে না।

"হ্যালো, ডিটেক্টিভ ক্রশ।"

হঠাৎ তাকে দরজায় দেখা গেলো। আমার থেকে পাঁচ ফিটেরও কম দূরত্বে। আমি তার দিকে সোজা হয়ে তাকালাম আর একটা গুলির শব্দ। গেরি তার কাঁধ চেপে ধ'রে বসে পড়লো। উল্টোদিকের ছাদ থেকে কোনো একজন স্নাইপার তাকে গুলি করেছে।

আমি বসা অবস্থা থেকেই নিচু হয়ে দৌড় দিলাম। তার কাছে পৌছে একহাতে জড়িয়ে ধরে আমার শরীর দিয়ে তাব শরীটাকে এমনভাবে মুড়িয়ে ধরলাম যাতে কেউ আর তাকে গুলি করতে না পারে। আমি চাইছি তাকে আর

BanglaBook.org

কেউ গুলি না করুক। কারণ তার সাথে আমার কথা আছে। অনেক কথা।

জড়িয়ে ধরতেই আমরা দুজনেই ছিটকে পড়ে গেলাম মাটিতে। গেরির শরীরের রক্ত ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এসে আমার সমস্ত শরীর ভিজিয়ে দিচ্ছে। আমি শক্ত হাতে তার ক্ষত চেপে ধরে চিৎকার করে বললাম, "অ্যাম্বুলেন্স।"

"ধন্যবাদ ডিটেক্টিভ ক্রশ, জীবন বাঁচানোর জন্যে ধন্যবাদ। এর প্রতিদানস্বরূপ একদিন তোমাকে আমি খুন করবো," বলে উন্মাদের মতো হাসতে হাসতে গেরি জ্ঞান হারালো।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ৪৪

দ্য লাস্ট সাউদার্ন জেন্টেলম্যান

"আমার নাম ববি," তাকে বলতে বলা হয়েছে।

নতুন নাম, একদম নতুন নাম।

ভুলেও যেনো 'ম্যাগি রোজ' শব্দটা উচ্চারণ করা না হয়।

সে একটা অন্ধকার ভ্যানের ভেতরে বন্দি। অথবা ছাদঢাকা ট্রাকও হতে পারে। কোনো ধারণাই নেই তাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বা সে কোথায় আছে। স্কুল থেকে অপহৃত হবার পর কতোটা সময় পেরিয়েছে এই ব্যাপারেও তার ন্যূনতম ধারণা নেই।

তবে চিন্তা ভাবনা এখন অনেকটাই স্বচ্ছ হয়ে আসছে তার। কেউ তাকে ওই অন্ধকার নরক থেকে বের করেছে। তারপর কাপড় পাল্টে পরিয়েছে নতুন কাপড়। তারমানে তাকে এইমুহূর্তে কোনো ধরণের আঘাত বা কষ্ট দেয়া হবে না। তাই যদি হতো তবে তার কাপড় পাল্টানোর দরকার পড়তো না।

ট্রাক বা ভ্যান যেটাই হোক সেটা অত্যন্ত নোংরা। মেঝেতে কোনো কিছু বিছানোও হয় নি। চারপাশ থেকে রসুনের গন্ধ আসছে। তার মানে এটা রসুন আনা-নেয়া করার ট্রাক। রসুন কোথায় জন্মায়, ম্যাগি মনে করার চেষ্টা করছে। *নিউ জার্সি?* হতে পারে। তবে হালকা হলেও সে অন্যান্য আরো নানা ধরণের সব্জির মৃদু একটা গন্ধের আভাস পাচ্ছে। আলু বা বাধা কপিও হতে পারে। ম্যাগি আন্দাজ করলো, হয় সে দক্ষিণের কোথাও আছে অথবা তাকে সেদিকেই নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

আর কী আছে? যা সে ভেবে বের করতে পারে?

তাকে নতুন করে আর কোনো ড্রাগ দেয়া হয় নি। এখন যে বা যারাই তার সাথে আছে এতে মি. সনেজি কিংবা সেই ভয়ঙ্কর বৃদ্ধা নেই। তারা তার সাথে সামান্য কিছু কথাও বলেছে। তাকে নাম বলতে বলেছে ববি। কিন্তু ববি কেন?

তার এখন অনেকটাই ভালো লাগলেও বার বার কান্না পাচ্ছে। শুধুমাত্র একটা ব্যাপারই তার ভেতরে শক্তি যোগাচ্ছে। খুবই সাধারণ তবে অত্যন্ত শক্তিশালী একটা ব্যাপার। সে এখনো বেঁচে আছে। আর সে বেঁচে থাকতেও চায়। এটাই তার ভেতরে শক্তি যোগাচ্ছে সবচেয়ে বেশি।

ট্রাকটার গতি হঠাৎ ক'রে কমে এলো। কতোক্ষণ মৃদু ঝাঁকি খেলো তারপর একদম থেমে গেলো। মৃদু কথাবার্তা শোনা গেলো কিছু মানুষের। তাকে বলা

BanglaBook.org

হয়েছে একদম আওয়াজ না করতে। আওয়াজ করলে আবার ওই অন্ধকারে বন্দি করে রাখা হবে। কেউ একজন ট্রাকের দরজাটা খুলে দিতেই সূর্যের আলোয় তার চোখ ধাঁধিয়ে গেলো। ম্যাগি কিছুই দেখতে পাচ্ছে না।

চোখে আলোটা একটু সয়ে আসতেই একটা মুখ দেখতে পেলো সে চোখের সামনে। বেশ হাসি-হাসি চেহারা। হাসিমুখেই সে তাকে বললো, "হ্যালো ম্যাগি। আমার নাম ববি।"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ৪৫

উইলকিন্সবার্গ পেনসেলভেনিয়াতে আমাদের অত্যন্ত লম্বা আর বিরক্তিকর দিন কাটছে। একের পর এক প্রতিটা মানুষ যারা গেরির অধীনে বন্দি ছিলো প্রত্যেকের সাক্ষাৎকার নিতে হচ্ছে। গত রাতে গেরিকে বন্দি করার পর প্রথমে তাকে হাসপাতালে নেয়া হয়, তারপর সেখান থেকে কারাগারে।

আমি আর জেজি কাল রাতেও একসাথেই ছিলাম। দুজনে গভীর রাত পর্যন্ত গল্প করেছি। তারপর সকালে উঠে এখানে এসেছি একসাথে। আমি আড়চোখে একটু জেজির দিকে তাকালাম। মেয়েটার হাসি, কথা বলার ভঙ্গি, কাজের ধরণ সবকিছুই আমার ভালো লাগে। ও সাথে থাকায় আমার বেশ লাগছে।

কাল রাতে আমাকে শক্ত করে ধরে জেজি বলেছিলো, "ধন্যবাদ অ্যালেক্স। এরকম একজন মানুষের সঙ্গ পাওয়া অনেক ভাগ্যের। যে সত্যিকার অর্থে বুঝতে পারে তুমি কিসের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছো। আমার স্বামী কোনোদিনই এসব বুঝতে পারে নি। চেষ্টাও করে নি।"

"হুমম, অমিও করবো না," খানিকটা কৌতুকের ভঙ্গিতে বলেছিলাম আমি।

"জানো অ্যালেক্স, আমার কাছে এখনো সবকিছু সত্যি মনে হচ্ছে। না এই অপহরণ, না তুমি না আমি।"

"জেজি তুমি কী জানো আমাব নামের মধ্যম অংশটা কি?"

"জানি ইসাইয়া।"

"তুমি কিভাবে জানলে?"

"আমি একটা রিপোর্টে পড়েছিলাম তোমার পুরো নাম, অ্যালেক্সান্ডার ইসাইয়া ক্রুশ।"

"বুঝলাম তুমি এতো অল্প সময়ে এতো উন্নতি কিভাবে করলে।"

জেজি রাগ দেখিয়ে আমার বুকে ঘুষি মেরেছিলো। আমাদেরকে এখন পর্যন্ত মোটেলে কেউ একসাথে দেখে নি। আমাদের দুজনার কামরা সবার থেকে একটু দূরে। দুজনার জন্যেই এটা ভালো হয়েছে।

সনেজিকে গ্রেপ্তার করার পর আমরা সবাই একটা মোটেলে উঠি। জেজিই মোটেল ঠিক করে সবার জন্যে কামরা বরাদ্দ করে। সে-ই কৌশল করে মূল ভবনে সবার থাকার ব্যবস্থা করলেও আমাদের দুজনার কামরা মূল ভবনের সাথে লাগোয়া অন্য একটা ভবনে। রুমে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে জেজি আমার কামরাতে চলে আসে। ফায়ারপ্লেসে আগুন দিয়ে ফোনে শ্যাম্পেন আর রাতের জন্যে ডিনার অর্ডার করে।

BanglaBook.org

আমরা দুজন শ্যাম্পেন হাতে ফায়ারপ্লেসের সামনে বসি। ওয়েলমিংটনের ওই রাতের পর আমি সামান্য চিন্তায় ছিলাম। এরপর আমাদের সম্পর্কের ধারাটা কেমন হবে। কিন্তু খুবই সহজ আর স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠেছে আমদের ভেতরকার সম্পর্ক। শ্যাম্পেন পান করতে করতে ডিনার এসে যায়। আমরা ডিনার করতে করতে গল্প করতে থাকি। আমি আমার পরিবারের কথা বলি, আমার বাচ্চাদের গল্প করি। ওদের মায়ের কথা বলি। আর জেজি শোনায় ওর কথা।

ডিনারে জেজি বেশ ভালো খাবার অর্ডার করেছে। রোস্টেড বিফ, সালাদ, পুডিং দামি শ্যাম্পেন। আমি ডিনার করতে করতে জানতে চাইলাম, "ব্যাপার কি? এতো আয়োজন?"

"আমরা এতো কষ্টের পর সনেজিকে ধরেছি, এই ব্যাপারটা একটু উদযাপন করা উচিত।"

ডিনার শেষ করে পুডিং মুখে দিতে দিতে জেজি আবারো বললো, "এই পুডিং আমি খাই না, কিন্তু আজ বেশ লাগছে।"

আমি ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম, "জেজি তুমি নিজেও জানো না কিন্তু তুমি পাল্টে যাচ্ছো।"

"জেজি পুডিং শেষ করে শ্যাম্পেনের গ্লাস হাতে আমার পাশে এসে বসলো। এক হাতে আমার গলা জড়িয়ে ধরে বললো,

"কে বললো, আমি জানি না? আমি জানি এবং আমি বদলাতে চাই।"

"কিন্তু সব বদলের পরিণতি কি সবসময় ভালো হয়?"

"পরিণতি নিয়ে কে ভাবতে যাচ্ছে! আমি এখন সুখি এবং শুধুমাত্র সেটা নিয়েই ভাবতে চাই।"

জেজি আমার গলা জড়িয়ে ধরে বাইরে তাকালো, "অ্যালেক্স, আমি চাই এই কাজটা দ্রুত শেষ হোক। এটা শেষ হলে হয়তো বা আমরা কোথাও বেড়াতে যাবো।"

বলে আমাকে সে চুমু খায়। আমরা বার বার পরস্পরকে চুমু খাই। পরস্পরকে জড়িয়ে ধরি উন্মাদের মতো। জেজি পাগলের মতো বলতে থাকে, "আহ্ অ্যালেক্স, আমি সুখি হতে চাই, সুখি হতে চাই।"

আমি মনে মনে ভাবতে থাকি এর পরিনতি কী হবে কে জানে। তবে এইমুহূর্তে আমরা সুখি এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৪৬

গেরিকে উত্তর ভার্জিনিয়ার লরটন জেলখানায় রাখা হয়েছে। তাকে ওখানে রাখার পর থেকে নানা ধরণের গুজব শোনা যাচ্ছে। বিচার বিভাগ আর এফবিআইয়ের বিশেষ একটা শাখা তাকে পাহারা দিয়ে রেখেছে। অন্য কাউকেই সেখানে ঢুকতে দেয়া হচ্ছে না।

গেরিকে ওখানে রাখার পর থেকে সেখানকার বাইরের দেয়াল লোকে লোকারণ্য হয়ে আছে। এই একই ঘটনা ঘটেছিলো টেড বান্ডিকে ফ্লোরিডার জেলখানায় রাখার পর। প্রতিদিন শত শত লোক সেখানে এসে নানা ধরণের স্লোগান দিতো। এইখানেও প্রতিদিন শত শত লোক আসছে নানা ধরণের স্লোগান দিচ্ছে। তবে বেশির ভাগই আসছে ম্যাগি রোজ ডানকে ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে নানা আকুতি নিয়ে, ব্যানার হাতে, পোস্টার হাতে। তাই কারাগারের নিরাপত্তা ব্যবস্থাও জোরদার করা হয়েছে।

এই অবস্থায় তার সাথে দেখা করতে পারাটাও এক জটিল ব্যাপার। তবে আমাকে যে করেই হোক সেই ব্যবস্থা করতে হবে। আমি লরটন জেলখানার ওয়ার্ডেন ড. ক্যাম্পবেলকে কল করে তার সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ঠিক করে দেখা করতে গেলাম।

ড. ক্যাম্পবেল কালো চুলের চমৎকার একজন ভদ্রলোক। আমাকে দেখে হাসিমুখে বললেন, "ডিটেক্টিভ অ্যালেক্স ক্রশ?"

আমিও তার জবাবে হেসে বললাম, "জি, আমিও একজন ফরেনসিক সাইকোলজিস্ট।"

তাকে বেশ অবাক মনে হলো, "তাই নাকি? কেউ তো আমাকে বলে নি। আপনি বোধহয় ওই অপহরণকারীর ব্যাপারে আলাপ করতে এসেছেন। তার সাথে দেখা করাটা এইমুহূর্তে খুব কঠিন।"

"আমি প্রথম থেকেই এই কেসে কাজ করছি। বাচ্চা দুটো অপহরণ হবার পর থেকেই।"

"হুম, সে-ক্ষেত্রে আপনার ব্যাপারে দেখি কিছু একটা করতে পারি কিনা। প্লিজ আমাকে একটা কল করতে হবে।"

"হ্যা, অবশ্যই।"

ড. ক্যাম্পবেল আমাকে বসিয়ে রেখে চলে গেলেন। ফিরে এলেন বেশ খানিকটা সময় পরে।

"সরি, মি. ক্রশ। আপনাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখলাম। প্লিজ আসুন।

BanglaBook.org

আমার ধারণা এই ব্যাপারটাতে আপনার আগ্রহ জাগবে।"

গুলি লাগার কারণে গেরিকে লরটন হাসপাতালের একটা বিশেষ কক্ষে রাখা হয়েছে। ড. ক্যাম্পবেল আমাকে পথ দেখিয়ে হাসপাতালের ভেতরে নিয়ে এলেন। হাসপাতালের স্টাফরা আসা যাওয়া করছে । সবাই আমাকে সামান্য আড়চোখে দেখছে। এই ধরণের বিশেষ কারাগারে সহজে বাইরের মানুষকে ঢোকার অনুমতি দেয়া হয় না।

"আমি দুঃখিত মি. ক্রশ, লোকটাকে একটু বেশিই ভেতরে রাখা হয়েছে," ডক্টর হাটতে হাটতেই বললেন। "এর কারণও আছে। সবাই তাকে একটু দেখতে চায়। আমি সারা পৃথিবী থেকে একের পর এক কল রিসিভ করছি। তারসাথে কথা বলতে চাওয়ার মতো লোকের কোনো অভাব নেই। এর মধ্যে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব থেকে শুরু করে সাংবাদিক, লেখক পর্যন্ত আছে। অনেক সাইকোলজিস্ট এবং ডাক্তারও আছে। হা-হা।"

"আমার কেন জানি মনে হচ্ছে আপনি কিছু একটা লুকাচ্ছেন আমার কাছে।"

ড. ক্যাম্পবেল হাটতে হাটতে থেমে গেলেন। আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন, "আমি চাই আপনি নিজেই সেটা বের করুন, ড. ক্রশ।"

আমরা হাটতে হাটতে হাসপাতালের সর্বোচ্চ নিরাপত্তাসম্পন্ন এলাকায় চলে এলাম। সনেজির রুমের বাইরে শটগান হাতে দুজন গার্ড। ড. ক্যাম্পবেলকে দেখে গার্ড দুজন দুপাশে সরে দাঁড়ালো।

আমরা ভেতরে ঢুততেই ড. ক্যাম্পবেল রুমের লাইট জ্বালিয়ে দিলো। সনেজি এই রুমে না, পাশের রুমে আছে।

"তার মধ্যে কি কোনো ধরণের হিংস্রতার লক্ষণ দেখা গেছে?"

"মোটেই না, ড. ক্রশ। আমি আপনাদের দুজকে কথা বলার জন্যে একা রেখে যাচ্ছি। আমার মনে হয় না হিংস্রতার ব্যাপারে আপনার সচেতন হবার কোনো প্রয়োজন আছে।"

আমি পাশের রুমে ঢুকলাম। গেরি সনেজি অথবা মারফি তার বেড থেকে আমার দিকে ফিরে তাকালো। তার একটা হাত স্লিঙে ঝোলানো। সনেজি আমাকে মনোযোগ দিয়ে দেখছে। তার মধ্যে কোনো ধরণের উত্তেজনার চিহ্ন মাত্র নেই।

আমি পেশাগত ভঙ্গিতে তাকে একনজর জরিপ করেই বুঝলাম সে আমাকে দেখে কোনো কারণে ভয় পেয়েছে। সম্ভবত সে একা আমার সাথে কথা বলতে চাইছে না। অ্যারেস্ট করার মুহূর্তে যে-লোকটা আমাকে খুন করার হুমকি দিয়েছিলো তার সাথে এই লোকের কোনো মিলই নেই। সেই হিংস্র মানুষটা এখানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

BanglaBook.org

"আমি অ্যালেক্স ক্রশ। এর আগেও আমাদের দেখা হয়েছে।"

সনেজিকে দেখে মনে হলো সে আসলেই আমাকে চিনতে পারছে না। "সরি মি. ক্রশ আমি আপনার কথা মনে করতে পারছি না। অনেকেই আসছে, কয়জনের কথা মনে রাখবো বলুন। একটা চেয়ার টেনে বসতে পারেন, প্লিজ।"

"আমাকে তো আপনার মনে থাকার কথা কারণ আপনিই আমাকে ফ্লোরিডাতে টাকা বহন এবং বন্দি বিনিময় করতে বলেছিলেন। যাইহোক, আমি ওয়াশিংটন পুলিশে আছি।"

আমার কথা শুনে যেনো সে মজা পেলো। মৃদু হেসে বললো, "আমি জীবনেও কোনোদিন ফ্লোরিডা যাই নি।"

গেরি হঠাৎ খাট থেকে উঠে দাঁড়ালো। তার পরনে হাসপাতালের পোশাক। স্লিঙে ঝোলানো হাতটা মনে হয় তাকে বেশ কষ্ট দিচ্ছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে না কোনো জাদরেল ক্রিমিনাল। বরং মনে হচ্ছে ভঙ্গুর আর অসহায় একজন মানুষ। কিছু একটা গন্ডগোল আছে। ড. ক্যাম্পবেল আবার বললেন আমার নিজেকেই সেটা বার করতে হবে।

সনেজি খাট থেকে উঠে আরেকটা চেয়ারে বসলো। আলাপের ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকালো। আমার সামনে বসা মানুষটাকে কোনাভাবেই একজন অপহরণকারী মনে হচ্ছে না, খুনি তো নয়ই। বরং তাকে সাধারণ কোনো শিক্ষকের চেয়েও সাধারণ মনে হচ্ছে।

"সরি মিস্টার, আমি জীবনেও আপনাকে দেখি নি কিংবা আপনার সাথে কথা বলি নি। আর কাউকে অপহরণ করার তো প্রশ্নই আসে না। আপনি কাফকার কথা শুনেছেন?"

"কিছুটা। আপনি হঠাৎ কাফকার কথা বলছেন কেন?"

"কাফকার কথা বলছি কারণ নিজেকে আমার কাফকার লেখা 'মেটামরফোসিস'-এর গ্রেগর সাম্‌সা মনে হচ্ছে। আমি একটা দুঃস্বপ্নের ভেতরে আটকে গেছি। এগুলোর কিছুই আমি বুঝতে পারছি না। কেউ আমার কথা বিঃশ্বাসও করছে না। আমার নাম গেরি মারফি আর আমি জীবনে কাউকে কোনোদিন একটা আঘাত পর্যন্ত করি নি।"

যদি এই মুহূর্তে আমি তার কথা বিশ্বাস করি তবে এটাকে বলে 'মাল্টিপাল পারসোনালিটি ডিজঅর্ডার'। একধরণের সাইকোলজিক্যাল সমস্যা। এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি নিজেকে অন্য মানুষ হিসেবে কল্পনা করে।

"আপনি কি আমার কথা বিশ্বাস করছেন, মি. ক্রশ? হায় খোদা আপনি বিশ্বাস করুন প্লিজ।"

BanglaBook.org

স্করস, আমি, স্যাম্পসন, জেজি আর কেপলার ডাবুনটাউরে এফবিআই হেডকোয়ার্টারে জরুরি আলোচনায় বসেছি।

স্করসের বক্তব্য খুব সোজা-সাপটা, সে এগুলোর কোনোটাই বিশ্বাস করে না। মাল্টিপাল পরসোনালিটি এসব কিছু ভুয়া আর সনেজির সাজানো নাটক। সে এসব করছে নিজেকে বাঁচানোর জন্যে।

"অ্যালেক্স, এরকম কি হওয়া সম্ভব, সে খুব মানে আমি বলতে চাইছি খুবই ভালো মানের একজন অভিনেতা? তাকে কোনো অ্যাসাইলামে পাঠালে কেমন হয়?"

রুমের সবাই হেসে উঠলো, স্করস বাদে। সে এভাবে বোকা বনেবে বুঝতে পারে নি। সে সতর্ক এবং সাবধানি একজন অফিসার, এতো সূক্ষ্ম রসবোধ তার নেই। রেগে গিয়ে বললো সে, "ভেরি ফাকিং ফানি, অ্যালেক্স। এটা হলো ভিএফএফ?"

"আমি বলি, তুমি বরং আরেকবার তাকে দেখে এসো," জেজি বললো।

"হ্যা, তা তো করতেই হবে। কারণ আমার মনে এখনো অনেক জিজ্ঞাসা, ফ্লোরিডাতে সে কেন আমাকেই ঠিক করলো। আব আমাকেই বা কেন বার বার তার এই দুঃস্বপ্নের ভেতরে ঢুকতে হচ্ছে?"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ৪৭

দুই দিন পর আমি আবার গেরি সনেজির সাথে আরেক ঘন্টা সময় কাটালাম। এর আগে 'মাল্টিপাল পারসোনালিটি' নিয়ে ব্যাপক পড়াশুনা করেছি এই দুই দিন। পড়াশুনা করতে গিয়ে আমার ডাইনিং রুমের অবস্থা হয়েছে ভয়াবহ। এই মাল্টিপাল পারসোনালিটির ব্যাপারটা অনেকের কাছেই বেশ বিতর্কিত। এই নিয়ে থিওরি আর বিতর্কের কোনো শেষ নেই। সত্যিকারের বিভিন্ন মাল্টিপাল পারসোনালিটি ডিজঅর্ডার নিয়ে বিভিন্ন ধরণের গুরুত্বপূর্ণ তর্ক আর বিতর্ক নিয়ে বেশ গুরুত্বসহকারে নিরীক্ষাধর্মী পড়াশুনা করলাম। এরপর এলাম তার সাথে দেখা করতে।

গেরির রুমে ঢুকে দেখলাম সে খাটের ওপরে পা তুলে বসে আছে। খুলে নেয়া হয়েছে তার হাতের স্লিং। এরকম খুনি আর সাইকো লোকদের সাথে কথা বলতে আসার বিভিন্ন সমস্যা আছে। দার্শনিক স্পিনোজার একটা উক্তি আমার মনে পড়ে গেলো 'আমি সবসময় চেষ্টা করি মানুষের কাজ-কর্ম নিয়ে না হাসতে, কষ্ট না পেতে বরং সবসময় সেগুলো বুঝতে চেষ্টা করি'। তবে আমি বিস্ময়ের সাথে খেয়াল করলাম গেরিকে আমি বুঝতে পারছি না।

"হ্যালো, গেরি," আমি হালকাস্বরে বললাম। তাকে চমকে দিতে চাইছি না।

সে আমার দিকে ফিরে তাকালে তার চেহারায় খুশি খুশি একটা ভাব দেখলাম। সে আমাকে দেখে খুশি হয়েছে! "তুমি কথা বলতে পারবে তো? মানে আমার সাথে কথা বলতে আপত্তি নেই তো?"

"আমি তো ভাবছিলাম তারা আপনাকে আর আসতে দিবে না। আপনি এসেছেন আমি খুশি হয়েছি।"

"কেন তোমার মনে হলো তারা আমাকে আসতে দিবে না?" আমি বসতে বসতে জানতে চাইলাম।

"কি জানি তা তো বলতে পারবো না, স্রেফ মনে হচ্ছিলো," সে মৃদুস্বরে বললো। তাকে দেখে মনে হচ্ছে আমি আসাতে সে সত্যি খুশি।

আমি তাকে মনোযোগ দিয়ে নিরীক্ষা করছি। বেশ হাসিখুশি সাধারণ একজন মানুষ। ঠিক যেমনটা ওয়েলমিংটনে তার প্রতিবেশিরা তার ব্যাপারে বলেছিলো।

"আমি আসার ঠিক আগমুহূর্তে তুমি কী নিয়ে ভাবছিলে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম

সে হাসলো, "আমি ভাবছিলাম..ভাবছিলাম এইমাসে আমার জন্মদিন। হয়তো হঠাৎ করে জেগে উঠে দেখবো এসব কিছুই স্বপ্ন। আমি আমার বাসায়

BanglaBook.org

এবং সবাই আমাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাচ্ছে।"

"আমি তোমাকে আরেকটু পুরনো কথা মনে করতে বলবো। তুমি কি মনে করতে পারো কিভাবে তুমি গ্রেপ্তার হলে?" আমি বিষয়টা পরিবর্তন করে কাজে নামতে চাচ্ছি।

"আমি...আমি..যখন থেকে মনে পড়ে তখন আমার হাত দুটো পিছনে মোড়া এবং হাত কড়া লাগানো, আমি পুলিশের গাড়িতে বসে আছি," গেরি দৃষ্টিতে খানিকটা বিহ্বলতা।

"তোমার কি মনে পড়ে না কিভাবে তুমি পুলিশের গাড়িতে এলে?" তার কথা বলার মধ্যে কোনোরকম মিথ্যে বলার লক্ষণ নেই।

"না, একদম নেই। সবাই বলছে আমি নাকি ম্যাকডোনাল্ডে ছিলাম অনেক চেষ্টা করেও ওই ব্যাপারে আমি কিছুই মনে করতে পারি নি।"

"হুমম, বুঝতে পারছি," ওয়াশিংটন থেকে আসার পথে আমি একটা থিওরি দাঁড় করানোর চেষ্টা করে যাচ্ছি। মনে হয় ব্যাপারটা সেদিকেই যাচ্ছে। এই থিওরিটা ঠিকমতো দাঁড়ালে অনেক কিছুই পরিস্কার হয়ে যাবে।

"এর আগে এমন কিছু তোমার সাথে ঘটেছে?" আমি জানতে চাইলাম। "এরকম অদ্ভুত কিছু?"

"না, এর আগে এই ধরণের কোনো সমস্যায় আমি পড়ি নি। এর আগে কোনোদিন আমি গ্রেপ্তারও হই নি। আপনি ইচ্ছে করলে চেক করে দেখতে পারেন।"

"এর আগে তুমি নিজেকে হঠাৎ কোথাও আবিষ্কার করেছো? মানে জেগে ওঠার পর দেখো জায়গাটা মোটেই চিনতে পারছো না।"

গেরি আমার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকালো, "আপনি কেন এটা জানতে চাচ্ছেন?"

"মনে ক'রে দেখো, গেরি?"

অনেকক্ষণ চিন্তা করে সে জবাব দিলো, "হ্যা, আগে এরকম হয়েছে।"

"আমাকে এই ব্যাপারে বলো গেরি। কবে কোথায় এবং কিভাবে?"

আমি একটা বিষয় খেয়াল করলাম সে তার শার্টের বাটন টানাটানি করে। মনে মনে ভাবলাম, *তার কি কোনো সমস্যা হচ্ছে? নিঃশ্বাসে কোনো উঠানামা? ছোটোবেলার কোনো ঘটনার কতোটা প্রভাব আছে তার ওপরে? সে কি ছোটোবেলায় কোথাও বন্দি ছিলো। কোনো বাক্সে? কোনো বদ্ধ ঘরে? মাইকেল আর ম্যাগিকে যেরকম জায়গায় বন্দি করে রেখেছিলো এমন কিছু?*

"গত কয়েক বছর ধরে আমি ইনসোমনিয়া মানে নিদ্রাহীনতায় ভুগছিলাম। আমি এখানকার একজন ডাক্তারকেও সে কথা বলেছি।"

আমার দৃঢ় বিশ্বাস এটা সে মিথ্যে বলছে অথবা এটা তার কল্পনা হবার

BanglaBook.org

সম্ভাবনা আছে। এই ধরণের মানুষেরা একটা কল্পনার জগতে বাস করে। কোনটা সত্যি সত্যি করছে আর কোনটা ভাবছে এই দুয়ের ভেতরে পার্থক্য করতে পারে না। ব্যাপারটা এক ধরণেব মানসিক চাপের মতো।

"তুমি আমাকে বলো। আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারবো," আমি একটু বিরতি দিয়ে বললাম, "গেরি, আমি শুধুমাত্র একজন ডিটেক্টিভ না একজন সাইকোলজিস্টও। তুমি আমাকে খুলে বলো, আমি অবশ্যই তোমাকে সাহায্য করতে পারবো।"

"সত্যি আপনি সাহায্য করবেন? সত্যি?" তার কণ্ঠে আকুতি।

"আমি আপনাকে হঠাৎ হঠাৎ বিভিন্ন জায়গায় জেগে ওঠার যে ব্যাপারটা বলেছি সেটা অনেকটা এই নিদ্রাহীনতার সাথে জড়িত। আমি নির্দিষ্ট সময় ক'রে ঘুমাতে পারি না। অনেক সময় মনে হয় এমনি ঘুমিয়ে যাই তারপর জেগে উঠে নিজেকে অন্য জায়গায় আবিষ্কার করি এবং হঠাৎ কিছুই মনে করতে পারি না। কিন্তু আমি কাউকে এটা বিশ্বাস করাতে পারি নি।"

"আমি তোমার কথা শুনছি গেরি। তুমি যখন শেষ করবে তখন আমি তোমাকে বলবো আমি কী ভাবছি। তবে এখন তোমাকে সব বিস্তারিত বলতে হবে।"

আমার কথা শুনে তাকে বেশ শান্ত মনে হলো।

"আমি হঠাৎ হঠাৎ এভাবে অচেতন অবস্থায় চলে গেছি তারপর হঠাৎ ধাম করে জেগে উঠে নিজেকে আবিষ্কার করেছি বিভিন্ন জায়গায়। কখনো আমার গাড়িতে, কখনো ট্রেনে। তবে বেশিরভাগ সময় বিভিন্ন মোটেলে। তিনবারের কথা আমি মনে করতে পারি। আমি নিজেকে তিনটা শহরে আবিষ্কার করেছি নিউ ইয়র্ক, ফিলাডেলফিয়া, আটলান্টিক সিটি। তিনবারই আমার কোনো ধারণা ছিলো না আমি সেখানে কিভাবে গেছিলাম।"

"ওয়াশিংটনেও কি তোমার এমনটা হয়েছে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"না, ওয়াশিংটনে না। আমি ছোটো থেকে বড় হবার পর কোনোদিনই ওয়াশিংটনে যাই নি। তবে অনেক সময় এমন হয়েছে কোনো রেস্টুরেন্টে খাচ্ছি হঠাৎ খেয়াল করলাম আমি সেখানে কিভাবে গেছি মনে করতে পারছি না।"

"তুমি কি কাউকে এ ব্যাপারে বলেছো? অথবা কোনো ডাক্তার দেখিয়েছো?"

সে মাথা নিচু ক'রে ফেললো একটু পরে যখন মাথা তুললো চোখ ছলছল করছে। "আমাব ডাক্তার দেখানোর মতো সামর্থ নেই। আমি সাধারণ আয়ের একজন মানুষ, আমাব পরিবারের ত্রিশ হাজার ডলার দেনা আছে। আর আমি এখন জেলখানায় বসে আছি।"

কথা থামিয়ে সে আমার চোখের দিকে তাকালো। সে আমার মুখের ভাব বোঝার চেষ্টা করছে। শান্তশিষ্ট একজন মানুষ। হয়তো এর ভেতরেই বাস করে

BanglaBook.org

জিনিয়াস এবং দূর্দান্ত চতুর এক ক্রিমিনাল। অন্যভাবে বলা চলে পিশাচ। সেই ভেতরের মানুষটাই হয়তো একে দিয়ে এসব করাচ্ছে। কতোবার সে এরকম করেছে কে জানে। আমি চুপচাপ ভাবছি।

"ঠিক আছে, আমি তোমার কথা বিশ্বাস করছি," অবশেষে আমি বললাম। "তুমি যা বলছো তা অবিশ্বাস্য শোনালেও সেটা একটা দিক দিয়ে সত্যি। আমি তোমাকে সাহায্য করার চেষ্টা করবো। কথা দিলাম।"

আমার কথা শুনে লোকটার চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়লো। আমার দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিলো সে। আমি হাতটা ধরলাম। ঠান্ডা মৃদু কাঁপতে থাকা হাতটাও যেনো মানুষটার সাথে সাথে সাহায্য প্রার্থনা করছে।

"বিশ্বস করুন, আমি নিরঅপরাধ, সত্যিই আমি কিছু করি নি।"

সে রাতে ওখান থেকে বের হয়ে আমার আর বাড়ি যাওয়া হলো না। বাইরে বেরিয়ে এসেছি একটা মোটরসাইকেল আমার পাশে এসে থামলো। *ব্যাপার কি?*

"আমাকে অনুসরণ করুন, স্যার," বাইকের লোকটা আমাকে গাড়িতে ওঠার ইশারা করলো। "শুধু ফলো করলেই হবে।"

আমি হেসে উঠলাম। জেজি। হেলমেটের আড়াল থেকে তার চোখ দেখে চিনতে পেরেছি। সে আমাকে বার বার বলছে এই কেসে আর খুব বেশি শ্রম না দিতে। এই কেস সমাধান হবার পথে। যদিও তার সাথে আমার ব্যাপক দ্বিমত আছে। আমি তার পিছু পিছু চললাম। গাড়ি চালাতে চালাতে বাড়িতে ফোন করলাম নানাকে। ড্যামন আর এমিলির খবর নিলাম দুজনেই ঘুমিয়ে গেছে। নানাকে বিদায় জানিয়ে জেজির বাইকের পেছন পেছন গাড়ি ছোটালাম। গাড়ি থেকে মাথা বের করে জানতে চাইলাম আমরা যাচ্ছি কোথায়। সে ইশারা করে স্রেফ আমাকে তার পিছু পিছু আসতে বললো। আমি অবাক হয়ে দেখলাম সে আমার বাড়ির দিকে চলেছে। আমার বাড়ির সামনে এসে বাইক থামালো।

"কি ব্যাপার, এখানে?" আমি খানিকটা অবাক হয়ে জানতে চাইলাম।

জেজি হেলমেট খুলে ফেলতেই তার একরাশ সোনালি চুল ছড়িয়ে পড়লো, "আমি তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছি গাড়িটা রেখে যেতে। আমরা আজ বাইকে ভ্রমণ করবো।"

আমি বাড়ির দিকে তাকালাম সব লাইটঅফ। নানা বাচ্চাদের নিয়ে ঘুমিয়ে গেছে। জেজির প্রস্তাবে সাড়া না দেয়ার কোনো কারণ দেখলাম না। আমি ওর বাইকের পেছনে উঠে পড়লাম। জেজি বাইক ছেড়ে দিলো। প্রায় একশ আশি ডিগ্রি বাঁক নিয়ে তার বাইক ছুটলো। আমি আরেকটু হলেই পড়ে যেতাম।

"শক্ত ক'রে ধরো, অ্যালেক্স। আমরা উড়তে যাচ্ছি।"

সত্যিকারের অর্থেই এরপর সে যা করলো তাকে একমাত্র ওড়ার সাথেই তুলনা করা চলে। জেজিকে বাইকের জাদুকর বললেও কম বলা হয়। সে তাব

BanglaBook.org

বিএমডব্লিউ ছোটালো সর্বোচ্চ বেগে। আমার কাছে মনে হচ্ছে বাইক রাস্তা দিয়ে চলছে না আক্ষরিক অর্থেই উড়ে চলেছে। হাইওয়েতে উঠে সে আরো স্পিড বাড়ালো। আমার কেনজানি দারুণ লাগছে। বহুদিন এরকম পাগলামি করা হয় না। জেজি যে স্পিডে যাচ্ছে তাতে যে-কোনো সময় একটা কিছু হতে পারে।

ধীরে ধীরে জেজি স্পিড কমিয়ে আনলো। মূল রাস্তা থেকে নেমে একটা সাইড রোড ধরে খানিকটা এসে প্রবেশ করলো আবাসিক এলাকায়। একটা অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের সামনে এসে হলিউডি স্টান্টম্যানদের মতো ঘুড়িয়ে বাইক থামালো। মেয়েটা সত্যি বাইক চালাতে জানে বটে। বাইক পার্ক করে সে আমাকে তার বাড়ির ভেতরে নিয়ে এলো।

"ওয়েলকাম, অ্যালেক্স। আমার ছোট্ট পৃথিবীতে স্বাগতম। তুমি বসো আমি কফি নিয়ে আসছি," বলে জেজি চলে গেলো।

আমি ঘুরে ঘুরে তার বাসাটা দেখতে লাগলাম। ছোট্ট কিন্তু সুন্দর একটা ফ্ল্যাট। জেজি খুব একটা গোছানো না হলেও তার বাড়িটাতে নিজস্ব রুচির একটা ছাপ আছে।

জেজি কফি নিয়ে আসতে আমি বললাম, "দারুণ, রাতের রাস্তায় উড়ন্ত বাইক রাইড, তারপর ছোট্ট সুন্দর বাসা এবং সবশেষে কফি। চমৎকার।"

জেজি কাপ হাতে আমার পাশে বসতে বসতে বললো, "তোমার ভালো লেগেছে? আমি বাইকে কাউকে চড়ালেই পাগলামি করি তাই অনেকেরই ভালো লাগে না।"

"না, জেজি, সত্যিই দারুণ। আমি উপভোগ করেছি।"

কফি খেতে খেতে গল্প করতে করতে জেজি আমাব সাথে ঘনিষ্ট হতে শুরু করলো। আমি নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করলাম। "জেজি, আমি এখন যাবো। তুমি কি আমাকে আরেকবার তোমার বাইকে চড়াবে?"

জেজি একটু চমকে গেলেও আমার বলার ধরণ দেখে হেসে ফেললো। "হ্যা, অবশ্যই।"

জেজি আমাকে বাড়ির সামনে নামিয়ে দিলো। বিদায় নেয়ার আগে আমি তাকে গভীরভাবে একটা চুমু খেলাম। জেজি স্বাভাবিকভাবেই সাড়া দিলো। "ধন্যবাদ, জেজি।"

"তোমাকেও অ্যালেক্স, সময়টা আমিও উপভোগ করেছি। তবে আবারো তোমাকে আমার বাইকে চড়তে হবে।"

আমি হেসে বিদায় জানাতে সে বাইক নিয়ে চলে গেলো।

আমি বাসায় ঢুকতে ঢুকতে ভাবলাম, *মেয়েটা কি কষ্ট পেলো আজ। তবে যা তুমি শেষ করতে পারবে না তা শুরুও করা উচিত না*, নিজেকে মনে করিয়ে দিলাম আমি।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৪৮

আমি লরটন জেলখানার উদ্দেশ্যে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছি। দিনটা ভীষণ ঠান্ডা। যদিও আকাশ বেশ পরিস্কার তবুও তাপমাত্রা শূণ্যেরও নিচে। গাড়ি চালাতে চালাতে ভাবছিলাম ক্যাথরিন রোজের কথা। তার সাথে আমার আবার কথা হয়েছে। মহিলাকে খুবই কাতর মনে হলো। স্বাভাবিক। তবে তার আত্মবিশ্বাস এখনো অটুট। সে এখনো বিশ্বাস করে তার মেয়ে বেঁচে আছে। মহিলার সাথে কথা বলে আমার মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেছে। বার বার আমাব চোখের সামনে ক্যাথরিন রোজের অসহায় চেহারাটা ভাসছে।

গতরাতে বাসায় ফিরে আমি কাজ করতে বসে যাই। কাজ করতে করতেই একটা থিওরি মাথায় চলে আসে। আজ এটা পরীক্ষা করতে হবে। গাড়ি চালাতে চালাতে আমি থিওরিটাকে একটা পরিপূর্ণ রূপ দেয়ার চেষ্টা চালাচ্ছি।

আমি লরটনে পৌঁছে গেরির রুমে প্রবেশ করে দেখলাম সে চোখ লাল ক'রে বসে আছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে সে রাতে ঠিকমতো ঘুমায় নি অথবা একদমই ঘুমায় নি। আমি আজ তাকে বেশ চাপ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

আমি একটার পর একটা প্রশ্ন করে চললাম, "গেরি, আমাকে বলো তুমি জেগে ওটার পর কখনো হোটেল রিসিপ্ট বা এরকম কিছু পেতে তোমার পকেটে? অথবা টাকা খরচের ব্যাপারটা। মানে হয়তো তোমার কাছে থাকা টাকার পরিমাণ কম বা বেশি মনে হতো?"

সে বেশ অবাক চোখে তাকিয়ে রইলো এবং আমাকে যতোটা পারলো জানালো। আরো বললো, "আমি চাই আপনি আমার ডাক্তার হন। আমি ড. ওয়ালসকে আর চাই না।"

আমি জবাব দিলাম, "সেটা ঠিক না, গেরি। আমি একজন সাইকোলজিস্ট, সাইকিয়াট্রিস্ট না। কাজেই তোমাকে ড. ওয়ালসের অধীনে থাকতেই হবে।"

একটু বিরতি দিয়ে বললাম, "তারচেয়ে মাঝে মাঝে আমি এখানে আসবো, আমরা গল্প করবো, ঠিক আছে?' গেরি জবাবে মাথা নাড়লো। এরপর আমি গেরিকে তার শৈশবের কথা বলতে বললাম।

জবাবে সে বললো, "আমি শৈশবের কথা খুব একটা মনে করতে পারছি না। অবাক বিষয়, তবে আমি সত্যিই পারছি না।"

"সেটা হতেই পারে গেরি। যদি মনে পড়ে তবে আমাকে বলো।"

"আমার শুধু নম্বর আর সাধারণ তথ্যগুলো মনে আছে। যেমন জন্মদিন, আমার শৈশবের জায়গা প্রিন্সটন, নিউ জার্সি। এগুলো। আর বাকি সব কিছু কেমন যেনো ঘোলা ঘোলা আর অস্পষ্ট। নিশ্চিত কিছু না।"

BanglaBook.org

"এসব ব্যাপারে কিছু বলতে পারো?"

"খুব একটা ভালো না। নিদ্রাহীনতার মাঝে কিছু কিছু দেখি। তবে সেগুলো ভালো কিছু ব'লে মনে হয় না আমার কাছে," এই পর্যন্ত বলাতে আমার কাছে মনে হতে লাগলো গেরি একটু অস্বস্তি বোধ করছে। সে কিছু একটা জানে কিন্তু বলতে চাচ্ছে না।

আমি আমার থিওরি মেলানোর চেষ্টা করছি। গেরির দুটো ব্যক্তিত্বের মাঝে আমি যা পেয়েছি তার সবই পুরোপুরি বিপরীত। আমি তাকে তার শৈশবের কথা বলতে বললাম। সে যা বলে গেলো সেইসব এলোমেলো কথাগুলো সাজালে অনেকটা এরকম দাঁড়ায় :

তার শৈশব ছিল প্রচুর দুঃখ কষ্টে ভরা। বিশেষ ক'রে নানা ধরণের শারিরীক অত্যাচার। সৎমা তাকে প্রচন্ড মারতো আর তার বাবা তাকে ধর্ষণ করতো। সবসময় সে উৎকণ্ঠা আর অত্যাচারের ভয়ে ভীত হয়ে থাকতো। ১৯৬২ সাথে তার সৎমা তার দু-সন্তান দিয়ে তাদের বাড়িতে আসে। তখন সে ছিলো চার বছরের। তখনই সে কথা কম বলতো। এরপর তারা আসার পর পুরোটাই বন্ধ হয়ে যায়।

"তারপর গেরি," আমি জানতে চাইলাম। "যা মনে পড়ে আমাকে নিঃসঙ্কোচে বলতে পারো।"

"আমি কখনোই সময়ের হিসাব রাখতে পারতাম না। তারপর এক এক ক'রে আমি সবকিছু ভুলে যেতে থাকি। আমি অত্যাচারের ভয়ে সব ভুলে যেতাম। আর আমি যতো ভুলে যেতাম তারা আমাকে ততো অত্যাচার করতো।

"কে তোমাকে সবচেয়ে বেশি অত্যাচার করতো?"

"বেশিরভাগ সময়ই আমার সৎমা।"

এটাই তার স্মৃতি নষ্ট হবার মূল কারণ হতে পারে। এরপর সে আমাকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটা দিলো। 'অন্ধকার রুম'।

"অন্ধকার রুম, অন্ধকার রুমে কী হতো? কেমন রুম ছিলো সেটা?"

"আমাব সৎমা আমাকে সেখানে বন্দি করে রাখতো। রুমটা ছিলো বেইজমেন্টে। সে আমাকে প্রায় প্রতিদিন সেখানে বন্দি করে রাখতো।"

ওই বয়সের একটা বাচ্চার জন্যে ব্যাপারটা ভয়ঙ্কর। বীভৎস একটা ব্যাপার। ওখান থেকে সে নিজেই নিজের জন্যে একটা প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে থাকে।

"ওখানে কী করতে তুমি?"

"কিছুই না, স্রেফ কিছুই না। ওরা আমাকে প্রতিদিন ওখানে বন্ধ করে রাখতো।"

"আর?"

BanglaBook.org

"আমি সবকিছু মনে করতে পারি না," তার চোখ ছোট হয়ে আসছে। সম্ভবত ওই সময়ের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। আমি বুঝতে পারছি না এই চাপ সে কতোক্ষণ নিতে পারবে।

"ওখানে কি তোমাকে সারাদিন বন্দি করে রাখতো? অথবা সারারাত?"

"ওহ্ না, না আমি বলতে পারি না কতোক্ষণ ধরে রাখতো। আমি স্রেফ বলতে পারি অফুরন্ত সময় ধরে তারা আমাকে বন্দি করে রাখতো।"

আমি তাকে সাহস দেয়ার চেষ্টা করলাম, "দারুণ গেরি। তুমি খুব ভালো বলেছো। অনেক কিছু মনে করতে পারছো।" আমি কল্পনা করতে পারছি, গেরি সেই সময়ে ফিরে গেছে। সে হাত কচলাতে কচলাতে মৃদু কাঁপছে। আমার প্রশংসা শুনে মনে হলো একটু সাহস পেলো। আমার দিকে তাকিয়ে যেনো একটু স্বাভাবিকও হলো। আমি মনে মনে ভাবছি, *ম্যাগিকে কি সে এইরকম কোথাও বন্দি করে রেখেছে?*

"আচ্ছা, তুমি কি ম্যাগির কথা মনে করতে পারো? ম্যাগি রোজ ডান?"

আমাদের আজকের এই সেশনে এইটাই সবচেয়ে বিপজ্জনক মুহূর্ত। কারণ এতে ক'রে তার নার্ভাস ব্রেকডাউন হতে পারে, সে ভেঙে পড়তে পারে, এমনকি তার পুরোপুরি মেমোরি লস হওয়াও অসম্ভব নয়। যদি এমন কিছু হয় তবে সব হারাতে হবে।

সে জবাব দিচ্ছে না দেখে আমি চুপ হয়ে গেলাম। "সাবাশ, গেরি, তুমি আজ যা বলেছো তাতে আমার অনেক সাহায্য হবে। তুমি আরো মনে করতে চেষ্টা করো। কিছু মনে পড়লে সাথে সাথে আমাকে জানাবে।"

"অ্যালেক্স, আমি কারো কোনো ক্ষতি করি নি। বিশ্বাস করো।"

আমি বের হয়ে যাচ্ছি তার কাছে আবার ফিরে এসে হাত ধবে সান্ত্বনা দিলাম।

সেদিন বিকেলে তার জন্যে একটা পলিগ্রাফ চেকের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ড. ক্যাম্পবেল বললেন আমি অপেক্ষা করতে পারলে ফলাফল দেখে যেতে পারবো। আমি জবাবে বললাম, "অবশ্যই, আমি অপেক্ষা করছি।"

ওয়াশিংটন থেকে পলিগ্রাফ এক্সপার্টকে আনা হয়েছে। সে জানালো গেরিকে ১৮টা প্রশ্ন করা হবে, এর ভেতরে ১৫টা সাধারণ, আর বাকি তিনটা দিয়ে মূলত তার প্রকৃত সত্য-মিথ্যে যাচাই করা হবে।

আমি অপেক্ষা কবতে লাগলাম। ড. ক্যাম্পবেল পরীক্ষার চল্লিশ মিনিট পর আমার সাথে দেখা করলেন।

ড. ক্যাম্পবেল অত্যন্ত উত্তেজনার সাথে ছুটে এলেন। আমি দেখলাম উনি দৌড়ে আসতে আসতে হাঁপাচ্ছেন।

"সে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছে। গেরি মারফি অথবা সনেজি যাই বলি না কেন, আমার ধারণা সে অবশ্যই সত্য কথা বলছে।"

BanglaBook.org

অধ্যায় ৪৯

গেরি সত্যি কথা বলছে!

ওই দিন বিকেলে লরটন কারাগারের মিটিং রুমে বসে আছি। রুমে আরো আছেন ড. ক্যাম্পবেল, ফেডারেল ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি জেমস ডউড, মেয়রের অফিসের একজন প্রতিনিধি, ওয়াশিংটন অ্যাটর্নি জেনারেল অফিসের দুজন প্রতিনিধি, ড. জেমস ওয়ালস এবং উপদেষ্টা কমিটির আরো কয়েকজন।

সবাইকে এখানে একসাথে পাওয়াটা আমার জন্যে ভাগ্যের ব্যাপার ছিলো। যাইহোক এখন যেহেতু পাওয়া গেছে এবার তদন্তের একটা সার্বিক রূপ আমাদেরকে বের করতে হবে।

এই কেসে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট জটিলতা দেখা দিয়েছে। তবে সবকিছুর ওপরে এখন একটাই বিষয়। হারিয়ে যাওয়া মেয়েটাকে কিভাবে খুঁজে বের করা যাবে। গেরি মারফির ব্যাপারটাও যথেষ্ট জটিল আকার ধারণ করেছে। কারণ মাইকেল গোল্ডবার্গকে অপহরণ এবং তাকে খুনের মামলাটা ফেডারেল বিরাচাধীনে হবে, ম্যাকডোনাল্ডে জিম্মি এবং খুনের ব্যাপারটার সুরাহা হবে ওয়েস্টমোরল্যান্ড কোর্টে। আবার দক্ষিণাঞ্চলে কয়েকটা খুনের ব্যাপার সুরাহা হবে ওয়াশিংটন কোর্টে। সবমিলিয়ে একটা লেজেগোবরে অবস্থা।

"আপনারা সার্বিকভাবে কী ভাবছেন?" ড. ক্যাম্পবেল প্রশ্ন করলেন। তিনি চাইছেন ব্যাপারটার একটা সঠিক সুরাহা করে গেরির বর্তমান অবস্থাটা সবার সামনে তুলে ধরতে। আমি সবার মুখ জরিপ করছি। ড. ওয়ালসের সামনে এসে আমার দৃষ্টি থমকে গেলো। আমি খানিকটা বুঝতে পারছি কেন গেরি তার অধীনে থাকতে নারাজ। ভদ্রলোককে আমার একদম একরোখা মনে হচ্ছে এবং এই ব্যাপরে তাকে বেশ গর্বিতও মনে হলো।

"তার ব্যাপারে অনেক কিছুই আমার বলার আছে। সবই বাস্তবভিত্তিক প্রমাণ আর থিওরি অনুযায়ী যুক্তিযুক্ত অনুমান। আমার ধারণা তার একটা অত্যন্ত বেদনাময় অতীত আছে এবং তাকে প্রচুর অত্যাচার সইতে হয়েছে। সেই কারণে ওইসব বাজে স্মৃতিগুলোকে ভুলিয়ে দেয়ার জন্যে তার ভেতরে জন্ম নিয়েছে একটা দ্বৈতসত্ত্বা। আর এইসব অপরাধ মূলত তার সেই দ্বৈতসত্ত্বারই কর্মফল।"

"ড. ক্রশ," আমার কথার সূত্র ধরে ড. ক্যাম্পবেল শুরু করলেন। "আমি আপনার কথার সাথে একমত।" এবার সে অন্যদের দিকে ফিরে বললো, "আমি আবারো আপনাদেরকে জানাতে চাই, আমরা যা বলছি তা বিভিন্ন প্রমাণ আর থিওরির ভিত্তিতে দাঁড় করানো যুক্তিযুক্ত অনুমান। গেরি বারবার বলছে 'হারানো

BanglaBook.org

দিন' 'হারানো সপ্তাহ' এবং 'হারানো সময়ে'র কথা। আমার ধারণা এটা হচ্ছে অ্যামনেশিয়া এবং হিস্টিরিয়ার এক যুগ্ম ফল। এইসব ক্ষেত্রে একজন মানুষের ভেতরে আরেকজন মানুষের অস্তিত্ব প্রকট হয়ে উঠতে পারে। এটাকে অনেক সময় বলে 'টেম্পোরাল লোব এপিলেপ্সি'।

"আপনারা কি পাগল নাকি?" ড. ওয়ালস রীতিমতো চেঁচিয়ে উঠলেন। "এই লোকটা আপনাদেরকে একের পর এক বানানো গল্প বলে যাচ্ছে আর আপনারা সেগুলো বিশ্বাস করে একে বাঁচাতে চাইছেন।"

"সরি, ড. ওয়ালশ, আমরা এখানে বিভিন্ন সম্ভাবনা যাচাই করে দেখছিমাত্র। কেউ কাউকে এখানে বাঁচানোর চেষ্টা করছে না," আমি খানিকটা মেজাজ খারাপ করেই বললাম।

সবাই আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে।

"আচ্ছা, এমন কি হতে পারে, লোকটা আসলে নিজেকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করতে সব বানিয়ে বলছে?" অ্যাটর্নি ডউড জানতে চাইলেন। "হয়তো লোকটা স্রেফ একজন সাইকোপ্যাথ এবং সেটাই সব।"

আমি হঠাৎ ক'রে কোনো জবাব দিলাম না। সবার মানসিক অবস্থা বোঝার চেষ্টা করছি। ড. ওয়ালস জোর ক'রে একটা ব্যাপার চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে। তবে ডউড তার প্রশ্নটা করেছে কারণ আসলেই সে সত্যটা জানতে চায়। বাকি সবার অবস্থাও মাঝামাঝি।

"হ্যা, সেটার সম্ভাবনাও ফেলে দেয়া যায় না," আমি সাবধানে বললাম। "আর সে কারণেই আমি পরীক্ষাটা চালিয়ে যেতে চাই। দেখা যাক সে বার বার একই গল্প পুণরাবৃত্তি করে, নাকি তার গল্প পরিবর্তন হয়। আমি তাকে হিপনোটাইজ করে পরীক্ষাটা চালিয়ে যেতে চাই।"

"আসলে কি এসবের দরকার আছে?" ড. ওয়ালস ফোড়ন কাটলো।

"হ্যা, আমি মনে করি দরকার আছে," আমি জবাব দিলাম।

"আমার এই ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এমনকি আমার আপনার ব্যাপারেও সন্দেহ আছে। আমি বুঝতে পারছি না, এই গেরি লোকটা আব সবাইকে বাদ দিয়ে আপনাকেই কেন এতো পছন্দ করে।"

"সে এই কারণেই আমাকে পছন্দ করে কারণ আমি তার কথা শুনতে চেষ্টা করি," আমার ইচ্ছে করছে লোকটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার টুঁটি চেপে ধরি। বহু কষ্টে নিজেকে সামলাচ্ছি।

"তাকে হিপনোটাইজ কবে কি কোনো কাজ হবে?" সরকারি একজন কর্মকর্তা জানতে চাইলেন।

"সঠিকভাবে বলতে গেলে তার সত্যিকারের অবস্থা জানার জন্যে এরচেয়ে বেশি কিছু আমাদের এই মুহূর্তে করার নেই," ড. ক্যাম্পবেল বললেন।

BanglaBook.org

"আরো একটা ব্যাপার, তার ভেতরে আসলে এক নাকি একাধিক ব্যক্তির জন্ম হয় এই ব্যাপারেও আমাদের কোনো পরিস্কার ধারণা নেই," আমি একটু দম নিলাম। "আর ম্যাগি রোজের ব্যাপারেও আমি জানতে চাই। হয়তো এর মাধ্যমে আমরা ওই ব্যাপারেও জানতে পারবো।"

"ধন্যবাদ মি. ক্রশ। আপনি যা করেছেন তার জন্যে অনেক ধন্যবাদ। তবে আমাদেব ভেতরে একটু আলোচনার দরকার আছে। আমরা আপনাকে জানাবো," উড বললেন।

আমি বেরিয়ে এলেও নিজ উদ্যোগে কিছু একটা করার কথা ভাবলাম। একজন রিপোর্টারকে ডেকে পাঠালাম। এই লোকটাকে আমি বিশ্বাস করি। তাকে ডেকে পাঠালাম একটা নির্জন রেস্তোরা। এখানে আমাদের কারোরই অন্যদের চোখে ধরা পড়ার সম্ভাবনা নেই।

লি কোভেল একজন বেশ নাম করা পাগল টাইপের লোক, কিন্তু আমি তাকে পছন্দ করতাম। লি পাগল হলেও বেশ প্রভাবশালী একজন রিপোর্টার। সে একজন জাত-সাংবাদিক।

রেস্তোরাঁটার বারে এসে লি আমার পাশের টুলে বসে পড়লো। তার পরনে একটা গ্রে স্যুট, আর পায়ে চকচকে বালু রঙের জুতা। এই রেস্তোরাঁতে নানা ধরণের লোকের সমাগম ঘটে। চাইনিজ, কোরিয়ান, লেবানিজ, ইন্ডিয়ান। আমাদেরকে আলাদা করে কেউ লক্ষ্য করছে না।

"এখানে আসার জন্যেও এতো সাজগোজ করার কোনো দরকার আছে?" আমি তার দিকে না তাকিয়েই মজার সুরে বললাম।

"খুব মজা না? তুমি তো সবসময় আমার পোশাক দেখে হিংসায় জ্বলো। কিন্তু স্বীকার করো না," বিয়ারের অর্ডার করতে করতে লি আমার দিকে ফিরে বললো। "তোমরা পুলিশরা সব এক। যখন গল্পটা বাজারে মারাত্মকভাবে কাটছিলো তখন একটা কল দাও নি। এখন নিশ্চয় কোনো দরকার।"

"তোমার কথা একদম ঠিক কিন্তু তোমাকে আমি গল্পের এমন একটা অংশ দিবো যেটা বাজার আবারো গরম ক'রে তুলবে," বলে আমি একটু বিরতি দিলাম। "আমি সনেজিকে করারগারের ভেতরে হিপনোটাইজ করতে যাচ্ছি। তার অবচেতন মনের ভেতরে আমি ম্যাগিকে খুঁজে বার করবো।"

"বুলশিট," লি খানিকটা বিয়ার স্যুটে ছলকে ফেললো। "তোমার কি মাথা খারাপ নাকি অ্যালেক্স?...অবশ্য তোমার মাথা তো চিরকালই খারাপ। শুনি কী বলার আছে তোমার।"

"আমি তাকে হিপনোটাইজ করার অনুমতির জন্যে অপেক্ষা করছি। কিন্তু এর ভেতরে অনেক বাজে রাজনীতি আছে। তুমি যদি খবরটা ছাপাও তবে কাজ হবে। আমি অনুমতি পাবো আর তুমি পাবে বাজারে কাটার মতো গরম একটা গল্প।"

BanglaBook.org

আমি আরেক দফা বিয়ার দিতে বললাম। বিয়ার আসার পর লি চুপচাপ চুমুক দিচ্ছে। "আমার একটা শর্ত আছে।"

"শুনি।"

"তুমি যদি তার কাছ থেকে কিছু একটা বের করতে পারো তবে সাথে সাথে আমাকে জানাতে হবে।"

"কঠিন একটা শর্ত দিলে কিন্তু ঠিক আছে। এটাই আমাদের ডিল। আমি নতুন কিছু জানামাত্রই তুমি জানতে পারবে যদি সেটা মিডিয়াতে দেয়ার মতো ক্ষতিকর কিছু না হয়।"

এরপর আমরা বিয়ার পান করতে করতে পুরো ব্যাপারটা সাজিয়ে ফেললাম।

আমাদের বাসায় প্রতিদিন সকালে নানাই প্রথম পত্রিকা পড়ে। নানা কম বয়সের সময় শিক্ষিকা ছিলেন এবং পরে হাই স্কুলের এবং কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। সেখান থেকেই তার পড়ার অভ্যাস আজো রয়ে গেছে। নানা সকালবেলার পত্রিকা তুলে নেবার আগে আজ আমিই তুলে নিলাম। নান ডাইনিং রুমে প্রবেশ করে দেখে আমি পত্রিকা পড়ছি। সে খানিকটা অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে নাশতা তৈরি করতে শুরু করে দিলো। আমার কাজকর্ম সে কোনোদিনই বুঝে উঠতে পারে নি। তাই এখন আর সে অবাক হয় না।

আমি তার দিকে তাকিয়ে একটা মৃদু হাসি দিয়ে পত্রিকাতে মনোনিবেশ করলাম।

ওয়াশিংটন পোস্টের হেডলাইন অনেকটা এমন :

সনেজি/মারফি, হিপনোটাইজড?

হেডলাইনের ঠিক নিচেই গেরির একটা ছবি দেয়া আর কলামের ভেতরে দেয়া আমার ছবি।

আমি সকালের প্রথম কফিতে চুমুক দিতে দিতে লি'র লেখা আর্টিকেলটা পড়তে লাগলাম। সে আমার কথা বলেছে 'একজন নির্ভরযোগ্য অজ্ঞাতনামা উৎস' হিসেবে। তারপর সে বিস্তারিত বলে গেছে পুরো গল্পটার সংক্ষেপ এবং বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে। আমার হিপনোটাইজ করার ব্যাপারটা এনেছে সবার শেষে এবং সেটাকে উল্লেখ করেছে অত্যন্ত বিবেচক এবং ফলাফল আশাব্যাঞ্জক হিসেবে। সবশেষে বলেছে, এই কেসে এখন ম্যাক্সি রোজকে খুঁজে বের করার এটাই একমাত্র পন্থা।

আমি পত্রিকা পড়ছি নানা আমার মাথার পেছন থেকে উঁকি দিয়ে পড়তে

BanglaBook.org

লাগলো। সে পড়তে পড়তে মন্তব্য করলো, "হুম, বুঝলাম।"

আমি মৃদু হেসে বললাম, "কী বুঝলে?"

"বুঝলাম, একমাত্র পন্থাটা কার আবিষ্কার?" নানা টোস্ট বানাতে বানাতে বললো।

"তাই নাকি, বুঝলে এখন চুপ করে থাকো।"

"হুম, তাতো থাকবোই। তবে পুরো রিপোর্টটা পড়ে আমার কাছে একটা ব্যাপার মনে হচ্ছে কেউ একজন এখানে কোনো চাল চালছে।"

"কি রকম?" আমি নানার কথা বুঝতে পারি নি।

"চাল বলতে, কেউ একজন চাচ্ছে না গেরি সব কথা বলুক। এবং সেটা একজন না হয়ে একাধিক লোকও হতে পারে। তুমি যেমন তার কাছ থেকে সব বের করতে চাইছো, তেমনি কিছু লোক চাইছে তাকে কোনোরকম একটা ব্যবস্থা করে বিচারে দাঁড় করিয়ে দিতে।"

নানার কথা একদম ঠিক। এই ব্যাপারটা আমার মাথাতেও যে আসে নি তা না। তবে সবকিছুর আগে গেরির মুখ খোলা দরকার। আমি প্লেটে টোস্ট তুলে নিতে নিতে চিন্তার জগতে ডুবে গেলাম। এখন দেখা যাক লি'র রিপোর্ট কেমন ফলাফল নিয়ে আসে।

আমি চুপচাপ ভাবছি হঠাৎ নানার প্রশ্ন শুনে চমকে উঠলাম।

"তোমার নতুন গার্লফ্রেন্ড কেমন আছে?"

"কি?"

"তোমার নতুন গার্লফ্রেন্ড?"

আমি তার দিকে কঠিন চোখে তাকাতে তাকাতে ভাবতে লাগলাম, *এই বুদ্ধিমান মানুষটার চোখে কি কিছুই এড়ায় না?*

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ৫০

লরটনের ড্রাইভওয়ে ধরে গাড়ি নিয়ে ঢুকতে ঢুকতে রিপোর্টারদের ভিড়টা বেশ চোখে পড়লো। আমি গাড়ি থেকে নামতেই তারা রীতিমতো ঝাঁপিয়ে পড়লো। তাদেরকে এড়িয়ে আমি ভেতরে প্রবেশ করলাম।

গেরি মোটামুটি সুস্থ হওয়াতে এখন তাকে কারাগারের সাধারণ সেলে নিয়ে আসা হয়েছে।

আমি ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে রিপোর্টারদের কিছু প্রশ্ন মনে পড়াতে হেসে উঠলাম। গাড়ি থেকে নামতেই স্রোতের মতো ভেসে এলো ক্যামেরার ফ্লাশ আর মাইক্রোফোন। আজকের সবচেয়ে গরম খবর আমি। সবাই জানে আজ আমি গেরিকে হিপনোটাইজ করতে এসেছি।

'মাইকেল ডান বলছেন আপনি সনেজিকে মুক্ত করার চেষ্টা করছেন? এ ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কি?' আমি কোনো কথা না বলে ভেতরে চলে এসেছি।

ভেতরে প্রবেশ করতেই আমাকে আবারো একটা মিটিঙে বসতে হলো। দীর্ঘ মিটিঙের পর অবশেষে বোর্ড আমাকে অনুমতি দিলো। তবে তাদের সাথে আমার একটা চুক্তিতে আসতে হয়েছে।

এই আধুনিক সময়ে, মানসিক চিকিৎসায় হিপনোটাইজ করা বা সম্মোহিত করা সাধারণ একটা ব্যাপার। তবে কারাগারে এই ধরণের প্রক্রিয়া চালানোতে কিছু ঝুঁকি আছে। আর কারাগারে সাধারণত এই কাজটা করে নিয়মিত চিকিৎসক। সেখানে আমার মতো একজন বহিরাগতকে অনুমতি দেয়া তাও আবার এই রকম একজন সূক্ষ্ম অপরাধীর ক্ষেত্রে, ব্যাপারটা আসলেই কঠিন। মনে মনে আরেকবার লি'কে ধন্যবাদ জানালাম।

আব সনেজিকে হিপনোটাইজ করা সাইকোলজিক্যালিও অনেক কঠিন। কারণ সনেজির মানসিক কোনো স্থিরতা নেই। আর সেই সাথে আমাকে ঢুকতে হবে তার অন্য এক পারসোনালিটির জগতে। ব্যাপারটা কঠিন না, প্রায় অসম্ভব।

আমি গেরির প্রিজন সেলে ঢুকে সরাসরি কাজে লেগে গেলাম। প্রথমেই তাকে রিলাক্স হতে বললাম। তারপর বললাম নিঃশ্বাসের ওঠা নামার ওপরে মনোযোগ দিতে। অবশেষে এক থেকে একশ পর্যন্ত গুনতে বললাম।

সে বেশ সাহায্য করলো আমাকে। ঠিক যেভাবে যেভাবে বললাম সেভাবেই করলো। ধীরে ধীরে তার নিঃশ্বাসের গতি কমে আসতে লাগলো। তাকে এখন অনেক বেশি রিলাক্সড মনে হচ্ছে।

আমি আরো খানিকটা সময় নিলাম, তারপব শুরু করলাম প্রশ্ন। প্রথমে কিছু

হালকা প্রশ, তারপর আসল প্রশ্নগুলোর দিকে এগোতে লাগলাম। "তুমি কী উইকিন্সবার্গে ম্যাকডোনাল্ডের সামনে গ্রেপ্তার হবার কথা মনে করতে পারো?"

একটু বিরতি তারপর ধীরে ধীরে সে বলতো লাগলো। কণ্ঠস্বরও একদম পরিস্কার, "হ্যা, অবশ্যই মনে করতে পারি।"

"যাক ভালো, তুমি মনে করতে পারছো। আমার ওই ব্যাপারে কিছু প্রশ্ন আছে। তুমি কি ভেতরে কিছু খাবার কথা মনে করতে পারো?"

গেরি সময় নিচ্ছে। "আমার মনে পড়ছে না। আমি কি ভেতরে সত্যি কিছু খেয়েছিলাম? আমার সঠিক মনে নেই।"

যাক অন্তত ম্যাকডোনাল্ডের ভেতরে থাকার ব্যাপারটা সে অস্বীকার করছে না। "ম্যাকডোনাল্ডের ভেতরে কারো কথা তোমার মনে আছে? কোনো ক্রেতা বা কোনো সেলস্‌গার্লের কথা?"

"উমমম, ভেতরে বেশ ভিড় ছিলো। অনেক মানুষ ছিলো, বেশিরভাগই বাচ্চা আর তাদের মায়েরা। কিছু মানুষ ছিলো রঙচঙে পোশাক পরা। এই ধরণের দোকানগুলোতে যেমনটা দেখা যায়। তবে বিশেষ কারো কথা মনে নেই।"

আমি অনুভব করতে পারছি এখনো সে ম্যাকডোনাল্ডের ভেতরেই আছে। *আমার সাথে থাকো গেরি*। মন মনে প্রার্থনা করলাম।

"তোমার কি ওখানকার রেস্টরুমটার কথা মনে আছে?" আমার ধারণা সে হয়তো ঘটনা ঘটানোর আগে বাথরুম বা রেস্টরুমে গিয়ে থাকতে পারে।

"হ্যা, মনে আছে। আমি বাইরে থেকে দেখেছিলাম, ভেতরে যাই নি।"

"কোনো খাবারের কথা মনে আছে? কী খেয়েছিলো তুমি ওখানে? গেরি যতোটা পারো মনে করার চেষ্টা করো।" গেরি চুপ। আমি আবারো বললাম, "মনোযোগ দাও গেরি, মনে করার চেষ্টা করো।"

হঠাৎ সে হাসতে শুরু করলো। অস্বাভাবিক অট্টহাসি। শুনতে শুনতে আমার গায়ের রোম দাঁড়িয়ে গেলো। সাধারণ এবং স্বাভাবিক কোনো মানুষের পক্ষে এরকম হাসি দেয়া সম্ভব নয়।

"তুমি খুব চালাক, ক্রশ। তবে এতোটা চালাক না যে আমাকে টেক্কা দিতে পারবে।"

তার কণ্ঠস্বও পুরোপুরি বদলে গেছে। আমি একদম চমকে গেলাম এই পরিবর্তিত কণ্ঠস্ব শুনে।

"আমি কাকে টেক্কা দিতে চাইছি?"

সনেজি, তার ভেতরে সনেজি চলে এসেছে। এখন আর গেরি কথা বলছে না। বলছে সনেজি। গেরি ম্যাকডোনাল্ডের ভেতরের সময়টাতে সনেজির কাছে চলে গেছে।

"আমি কাকে টেক্কা দিতে চাইছি?" আবারো জানতে চাইলাম।

BanglaBook.org

"আমাকে ক্রশ, সনেজিকে। খুব চালাক না। তুমি খুব চালাক কিন্তু এতোটা না যে আমাকে নিয়ে খেলতে পারবে।"

"কাকে গেরি, আমি কাকে নিয়ে খেলতে চাচ্ছি?"

সম্বোধোনের এই পরিবর্তনটা আমি ইচ্ছে করেই করলাম। আমি প্রশ্নটা করেছি গেরিকে, সনেজিকে না। দেখা যাক এবার কী হয়।

"সনেজিকে," সে রেগে যাচ্ছে।

"কেন সে রেগে যাচ্ছে? কেন গেরি?"

"কারণ একজন পুলিশ তাকে পাকড়াও করার চেষ্টা করছে।"

আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। আমি আবারো গেরিকে ফিরিয়ে আনতে পেরেছি। সে এখনো ম্যাকডোনাল্ডের ভেতরেই আছে সনেজির সাথে। ঠিক যখন ডিউটি অফিসার তাকে আক্রমন করতে যাচ্ছিলো। সেই সময়টাতে।

"গেরি, সনেজি কি তোমার সাথেই আছে? আমি তার সাথে কথা বলতে চাই," আমি সচেতনভাবেই এই কাজটা করতে চাইছি। কারণ গেরি আর সনেজি দুজনকে আমি ইচ্ছে করেই আলাদা ব্যক্তি হিসেবে দাঁড় করাতে চাইছি। কাজটা অত্যন্ত কঠিন এবং ঝুঁকি পূর্ণ। এই ঠান্ডার ভেতরেও ঘেমে নেয়ে যাচ্ছি আমি।

"না না না। সে তোমার সাথে কথা বলবে না। সে তোমাকে তার সাথে কথা বলার মতো যোগ্যতাসম্পন্ন মনে করে না। সনেজির ব্যাপারে আপনার কোনো ধারণাই নেই।"

"সে কি এখনো রেগে আছে? তার কাছে জানতে চাও এই সেলে বন্দি অবস্থায় তার কেমন লাগছে? তাকে জিজ্ঞেস করো গেরি?"

"সে বলছে ফাক ইউ, ফাক ইউ," এই পর্যন্ত বলেই গেরি আমার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়লো। প্রথমে শক্ত করে আমার শার্ট আর টাই ধরে ফেললো এবং সাথে সাথে প্রচন্ড টান মারলো। তার শরীরে অস্বাভাবিক শক্তি। সে বলশালী হতে পারে কিন্তু আমার চেয়ে বেশি না। সে যতো জোরেই টান দিলো এক চুলও আমাকে নাড়াতে পারলো না।

আবারো টান মারলো গেরি। এবারও আমাকে নাড়াতে পারলো না। আমি ইচ্ছে করলেই তাকে মাটিতে পেড়ে ফেলতে পারি কিংবা আর্ম-লকে হাত দুটো ছাড়িয়ে নিতে পারি কিন্তু কোনোটাই করলাম না। আমি তাকে আমার শক্তির সাথে সমানে সমানে মোকাবেলা করার সুযোগ দিচ্ছি। এখন গেরি না সনেজি লড়ছে, যে নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করে। তার দম্ভ কমানোর জন্যেই এই চেষ্টা। সে আমাকে নাড়াতে না পেরে বিড়বিড় করে অভিশাপ দিতে লাগলো। তারপর চিৎকার করে উঠলো।

বাইরে গার্ডদের আগমনের শব্দ পাচ্ছি আমি। কিন্তু এখনো নড়ি নি। এক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছি এবং এ কারণেই চোখের খেলাটা দেখতে

BanglaBook.org

পারলাম। মুহূর্তে মুহূর্তে গেরির চোখের দৃষ্টি পরিবর্তন হচ্ছে। এ এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। এই এক মুহূর্তে সাধারণ দৃষ্টি, আকুতিতে ভরা। পরমুহূর্তে ভরপুর উন্মাদের দৃষ্টি। গেরির ভেতরে তুমুল যুদ্ধ চলছে।

সেলের ভেতরে দুজন গার্ড আর একজন ডাক্তার ঢুকলো। ভেতরের দৃশ্য দেখে তাদের চোখ কপালে উঠে গেছে। গার্ড দুজন হ্যাচকা টানে গেরিকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নিলো। সে উন্মাদের মতো তাদের সাথে ধস্তাধস্তি করছে। বার বার হাত বাড়িয়ে চেষ্টা করছে আমাকে ধরতে। গার্ড দুজন তাকে শক্ত করে মাটিতে চেপে ধরলো। ডাক্তার তার ঘাড়ে একটা ইনজেকশন দিতে ধীরে ধীরে কাবু হয়ে আসতে লাগলো গেরি। আমি উঠে দাঁড়িয়ে নিজেকে প্রশ্ন করলাম,

সেলের ভেতরে এ আসলে কে? গেরি? সনেজি?

নাকি দুজনে একসাথে?

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ৫১

সেদিন রাতে চিফ পিটম্যাট আমাকে ফোন করলো। আমি খুব ভালো করেই জানি সে আমাকে সনেজি কেসে প্রশংসা করার জন্যে ফোন করে নি। তার কল রিসিভ করার পর মনে হলো আমার অনুমান ঠিকই আছে।

"কী খবর, কেমন চলছে সব?" আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম।

সে কথার জবাব না দিয়ে পরের দিন সকালে আমাকে তার অফিসে দেখা করতে বললো।

পরের দিন সকালে শেভ আর গোসল সেরে আমার সবচেয়ে ভালো লেদার জ্যাকেটটা পরে আমি তার অফিসে হাজির হলাম।

সকাল সকাল পিটম্যানের অফিসে পৌছে দেখি ইতিমধ্যেই সেখানে বেশ ব্যস্ততার সাথে কাজ শুরু হয়ে গেছে। এমনকি পিটম্যানের অ্যাসিসটেন্টও বেশ ব্যস্ত। পিটম্যানের অ্যাসিসটেন্ট বয়স্ক ফ্রেড কুক একজন ডিটেক্টিভ হিসেবে ব্যর্থ হলেও অফিসের প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসেবে তাকে বেশ সফলই মনে হচ্ছে। পুরনো কোনো অ্যান্টিক, যেটা ব্যবহারিক দিক থেকে হয়তো কোনো কাজের না কিন্তু শোভাবর্ধক হিসেবে চমৎকার। ফ্রেডির অবস্থা অনেকটা সেরকম।

প্রতিবারের মতোই সে আমাকে দেখে হাসলো না বরং বেশ গম্ভীর একটা ভঙ্গি নিয়ে বললো, "বস্ ভেতরে আছেন, তোমার জন্যে অপেক্ষা করছেন," গুনসম্পন্ন না হলেও ফ্রেডির মতো চতুর লোক আমি খুব কমই দেখেছি।

আমি তার কথায় পাত্তা না দিয়ে একটা চেয়ার টেনে তার সামনে বসে পড়লাম। "ফ্রেডি, তুমি আমাকে একটু সাহায্য করবে? বলোতো ভেতরে কী হতে যাচ্ছে?"

ফ্রেডি যথারীতি তার ভুয়া ভাবভঙ্গি বজায় রেখে বললো, "তুমি আমার কাছে কেন জানতে চাইছো। ভেতরে যাও, বস্ নিজেই তোমাকে বলবেন।"

বুঝলাম এই বদমাশটার কাছ থেকে কিছুই বের করা যাবে না। সে ঠিকই জানে কিন্তু বলবে না। "ফ্রেডি আমি প্রায়ই ভাবি এই অফিস আসলে তোমার জন্য সঠিক জায়গা না। তুমি বরং রাজনীতিতে নামো। ফাটিয়ে দিবে।"

পিটম্যানের রুমের দরজা খুলে আমি খানিকটা চমকে উঠলাম। ভেতরে মেয়র মনরোও বসে আছেন। দুজনারই গম্ভীর মুখ দেখে পরিস্থিতি খুব একটা ভালো ব'লে মনে হলো না। সাথে আরো আছেন পুলিশ ক্যাপ্টেন ক্রিস্টোফার ক্লোজার এবং জন স্যাম্পসন। ভাব দেখে মনে হচ্ছে ওয়াশিংটন শহরের ব্যস্ততম কয়েকজন মানুষ এই সকালবেলা মহান অ্যালেক্স ক্রশের সান্নিধ্য পাবার জন্যে সব কাজ ফেলে এখানে উপস্থিত হয়েছেন। *বাহ দারুণ।*

BanglaBook.org

ওদের মধ্যে স্যাম্পসনকে দেখে আমার একটু অবাক লাগলো। তবে তাকে দেখে মনে হচ্ছে একপাল হায়েনার মধ্যে একটা ভেড়ার বাচ্চা থকলে তার অবস্থা যেমন হতো অনেকটা সেরকম। আমি নিশ্চিত স্যাম্পসন এই মুহূর্তে এখান থেকে পালাতে পারলে বাঁচে। আমি চেয়ারে বসতে বসতে সে আমাব দিকে তাকিয়ে একবার ভুরু কুঁচকালো। তবে পিটম্যানের প্রতিক্রিয়া দেখে আমি সাবধান হয়ে গেলাম। কারণ সে আমার দিকে তাকিয়ে শুভেচ্ছাস্বরূপ একটা হাসি দিলো।

ব্যাপার কি? মনে মনে ভাবলাম।

"এসো অ্যালেক্স, তোমার সাথে জরুরি কথা আছে," সে বেশ হালকা সুরে বললো। "তোমার এবং স্যাম্পসনের জন্যে ভালো খবর আছে। তোমাদেরকে প্রমোশন দেয়া হয়েছে। আজ থেকে স্যাম্পসন সিনিয়র ডিটেক্টিভ এবং তুমি ডিভিশনাল প্রধান। কংগ্রাচুলেশন্স।"

সবাই উঠে দাঁড়িয়ে হাততালি দিতে লাগলো। আমি বোকার মতো স্যাম্পসনের দিকে তাকালাম। তারও প্রতিক্রিয়া একইরকম।

আমি সাথে সাথে বুঝলাম এ হলো যুদ্ধজয়ী সৈনিককে বীরের সংবর্ধনা দিয়ে তাকে অবসরে পাঠানোর মতো। তার মানে এরা আমাকে প্রমোশন দিয়ে আমার কাজ থেকে সরিয়ে দিতে চাইছে। কারণ পিটম্যান খুব ভালোই বুঝতে পারছে সে আমাকে আর স্যাম্পসনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না।

"চিফ, আপনি আমাকে বলবেন আসলে হচ্ছেটা কী?" আমি একদম শান্ত গলায় প্রশ্ন করলাম। "ভূমিকা বাদ দিয়ে আসল কথা বলুন।"

সাথে সাথে কার্ল মনরো আর পিটম্যানের মুখে থেকে হাসিটা চলে গেলো। পিটম্যানের পরিবর্তে মনরো জবাব দিলো, "রিলাক্স অ্যালেক্স, আমরা সবাই এখানে এসেছি তোমাদের কাজের প্রশংসাসূচক তোমাদেরকে সম্মান জানাতে।"

পিটম্যান যদি শেয়াল হয় তবে মনরো হলো হায়েনা। তাব কথাবার্তা খুব মিষ্টি হলেও সেটা ছুরির মতো বিদ্ধ করতে পারে।

পিটম্যান বললো, "আমাদের অনেক কাজ আছে, অ্যালেক্স। অনেক বিষয়ে আলোচনা করতে হবে। তবে আগে কফি এবং নাস্তা হয়ে যাক।"

"হ্যা, অবশ্যই, আমাদের অনেক বিষয়েই আলোচনা করতে হবে। তবে আমি মনে করি কফির সাথে সেটাও এখনই উত্থাপন করা হোক।"

"অ্যালেক্স, তুমি একটু শান্ত হও তো। সবসময় এতো উত্তেজিত থাকলে চলে," পিটম্যান ফোনে কফি অর্ডার করতে করতে বললো।

"আপনাদের এই প্রমোশন, এর মানে আমি আর ফিল্ডে এবং পাবলিক অফিসে কাজ করতে পারবো না, তাই না?" বলে আমি মনরোর দিকে ফিরে তাকালাম। "দারুণ রাজনীতি।"

মনরো এর পরেও রাগলো না। "অ্যালেক্স, তুমি সবসময়ই আমাকে খারাপ মনে করো। তবে তোমাকেও বুঝতে হবে সবসময় সবকিছু এমনকি আমার মতো

BanglaBook.org

লোকের হাতেও থাকে না," এরমধ্যে খাবার এসে গেলো। "বাহ্, দারুণ। কোথেকে আনিয়েছো? এদের কেকটা তো চমৎকার?"

বার বার প্রসঙ্গ পাল্টানো দেখে মেজাজটা খারাপ হয়ে গেলো। রেগে গিয়ে বললাম, "আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় কি ব্রেকফাস্ট?"

"হতেও পারে। আমরা কি খাবার নিয়ে আলোচনা করতে পারি না?" মনরো আরেকটা কেক তুলে নিলো।

পিটম্যান পটে কফি ঢালতে ঢালতে এবার আসল কথা বললো। তার মুখ থেকে তেলতেলে হাসিটা বিদায় হয়েছে। এবার তার আসল চেহারা দেখা যাচ্ছে। "অ্যালেক্স, এই অপহরণ কেস, খুন-খারাবি, বার বার হাত ফসকে যাওয়া। সেইসাথে এফবিআইয়ের ঝামেলা। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি এ থেকে আমরা পুরোপুরি দূরে সরে যাবো। যা ঘটেছে ঘটেছে, আমরা আর এতে নেই। আর সেই সাথে তোমাকেও আবারো এই কেস থেকে অব্যহতি দেয়া হচ্ছে।"

চমৎকার, এই তাহলে কারণ। সকাল সকাল ডাক, নাস্তা, প্রমোশন। এই তাহলে মূল কারণ। ওরা সব শেষ ক'রে দিতে চাইছে।

"বুলশিট! পুরো ব্যাপারটাই একটা বুলশিট এবং আপনি তা জানেন চিফ, আর জানেন বলেই সকালবেলা ডেকে এনে এই তামাশা করছেন," বলে বড় করে দম নিলাম। "আমি কাজটাকে একটা নির্দিষ্ট দিকে ধাবিত করার চেষ্টা করছি মাত্র। আমি কাল সনেজিকে হিপনোটাইজ করেছিলাম। আমার বিশ্বাস ধীরে হলেও এতে কাজ হবে। প্লিজ চিফ, এমনটা করবেন না।"

"আমবা তোমার কাজের অগ্রগতির ব্যাপারে জানি, অ্যালেক্স। কিন্তু আমাদের এছাড়া আর উপায় নেই।"

"তুমি সত্যিটা জানতে চাও, অ্যালেক্স?" মনরোর গলাও এখন বদলে গেছে।

আমি সরাসরি তার চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম, "সে সাহস আমার আছে।"

"ব্যাপারটা অনেক বড় আকার ধারণ করেছে। ওয়াশিংটনের অ্যাটর্নি জেনারেল একটা বিরাট টিম বানাচ্ছেন এবং বড় পরিসরে একটা ট্রায়াল শুরু হতে যাচ্ছে। আমার বিশ্বাস খুব বেশি হলে ছয় সপ্তার ভেতরে। এই কেসটা আর আমাদের হাতে নেই, অ্যালেক্স। তুমি আমি এফবিআই সবার থেকে অনেক ওপরে চলে গেছে ব্যাপারটা।"

সে একটু বিরতি নিয়ে আবার বলতে লাগলো, "তোমার কী ধারণা আমরা তোমাকে তোমার কাজ থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছি? না অ্যালেক্স। এটা বিচার বিভাগের সিদ্ধান্ত। বিচার বিভাগ সিদ্ধান্ত নিয়েছে সনেজির সাথে তোমাকে আর কোনো বৈঠক করতে দেয়া হবে না। কেসটা বিচার বিভাগ থেকে সম্পূর্ণ অন্য এক পরিসরে শুরু করা হবে এবং সেখানে তোমাকে তাদের দরকার নেই।"

BanglaBook.org

অধ্যায় ৫২

পরের সপ্তাহটা আমি কাটিয়ে দিলাম বাচ্চাদের সাথে। প্রতিদিন অফিসে যাই। সময় করে ছয়টা সাড়ে ছয়টার দিকে বেরিয়ে যাই অফিস থেকে। কোনো অতিরিক্ত কাজ না। এরপর বেরিয়ে পড়ি বাচ্চাদের নিয়ে। ওদের সাথে বিভিন্ন খাবারের দোকানে ঘুরে বেড়াই। গেম রাইডে চড়ি আর ফেরার সময়ে বিভিন্ন গেমের ডিভিডি নিয়ে বাসায় ফিরি। গভীর রাত পর্যন্ত একসাথে গেম খেলে আমি জেনেলি আর ড্যামন সোফাতেই ঘুমিয়ে যাই। বেশ ছুটি ছুটি ভাব নিয়ে কাটলো আমাদের সময়।

এর ভেতরে একদিন মারিয়ার কবরে ফুল দিতে গেলাম আমরা। আমি আর এমিলি দাঁড়িয়ে রইলাম মারিযাব কবরের সামনে, ড্যামন ফুলগুলো দিয়ে এলো কবরের ওপরে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে আসছি আরেকটা কবরের সামনে দাঁড়িয়ে পড়লাম। মোস্তাফ স্যান্ডার্সের শেষঠিকানা। তার কবরের সামনে দাঁড়িয়ে মৃত বাচ্চার চাহনিটা আবারো পরিস্কার আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। চোখদুটো যেনো আমাকে প্রশ্ন করতে লাগলো। এমন সব প্রশ্ন যেগুলোর উত্তর দেয়ার ক্ষমতা আমার নেই। কিন্তু উত্তর আমাকে পেতে হবে।

সেই গ্রীষ্মের শেষের দিকে একদিন আমি আর স্যাম্পসন মিলে নিউ জার্সির দিকে রওনা দিলাম। ম্যাগি রোজ ডানকে এখনো খুঁজে পাওয়া যায় নি, না জীবিত না তার মৃতদেহ। না পাওয়া গেছে সেই দশ মিলিয়ন ডলার। তাই আমি আর স্যাম্পসন মিলে আবারো একটু খোঁজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

আমরা গেরির কয়েকজন প্রতিবেশির সাথে কথা বললাম। গেরির পরিবার আগুনে পুড়ে মারা গেছিলো। তবে এজন্য গেরিকে কেউ সন্দেহ করে নি। প্রিন্সটনে গেরির পরিবারকে যারাই চিনতো সবাই জানতো গেরি শান্তশিষ্ট একটা ছেলে এবং খুবই মেধাবী একজন ছাত্র। সে স্কুল গ্র্যাজুয়েশনে সবার চেয়ে ভালো ফলাফল করেছিলো কিন্তু সবাই জানতো সে শুধু ভালো ফলাফলের জন্যে পড়তো না। এমনকি স্কুলে তার গন্ডগোল করারও কোনো রেকর্ড নেই। সব শুনে আমার মনে হলো লরটন কারাগারের সেই ভদ্র শান্ত মানুষটির ব্যাপারেই যেনো আমি শুনছি। এসবকিছুই তার সাথে মিলে যায়।

সবাই গেরির ব্যাপারে একই কথা বললো শুধুমাত্র তার ছেলেবেলার এক বন্ধু বাদে। গেরির ছেলেবেলার বন্ধু সাইমন কলিন্স স্থানীয় একটা দোকানে কাজ করে। তবে থাকে শহর থেকে বেশ দূরে। তার খোঁজে আমরা শহর থেকে বাইরে চলে এলাম। তার ব্যাপারে আলাদাভাবে আমার আগ্রহের কারণ মিসি মারফি,

BanglaBook.org

মানে গেরির স্ত্রী তার কথা উল্লেখ করেছিলো। এফবিআই এর আগে একবার তাকে জেরা করেছে। তবুও আমি তার সাথে কথা বলার প্রয়োজন বোধ করলাম।

তার বাড়িতে পৌছানোর পর কলিন্স প্রথমে কথা বলতে অস্বীকার করলো। জবাবে আমি তাকে বললাম প্রয়োজন হলে তাকে ধরে ওয়াশিংটনে নিয়ে যাবো, এ কথা বলাতে সে রাজি হলো।

"গেরি সবসময় সবাইকে বোকা বানাতো," কলিন্স তার বারান্দার একটা চেয়ারে বসে কথা বলছে। আমি আর স্যাম্পসন আরো দুটো চেয়ারে বসেছি। "গেরি সবসময় বলতো সে সবার সেরা। সে সবাইকে বোকা বানাতে পারে। সে নিজেকে অসম্ভব কিছু একটা মনে করতো এবং তার চারপাশের সবাইকে ভাবতো তারচেয়ে অধম।"

"সেরা বলতে সে নিজেকে কী বোঝাতো?" আমি কলিন্সের কাছে জানতে চাইলাম।

"সে তার চারপাশের সবাইকে বলতো ৯৯%, মানে এরা সবাই বোকা, একশ'র ভেতরে নিরানব্বই ভাগ লোকই এমন। তবে সে সবার চাইতে ভালো। আর সে-ই সবচেয়ে ভালো যে কখনো ধরা পড়ে না, যে সবার ওপরে উঠে যায়। যাকে কেউ ছুঁতে পারে না। সে সবার ওপরে থেকে নিচের লোকগুলোকে করুণা করে। যার মনে কোনো দয়া-মায়া-মমতা নেই। সে-ই হতে পাবে সবার সেরা। আর গেরি নিজেকে এমনটাই ভাবতো।"

"মানে গেরি সেই ১% দের একজন?" আমি বুঝলাম গেরি কলিন্সকেও সেই ৯৯ ভাগদের একজন মনে করতো।

"না না, গেরি নিজেকে ওই একভাগের চেয়েও সেরা মনে করতো। সে নিজেকে ভাবতো পুরোপুরি অন্যরকম। সে নিজেকে বলতো 'প্রকৃতির বিশেষ সৃষ্টি'।"

কলিন্সই আমাদেরকে বললো তারা নয় বা দশ বছর বয়স থেকে বন্ধু ছিলো। প্রতিদিন একই স্কুল বাসে ক'রে যাতায়াত করতো এবং তাদের বাসটা যে রাস্তা ধরে যেতো সেই রাস্তাতেই ছিলো হপওয়েলের লিন্ডবার্গদের খামার বাড়িটা।

কলিন্স আরো জানালো গেরিই ওর পরিবারের সবাইকে আগুনে পুড়িয়ে মারার জন্যে দায়ি। ছোটোবেলা থেকেই কলিন্স অনুমান করতো গেরি উল্টোপাল্টা কিছু কাজ করে। কিন্তু সে কোনোদিন তাকে ধরতে পারে নি বা প্রমাণ করতে পারে নি।

"আমি বলছি কিভাবে আমি তার পরিকল্পনার ব্যাপারে জানতাম। আমাদের যখন বয়স বারো তখন গেরি একদিন আমাকে বললো সে তার একুশ বছর বয়সের সময় তার সৎমা আর ভাই-বোনকে খুন করবে। ঘটনাটা সে এমনভাবে

BanglaBook.org

ঘটাবে যাতে ক'রে সবাই মনে করে সে কিছুই জানে না। সবাই জানবে ঘটনাটা ঘটার সময় সে দূরে কোথাও ছিলো। এজন্যে তার হাতে সময় আছে নয় বছর। এই নয় বছর ধরে সে পরিকল্পনা করবে।"

সেদিন আমরা কলিন্সের সাথে প্রায় তিন ঘণ্টা কথা বললাম। এর পরের দিন আরো পাঁচ ঘণ্টা। কলিন্স আমাদেরকে গেরির ব্যাপারে বিস্তারিত সব বলে গেলো। গেরি নাকি ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাদের বাড়ির অন্ধকার বেইজমেন্টে বসে থাকতো এবং ওখানে বসেই সে তার পরিকল্পনা করতো। তার অসংখ্য পরিকল্পনা ছিলো এবং সে ওগুলোকে নাম দিতে সময়ের হিসাবে। যেমন 'নয় বছরের পরিকল্পনা' 'দশ বছরের পরিকল্পনা' 'পনেরো বছরের পরিকল্পনা'। এর মধ্যে কলিন্স আরো জানালো ছোটোছোটো কিছু ব্যাপারে গেরির নিষ্ঠুরতার কোনো তুলনা ছিলো না। সে ফাঁদ পেতে তাদের বাগানে বিভিন্ন পাখি আর কাঠবেড়ালি ধরতো আর বেইজমেন্ট থেকে ধরতো ইঁদুর। এগুলোকে ধরার পর অদ্ভুত নিষ্ঠুর উপায়ে খুন করতো আর কষ্ট দিতো। তাব বেশি আকর্ষণ ছিলো সুন্দর সুন্দর পাখিগুলোর দিকে। তাদের বাগানে একবার খুব সুন্দব একটা বুলবুলি পাখি আসতো। গেরি ওটাকে অনেক কষ্ট করে ধরে। প্রথমে ওটার একটা পা কেটে বন্দি করে রাখে। পাখিটা কষ্ট করতে করতে যখন পা-টা শুকিয়ে আসে তখন একটা ডানা ছিড়ে দেয়। এভাবে প্রতিটা প্রাণীকে সে কষ্ট দিয়ে দিয়ে মারতো। কলিন্স আরো জানালো গেরির ছদ্মবেশ, গলা নকল করা এমনকি অভিনয়ের দিকেও বেশ ঝোঁক ছিলো। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে এগুলো অভ্যাস করার চেষ্টা করতো।

আমার মনে হতে লাগলো, ইশশশ! গেরিকে হিপটোনাইজ করাব সময় যদি এসব ব্যাপারগুলো জানতাম তবে অনেক উপকার হতো।

দুঃখের বিষয় এখন আর তা করার উপায় নেই। আমাদেরকে ওই কেস থেকে বিদেয় ক'রে দেয়া হয়েছে। তবে আমি কলিন্সের কাছ থকে যা জানতে পারলাম তা এফবিআইকে অফিসিয়াল একটা চিঠির মাধ্যমে জানিয়ে দিলাম।

রিপোর্টটা হলো প্রায় বারো পৃষ্ঠার। সেই রিপোর্টের একটা কপি পাঠালাম ম্যাগি রোজের সার্চ টিমের কাছেও। রিপোর্টের শেষ দিকে কলিন্সের একটা কথাও জুড়ে দিলাম। কলিন্স আমাদেরকে বলেছিলো, 'গেরি সবসময় বলতো সে একদিন খুব গুরুত্বপূর্ণ কেউ হবে।'

আমি রিপোর্ট ঠিকই পাঠালাম কিন্তু হলো না কিছুই। না কেউ আমার কাছে কিছু জানার জন্যে চিঠি পাঠালো বা ফোন করলো, না কেউ অলাদা কোনো পদক্ষেপ নিলো। এই পর্যায়ে এসে আমার মনে হতে লাগলো সবাই আসলে এই কেসটা বন্ধই করে দিতে চাইছে। কাজ বা হচ্ছে তা একান্তই লোক দেখানো।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৫৩

সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে আমি আর জেজি ভার্জিন আইল্যান্ডে ছুটি কাটাতে গেলাম। দুজনেই লম্বা ছুটি নিয়েছি। আইডিয়াটা জেজির। আমারও বেশ ভালো মনে হওয়াতে বেরিয়ে পড়েছি দুজনে। দুজনেই ছিলাম কাজ করতে করতে ক্লান্ত এবং দুজনেই দুজনকে আরো ভালোভাবে জানার একটা তাগিদ অনুভব করছিলাম। হয়তো ছুটিটা ভালো কাজে দিবে।

ভার্জিন গোরডা নামে দ্বীপটাতে পৌঁছে বেশ লাগলো। এতো এতো মানুষ চারপাশে কিন্তু কেউ আমাদেরকে চেনে না। বেশ লাগছে আমাদের। দুজনে একটা সুন্দর হোটেলে উঠলাম। ব্যালকনি থেকে সমুদ্র দেখা যায়।

আমরা সতের-আঠারো বছর বয়স্ক একটা নিগ্রো মেয়ের কাছ থেকে স্কুবা ট্রেনিং নিলাম। ঘোড়ায় চড়ে বিচে ঘুড়ে বেড়ালাম। একটা ল্যান্ডরোভার ভাড়া ক'রে আমি আর জেজি মিলে গভীর জঙ্গলে চলে গেলাম পিকনিকের বাস্কেট নিয়ে। তবে সবচেয়ে মজা হলো স্পিডবোট ভাড়া করে আমরা সারাদিনের জন্যে চলে যাই আশেপাশের ছোট্ট কোনো দ্বীপে। আশেপাশে কোনো কিছু নেই। শুধু পানি আর পানি। সারাদিন আমরা দুজনে দ্বীপে কাটিয়ে ফিরে আসি একদম বিকেল বেলা। মাঝে মাঝে সন্ধ্যায় বা মাঝরাতে।

"এমন চমৎকার জায়গা আমি জীবনেও দেখি নি। আহ্ কী শান্তি," জেজি আমাদের সামনের বালি আর পনির দিকে তাকিয়ে বললো। আমি মৃদু হাসলাম।

অন্যান্য দিনের মতো আজো আমরা একটা দ্বীপে চলে এসেছি। এই দ্বীপটা অন্যান্য যে-কোনো দ্বীপের চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর। লম্বা ছড়ানো বিচ, সাদা বালি, চমৎকার লেগুন আর দ্বীপের খানিকটা ভেতর থেকে শুরু হয়েছে সবুজ জঙ্গল। জঙ্গলে নানা ধরণের ফুল ফুটে আছে। আমরা বিচের এক পাশে ঝাউ বনের ছায়ায় চাদর বিছিয়ে শুয়ে আছি। পাশেই বাস্কেটে রাখা লাঞ্চ আর ওয়াইন। মনে হচ্ছে যেনো স্বর্গে আছি।

আমি জেজির দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি। "জেজি," আমার ডাক শুনে সে আমার দিকে পাশ ফিরে তাকালো। "তোমার কোনো ধারণা আছে তুমি কতোটা সুন্দরি?"

"তাই নাকি?" সে আমার দিকে ফিরে বাচ্চা মেয়েদের মতো বললো। "তুমি হয়তো খেয়াল করো নি আমার হাতব্যাগে আমি সবসময় একটা আয়না রাখি।"

"একটা সত্যি কথা বলি?" আমি জেজিকে বললাম।

"বলো, অ্যালেক্স।"

BanglaBook.org

"মারিয়া মারা যাবার পর সবসময় আমি সচেতনভাবে কারো প্রতি আকর্ষণ এড়িয়ে চলতাম। কিন্তু এই প্রথমবারের মতো আর সেটা সম্ভব হলো না।"

"বাদ দাও, অ্যালেক্স। এখন আমরা একসাথে আছি এইজন্যেই আমি সবচেয়ে বেশি খুশি।"

"আমিও জেজি। থ্যাঙ্কস। আমার সাথে থাকার জন্যে।"

সেদিন রাতে আমি আর জেজি একটা বারে বসে আছি। ইতিমধ্যে দ্বীপটা থেকে এসে আমরা হোটেলে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে সমুদ্রের পারের এই রেস্টুরেন্টটাতে দারুণ একটা ডিনার করেছি। ডিনার শেষ করে দুজনে মিলে সিদ্ধান্ত নেই আজ ইচ্ছেমতো মদ খেয়ে দুজনেই মাতাল হবো। কয়েক পেগ হবার পর চোখে মাত্র রঙ লাগতে শুরু করেছে জেজি কথা বলতে শুরু করলো।

"অ্যালেক্স, আমি সবসময় এমন কেন?"

"কেমন?"

"একবার একটা কিছু মাথায় ঢুকলে সেটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আর শান্তি পাই না। সেটা অফিসের কেসই হোক আর অন্য কোনো কাজই হোক।"

আমি চুপ ক'রে আছি, জেজির কথা শুনতেই বেশি ভালো লাগছে।

জেজি তার হাতের গ্লাসটা ওঠালো, "আমি এখানে হাতে একটা হুইস্কি নিয়ে বসে আছি। কিন্তু বার বার মনে পড়ে যাচ্ছে আমার বাবা-মা দুজনেই ছিলো অ্যালকোহলিক। তারা কোনোদিনই একসাথে শান্তিতে থাকে নি। আমাদেরকে বাইরে থেকে সবাই মনে করতো কী সুখি একটা পরিবার। অথচ ভেতরে ভেতরে আমাদের মতো অসুখি আর কেউ ছিলো না।"

এপর্যন্ত বলে জেজি কথা থামিয়ে আমার চোখের দিকে তাকালো গভীরভাবে। মেয়েটাকে এই মুহূর্ত কেন জানি আমার খুব অসহায় ব'লে মনে হলো। "অ্যালেক্স, তুমি কি আমার কথায় বিরক্ত হচ্ছো?"

"না জেজি, বলো।"

"থ্যাঙ্ক ইউ, অ্যালেক্স। ছুটিটার জন্যে। এটা আমাব খুব দরকার ছিলো।"

বলে জেজি একটু বিরতি নিয়ে আবার বললো, "অ্যালেক্স, জানো আমি এতো কাজ কেন করি? আমি আমার বাবা-মায়ের মতো ব্যর্থ হতে চাই না। এই জন্যেই সারাক্ষণ শুধু কাজ কাজ আর কাজ। আমি সর্ভিসে যোগ দেয়ামাত্রই এমন এমন অসম্ভব কাজ করেছি আমার বসেরা পর্যন্ত চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে গেছে। আর আমার এর আগের বিয়েটাও এই জন্যেই টেকে নি। ওরাও দোষ ছিলো তবে এখন আমি মনে করি আমার দোষ ছিলো আরো বেশি। জানো অ্যালেক্স, আমি বাইক কেন চালাই?"

"কেন?"

"আমি আমার কাজে এতোটাই মনোযোগী কখনোই সেটার মোহ থেকে

BanglaBook.org

বেরুতে পারি না। তাই খুব স্পিডে বাইক চালাই। কারণ যখন তুমি আশি, একশ, একশবিশ মাইল বেগে বাইক চালাচ্ছো তখন তোমার যাবতীয় মেনোযোগ শুধুমাত্র সেটার ওপরে রাখতে তুমি বাধ্য। হা-হা।"

"তোমার মতো এতাটা গভীর না হলেও আমিও অনেকটা এই কারণেই পিয়ানো বাজাই। ওটা আমাকে রিলাক্স হতে সাহায্য করে।"

বার থেকে বেরিয়ে আমরা চলে এলাম বীচে। দুজনেই জুতো খুলে সামান্য পানিতে পা ডুবিয়ে হাটতে লাগলাম। জেজি আমার কাঁধে মাথা রেখে হাটছে। "অ্যালেক্স, আজ তোমাকে অনেক কথা বললাম। আমার এই কথাগুলো আমি কাউকেই বলি নি। অনেক হালকা লাগছে নিজেকে।"

আরো কয়েকদিন দ্বীপটাতে কাটানোর পর মনে হলো যেনো হঠাৎ করেই ছুটিটা শেষ হয়ে গেলো। ওয়াশিংটনে ফিরে যাবার জন্যে প্লেনে উঠলাম। দুজনেই খানিকটা মনমরা। ছুটিটা এতোই ভালো লাগছিলো হঠাৎ ক'রে ফুরিয়ে যাওয়াতে খুব খারাপ লাগছে।

"অ্যালেক্স তুমি কী সত্যিই মনে করো গেরি'র মাল্টিপাল পরসোনালিটির সমস্যা আছে? সে কি আসলেই জানে ম্যাগি'র কী হয়েছে? মানে সনেজি নাকি গেরি কে আসলে সেটা বলতে পারবে?"

"গেরির কথা যদি বলি সে আসলে সনেজিকে ভয় পায়। কারণ আমি কথা বলার সময়ই সেটা বুঝতে পেরেছি। গেরি আর সনেজি আসলে সম্পূর্ণ ভিন্ন মানুষ। এক শরীরে বাস করলেও তারা ভিন্ন মানুষ। তবে একটা ব্যাপার কি জানো জেজি, গেরির মাল্টিপাল পারসোনালিটির ব্যাপারটা আমি নিশ্চিত ছিলাম কিন্তু ওর এক বন্ধুর সাথে কথা বলার পর আমি আসলে নিশ্চিত হতে পারছি না। তবে তারা যদি সত্যিই আলাদা সত্ত্বা হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে জানলে একমাত্র সনেজিই জানে ম্যাগির কী হয়েছে, গেরি জানে ব'লে আমার মনে হয় না।"

"আমরা কী কোনোদিনই জানতে পারবো ম্যাগির আসলে কী হয়েছে? মানে সেটা কি আর বের করা সম্ভব?"

"আমি বলতে পারছি না, জেজি। কারণ আমি সত্যিই জানি না।"

ওয়াশিংটনের এয়ারপোর্টে নেমে হঠাৎ করেই খুব বিরক্ত লাগতে শুরু করলো। এই কয়দিন আনন্দময় শান্তির দ্বীপ আর ছুটির পব হঠাৎ করেই নগর জীবনের কোলাহল খুব বিরক্ত লাগছে। নেমেই অফিসে ফোন করে খবর পেলাম খুব শিঘ্রই সনেজির ট্রায়াল শুরু হতে যাচ্ছে। পিটম্যান নাকি একবার আমার খোঁজ করেছিলো।

জেজি আমাকে হাত ধরে টেনে গাড়িতে বসিয়ে দিলো। সে আমার একটা হাত শক্ত ক'রে ধরে আছে। মেয়েটা সত্যিই ছুটিটা খুব উপভোগ করেছে। আমার এই মুহূর্তে বিরক্ত লাগলেও তাকে বেশ ফ্রেশ মনে হচ্ছে। জেজির এই সুখি-সুখি চেহারা দেখে আমার বিরক্তিটা কেটে গেলো।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৫৪

ওয়াশিংটনে ফিরে আসার দিন দুপরের দিকে স্যাম্পসনের কল পেলাম। সে আমাকে স্যান্ডার্সদের বাড়ি যেতে বললো। স্যান্ডার্সদের খুনের ঘটনা আব ম্যাগির অপহরণের ভেতরে সে নাকি দারুণ একটা যোগসূত্র পেয়েছে। স্যাম্পসনের গলার উত্তেজনা শুনেই বুঝলাম ব্যাপারটা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ কিছু হবে।

সাথে সাথে আমার মাথায় ঝিলিক দিয়ে উঠলো ভিভিয়ান কিমের মাথা মোড়ানো আর স্তন বিচ্ছিন্ন মৃতদেহটা। ওই দিন দুটো কেসের একটা যোগসূত্রর কথা আমার মাথায় এসেছিলো কিন্তু পরে আর কোনো সূত্র না পাওয়াতে সেটা আর কাজে লাগে নি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে একটা যোগসূত্র থাকা অসম্ভব নয়। আমি দ্রুত তৈরি হয়ে বেরিয়ে গেলাম। স্যান্ডার্সদের ড্রাইভওয়েতে গাড়ি নিয়ে ঢুকতে ঢুকতে আমি বাড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখলাম কোনই পরিবর্তন নেই। জানালাগুলো অন্ধকার আর বাড়িটা যেনো মূর্তিমান শোকের ছায়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমার ধারণা, যে ঘটনা এখানে ঘটেছে এর পর এই বাড়ি ভাড়া বা বিক্রি কোনোটাই হবে না।

স্যাম্পসন এখনো এসে পৌছায় নি। আমি গাড়িতে বসে অপেক্ষা করতে করতে ভাবতে লাগলাম। স্যাম্পসন এমন কী পেলো যা এর আগে কেউ পায় নি। ভাবতে ভাবতে স্যাম্পসন এসে হাজির হয়ে গেলো।

আমাকে শক্ত ক'রে জড়িয়ে ধরে স্যাম্পসন জানতে চাইলো, "বাহ্ তোমাকে দারুণ দেখাচ্ছে।"

আমি হাসতে হাসতে জবাব দিলাম, "আর তোমাকেও দেখাচ্ছে ঠিক আগের মতোই কুৎসিত।"

স্যাম্পসন জোরে জোরে হেসে উঠলো, "খুব মাস্তি করলে মনে হয়?"

"না না, ওখানে তো আমরা সারা দিন-রাত প্রার্থনা করতে করতেই ছুটি শেষ হয়ে গেলো।"

"এখন কাজের কথায় আসো, আমি একটা দারুণ লিড পেয়েছি।"

আমি স্যান্ডার্সদের বাড়িটার দিকে ফিরে তাকাতে তাকাতে ভাবলাম *আবার কি আমাকে ওই বাড়ির ভেতরে যেতে হবে।* মোস্তাফের চেহারাটা আবার ভেসে উঠলো। "হ্যা বলো, আমি শুনছি।"

"আমরা এখন স্যান্ডার্সদের পাশের বাড়িতে যাবো। ওখানে একজনের সাথে কথা বলতে হবে।"

মনে মনে ভাবলাম, *উফ, বাঁচা গেলো।*

BanglaBook.org

"কে? ওখানে কার সাথে কথা বলতে যাবো? আমার যতো দূর মনে পড়ে স্যান্ডার্সদের সব প্রতিবেশিকেই পুলিশ খুব ভালোভাবে জেরা করেছে। কিছুই পাওয়া যায় নি।"

"প্রথমে পওযা যায় নি কিন্তু এখন মনে হচ্ছে কিছু একটা পাওয়া গেলে যেতেও পারে। অ্যালেক্স, আমার কাছে মনে হচ্ছে ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই বাড়িতে একটা মেয়ে আছে সে স্যান্ডার্সদের মেয়েটার বয়সী। নিজে থেকে আগ্রহী হয়ে সে আমাদের সাথে যোগাযোগ করেছে। সে নাকি কী একটা দেখেছিলো, ঐব্যাপারেই কথা বলতে চায়। আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম।"

"চলো তাহলে দেখা যাক, কী পাওয়া যায়।"

আমরা স্যান্ডার্সদের প্রতিবেশির বাড়িতে চলে এলাম। স্যাম্পসন আমাকে ওদের ডোশিয়েটা দিলো। আমি নক করার আগে দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম। ওদেব পারিবারিক টাইটেল সিসেরিও। নিনা সিসেবিও ছিলো সুজেত স্যান্ডার্স মানে স্যান্ডার্সদের খুন হওয়া মেয়েটার একেবারে ছোটোবেলার বান্ধবি। আমার কাছে মনে হতে লাগলো এখানে আসলেই গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা পাওয়া যেতে পারে।

মিসেস সিসেরিও দরজা খুলে আমাদের স্বাগতম জানালেন। আমরা ভেতরে বসলে উনি ডেকে পাঠালেন তার মেয়েকে। কিচেন টেবিলে বসে আমি খেয়াল করলাম নিনা আর সুজেতের একটা ছবি তাদের ডাইনিংরুমের দেয়াল থেকে ঝুলছে। আমি স্যাম্পসনের কাছে বিষয়টা জানতে চাইলে ও জানালো, গত সপ্তাহে নিনা তার এক শিক্ষককে বলে, সে নাকি খুন হবার কয়েকদিন আগে স্যান্ডার্সদের সম্ভাব্য খুনিকে দেখেছিলো। এর আগে সে ভয়ে কিছু বলে নি।

হুম, মনে মনে ভাবলাম ডিসি'র কালোদের এই এলাকায় কম বয়স্ক একটা কালোমেয়ে কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলতে গেলে ভয় পাওয়ারই কথা। কারণ এখানকার মানুষদেরকে কর্তৃপক্ষ মোটেই ভালোভাবে দেখে না। বরং এদের প্রতি অকারণেই এক ধরণের হিংস্র মনোভাব পোষণ করে।

নিনা এসে আমাদের সামনে বসলো। সুজেতের বয়সি একটা মেয়ে। কালো হলেও চেহারাটায় মিষ্টি একটা ভাব আছে। "আমি তাকে গ্রেপ্তার হতে দেখেছি," কথা বলতে বলতে নিনার চোখ বড়বড় হয়ে গেলো। "এরপর আর ভয় পাই নি, তাই আপনাদের সাথে কথা বলতে চেয়েছি।" নিনা বলে চলেছে সে স্যান্ডার্সদের খুন হবার আগে থেকে এই এলাকায় একটা লোককে ঘোরাঘোরি করতে দেখেছে নিয়মিত। তারপর সেই লোকটাকে একদিন টিভিতে দেখে।

"তুমি তাকে চিনতে পারলে কিভাবে? মানে টিভিতে তাকে তুমি কিসে দেখেছো? কোনো অনুষ্ঠানে?" আমি নিনার কাছে জানতে চাইলাম।

BanglaBook.org

"এটা সেই লোক যাকে আপনি গ্রেপ্তার করেছেন। এই লোকটাই অপহরণ করেছে ম্যাগি রোজকে।"

"মানে? তুমি গেরি মারফির কথা বলছো?" আমার মুখ প্রায় হা হয়ে গেছে মেয়েটার কথা শুনে। আমি ঝট করে একবার স্যাম্পসনের দিকে তাকালাম। তারও একই অবস্থা।

"তুমি নিশ্চিত যে লোককে তুমি স্যান্ডর্সদের বাড়ির আশেপাশে দেখেছো সেই লোকই অপহরণকারী? মানে তারা একই লোক?"

"অবশ্যই, আমি একেই সুজেতের বাড়িতে দেখেছি। আর তাকে চেনা আমার জন্যে খুবই সহজ। কারণ এই এলাকায় সাদা লোকজন প্রায় আসেই না বলতে গেলে।"

"তুমি তাকে এই এলাকায় দিনের বেলা নাকি রাতে দেখেছো?" স্যাম্পসন জানতে চাইলো।

"রাতে। কিন্তু আমি জানি এই লোক সেই লোকই। একদিন বেশ রাতে আমি তাকে সুজেতদের বাড়ির বারান্দায় লাইটের নিচে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি। সেদিন আমি তাকে অনেক সময় ধরে দেখেছি।

"তুমি আমাদেরকে জানাতে পারো আর কী কী তুমি দেখেছো?"

"আমি আরেকটা সাদা লোককে তার পেছনে দেখেছি," নিনা বলতে লাগলো। "এই অপহরণকারী লোকটা যখন সুজেতদের বাড়ির ওপর নজর রাখতো অন্য লোকটা তখন সাদা একটা গাড়িতে বসে থাকতো। সত্যিকার অর্থে আমি দুজন মানুষকেই নিয়মিত দেখতাম। একজন এই অপহরণকারী আর তার পেছনে অন্যজন।"

স্যাম্পসন আমার দিকে ফিরে বললো, "ওয়াশিংটন এই খুনিটাকে ট্রায়ালে বসাতে যাচ্ছে অথচ তাদের কোনো ধরণাই নেই আসল ব্যাপার সম্পর্কে," শান্তশিষ্ট স্যাম্পসনকে এই মুহূর্তে ভীষন বিরক্ত আর উত্তেজিত মনে হচ্ছে। "অ্যালেক্স, আমার মনে হয় ওরা এই কেসটাকে কোনোভাবে শেষ করতে চাইছে কারণ এর ভেতরে আরো ব্যাপার আছে।"

আমিও মনে মনে তাই ভাবছি কিন্তু স্যাম্পসনকে তা বললাম না। আমি আর স্যাম্পসন সিসেরিওদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এলাম। গাড়ি চালাতে চালাতে আমার লিন্ডবার্গ কিডন্যাপিঙ কেসের কথা মনে পড়ে গেলো। ওই কেসেও আসামি ব্রুনো হপ্টম্যানকে তাড়াহুড়ো ক'রে একটা ট্রায়ালে দিয়ে কেসটাকে শেষ ক'রে দেয়া হয়েছিলো। গেরি কি সেটা জানতো? অবশ্যই তার জানার কথা। হঠাৎ মনের ভেতরে একটা ধারণা পাক দিয়ে উঠলো। *আচ্ছা এই ট্রায়ালও গেরি'র লম্বা পরিকল্পনার কোনো অংশ নাতো? তার সেই দশ বছর, পনেরো বছরের কোনো পরিকল্পনা?*

BanglaBook.org

তারচেয়ে বড় প্রশ্ন, গাড়িতে বসে থাকা অন্য লোকটা কে? আর ফ্লোরিডা'র সেই পাইলট? গেরি'র পুরনো কোনো বন্ধু? নাকি তার নিয়োগকৃত কেউ? অথবা তার কোনো শুভাকাঙ্খী? না, অনেক প্রশ্নেরই কোনো জবাব নেই। অনেক কিছুই মিলছে না।

সেদিন রাতে জেজি'র সাথে বিষয়টা নিয়ে আলাপ করলাম। জেজি সব শুনে প্রতিক্রিয়া দেখালো সম্পূর্ণ ভিন্ন। "অ্যালেক্স তোমার কাছে কি নিনা'র কথা বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে? কারণ এরা ছিলো স্যান্ডার্সদের সবচেয়ে কাছের মানুষ অথচ ওদের এতোবড় বিপর্যয় ঘটে যাবার পরও সামনে আসে নি। আর এখন এতোবড় একটা বিষয় দাবি করছে। আমার কাছে একটু বাড়াবাড়ি মনে হচ্ছে।"

"আমি মেয়েটার কথা বিশ্বাস করছি। কারণ এইসব এলাকার লোকদের সাথে পুলিশ বা কর্তৃপক্ষের সম্পর্ক কতোটা খারাপ তুমি আন্দাজও করতে পারবে না। তাই মেয়েটার আগে কিছু না বলার কারণ আমি বেশ ভালোই বুঝতে পারছি।"

"তবুও অ্যালেক্স, ব্যাপারটা কেমন জানি।"

"না জেজি, আমার ধারণা মেয়েটা সত্যি বলছে।"

"হুমম, তাহলে এখন ব্যাপারটা কী দাঁড়াচ্ছে?"

"আমার ধারণা নিনা মেয়েটা গেরির সাথে বা তার পেছনে অন্য কাকে দেখেছিলো এটাই এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। আচ্ছা মেয়েটা অন্য সাদা লোকটাকে বার বার পেছনে বলছে কেন? তারমানে কি অন্য লোকটা গেবির সাথে ছিলো নাকি ওর ওপর নজর রাখছিলো? জেজি ব্যাপারটা আমার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা পয়েন্ট মনে হচ্ছে।"

"না, তারচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট আজ আমরা কোথোয় যাবো? অনেকদিন সিনেমা দেখি না। চলো আজ একটা সিনেমা দেখতে যাই," জেজি আমার হাত ধরে বাচ্চাদের মতো আবদারের সুরে বলতে লাগলো।

আমি হাসতে হাসতে বললাম, "চলো।"

সাথে সাথে জেজি কাকে যেনো ফোন ক'রে টিকিটের ব্যাবস্থা করে ফেললো। আমি মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ভাবি মেয়েটাব পরিচিত লোকের কোনো অভাব নেই।

আমরা জর্জটাউনের একটা সিনেমা হলে সিনেমা দেখলাম। পপকর্ন খেতে খেতে সময়টা আমাদের বেশ কেটে গেলো। যদিও আমার মাথায় ঘুরছে অপহরণ আর খুনের ব্যাপারগুলো। তবে জেজি বেশ মজা করেই সময় কাটালো। সিনেমা শেষ করে বেরুতে বেরুতে আমাদের বেশ রাত হয়ে গেলো। আমি আর জেজি পার্কিংলটের দিকে এগোচ্ছি হঠাৎ কয়েকটা ছেলে জেজিকে লক্ষ্য করে শিষ বাজাতে লাগলো।

BanglaBook.org

"ওই নিগ্রোর বাচ্চা, মালটা তো ভালোই বাগিয়েছিস," একটা ছেলে বলে উঠলো। সাথে সাথে বাকিরা হেসে উঠলো। আরেকজন জেজিকে নিয়ে একটা রসালো মন্তব্য করলো। আমি সাথে সাথে দাঁড়িয়ে গেলাম, আমার হাত শক্ত হয়ে গেছে। "অ্যালেক্স, বাদ দাও, চলো আমরা চলে যাই। এদেরকে পাত্তা দেয়ার কোনো দরকার নেই।"

আমি আস্তে ক'রে জেজির হাতটা ছাড়িয়ে নিলাম। ওর দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললাম, "অবশ্যই পাত্তা দেয়ার দরকার আছে।" ছেলেগুলোর দিকে ফিরে দেখলাম তিনজন একটা গাড়ির হুডে বসে আছে। তিনজনের হাতেই বিয়ারের ক্যান।

ওদের দিকে এগোতে এগোতে বললাম, "কে বললো কথাটা?"

ওদের ভেতর থেকে একজন লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো। সে বেশ মজা পেয়েছে ব'লে মনে হচ্ছে। "আমি বলেছি নিগারের বাচ্চা। কী করবি তুই এখন? আমাদের তিনজনের সাথে মারামারি করবি?"

"তিন জনের সাথে একজন? খুব বাহাদুরি মনে হচ্ছে, তাই না? তবে আমি বলবো তোরা আরেকজনকে ডেকে নিয়ে আয়। ও এসে তোদেরকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারবে।"

"অ্যালেক্স, অ্যালেক্স বাদ দাও চলে এসো," জেজি পেছন থেকে চিৎকার ক'রে বললো।

"অ্যালেক্স, ফাক মি অ্যালেক্স, হা-হা তোর মাগীটা তোকে ডাকছে অ্যালেক্সের বাচ্চা," বসে থাকা একজন বললো আর বাকিরা আবারো হেসে উঠলো।

পাঞ্চটা করলাম নাকি আমার হাতটা অটোমেটিক উঠে গেলো নিজেও বলতে পারবো না। শুধু শুনলাম ক্রিকেট ব্যাট কাঠের বলে ছক্কা মারার মতো জোরে আঘাত করলে যেরকম শব্দ হয় অনেকটা সেরকম শব্দ আর সামনের ছেলেটা মাটিতে পড়ে গেলো। আমার শক্তমুষ্ঠি এতোটাই জোরে তার কপালে আঘাত করেছে সে মারের ব্যাথাটা টের পাবার আগেই অজ্ঞান হয়ে গেছে।

প্রথম জনকে অজ্ঞান হয়ে যেতে গাড়িতে বসে থাকা দুজন থেমে গেলো। একজন লাফিয়ে দাঁড়ালো মাটিতে হাতে বিয়ারের বোতল। তার ইচ্ছে বোতল দিয়ে আমার মাথায় মারবে। সে হাতটা উঠালোও কিন্তু সেটা নামানোর আগেই আমি পৌঁছে গেলাম তার একদম কাছে। শূণ্যের ভেতরে ধরে ফেললাম তার কব্জি। আলতো একটা মোচড় দিয়ে হাতটাকে নিয়ে এলাম তার শরীরের পেছনে। তারপর ধীরে সুস্থে পেছন থেকে তার বিচিতে লাথি মারলাম সর্বোচ্চ শক্তিতে।

দ্বিতীয় জনকেও পড়ে যেতে দেখে তৃতীয় জন রণে ভঙ্গ দিলো। সে পেছাতে

BanglaBook.org

পেছাতে বললো, "সরি মিস্টার, আমরা সবাই আসলে অনেক বেশি ড্রিঙ্ক করে ফেলেছি।"

আমি আগুনের চোখে তার দিকে তাকালাম সে গাড়ির বনেট থেকে পিছলে পেছন দিকে চলে যাচ্ছে তার একটা পা ধরে হিচড়ে নামালাম সেখান থেকে। সোজা ঘাড়ে ধরে মাথাটা ঠুকে দিলাম বনেটে। একবার দুবার তিনবার!

আমি বোধহয় হুঁশ জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম। ছেলেটার মাথাটা আবার ঠুকে দিতে যাচ্ছি জেজি পেছন থেকে এসে আমাকে ধরে ফেললো। "অ্যালেক্স অ্যালেক্স থামো। কী করছো, মেরে ফেলবে তো।"

আমি অজ্ঞান ছেলেটাকে ছেড়ে দিতেই সে পড়ে গেলো। "অ্যালেক্স চলো আমরা চলে যাই, প্লিজ।"

আমি অনেকটা যন্ত্রচালিতের মতোই গাড়িতে উঠলাম। জেজি গাড়ি ছেড়ে দিলো।

একটু স্বাভাবিক হতে মনে মনে ভাবলাম ছেলেগুলোকে লঘু পাপে গুরু শাস্তি দেয়া হয়ে গেছে। আসলে আমার রাগটা কিসের ওপরে বা কার ওপরে নিজেও বুঝতে পারছি না।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ৫৫

অক্টোবোরের এক তারিখে আমি আবার গেলাম সনেজির সাথে দেখা করতে। এবার আমাকে নতুন পাওয়া তথ্যগুলো নিয়ে কাজ করতে হবে। ইতিমধ্যেই নিনা সিসেরিওর ব্যাপারটা পুরো দুনিয়ার অর্ধেক লোক জেনে গেছে।

সিসেরিওর জন্যে আমি ব্যক্তিগতভাবে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছি। সিসেরিওকে দিয়ে গাড়িতে বসে থাকা সেই লোকটার একটা ড্রয়িংও করিয়েছি। কিন্তু তার চেহারা বোঝা যাচ্ছে না। আসলে নিনা লোকটার চেহারা পরিস্কারভাবে একবারও দেখতে পায় নি।

আমরা শুধু এইটুকু জানি মানুষাটা সাদা চামড়ার একজন পুরুষ। অন্যদিকে এফবিআই ফ্লোরিডার সেই পাইলটের খোঁজে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। নিনার ব্যাপারটাতে আমার আর স্যাম্পসনের সাফল্যের পর আমাদেরকে আবারো এই কেসে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। এ এক অদ্ভুত ব্যাপার, মাঝে মাঝে রাগও লাগে আবার হাসিও পায়। বার বার আমাদেরকে সরাচ্ছে আবার ফিরিয়ে আনছে।

লরটন জেলখানায় ড. ক্যাম্পবেল আমাকে দেখে খানিকটা অবাক হলো। আমিও গা করলাম না। সে আমাকে নিয়ে করিডোর ধরে এগিয়ে চললো। আমাকে নিয়ে সোজা চলে এলা সনেজির কক্ষে। সনেজিকে যে কামরাটাতে রাখা হয়েছে সেটা থেকে শুরু করে এই পুরো করিডোরটাই সাদা। দেয়াল, মেঝে, প্রতিটা আসবাব, বিছানার চাদর সব সাদা।

আমি সনেজির কামরায় প্রবেশ করা মাত্র সে আমার দিকে ফিরে তাকালো। এক মুহূর্ত সময় লাগলো আমাকে চিনতে। অবশেষে চিনতে পেরে আমাকে দেখে হাসলো সে। তাকে এইমুহূর্তে দেখতে একদম শান্ত সেই যুবকের মতো লাগছে। এটা গেরি মারফি। আমার মনে পড়ে গেলা তার বন্ধু কলিন্সের একটা কথা। গেরি যে-কোনো সময় যে-কোনো রূপ ধারণ করতে পারে, যখন যেটা প্রয়োজন।

"আপনি আমাকে আর দেখতে এলেন না কেন ড. অ্যালেক্স? গেরি খানিকটা অভিযোগের সুরেই বললো। "এখানে আমার সাথে কথা বলার মতো কেউ নেই। অন্যান্য ডাক্তারেরা কেউ আমার সাথে কথা পর্যন্ত বলতে রাজি না।"

"একটু ঝামেলায় ছিলাম তাই আসতে পারি নি। তাতে কি? আমি এসেছি তো? তাই না?"

গেরি মৃদু হাসতে গিয়ে হঠাৎ তার মুখের ভাব বদলে গেলো। চোখের মণিদুটো বড় হয়ে গেলো। সাথে সাথে বদলে গেলো কণ্ঠস্বর আর শরীরের অঙ্গভঙ্গি। প্রথমেই সে জোরে জোরে হেসে উঠলো। অট্টহাসি।

"তুইও অন্য সবার মতোই। একেবারে গাধা, তোদেরকে বোকা বানানো

BanglaBook.org

কতো সহজ। তুই অবশ্য একটু চালাক, তবে সেটা খুব বেশি না।"

আমি খানিকটা চমকে উঠলাম। এতো দ্রুত একটা মানুষ ইচ্ছে করে বদলে যেতে পারে না। অসম্ভব।

"তারপরও আমি এসেছি তাই না? তবে প্রথমবার আমি তোকে চিনতে পারি নি," সনেজিকে একদম পাত্তা না দিয়ে সহজকণ্ঠে বললাম।

"আহ্ ডাক্তারসাহেব আমাকে চিনতে পেরেছেন তাহলে?" গেরি মুখের প্রতিটি পেশি যেনো আলাদা আলাদাভাবে কাঁপছে। "ডাক্তার ডিটেক্টিভ, তাই না?"

অবশ্যই আমি তাকে চিনতে পেরেছি। গেরির এই অবস্থা নতুন কিছু না। একে বিজ্ঞানের ভাষায় বলে 'র‍্যাপিড সাইক্লিং,' দ্রুত একজন থেকে আরেকজনে পরিবর্তিত হওয়া। আমার সামনে এখন যে বসে আছে সে সনেজি, বাচ্চাদের খুনি এবং অপহরণকারী। অসাধারণ অভিনেতা এবং যে নিজেকে পরিচয় দেয় 'সন অব লিন্ডবার্গ' নামে। তবে সে যে আরো কতো কী কে জানে!

"কি ডাক্তার সাহেব, বিচি লক হয়ে গেলো নাকি আমাকে দেখে?"

এবার আমি গলা তুললাম, "ফাক অফ, মি. সনেজি!"

"এক মিনিট," ঠিক যেভাবে এসেছিল সেভাবেই তার চেহারা কণ্ঠ এবং চোখের মনি বদলে গেলো। "ড. ক্রশ, আপনি আমাকে সনেজি কেন ডাকছেন?"

আমি অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছি। বাস্তবতা এবং বিজ্ঞান দুই ক্ষেত্রেই ব্যাপারটা রীতিমতো অসম্ভব। আমি আবারো ভাবলাম, *অসম্ভব।* একমিনিটেরও কম সময়ে সে আবারো বদলে গেছে। তার মানে এক মিনিটের ভেতরে তিনটা স্টেজে গমন। অবিশ্বাস্য।

"গেরি মারফি?" আমি বাজিয়ে দেখতে চাচ্ছি।

"হ্যা, তা নয়তো আর কে? কী ব্যাপার, ড. ক্রশ কোনো সমস্যা? আপনি ঠিক আছেন তো?"

"হ্যা, আমি ঠিক আছি। আমাকে বলো তো এখন এইমাত্র কী হলো? তুমি নিজে এইমাত্র কোনো সমস্যা টের পেয়েছো বা কোনো অস্বাভাবিকতা?"

তাকে দ্বিধান্বিত দেখাচ্ছে। আমার মনে হলো পুরোটাই ধোঁকা। লোকটা পুরোটাই ব্লাফ দিচ্ছে। পুরো ব্যাপারটাই তার অসাধারণ অভিনয়ের অংশমাত্র। *আসলেই কি তাই?*

গেরি দ্বিধান্বিত স্বরে বলতে লাগলো, "আমি জানি না। আপনি এলেন অনেকদিন পর, হঠাৎ মনে হলো আপনি অসুস্থ। তারপর শুনলাম আপনি আমাকে সনেজি ডাকছেন। ব্যাপার কী, ড. ক্রশ?"

আমি এই মুহূর্তে আবার তাকিয়ে আছি সাধারণ অসহায় সেই যুবকের দিকে। *অবিশ্বাস্য। এ কি আসলেই তার অভিনয় ক্ষমতা? নাকি আসলেই দ্বৈত সত্ত্বা? কিন্তু দুটোই এক কথায় প্রায় অসম্ভব।*

BanglaBook.org

অধ্যায় ৫৬

সেও অন্যদের মতোই একই কাজ করে, পাহাড়ের ক্ষেত থেকে সব্জি আর ফল তুলে ঝুড়িতে ভরে। কাজ করতে করতে মাঝে মাঝে ম্যাগির বাড়ির কথা মনে পড়ে যায়। বাড়ির প্রতিটি জিনিসকেই সে মিস্ করে। তবে সবচেয়ে বেশি মিস করে তার মা আব বাবাকে। স্কুলের কথাও খুব মনে পড়ে। স্কুল, বন্ধুরা, পার্টি, স্কুলের অনুষ্ঠান কতো কিছুই না মনে পড়ে। সবকিছু কী চমৎকারই না ছিলো।

কাজ শেষ করে পাহাড়ি বাগানের সাথেই লাগোয়া একটা বাড়িতে থাকে সে। সেখানে গোসল করতে করতে ম্যাগির বাড়ির সব স্মৃতি মনে পড়ে যাচ্ছে। বাড়ির প্রতিটা মুহূর্ত, প্রতিটা স্মৃতি, সব কিছু। একরকম বলতে গেলে স্মৃতি নিয়েই ম্যাগি বেঁচে আছে।

সে ছোটো থাকতে বাবা তার জন্যে কতো কতো খেলনা আর পুতুল নিয়ে আসতো। একদম ছোটে বেলায় তার রুমটাও মনে পড়ে। চারপাশে খেলনা আর পুতুল দিয়ে সাজানো একটা রুম। একটু বড় হবার পর মা নিজে ডিজাইন করে তার রুমটা বদলে ফেলে।

প্রায়ই তারা পিকনিকে যেতো, কখনো কোনো সমুদ্রের পারে, কখনো পাহাড় বা জঙ্গলে। সারা দিন মজা করতো। কতো ভালোই না লাগতো। মা ওদেরকে বিভিন্ন রকম অভিনয় করে দেখাতো। আর বাবা মজার মজার জোকস বলতো। বাবার জোকস শুনে ওরা মজা পাক আর না পাক বাবা নিজেই হেসে গড়িয়ে পড়তো। ও আর মা বাবার হাসি দেখেই বেশি মজা পেতো।

ওকে বেশিরভাগ সময় রাতে ঘুম পাড়াতো বাবা। আর রাতে ঘুম পাড়াতে গিয়ে বাবা কতো মজার মজার গল্প বলতো। ম্যাগি বাবার বলা গল্পগুলোকেও খুব বেশি মিস কবে। আর মা মাঝে মাঝে তাদের জন্যে সুর করে গান গাইতো। গোসল করতে করতে ম্যাগি তার স্মৃতির জগতে হারিয়ে যায়।

আপনা আপনি তার চোখ ভিজে ওঠে। মা'র সুর করা একটা গান মনে পড়ে যায়। ম্যাগি সুর করে গাইতে থাকে। ম্যাগি'র মনে হয় যে-কোনো কিছুর বিনিময়ে সে যদি বাড়ি ফিরে যেতে পারতো, যে-কোনো কিছুর বিনিময়ে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৫৭

এরপরের দুই সপ্তাহে আমি অসংখ্যবার গেরি'র সাথে দেখা করতে গেলাম। কিন্তু তেমন একটা কাজ হলো না। ধীরে ধীরে গেরি নিজেকে গুটিয়ে নিতে লাগলো। আমি গেরি এবং সনেজি দুজনকেই ধীরে ধীরে হারিয়ে ফেলতে লাগলাম। পনেরোই অক্টোবরে ফেডারেল বিচারক কিডন্যাপিং ট্রায়ালের সমন জারি করলেন। গেরির জন্যে একজন উকিলও নিয়োগ দেয়া হয়েছে, অ্যান্টোনি নাথান। তার জন্যে গেরিকে ডিফেন্ড করার এটাই শেষ সুযোগ।

গেরির বিচারকার্যের প্রস্তুতি এগিয়ে চললো দ্রুত গতিতে। কোর্ট কাজ করে চললো তাদের স্বাভাবিক দক্ষতা আর গেরির বিপক্ষে জনগণের মানসিক ঘৃণাকে কাজে লাগিয়ে। অবশেষে এসে গেলো গেরির ট্রায়াল শুরু হবার দিন।

আমি আর স্যাম্পসন সিদ্ধান্ত নিলাম গেরির ট্রায়ালের প্রথম দিনে অবশ্যই আদালতে যাবো।

ট্রায়ালের দিন সকালে আমরা আদালত ভবনের দিকে এগোচ্ছি স্যাম্পসন আমার কাছে জানতে চাইলো, "কী মনে হয়, ব্যাপারটা কোন্ দিকে মোড় নিচ্ছে?"

"অপহরণ আর খুন দুটোই যেহেতু শীর্ষ অবস্থানে আছে কাজেই দেখা যাক।"

স্যাম্পসন আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললো, "চলো একটা বাজি হয়ে যাক।"

"কী বাজি?" আমরা আদালত পাড়ার ক্যান্টিনে এসে বসেছি।

"আমি মনে করি তাকে সেইন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে পাঠানো হবে। মানে যেখানে মানসিকভাবে অসুস্থ অপরাধীদের চিকিৎসা করা হয়।"

"তার মানে তুমি বলতে চাইছো আমাদের বিচার ব্যবস্থা তাকে সাজা না দিয়ে হাসপাতালে পাঠাবে?"

"হুমম," স্যাম্পসন কফির কাপে চুমকি দিতে দিতে বললো।

"আমার মনে হয় না। আমি সাজার দিকে বাজি ধরবো। অপহরণ এবং খুন দুটোর জন্যেই।"

"পঞ্চাশ ডলার, কেমন হয়?"

"হ্যা, পঞ্চাশ ডলার একদম ঠিক আছে। ঠিক আছে তাহলে বাজি," আমরা হালকা খাবার শেষ করে ক্যান্টিন থেকে বেরিয়ে এলাম।

BanglaBook.org

মূল আদালত যেখানে গেরির ট্রায়াল শুরু হবে তার সামনে অসম্ভব ভিড়, রিপোর্টাররা তো আছেই, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার লোকজন থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের সংখ্যাও কম না।

কেউ একজন চিৎকার করে বলছে : 'ম্যাগি রোজ বেঁচে আছে, বেঁচে আছে।'

ভিড়ের ভেতরে ম্যাগি'র ছবিসহ গোলাপফুল বিক্রি করছে কিছু পুচকে ছোঁড়া। তারা বেশ ভালো ব্যবসা ফেঁদে বসেছে। দ্বিগুন দাম হবার পরও লোকজন প্রচুর কিনছে। অনেকের হাতে মোমবাতিও দেখা গেলো।

আমাকে আর স্যাম্পসনকে দেখামাত্র সাংবাদিকদের একটা অংশ আমাদেরকে ঘিড়ে ধরলো।

"ডিটেক্টিভ ক্রুশ, আপনাকে নাকি এই কেস থেকে বাদ দেয়া হয়েছিলো?"

"না না, আমি এখনো এই কেসে সংযুক্ত আছি।"

"আপনি কি গেরি মারফির সাথে এখনো লরটনে দেখা করছেন?"

"আপনি এমনভাবে বলছেন যেনো আমি আর সে ইয়ার-দোস্ত," আমি মৃদু হাসলাম। "হ্যা, তাকে নিয়ে কর্মরত ডাক্তারদের দলের আমিও একজন।"

"এই কেসে কি কালো বা সাদা চামড়ার কোনো ব্যাপাব আছে?"

"দেখুন, কালো-সাদার ব্যাপার তো কতো কিছুতেই আছে। এই কেসে এই ধরণের কোনো ব্যাপার নেই।"

"মি. স্যাম্পসন আপনি কি মি. ক্রুশের সাথে একমত?"

স্যাম্পসন এমনিতেই কথা বলে কম, এখন সে কোনো জবাবই দিলো না। আমরা আদালতের দিকে হাটা দিলাম।

ভেতরে যেতে যেতে পরিচিত এক উকিলের সাথে দেখা হয়ে গেলো। আমি তার কাছে জানতে চাইলাম, "শুনলাম অ্যান্টোনি নাকি মানসিক বিকারগ্রস্ততার ব্যাপারটা তুলে আনতে চাইছে?" অ্যান্টোনি হচ্ছে গেরির উকিল।

"সরি, আমি এখনো এই ব্যাপারে তেমন কিছু একটা জানতে পারি নি।"

আমি আর স্যাম্পসন ভেতরে চলে এলাম। গেরির কেসটাকে বলা হচ্ছে ট্রায়াল অব দ্য সেঞ্চুরি'। দেখা যাক আজ কী ঘটে। তবে যাই ঘটুক অ্যান্টোনি'র তো এটাই উদ্দেশ্য ছিলো। পৃথিবী বিখ্যাত হওয়া। সেটা সে ইতিমধ্যেই হয়েই গেছে বলা চলে।

এই আদালত কক্ষটা বেশ পুরনো। আমরা একদম ঠিক সময়ে ভেতরে প্রবেশ করলাম। প্রসিকিউটর ভেতরে প্রবেশ করেছেন মাত্র। ম্যারি ওয়ার্নার, পয়ষট্টি বছর বয়সের অসম্ভব শক্ত একজন মহিলা। সে অ্যান্টোনির বিপক্ষে লড়ছে। অ্যান্টোনি এবং ম্যারি দুজনের কেউই আজ পর্যন্ত কখনো হারে নি। দেখা যাক এবার কী হয়। ম্যারির আদালতপাড়ায় সুনামের কোনো শেষ নেই।

BanglaBook.org

আর উকিল হিসেবে তার জুড়ি মেলা ভার। আমার মনে আছে এক কেসে একবার ম্যারির কাছে পরাজিত হওয়া এক উকিলকে ম্যারির ব্যাপারে বলতে শুনেছিলাম, 'এই মহিলার সাথে আদালতে কেস লড়ার চাইতে মোহাম্মদ আলীর সাথে রিঙে বক্সিং লড়া সহজ।' তাকে নিশ্চিত গোল্ডবার্গ নিয়োগ দিয়েছে। গোল্ডবার্গ চাইলে যে কাউকে নিয়োগ দিতে পারতো কিন্তু সে সবাইকে বাদ দিয়ে ম্যারিকে পছন্দ করেছে। তার মানে এই মহিলার ভেতরে ব্যাপার আছে।

মেয়র মনরোকেও দেখতে পেলাম রুমের অন্যপ্রান্তে। সে আমাকে দেখে মৃদু হাসলো। আমিও তার দিকে তাকিয়ে খানিকটা মুখ ভ্যাংচালাম, মানে হাসির ভঙ্গি করলাম। আমি প্রথমে বুজতে পারি নি সে আমাকে প্রমোশন দিয়ে ডিভিশনাল প্রধান কেন বানালো। এখন বুঝতে পারছি। এটা আমাকে যোগ্য প্রমাণ করার জন্যে নয় বরং নিজেদের দূর্বলতা ঢাকার জন্যে। মায়ামিতে আমার কাজের এবং নিজের ব্যর্থতার ওপরে প্রলেপ দেয়ার জন্যে।

আজকের আদালতে আরেকটা বড় ব্যাপার, ট্রেজারি সেক্রেটারি গোল্ডবার্গ নিজেও বাদী হয়ে কেস লড়বেন। অ্যান্টোনি নাথান বিবাদী।

কোর্টে অ্যান্টোনি নাথানের ভূমিকাকে সাংবাদিকেরা ইতিমধ্যেই নাম দিয়েছে 'নিনজা উকিল' হিসেবে। নাথান নাকি নিজে থেকে গেরির সাথে যোগাযোগ করে বিনা ফি-তে এই কেস লড়তে চেয়েছে। এই ব্যাপারে আমি গেরিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। সে পরিস্কার কোনো জবাব দেয় নি। শুধু বলেছে, তার একজন ভালো ল-ইয়ার দরকার এবং নাথানের মতো নামকরা একজন উকিল নিজে থেকে তার সাথে যোগাযোগ করাতে সে একবাক্যে রাজি হয়ে গেছে। আমি গেরিকে বলেছিলাম নাথান তার মতোই চালাক। গেরি আমাকে জবাবে বলেছে সে যদি এতোই চালাক হতো তবে সে লরটনে কেন। আমি কোনো জবাব দিতে পারি নি কারণ সত্যি কথা আমি এখনো জানি না।

আমি রুমের আরেক পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম জেজিকে। সেও এই কেসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণদের একজন। জেজিকে আজকে দেখতে লাগছে অনেকটা করপোরেট বড় কোনো অফিসারের মতো। আমি অবাক হয়ে ভাবি যে-কোনো পোশাকেই মেয়েটাকে অদ্ভুত সুন্দর লাগে। আমি তাকিয়ে আছি দেখে সে আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে হাসলো।

রুমে প্রবেশ করলো ক্যাথরিন রোজ আর তার স্বামী টমাস ডান। ক্যাথরিনকে দেখে মনে হচ্ছে সে এখনো পুরোপুরি শোকে আছে। তবে টমাস ডানকে লাগছে অনেকটাই স্বাভাবিক।

রুমের সবাই ফিরে তাকালো প্রবেশপথের দিকে এবং আমি একটা পালস মিস করলাম। রুমে ঢোকানো হচ্ছে গেরিকে। স্যুট পরা গেরিকে সেলে সাদা

BanglaBook.org

পোশাকের সেই গেরির চাইতে অনেকটাই ভিন্ন লাগছে দেখতে। গেরির সাথে প্রবেশ করলো সিকিউরিটির কয়েকজন সদস্য। আর তার ঠিক পেছনে পেছনে ঢুকলো সাংবাদিকদের একটা সারি। প্রতিটা বিখ্যাত এবং সম্মানিত পত্রিকা এবং টিভি চ্যানেলের লোক আছে এর ভেতরে।

সবাই প্রস্তুত, এবার শুরু হবে ইতিহাসের সেরা গেরি সনেজি/মারফি কেসে'র কার্যক্রম।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ৫৮

সনেজির ট্রায়াল চলছে। ওইদিনের পর আমি আর যাই নি। ঠিক করেছি আদালত থেকে আমার ডাক না আসলে আমি আর যাবো না। মানে আমার তদন্তের অংশটুকুর জন্যে আমার ডাক না পড়লে আমার যাবার কোনো প্রয়োজন নেই। তারচেয়ে নিয়মিত অফিস করতে লাগলাম। সময় দিতে লাগলাম বাচ্চাদের। অফিস থেকে ফিরে বাচ্চাদেরকে নিয়ে বসে যাই। তাদের পড়পশুনা দেখি, গেম খেলি, বাসার টুকটাক কাজে নানাকে সাহায্য করি।

তবে নানা মামাকে হঠাৎ খুব গম্ভীর হয়ে যেতে দেখে বুঝলাম সে কোনো বিষয়ে আপসেট। কোনো কারণে আপসেট হলে বা জরুরি কিন্তু খানিকটা বিব্রতকর কোনো ব্যাপারে সে আমার সাথে কথা বলতে চাইলে এইরকম গম্ভীর হয়ে উঠে সে। আমি বুঝতে পারছি নানা মামা আমার সাথে কোনো বিষয়ে কথা বলতে চাইছে।

একদিন রাতে ডিনার করার পর বাচ্চারা তাদের রুমে চলে গেছে। টেবিলে শুধু আমি আর নানা। দুজনের হাতেই কফির মগ। আমি দেখলাম নানার হাত মৃদু কাঁপছে। বুঝলাম সময় উপস্থিত। সে আজই কিছু একটা বলবে।

"অ্যালেক্স, আমি একটা ব্যাপারে কথা বলতে চাইছি," নানা চোখ নিচের দিকে নামিয়ে রেখেছে।

"কী বিষয়ে, নানা?" আমি কফির কাপ নামিয়ে রেখে টেবিল গোছাতে লাগলাম।

নানা এখনো চুপচাপ। আমি বুঝলাম সে কথা গুছিয়ে নিচ্ছে। "অ্যালেক্স, তুমি তো জানো গুরুত্বপূর্ণ যে-কোনো ব্যাপারে আমি সবসময় তোমার পক্ষে থাকি।"

"অবশ্যই নানা, সাথে ছোট্ট একটা ব্যাগ আর পকেটে পচাত্তর সেন্ট নিয়ে যেদিন থেকে আমি ওয়াশিংটনে এসেছি সেদিন থেকেই," আমি তার দিকে তাকিয়ে বললাম। সেইদিনটা আমি আজো পরিস্কার মনে করতে পারি। তখন আমার মা সদ্য ফুসফুসের ক্যান্সারে মারা গেছেন। বাবা মারা গেছেন আরো ছয় মাস আগে। অসহায় এক শিশু আমি ওয়াশিংটনে চলে আসি আমার দাদী রেজিনা হোপের সাথে থাকার জন্যে। নানা মামা সেদিন আমাকে স্টেশন থেকে নিয়ে আসেন মরিসনের রেস্টুরেন্টে। ওইদিনই প্রথম কোনো ভালো রেস্টুরেন্টে কিছু খাবার অভিজ্ঞতা হয় আমার।

রেজিনা হোপ, আমার দাদী যাকে আমি নানা মামা বলে ডাকি সেই নয় বছর

BanglaBook.org

বয়স থেকে আমার দেখাশুনা করেছেন, এক অর্থে বলতে গেলে এখনো করছেন। সেইসব দিনগুলোকে তাকে সবাই বলতো 'কুইন অব হোপ'। তার নামের একটা অংশ নিয়ে এই উপাধিটা তাকে দেয়া হয়েছিলো। কারণ সবসময় সে অসহায়দের পাশে দাঁড়াতো। সেইসময় নানা ছিলেন একজন স্কুল টিচার। আমার দাদা বেশ আগেই মারা গেছেন। আমার আগে আমার আরো তিন ভাইও ওয়াশিংটনে এসে কোনো না কোনো আত্মীয়ের বাসায় থাকা শুরু করেছে। আমি এসেছিলাম সবার শেষে এবং আমি নানার সাথেই স্থায়ীভাবে রয়ে যাই।

নানা আমার জন্যে জীবনে যা করেছেন তার কোনো তুলনা দেয়া সম্ভব না। দশ বছর বয়স থেকেই আমি তাকে ডাকতাম নানা মামা বলে কিন্তু আমি মনে মনে জানতাম মায়ের মৃত্যুর পর আসলে উনিই আমার মা।

নানা এখনো নিচের দিকেই তাকিয়ে আছেন। "অ্যালেক্স, তোমার এই নতুন সম্পর্কটা নিয়ে আমার দুশ্চিন্তা হচ্ছে," অবশেষে উনি বললেন।

"কেন?" আমি জানতে চাইলাম। "আমাকে বলো তো কেন তোমার খারাপ লাগছে?"

"প্রথমত, জেজি একজন সাদা চামড়ার মেয়ে। আর খারাপ শোনালেও আমি সাদা চামড়ার কাউকে বিশ্বাস করতে পারি না। আমি বিশ্বাস করতে চাই কিন্তু পারি না। আমার অতীত অভজ্ঞতা এতোটাই তিক্ত, আমি আসলে পারি না। বেশিরভাগ সাদারাই আমাদেরকে তাদের সমপর্যায়ের মনে করে না। তারা আমাদের মুখের ওপরে মিথ্যে বলে।"

"তুমি তো রীতিমতো বিদ্রোহীদের মতো কথা বলছো," আমি তার দিকে তাকাতে পারছি না। বাসনগুলো তুলে সিঙ্কে দিতে দিতে বললাম।

"দুঃখিত অ্যালেক্স, আমি জানি এটা কথাগুলো পক্ষপাতদুষ্ট কিন্তু আমার এটাই মনে হচ্ছে।"

"এটাই কি জেজির একমাত্র দোষ? সে সাদা চামড়ার?" আমার স্বর একটু শক্ত হয়ে আসছে।

"না অ্যালেক্স, তার দোষ হচ্ছে সে নিজেকে তোমার চাইতে অনেক বেশি যোগ্য মনে করে। আর সে তোমার জীবনের সবকিছুকে মেনে নিতে পারবে কিনা আমার সন্দেহ আছে।"

"তুমি কি ড্যামন আর জেনির কথা বলছো। কই এই ব্যাপারে ড্যামন বা জেনিতো কোনো অভিযোগ করে নি।"

"ওরা কখনোই তোমাকে বলবে না। এমনকি ওরা আমাকেও বলে নি কিন্তু আমি জানি ওরা দুজনেই ভয় পাচ্ছে তুমি এই সম্পর্কের কারণে ওদেরকে ছেড়ে চলে যাবে।"

"নানা, এসব কী বলছো তুমি। ওরা এমনটা ভাবছে কারণ তুমি ওদেরকে

BanglaBook.org

এমনটা ভাবাচ্ছো," কথাটা ব'লে বুঝলাম এটা বলা ঠিক হয় নি। নানা কষ্ট পেয়েছে।

নানা উঠে দাঁড়িয়ে গলা থেকে চেইন দিয়ে ঝোলানো চশমাটা চোখে লাগিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, "অ্যালেক্স, আমি ওদেরকে এমনটা ভাবাই নি। আমি শুধুমাত্র ওদেরকে নিরাপদে রাখতে চাইছি। যেমনটা আমি তোমাকে সবসময় রাখতে চেষ্টা করেছি। এখনো করছি," বলে নানা তার চেয়ারে চলে গেলো। ওখানে বসে সে তার সেলাইয়ের কাজ করে।

আমি বজ্রহাত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। "নানা তুমি আমাকে কষ্ট দিলে।"

"অ্যালেক্স, তোমার পক্ষে এটা বলা অনেক সহজ। কিন্তু আমার পক্ষে সহজ না। কেন জানো? কারণ আমি চোখের সামনে অনেক দেখেছি। অনেক প্রিয়জনকে চিরতরে হারিয়েছি। আমি এখন আর কষ্ট পাই না। শুধুমাত্র প্রিয়জন কাউকে চোখের সামনে ভুল সিদ্ধান্ত নিতে দেখলে আফসোস হয়। যেমনটা আমার এই মুহূর্তে হচ্ছে।"

আমি নানার দিকে তাকিয়ে দেখলাম তার চোখে পানি। *ভুল সিদ্ধান্ত? জেজি আর আমার সম্পর্ক কি তাহলে ভুল?* নানার কেন এরকম মনে হচ্ছে?

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ৫৯

গেরির বিচারকার্য বেশ মসৃণ গতিতে এগিয়ে চলেছে। তার সুষ্ঠ বিচারের জন্য বসানো হয়েছ মেডিকেল বোর্ড। দেশের গুরুত্বপূর্ণ ডাক্তার এবং সাইকোলজিস্টদেরকে আনা হয়েছে। সেই সাথে রয়েছে লরটন জেলখানায় তার দায়িত্বে থাকা ডাক্তারেরাও।

প্রতিটা ক্রাইমসিন আবারো এক্সপার্টরা ভিজিট করেছে। সেইসাথে আরো দুইবার তিনবার ক'রে কেসের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিটা ব্যক্তিকে জেরা করা হয়েছে।

গেরি কি আসলেই সাইকোপ্যাথ নাকি সে একজন সাধারণ মানুষ যার দ্বৈত স্বত্ত্বা আছে? মূলত এটা বের করে আনার জন্যেই বসানো হয়েছে মেডিকেল বোর্ড।

গেরিকে নিয়ে পত্রিকাওয়ালারা আবারো মেতে উঠেছে। বেশিরভাগ পত্রিকা লিখছে গেরি একটা দানব, সে দূর্দান্ত অভিনয় জানে এবং যেকোনো মানুষকেই খুব সহজে করায়ত্ত করে ফেলতে পারে। তারা গেরির নাম দিয়েছে 'ক্রিমিনাল জিনিয়াস।'

গেরির অপরাধগুলো এক দৃষ্টিতে সে দুটো বাচ্চাকে অপহরণ করেছে, তাদের অন্তত একজনকে এবং সম্ভবত দুজনকেই খুন করেছে, সেইসাথে সংশ্লিষ্ট আরো পাঁচ জনকে খুন করেছে, সম্ভবত তার খুনের পরিমাণ আরো অনেক বেশি। বিচারকদের দৃষ্টিতে আপাতত এই হচ্ছে তার অপরাধসমূহ।

গেরির জন্যে বসানো মেডিকেল বোর্ডের প্রধান সাইকোলজিস্ট ওয়াল্টার রিড প্রায় দুই ডজনেরও বেশি বার গেরির সাথে বসলেন। কখনো একা, কখনো পুরো মেডিকেল বোর্ড নিয়ে। তার অতীত ইতিহাস থেকে শুরু করে যাবতীয় ব্যাপার বিশ্লেষণ করলেন। ইন্টারভিউ নিলেন সংশ্লিষ্ট প্রতিটা ব্যক্তির। তারপর ঘোষণা করলেন তার সিদ্ধান্ত।

"আমি তার ভেতরে এক ভয়ঙ্কর পিশাচকে দেখতে পেয়েছি। আমি বিশ্বাস করি গেরি মারফি তার কাজের ব্যাপারে পূর্ণ সচেতন এবং সচেতনভাবেই সে প্রতিটা অপরাধ করেছে। তার দ্বৈত স্বত্তার ব্যাপারটা পুরোপুরি বানোয়াট।"

তার বিচার, বিশ্লষণ এবং সিদ্ধান্তকে সামনে রেখে ম্যারি ওয়ার্নার সুন্দরভাবে কেসটাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে লাগলো। কেসের প্রতিটা সূক্ষ্ম ব্যাপার জোড়া লাগিয়ে কেসটাকে একটা সফল পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে লাগলো।

ম্যারি খুঁজে পাওয়া প্রতিটা নতুন তথ্যকে সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করে এর সাথে

BanglaBook.org

আগের প্রতিটা ঘটনার সংযোগ স্থাপন করে পেশ করতে লাগলো এবং তার এই কাজে জুরি বোর্ডকেও মনে হলো বেশ সন্তুষ্ট।

অন্যদিকে নাথানও নাছোড়বান্দার মতো লেগে রইলো ম্যারির পেছনে। সে সম্পূর্ন অন্য এক পলিসি নিলো। সে একটা ধ্রুব বাক্যকেই প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে যেতে লাগলো, গেরি মারফি সম্পূর্ণ নির্দোষ এবং সে জ্ঞাতসারে কোনো অপরাধই করে নি। অপরাধগুলো করেছে গেরি সনেজি।

ড. রিড যেদিন তার রিপোর্ট পেশ করলেন সেদিন ম্যারি তার বক্তব্য শেষ করার পর নাথান উঠে দাঁড়ালো। তার পরনে চমৎকার ছাঁটের স্যুট। না হবার কোনো কারণও নেই। সে এই ওয়াশিংটন শহরের সবচেয়ে সেরা উকিলদের একজন। তার পসারও কম না। সে উঠে দাঁড়িয়ে কোর্টরুমের চারপাশে তাকালো। আমি দেখলাম সে মাইকেল গোল্ডবার্গ এবং ডানদের দিকেও তাকালো এবং সব শেষে গেরির দিকে তাকিয়ে একটা মৃদু হাসি দিয়ে শুরু করলো তার বক্তব্য।

"ইয়োর অনার, আমি মিস ম্যারিকে ধন্যবাদ জানাবো তার সুন্দর এবং গোছানো বক্তব্যের জন্যে। আমি তার সাথে সম্পূর্ণ একমত শুধুমাত্র একটা পয়েন্ট বাদে। সেটার আগে আমি ব্যক্তিগত একটা বিষয় শেয়ার করতে চাই। প্রথমেই এই কেসটা নেয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় প্রতিটা মানুষের কাছ থেকেই এমনকি আমার নিজের ভেতর থেকেও আমি একটি প্রশ্ন শুনতে পেয়েছি 'আমি কেন এই কেসটা নিলাম?'। আমি কেন এই কেসটা নিলাম, তাব কারণ খুবই স্পষ্ট ইয়োর অনার। কারণ আমি বিশ্বাস করি গেরি মারফি নির্দোষ।

"সে কাউকে অপহরণ করে নি, কাউকে খুন করে নি, আর কাউকে জিম্মি করার তো প্রশ্নই আসে না। গেরিকে ডিফেন্স করার আমার একটাই কারণ, সে এই অপরাধগুলো করে নি। করেছে সনেজি।"

"অবজেকশন ইয়োর অনার," ম্যারি রীতিমতো চিৎকার করে উঠলো।

"আপনার কথার স্বপক্ষে যুক্তি কি, মি. অ্যান্টোনি?" জুরি জানতে চাইলো।

"ইয়োর অনাব, গেরি মারফিকে ডিফেন্স করার পেছনে আমার একটাই কারণ, সে পুরোপুরি নির্দোষ। আমি এর পক্ষে প্রমাণও দেবো। আমি একজন স্বাক্ষীকে হাজির করতে চাই।"

জুরি ইশারা করতে স্বাক্ষীকে আনা হলো।

নাথান স্বাক্ষীদেরকে জেরা করার ব্যাপারে খুবই সচেতন এবং কাজটটা সে করেও খুব সুন্দব করে। স্বাক্ষী একজন মহিলা সে এসে বসতে নাথান জানতে চাইলো, "আপনার নামটা বলবেন প্লিজ।"

"ড. ন্যান্সি টেমকিন।"

"আপনার পেশা?"

BanglaBook.org

"আমি ওয়শিংটন ডে স্কুলে পড়াই।"

"আপনি গেরিকে স্কুলে পড়ানোর সময় চিনতেন?"

"হ্যা, আমি চিনতাম।"

"সে শিক্ষক হিসেবে কেমন ছিলো?"

"সে শিক্ষক হিসেবে খুবই ভালো ছিলো।"

"আপনি একটু ব্যাখ্যা করে বলবেন, প্লিজ। কেন আপনি তাকে একজন ভালো শিক্ষক বলছেন?"

"আমি তাকে ভালো শিক্ষক বলছি, কারণ সে তার অ্যাকাডেমিক বিষয়ে খুবই দক্ষ এবং সে পড়াতোও খুব সুন্দর করে। বাচ্চারাও তাকে খুবই পছন্দ করতো। তার ডাক নাম ছিলো 'চিপস,' 'মি. চিপস'।"

"আপনি বোধহয় শুনেছেন মেডিকেল একসপার্টরা বলেছে গেরির দ্বৈত স্বত্তা আছে। এই ব্যাপারটা আপনার কাছে কী মনে হয়।"

"সত্যি কথা বলতে কি আমি যখন শুনলাম গেরিই এইসব অপহরণ খুন এগুলো করেছে আমার বিশ্বাস করতেই কষ্ট হচ্ছিলো। তবে এই ব্যাপারটা শোনার পর আমার মনে হচ্ছে এটাই সম্ভাব্য উত্তর। কারণ যে মানুষটাকে আমি চিনতাম ভদ্র, শান্ত, কাজের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ তাকে আমি কিছুতেই খুনি অপহরণকারী হিসেবে মেনে নিতে পারছিলাম না।"

"আপনাকে ধন্যবাদ ড. টেমকিন। মাননীয় জুরি আমার আবো কয়েকজন স্বাক্ষী আছে।"

এরপর সে একে একে গেরির প্রতিবেশি, তার স্ত্রীসহ আরো বেশ কয়েকজনের স্বাক্ষ্য নিলো। সবাই কমবেশি একই কথা বললো। স্বাক্ষ্য শেষ করে নাথান বলতে লাগলো, "মাননীয় জুরি এই স্বাক্ষ্যগুলো থেকে আমরা গেরি নামক মানুষটির ব্যাপারে পরিস্কার একটি চিত্র পাই। এখানে গেরির অপরাধের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত মি. গোল্ডবার্গ আছেন। যিনি অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি এবং সম্ভবত উনিই এই বোর্ড এতো দ্রুত গঠন করে এর কার্যক্রম চালানোর পেছনে মূল শক্তি। অন্যদিকে আছেন মি. টমাস ডান এবং ক্যাথরিন রোজ। আমি তাদের প্রতি পূর্ণ সম্মান এবং শ্রদ্ধা রেখে আবারো বলছি। গেরি মারফি এবং গেরি সনেজি সম্পূর্ণ আলাদা লোক এবং গেরি মারফির কোনো অপরাধই নেই। সমস্ত অপরাধের মূলে রয়েছে গেরি সনেজি এবং এই কথা আমি আরো স্পষ্টভাবে প্রমাণ ক'রে দিতে আরেকজন স্বাক্ষীকে ডাকতে চাই। ডিটেক্টিভ অ্যালেক্স ক্রশ।"

পুরা কোর্ট রুম জুড়ে মৃদু আলোড়ন সৃষ্টি হলো এবং আমি অনুভব করলাম সমস্ত কোর্টের কয়েকশ লোকের দৃষ্টি হঠাৎ করেই আমার ওপরে এসে পড়েছে। আমি শক্ত পায়ে উঠে দাঁড়ালাম, সময় এসে গেছে...

তবে জুরি ঘোষণা করলো, সময়ের কারণে আজ আর স্বাক্ষ্য গ্রহণ হবে না, পরবর্তী দিন ধার্য হলো পরের সোমবার।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৬০

রিমেমবার ম্যাগি রোজ

"বাবা আমি মুভি দেখবো," ড্যামন আমার দিকে আকুল আবেদনের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

আমি ওর দিকে তাকিয়ে একটা দুষ্টু হাসি দিয়ে বললাম, "না সোনা বাবা এখন খবর দেখবে। কেন এতো মুভি দেখো? একটু খবরও দেখো।"

"ধুর, খবর বিরক্তিকর, মুভি কতো ভালো লাগে।"

"খবরও ভালো লাগে," আমি চ্যানেল সেট করতে করতে বললাম। ড্যামন তো আর জানে না আমি পরের সোমবার নিয়ে কী পরিমাণ চিন্তায় আছি।

খবর দেখতে দেখতে একটা খবরে আমার চোখ আটকে গেলো। টমাস ডান নির্বাচনে নামছে। ক্যালিফোর্নিয়া থেকে সে সিনেটর হিসেবে দাঁড়ানোর চিন্তা করছে। তার মানে কি টমাস ডান তার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে চাইছে নাকি অন্যকিছু। অন্যকিছু হলে সেটা কতোটা খারাপ বা ভালো হবে তার জন্যে। আজকাল আমার কাছে কোনোকিছুই আর অবিশ্বাস্য বলে মনে হয় না। টমাস ডান নিজে কি অপহরণের সঙ্গে কোনোভাবে সংশ্লিষ্ট হতে পারে? এখন পর্যন্ত দু'বার আমি অফিসিয়ালি আদালতের কার্যক্রমের পাশাপাশি কাজ চালিয়ে যেতে চেয়েছি দু'বারই আমাকে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে।

খবর দেখা শেষ ক'রে আমি টিভির রিমোট ড্যামনের হাতে দিলাম। জেনেলি আর ড্যামন মিলে *কিন্ডারগার্টেন কপ* সিনেমাটা দেখতে লাগলো। ওদের দুজনারই ধারণা এই ছবিতে শোয়ার্জনেগারের জায়গায় আমাকে বেশি মানাতো। মনে মনে ভাবলাম বাচ্চারা কতোকিছুই না ভাবে।

নানা মামা কিচেনে কাজ করছে আর পাশের বাসার এক বয়স্ক মহিলার সাথে আলাপ করছে। আমি ড্রয়িংরুমের ফ্লোরে শুয়ে নিজের চিন্তার জগতে ডুবে যাবার চেষ্টা করছি, ডোরবেলের শব্দে চমকে উঠলাম। এই সময় আবার কে এলো। নানা কিচেন থেকে উঁকি দিয়ে দেখতে আমি তাকে ইশারা করলাম আমি দেখছি।

দরজা খুলে অবাক হয়ে দেখলাম জেজি। দরজাটা আস্তে ক'রে লাগিয় দিয়ে ওকে বারান্দার একপাশে টেনে আনলাম। হালকা ক'রে একটা চুমু দিলাম ওকে। আমি আসলে চাইছি না নানা মামা বা বাচ্চারা কেউ ওকে দেখুক।

সে আমার একটা হাত ধরে ফিসফিস করে বললো, "চলো।"

"কোথায়?"

"কোথাও না, চলো তো।"

BanglaBook.org

আমি দরজাটা সামান্য খুলে জুতো আর কোটটা টেনে নিয়ে বাচ্চাদের বললাম, "আমি একটু বেরুচ্ছি।" বাচ্চারা আমাকে বাই দিলো, নানাকে কোথাও দেখলাম না। বাইরে এসে চড়ে বসলাম জেজির বাইকে।

জেজির বাইক চালানোর দক্ষতা নিয়ে কোনো কথাই বলা যাবে না। অন্ধকার রাতের রাস্তা ধরে আমরা ছুটে চললাম মসৃণ গতিতে। জেজি ধীরে ধীরে স্পিড বাড়াচ্ছে। দেখতে দেখতে আমরা জর্জ ওয়াশিংটন পার্কওয়ে ধরে একশ বিশ কিলোমিটার গতিতে ছুটে চললাম।

টানা চার ঘণ্টা একই গতিতে বাইক ছুটিয়ে আমরা চলে এলাম নর্থ ক্যারোলিনার লুম্বারটনে। জেজি লুম্বারটনে পৌঁছে একট গ্যাস স্টেশানের বাইরে বাইক পার্ক করলো। আমি নেমে শরীর টান টান করে দিলাম। দীর্ঘ সময় বাইকে বসে থেকে মনে হচ্ছে পুরো শরীর জমে গেছে।

সকাল প্রায় হয়ে এসেছে। জেজি আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো, "কি, শরীর জ্যাম হয়ে গেছে? ভেতরে চলো কড়া একটা কফি হলে ঠিক হয়ে যাবে।"

আমরা ভেতরে গিয়ে বসলাম। কাউন্টারে একটা পাঙ্ক ছেলে বসে ছিলো। সে আমাদের দিকে এগিয়ে এলে জেজি উঠে দাঁড়িয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে বললো, "হ্যালো রবি। কেমন আছো?"

"ভালো," বলে আমার দিকে কড়া দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। জেজি ওর দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললো। "ও অ্যালেক্স, আমার নতুন বন্ধু। ও আমার মতোই পুলিশ।"

এবার ছেলেটাও হেসে ফেললো। আমার সাথে হ্যান্ডশেক করে বললো, "আমি রবি।"

"অ্যালেক্স।"

"রবি আমাদের জন্য ফুল ব্রেকফাস্ট, আর কড়া করে দুটো কফি," রবি চলে যেতেই আমাকে ও বললো, "রবি আমার ছোটোভাইয়ের মতোই আর আমার অভিভাবকও বটে।"

আমি মৃদু হাসলাম। রবি নাস্তা নিয়ে এসে আমাদের সাথে বসে গেলো। জেজি খেতে খেতে রবিকে বিশাল এক লিস্ট বলে চললো। রবি সেগুলো আনতে চলে গেলো। আমি ওর কাছে জানতে চাইলাম, "আমরা যাচ্ছি কোথায় বলো তো?"

"বলবো না, গেলেই দেখতে পাবে। আর আজ তো উইকএন্ড, কাজেই কোনো বাহানা চলবে না। আমি সময়মতো তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিলেই হলো। আমি অসহায়ের মতো হাসলাম।

রবি বাস্কেট নিয়ে আসতে জেজি বিল দিয়ে বাস্কেটটা ধরিয়ে দিলো আমার হাতে। আমরা আবারো রওনা দিলাম। আরো প্রায় এক ঘণ্টা বাইকে ক'রে

BanglaBook.org

আমরা যেখানে এসে পৌঁছালাম জায়গাটা দেখে সত্যিই আমার চোখ ছানাবড়া হয়ে গেলো। অসাধারণ বললেও কম বলা হয়। জায়গাটা লেকের পারে। একপাশে পাহাড় আর অন্যপাশে লেক। মাঝখানে ঠিক ঝর্ণার দিকে পাশ ফিরে একটা লেক হাউজ। জেজি বাইক পার্ক করে আমার একটা হাত ধরে বললো, "কেমন?"

"সত্যি জেজি আমি এরকমটা আশা করি নি। অসাধারণ।"

"এটা আমার লেকহাউজ। এখন ভেতরে চলো।"

জেজি আমাকে ঘুরে ঘুরে তার লেক হাউজ দেখালো। পেছন দিকে ছোট্ট একটা ডক আছে। সেখানে একটা স্পিডবোট বাঁধা। আমরা সারাদিন লেকের পানিতে সাঁতার কেটে বেড়ালাম, ঝর্ণায় গোসল করলাম, দুপুরে দুজনে মিলে রান্না করে খেলাম। আর বার বার দুজনে মিলিত হলাম।

সেদিন রাতে জেজি আমাকে আমার বাড়ির বারান্দায় নামিয়ে দিলো।

আমি বাইক থেকে নেমে ওকে গভীর একটা চুমু খেয়ে বললাম, "ধন্যবাদ জেজি। এতো সুন্দর উইকএন্ড আমার জীবনে এর আগে আসে নি। ধন্যবাদ।"

জেজি মৃদু হেসে বাইক নিয়ে চলে গেলো।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ৬১

"আমি ওয়াশিংটন পুলিশ ডিপার্টমেন্টের একজন হোমিসাইড ডিটেক্টিভ। আমার অফিসিয়াল র‍্যাঙ্ক ডিভিশনাল চিফ। আমি বিভিন্ন হিংস্র অপরাধের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ক'রে থাকি।"

পুরোকোর্ট রুম আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আর আমার সামনে দাঁড়িয়ে নাথান। সোমবার সকাল, স্থান ওয়াশিংটন জেলা আদালতের কক্ষ।

"আপনি আমাদেরকে বলতে পারেন বিভিন্ন কেসে আপনার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ কেন দরকার পড়ে?" নাথান আমাকে প্রশ্ন করলো।

"আমি একজন পেশাদার সাইকোলজিস্ট এবং ডিসি পুলিশে যোগ দেয়ার আগে আমি ব্যক্তিগতভাবে এই কাজই করতাম। আমার দক্ষতাই হলো বিভিন্ন অপরাধীর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ক'রে তার অপরাধের প্রকৃতি এবং পরবর্তী কার্যকরণ সম্পর্কে অবহিত করা। সেই সাথে যেহেতু আমি একজন ডিটেক্টিভ তো তদন্তের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।"

"আপনি পড়াশুনা করেছেন কোথায়?"

"আমি পিএইচডি ডিগ্রি সম্পূর্ণ করেছি জন হপকিন্স থেকে।"

"বাহ্ দারুণ। এটাতো দেশের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একটি," নাথান যেনো আমাকে হেয় করতে চাইছে।

সাথে সাথে ম্যারি অবজেকশন জানালো। জাজ নাথানকে সাবধান করে দিলো যাতে সে নিজস্ব মতামত নিয়ে কথা না বলে কাজের কথা বলে।

"আচ্ছা, আপনার তো অনেক জার্নাল আর আর্কাইভে পাবলিকেশন আছে, তাই না?"

"হ্যা, আছে।"

"আপনার এইসব লেখার বিষয়বস্তু কী?"

"আমি ক্রিমিনাল মাইন্ড নিয়ে লিখি।"

"আচ্ছা, এক অর্থে বলতে গেলে আপনি মানুষ নিয়ে গবেষণা করেন। আমাকে তো আপনি গত কয়েকদিনে বেশ কয়েকবার দেখেছেন। বলুন তো আমি মানুষটা কেমন?"

"সে জন্য আমাকে আপনার সাথে ব্যক্তিগতভাবে বসতে হবে। আপনাব যদি সময় হয় তো..."

কোর্টে হাসির আওয়াজ পাওয়া গেলো। এমনকি জাজের মুখেও মৃদু হাসির রেখা খেলে গেলো।

BanglaBook.org

কিন্তু নাথান অসম্ভব চালাক লোক, সে খুব সাবধানে সামলে নিলো নিজেকে। "তবুও কিছু যদি বলতেন।"

"একবাক্যে বলতে গেলে আপনি খুব চতুর মানুষ," বলে আমি একটা হাসি দিলাম।

"আহ্, সত্যি কথা বলার জন্যে ধন্যবাদ, মনে হচ্ছে আপনার সাথে আমাকে বসতেই হবে," আরেকদফা হাসির বন্যা বয়ে গেলো। এই প্রথম আমি অনুভব করলাম জুরিবোর্ড এবং কোর্টের সংশ্লিষ্টরা নাথানের ব্যাপারে বেশ ভালো একটা ধারণা পোষণ করে এবং তার ক্লায়েন্ট গেরির ব্যাপারেও। মনে মনে নাথানের প্রশংসা করলাম, সে এই কাজটা ইচ্ছে করেই করেছে এবং প্রফেশনালি চিন্তা করলে সে করতে পেরেছে।

"তো মি. ক্রশ আপনি গেরির সাথে কয়বার বসেছেন?" এবার সে কাজের কথায় আসছে।

"সাড়ে তিন মাসে মোট পনেরো বার।"

"তার মানে তাকে মোটামুটি বোঝার জন্যে যথেষ্ট, কী বলেন?"

"আপনি একটু ভুল বললেন, কারণ মনস্তত্ত্ব সরাসরি বিজ্ঞান না। এখানে দুইয়ে দুইয়ে চার হয় না। গেরিরকে পুরোপুরি বুঝতে হলে আমাকে তার সাথে আরো বসতে হবে।"

"মি. ক্রশ, অন্যান্য সাইকোলজিস্ট এবং ডাক্তার যারা এই কেসে কাজ করছে তারা অনেকে পরে যোগ দিয়েছে। কিন্তু আপনিই একমাত্র ব্যক্তি যে শুরু থেকে ছিলেন। তাই না?" নাথান এক দৃষ্টিতে আমারদিকে তাকিয়ে আছে। আমি বুঝতে পারছি না সে কোন দিকে যেতে চাইছে। "হ্যা।"

ম্যারি আবারো ধৈর্য হারালো। "ইয়োর অনার, মি. নাথান বারবার এসব কী জানতে চাইছেন? উনার এখন সরাসরি প্রসঙ্গে আসা উচিত।"

জাজ বললেন, "মি. নাথান, আপনি কাজের কথায় ফিরে আসুন। মি. ক্রশকে প্রশ্ন করুন।"

"ঠিক আছে। মি. ক্রশ একজন পুলিশ অফিসার এবং সাইকোলজিস্ট হিসেবে গেরি মারফির ব্যাপারে আপনার মতামত কী?"

আমি গেরির দিকে ফিরে তাকালাম এখন, আমি সেই শান্তশিষ্ট মানুষটিকে দেখতে পাচ্ছি, যে কিনা এক ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের ভেতরে আটকে গেছে।

"শুরুতে আমার প্রতিক্রিয়া খুবই সাধারণ আর দশজনের মতোই ছিলো। একজন শিক্ষক তার স্কুলের দুজন ছাত্রছাত্রিকে অপহরণ করেছে শুনে আমিও একই পরিমাণ অবাক হয়েছিলাম," আমি বলতে শুরু করলাম। "তবে পরে ব্যাপারগুলো ভিন্ন দিকে প্রবাহিত হয়। এটা সবাই জানে। আমি মাইকেল গোল্ডবার্গের ক্ষতবিক্ষত শরীর দেখেছি এবং এটা এমন এক অভিজ্ঞতা যা আমি

BanglaBook.org

কোনোদিনই ভুলতে পারবো না। আমি ম্যাগি রোজের ব্যাপারেও পুরোপুরি অবহিত আছি এবং স্যান্ডার্সদের মৃতদেহও আমি দেখেছি।

এই জায়গায় নাথান আমাকে বাধা দিলো। "স্যান্ডার্সদের সাথে গেরি মারফি বা সনেজির ব্যাপারটা এখনো পুরোপুরি প্রমাণিত না। কাজেই ওটা বলার প্রয়োজন নেই।"

"আপনি আমার কাজে পুরোপুরি সৎ একটা উত্তর চেয়েছিলেন, আমি সেটাই দেয়ার চেষ্টা করছি," আমি নাথানকে বললাম।

"ঠিক আছে ঠিক আছে। আপনি একজন সৎ লোক এবং সেই ব্যাপারে আমাদের কারো সন্দেহ নেই। আমাদের ভালো লাগুক আর নাই লাগুক আমি আপনার কাছ থেকে সৎ উত্তরই চাই। আপনি বলে যান," নাথানের কথাগুলো খুব ভদ্র শোনালেও কোথায় যেনো একটা সামান্য উপহাসের ভাব আছে।

"আমি এই কেসে সম্ভাব্য অপরাধীকে অবশ্যই শাস্তি পেতে দেখতে চাই। কাজেই আমি সত্যিই বলবো।"

"ঠিক আছে আপনি আমাকে বলুন গেরির সাথে সেশনে বসার পর এখন তার ব্যাপারে আপনার মতামত কী?"

"সত্যি কথা বলতে আমি এখনো জানি না।"

নাথান সাথে সাথে আমাকে ধরে বসলো, "তার মানে আপনি নিশ্চিত নন?"

"পুরোপুরি না। দেখুন এখানে একটা ব্যাপার আছে, সাধারণভাবে হুট করে একটা মন্তব্য করা আর বৈজ্ঞানিক যুক্তির ভিত্তিতে নিশ্চিত হয়ে একটা মন্তব্য করার মধ্যে পার্থক্য আছে।"

"ঠিক আছে, ড. ক্রশ। আপনি আমাদেরকে প্রফেশনাল মন্তব্যটা বলুন।"

"গেরি মারফিই গেরি সনেজি কিনা সেটা এখনো বলা সম্ভব নয়। তার ভেতরে দ্বৈতসত্ত্বা থাকতে পারে।"

"আর যদি সত্যি সত্যিই তার ভেতরে দ্বৈতসত্ত্বা থাকে?"

"এটা সত্যি যে সেক্ষেত্রে সনেজির কাজের জন্য কোনোভাবেই গেরি দায়ি তো নয়ই এমনকি সে এই ব্যাপারে সচেতনও নয়। আবার তার ওপরে যদি সনেজির প্রভাব অতিরিক্ত থাকে সেক্ষেত্রে সনেজির পক্ষে তুখোড় অভিনয় করাও সম্ভব।"

"ঠিক আছে সেক্ষেত্রে আমি পুরো ব্যাপারটা পরিস্কার করার জন্যে একটাই করণীয় দেখতে পাচ্ছি," এই পর্যন্ত বলে নাথান আমার দিকে ফিরে তাকালো। আমি সাথে সাথে বুঝে ফেললাম সে কী বলতে যাচ্ছে এবং হলোও তাই। "আপনি ড. ক্রশ এই আদালত কক্ষে সবার সামনে গেরি মরফিকে হিপনোটাইজ করুন এবং সব ব্যাপার একদম পানির মতো পরিস্কার হয়ে যাক। কী বলেন ড. ক্রশ?"

BanglaBook.org

অধ্যায় ৬২

আদালত কক্ষের সামনের ফাঁকা জায়গাটুকুতে দুটো সাধারণ হাতলওয়ালা চেয়ার বসানো হলো। কক্ষের আলোও কমিয়ে দেয়া হলো সামান্য। এরপর আমাদের দুজনকেই পরানো হলো কলার মাইক। নাথান প্রস্তাব করার সাথে সাথে ম্যারি আপত্তি জানায় কিন্তু জুরি সম্মতি প্রদান করাতে তার আপত্তি টেকে নি। আমি চেয়েছিলাম গেরিকে ওর সেলে সম্মোহিতো করতে এবং সেটার ভিডিও টেপ সরাসরি আদালতে পেশ করতে কিন্তু গেরি জানায় এখানে সম্মোহিত হতে তার কোনো আপত্তি নেই।

আমি প্রস্তুতি শেষ হবার পর চেয়ারে গিয়ে বসলাম। এখন গেরিকে মাইক পরানো হচ্ছে। আমি বড় করে নিঃশ্বাস নিলাম। আমার ক্যারিয়ারে এতো বড় চ্যালেঞ্জের দিন আর আসে নি। সাইকোলজির এই বিশেষ শাখা 'সম্মোহন' নিয়ে এমনিতেই সাধারণ মানুষের ভেতরে কিছু ভুল ধারণা আছে। বিশেষ ক'রে কিছু লেখকের কারণে এই ভুল ধারণাগুলো আরো বেড়েছে। এইসব লেখকেরা নিজেদের গাঁজাখুরি বইগুলোতে সম্মোহনের ক্ষমতাকে অনেক বেশি ক'রে দেখানোর কারণে মানুষ মনে করে সম্মোহন দিয়ে না জানি কী করা যায়। কিন্তু বাস্তব প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ ভিন্ন। এমনিতেই সাধারণ কোনো রোগীকে সম্মোহিত করাটাই একটা বিরাট চ্যালেঞ্জের ব্যাপার, তার ওপর গেরি মারফির মতো জটিল কেস। তার ওপরে আবার তাকে সম্মোহিত করতে হচ্ছে এতো এতো লোকের সামনে। দেখা যাক কী ঘটে।

গেরিকে এনে বসানোর পর একই পদ্ধতিতে আমি কাজ শুরু করলাম। "গেরি স্বাভাবিক হয়ে বসো এবং শরীর রিলাক্স করো। আমি এখন তোমাকে সম্মোহিত করবো। কারণ তোমার উকিল ভাবছেন এতে ক'রে তোমার কেসে সহায়তা হবে।"

"হ্যা, অবশ্যই, ড. ক্রশ," গেরি বললো। "আমিও সত্যটা জানতে চাই।"

"ঠিক আছে তুমি এখন একশ থেকে এক পর্যন্ত উল্টোভাবে গোনা শুরু করবে।"

গেরি গুনতে শুরু করলো। আমি ওর চোখের দিকে তাকিয়ে গুন গুন করার মতো করে বলতে থাকলাম, "তোমার শরীর তার ভর ছেড়ে দিচ্ছে, তোমার চোখ বন্ধ হয়ে আসছে," বার বার বার বার বলতে থাকলাম একঘেয়ে সুরে। পুরো কোর্টরুম একদম শান্ত। একটা পিন পড়লেও শব্দ শোনা যাবে। অবশেষে গেরি সংখ্যা গোনা বন্ধ করে দিলো।

BanglaBook.org

"তুমি ঠিক আছো, গেরি?" আমি মৃদু স্বরে জানতে চাইলাম।

গেরির চোখেন মণি দুটো আরো ছোটো হয়ে এসেছে। "হ্যা, আমি ঠিক আছি," সে জবাব দিলো। গলার স্বর ঘোলাটে। বুঝলাম সে এখন প্রায় সম্মোহনের সর্বোচ্চ পর্যায়ে।

"ঠিক আছে গেরি," আমি এখন কাজের কথার দিকে এগোবো। "এর আগে প্রতিবার সম্মোহনোর সময় আমি তোমার কাছে জানতে চেয়েছিলাম, ম্যাকডোনাল্ডে কী ঘটেছিলো–তুমি কি কিছু মনে করতে পারো?"

"হ্যা, পারি, আমি হঠাৎ ম্যাকডোনাল্ডের বাইরে একটা পুলিশের গাড়িতে নিজেকে আবিষ্কার করি। সেখানে কিভাবে গেছি আমার মনে নেই।"

"তুমি যখন দেখলে পুলিশ তোমাকে অ্যারেস্ট করেছে তখন তোমার কেমন লাগলো?"

"আমার মনে হচ্ছিলো আমি কোনো দুঃস্বপ্ন দেখছি। আমি তাদেরকে বার বার বলেছি কিছু করি নি, তারা কেউ আমার কথা বিশ্বাস করে নি। আমার কোনো পুলিশ রেকর্ডও নেই।"

"তোমার কি ওই রেস্টুরেন্ট যাবার কথা মনে পড়ে?"

"আমার পরিস্কার মনে নেই। আমি চেষ্টা করে দেখতে পারি..." গেরিকে দেখে মনে হচ্ছে সে মনে করার চেষ্টা করছে। *ব্যাপারটা কি অভিনয়? নাকি সত্যিই সে চেষ্টা করছে। নাকি তার ভেতরে আবারো সনেজি চলে আসছে? হতেও পারে।* আমি ভাবছি, *তাহলে এর প্রতিক্রিয়া কী হবে?*

"তুমি ম্যাকডোনাল্ডের ভেতরে ছিলে তারপর..."

"আমি...আমি চেষ্টা করছি...হালকা হালকা মনে পড়ছে...

"সময় নাও, ধীরে ধীরে চেষ্টা করে যাও।"

রেস্টুরেন্টের ভেতরে অনেক ভিড়। অনেক কোলাহল। কী জানি একটা ঘটলো। তারপর..."

"তোমার কি মনে পড়ছে ওই মুহূর্তে তুমি কী ভাবছিলে?"

"মনে হচ্ছে হঠাৎ খুব রাগ লাগছিলো কোনো কারণে। আমি বুঝতে পারছি না কেন।"

সনেজির স্মৃতিতে ঢুকে যাচ্ছে গেরি। আমি পরিস্কার অনুভব করতে পারছি।

"সনেজি কি তখন ছিলো?" আমি খুব ধীরে কিন্তু পরিস্কার গলায় জানতে চাইলাম।

"সনেজি...সনেজি সে রেগে ছিলো। কারণ তার সমস্ত পরিকল্পনা নষ্ট হয়ে গেছিলো। পুলিশ তার বাড়ি চিনে ফেলেছিলো। সে নতুন পরিচয় নিয়েছিলো, নামটা...নামটা ব্রুনো হ্যাম্পটন।"

আমি স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছি। তার চোখের মণি ছোটো

BanglaBook.org

হচ্ছে, অস্থির দেখাচ্ছে দৃষ্টি। *এতোটা ভালো অভিনয় কি কারো পক্ষে করা সম্ভব?*

"সনেজি কেন রেগে ছিলো, আরেকটু মনে করার চেষ্টা করো," আমি খুব সাবধানে খেলছি। এই অবস্থাটাকে বলে সূতোর ওপর দিয়ে হাটা। একটু অসাবধান হলই সর্বনাশ।

"সবকিছু সবকিছু ভেস্তে গিয়েছিলো," গেরি এখনো সনেজি হয় নি। সনেজি গেরির সব কর্মকান্ডের ব্যাপারে জানে। মানে গেরির দ্বৈতসত্ত্বার খারাপ দিকটা ভালোর ব্যাপারে জানে, কিন্তু ভালোটাকে আমি এখন খারাপটার চিন্তার জগতে ঢোকাতে চেষ্টা করছি। কোর্ট রুমে এখনো পিনপতন নিরবতা। সবাই উৎসূক হয়ে শুনছে।

গেরি ধীরে ধীরে বলতে লাগলো। আমি স্বস্তি বোধ করলাম, গেরিকে সনেজির চিন্তার জগতে ঢোকাতে পেরেছি। অপহরণ থেকে অনেক কিছুরই বিস্তারিত বলে যেতে লাগলো গেরি। মাইকেল গোল্ডবার্গের মৃতদেহটা দেখে সনেজির প্রতিক্রিয়া কেমন ছিলো সেটাও বললো। সনেজি পাগল হয়ে গিয়েছিলো। কারণ এর আগে সে বিস্তারিত সব পড়াশুনা করে জেনেছে এবং একজন ডাক্তারের সাথে ঔষুধের প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারে জেনেছে। তারপরও মাইকেল গোল্ডবার্গ ঔষুধের প্রতিক্রিয়ায় মারা যাওয়াতে সে উন্মাদ হয়ে যায়।

আমি জানতে চাইলাম মাইকেলের শরীরে ক্ষতচিহ্নগুলো হলো কিভাবে।

"মাইকেলের মৃতদেহটা দেখে সনেজি পাগল হয়ে যায়, সে একটা শাবল দিয়ে ওর শরীরটাকে বার বার আঘাত করতে থাকে।"

"শাবলটা কেমন ছিলো?" প্রশ্নটা করার কারণ আমি ওকে আরো গভীরে নেয়ার চেষ্টা করছি।

"বেশ ভালো একটা শাবল। ওটা দিয়েই সে ওই চেম্বারটা ঠিক করেছিলো। তারপর নিজে ওখানে থেকে দেখেছে বাতাসের কোনো সমস্যাও ছিলো না। কিন্তু তবুও ওষুধের প্রভাবে মাইকেল মারা যায়।"

"আর মেয়েটা, ম্যাগি রোজ ওর কী হলো?" আমি উত্তেজনা চেপে রাখছি বহু কষ্টে।

"সে ভালো ছিলো। কিন্তু জ্ঞান ফিরে আসায় সে বার বার চিৎকার করছিলো কারণ জায়গাটা অসম্ভব অন্ধকার। সনেজি তাকে আবারো ঔষধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। সনেজি চাইছিলো মেয়েটা অন্ধকারে কষ্ট না পাক। কারণ এর চেয়ে বেশি অন্ধকারে সে সময় কাটিয়েছে। তার নিজের বেইজমেন্ট।"

এই পয়েন্টটা আসুক আমি চাইছিলাম। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট। তবে এ নিয়ে আমি পরে কথা বলবো।

"ম্যাগি এখন কোথায়?" জিজ্ঞেস করার সাথে সাথেই সে বললো, জানে না।

জানে না। এটা কিভাবে সম্ভব? তার অবশ্যই জানা উচিত এবং জানলে সে

BanglaBook.org

কিছুতেই সেটা আটকে রাখতে পারতো না। কারণ এই মুহূর্তে সে সম্মোহনের সর্বোচ্চ পর্যায়ে আছে। "ম্যাগির তবে কী হয়েছিলো?"

"সে ছিলো না। সনেজি মাইকেলের দেহ ফেলে দেয়ার পর এফবিআইয়ের সাথে মুক্তিপণের টাকা নিয়ে সব ফাইনাল করে এসে দেখে মেয়েটাকে যেখানে রেখে গিয়েছিলো সেখানে সে নেই। সনেজি তাকে পায় নি," সাথে সাথে কোর্ট রুম জুড়ে গুঞ্জন শুরু হয়ে গেলো। কিন্তু আমি ধৈর্য হারালাম না। অবস্থার নিয়ন্ত্রণ পুরোপরি বাইরে যাবার আগে আমার আরো কিছু ব্যাপার জানতে হবে।

"গেরি, তুমি আমাকে বলো তুমি কি ম্যাগিকে গেরির কাছ থেকে উদ্ধার করেছো? করে থাকলে সে এখন কোথায় আছে?" আমি জানতে চাইলাম।

"না, আমি না। আমার এরকম কিছু করার ক্ষমতাই নেই। সনেজিকে কেউই নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা রাখে না।"

"সনেজি কি এখন তোমার সাথে আছে? আমি সনেজির কাছে জানতে চাই, সে ম্যাগির কী করেছে?" আমি এবার চরম একটা ঝুঁকি নিচ্ছি। তবে উপায় নেই। নিয়ন্ত্রণ আর সময় দুটোই আমার হাত থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে।

"আমি বলতে পারবো না, আমার ভয় লাগছে...ভয় লাগছে," গেরির শরীর দারুণভাবে কাঁপতে লাগলো। আমি দেখতে পাচ্ছি গেরির চোখেন মণি উল্টে আসছে, সে যে-কোনো সময় অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে বা নার্ভাস ব্রেকডাউন হওয়াও অসম্ভব না। আমি ওর দিকে ঝুঁকে কাঁধ ধরে একটা ঝাঁকি দিলাম সাথে সাথে তার সম্মোহন ভেঙে সে বেরিয়ে এলো। "মি. ক্রশ কী ব্যাপার? কী হচ্ছে এখানে?"

গেরি এতোক্ষণ কী হয়েছে তা মনে করতে পারবে না। কিন্তু আমি ভাবছি, *ম্যাগিকে অন্য কেউ সরিয়ে নিয়েছে সেটা কিভাবে সম্ভব? এর পেছনে কি তবে আরো কেউ আছে?*

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ৬৩

আমার কাফকার 'দ্য ট্রায়াল' এর একটা কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। 'কেউ একজন মিথ্যে বলছে, কারণ তা না হলে কিছুই না করে জোসেফ কে. একদিন সকালে গ্রেপ্তার হতো না'। এখানেও তাই হচ্ছে। হয় গেরি অভিনয় করছে এবং পুরো ব্যাপারটাই তার সাজানো। অথবা এই ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট আরো কেউ আছে। কিংবা দুটোই একসাথে ঘটাও অসম্ভব না। সম্মোহিত গেরির মিথ্যে বলতে পারার কথা না এবং মেয়েটার স্বাক্ষ্যও তাই বলে।

আমি কোর্ট থেকে বেরিয়ে আসার সময় সাংবাদিকেরা ঘিড়ে ধরলো। তাদের প্রশ্নের শেষ নেই। তবে আমি কিছুই বললাম না। একটু এগোতেই দেখি টমাস ডান আর ক্যাথরিন রোজ আমার দিকে দৌড়ে আসছে। আমি থেমে গেলাম।

টমাস ডান আমার সামনে এসে খানিকটা দূর থেকেই বললো, "আপনার সমস্যা কি? আপনি কি বুঝতে পারছেন না লোকটা মিথ্যে বলছে? কেন আপনি তাকে সাহায্য করছেন?" তার মুখ রাগ এবং হতাশায় লাল হয়ে আছে। ক্যাথরিনের অবস্থাও ভালো না।

"আমার তাকে সাহায্য করার কোনোই কারণ নেই। আমি স্রেফ আমার কাজ করছি।"

"হ্যা, আপনি আপনার কাজ করছেন, তবে সেটো করছেন খুবই জঘন্যভাবে," তাকে দেখে মনে হচ্ছে সে নিজেকে সামলাতে পারছে না। "আপনি একবার ফ্লোরিডাতে সব গুবলেট করেছেন। এখন আবার এই জঘন্য লোকটাকে বাঁচাতে চাইছেন। ব্যাপারটা কি?"

আমি চেষ্টা করছি নিজেকে সামলাতে। কারণ এর মধ্যেই সাংবাদিকেরা আমাদের তপ্ত কথোপকথনের সন্ধান পেয়ে গেছে। তারা এদিকেই এগিয়ে আসছে। "আপনার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আমাকে বার বার এই কেস থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। আবার ইচ্ছেমতো ফিরিয়ে আনা হয়েছে। তবুও এখনপর্যন্ত একমাত্র আমিই কিছু ব্যাপার বের করেছি। সেটা আপনি কেন বুঝতে পারছেন না?"

বলে আমি আর দাঁড়ালাম না। গাড়ির দিকে হাটতে লাগলাম। মেজাজটা পুরো খিচড়ে গেছে। একটা ব্যাপার আমি বুঝতে পারি না, সবাই শুধু আমাকেই আক্রমন করে। কেউ এটা বুঝতে পারছে না একমাত্র আমিই এই কেসটাকে এখনো জীবিত রাখতে চাই। যেখানে আর সবাই এটাকে বন্ধ করার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে। আর সবার চেয়ে আমিই বেশি চাই ম্যাগি রোজের শেষ পরিণতি

BanglaBook.org

জানতে। সবাই ভুল বুঝে শুধু আমার পেছনে লাগে। আমি দেখতে পেলাম ক্যাথরিন রোজ আমার পেছন পেছন আসছে আর তার পেছনে সাংবাদিকেরা। আমি থামলাম না।

"আমি দুঃখিত, অ্যালেক্স," ক্যাথরিন রোজ দৌড়ে আসতে আসতে বললো। আমি ফিরে তাকালাম। "ম্যাগিকে হারিয়ে টম পাগল হয়ে গেছে। এমনকি আমাদের সংসারও ভাঙার পথে। অ্যালেক্স আমি জানি আপনি কী করেছেন। আমি সত্যিই দুঃখিত।"

আমি তার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে জানিয়ে দিলাম আমি কিছু মনে করি নি এবং এও জানিয়ে দিলাম আমি আমার তরফ থেকে যতোটুকু সম্ভব চেষ্টা করবো। সাংবাদিকেরা আমাদের দুজনার ছবি তুলছে। আমি সেদিকে না তাকিয়ে গাড়িতে উঠে বাড়ির দিকে রওনা দিলাম।

গাড়ি চালাতে চালাতে আমি এখনো গেরির সম্মোহিত অবস্থা নিয়ে ভাবছিলাম। ম্যাগিকে কে নিয়ে যাবে? গেরি এ কথা কেন বললো?

পরের দিন আমি আবারো কোর্টরুমে গেরিকে সম্মোহিত করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু এবার আর কাজ হলো না। আরা আজ কোর্টরুমে মানুষের সংখ্যাও অনেক বেশি। ম্যারি এই ব্যাপারে অবজেকশন দিলো এবং নাথানও বাধ সাধলো কারণ গেরি সত্যিকার অর্থেই ব্যাপক ভয় পেয়েছে। সে রীতিমতো কাঁপছে ভয়ে। জাজ এই প্রক্রিয়া বাতিল করে দিলেন। আমার স্বাক্ষ্যসহ সাধারণ কাজগুলো শেষ হয়ে যাওয়াতে আমাকে আর কোর্টে যেতে হলো না।

পুরো সপ্তাহ জুড়ে অফিসিয়াল কাজগুলো সেরে আমি আর স্যাম্পসন মিলে একদিন গেলাম ওয়াশিংটন ডে স্কুলে। ওখানকার আরো কয়েকজনকে ইন্টারভিউ করতে হবে। ওয়াশিংটন ডে স্কুলে আমাদের ইন্টারভিউ করাটা বেশি একটা সুবিধার হলো না। কারণ এই ব্যাপারে কেউ কথা বলতে চায় না। তারপরও কাউকে ভয় দেখিয়ে কাউকে মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে কাজ করে গেলাম।

ওখানকার কাজ শেষ হতে হতে দুপুর। আমি আর স্যাম্পসন একটা ভালো রেস্টুরেন্ট চিকেন আর কোক দিয়ে দুপুরের খাবার সারলাম। এবার আমরা বের হলাম রাস্তা আর বাড়ি রেকি করতে। স্কুল থেকে শুরু করে সনেজির সম্ভাব্য রাস্তা রেকি করতে থাকলাম। কখনো প্রয়োজন হলে কোনো বাড়িতে ঢুকে জিজ্ঞসাবাদ করছি। তবে প্রয়োজনীয় মনে হবার মতো কিছুই পেলাম না। স্কুলের ইন্টারভিউ থেকে শুরু করে সবকিছুই করছি স্রেফ গেরির সাথে অন্য কারো সংযোগ বের করার জন্যে। হতে পারে গেরি শুরু থেকেই অন্য কারো সাথে কাজ করছে।

সারা দিনে প্রায় বারোজন মানুষের ইন্টাভিউ নিলাম আব দশটারও বেশি বাড়িতে ঢুকলাম। কিন্তু কোনোই কাজ হলো না। কেউই অস্বাভাবিক কিছু বলতেও পারলো না আমরাও কিছু বের করতে পারলাম না।

BanglaBook.org

বিরক্ত ক্লান্ত আমি আর স্যাম্পসন শেষ বিকেলের দিকে রওনা দিলাম সেই ফার্ম হাউজের দিকে যেখানে গেরি বাচ্চা দুটোকে বন্দি করে রেখেছিলো। বন্দি? নাকি বন্ধ করে রেখেছিলো বলা উচিত আমার? জায়গাটা কি সেলার? নাকি কোনো গর্তের মতো। গেরি তার সম্মোহিত অবস্থায়ও এই জায়গাটার কথা বলেছে। সনেজির সাথে এই অন্ধকার বেইজমেন্টর কোনো না কোনো যোগাযোগ আছে। তাই জায়গাটা আমি নিজ চোখে দেখতে চাচ্ছি।

ফার্মহাউজের কাছে এসেই আমার প্রথম কথাটা মাথায় এলো এইরকম একটা ফার্মহাউজেই লিন্ডবার্গের ঘটনাটা ঘটেছিলো। এইটা একটা আলগা সূতো। আরেকটা আলগা সূতো হলো স্যান্ডার্সদের সাথে গেরির সংযোগ। যদি আমি নিনা'র কথা বিশ্বাস করি তবে আমাকে মানতে হবে গেরিকে স্যান্ডাসদের বাড়ির আশেপাশে দেখা গেছে। কেন?

আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ আলগা সূতো এই দ্বৈতসত্ত্বা । গেরি কি আসলেই দ্বৈতসত্ত্বায় আক্রান্ত? নাকি সে দুটো ভূমিকায় অভিনয় করছে। দ্বৈতসত্ত্বার ব্যাপারটা খুব কমই দেখা যায়। অন্য দিকে যদি ধরে নেই গেরি অভিনয় করছে তাহলে প্রশ্ন জাগে, কোনো মানুষের পক্ষেই এতো ভালো অভিনয় করা সম্ভব না। যদি না আমি গেরির ফ্রেন্ড কলিন্সের কথা বিশ্বাস করি। কলিন্স বলেছিলো গেরি ছোটোবেলা থেকেই সবাইকে বোকা বানাতে পারে। হয়তো গেরি এমনই এক উন্মাদ যার অভিনয় ক্ষমতা অসম্ভব ভালো।

আমি আর স্যাম্পসন পুরো ফার্মটা ঘুরে দেখলাম। অবশেষে ওই অন্ধকার খুপরিটার সামনে এসে মনে হলো এই অন্ধকার কবরে বাচ্চা দুটোকে আটকে রেখেছিলো। না জানি কতো কষ্ট পেয়েছে ওরা!

অন্ধকার প্রকোষ্ঠটা বার বার আমাকে শুধু ম্যাগির কথাই মনে করিয়ে দিতে লাগলো।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ৬৪

সেদিন রাতে জেজির সাথে আমার দেখা করার কথা। মিডিয়া আর গোয়েন্দা বিভাগের লোকজনের কাছ থেকে দূরে থাকার জন্যে সতর্কতাসূচক আমি ওকে কোনো রেস্টুরেন্টে দেখা না করে বরং আর্লিংটনের একটা মোটেলে অ্যাম্বেসি স্যুইটে দেখা করার কথা বললাম।

আমি মোটেল রুমে পৌছানোর কিছুক্ষণ পরে এলো জেজি। ওর পরনে লো-কাট কালো পোশাক আর ঠোঁটে লাল লিপস্টিক। অসাধারণ লাগছে দেখতে। আমি একটা হার্ট বিট মিস্ করলাম।

"দারুণ লাগছে," আমি মৃদু হেসে বললাম।

"আমাকে সবসময়ই দারুণ লাগে," আমাকে মুখ ভেঙচে দিয়ে জেজি বাথরুমে চলে গেলো। ও যখন বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলো ততক্ষণে আমি বিছানায় হাত পা ছড়িয়ে দিয়ে টিভি দেখছি। জেজির কাছাকাছি থাকলে আমি সব দুঃশ্চিন্তা ভুলে যাই। ও কাছাকাছি থাকলে জীবনটা মনে হয় চিন্তাহীন আর অনন্দময়।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে ও পোশাক ছাড়তে ছাড়তে বললো, "চলো গোসল করি। ধুলোয় একবারে কচকচ করছে।"

"ম্যাডাম মনে হয় খুব তাড়াহুড়োয় আছেন," আমি হাসতে হাসতে বললাম। জেজি আমার একটা হাত ধরে বললো, "চলো তো।" আমি উঠে দাঁড়িয়ে বাথরুমে উঁকি দিয়ে দেখলাম বাথটাব পানি আর সুগন্ধি ফেনায় ভরপুর। জেজি আমার গলা জড়িয়ে ধরলো আর আমি ওর কোমর। দুজনে দুজনার ঠোঁট নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। জেজির হাত আমার কাপড় খুলতে ব্যস্ত, ওর কাপড়গুলো এর মধ্যেই মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছে।

আমরা দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরে বাথটাবে নেমে গেলাম। নিজেকে একদম বাচ্চাদের মতো মনে হচ্ছে, জেজি আমার দিকে পানি ছুড়ে মারছে আমি ওর দিকে। বাথটাবের পানি টাবের চেয়ে মেঝেতে বেশি গড়াগড়ি খাচ্ছে। আমাদের সেদিকে খেয়াল নেই। আমরা আমাদেরকে নিয়ে ব্যস্ত, পরস্পরকে আবিষ্কার করতে ব্যস্ত।

এরপর আমরা প্রেম করলাম, বাথটাবে একবার, শাওয়ারের নিচে এবং সবশেষে বিছানায়। আমি জেজিকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে আছি। জেজির চোখ বন্ধ। আশ্চর্য এক শান্তি লাগছে। আমি শুধু অনুভব করছি দিন দিন আমি এই মেয়েটার প্রেমে আরো গভীরভাবে জড়িয়ে যাচ্ছি। কিন্তু এর পরিণতি কী হবে তা এখন

BanglaBook.org

ভাবতে ইচ্ছে করছে না।

রাত একটার দিকে মনে হলো এবার বাড়ি যাওয়া দরকার। আমি জেজিকে ডেকে তুলে বললাম। সে আমাকে গভীর একটা চুমু দিয়ে বললো, "ঠিক আছে তুমি যাও আমি একটু পর বেরুচ্ছি," নিজেদের সতর্কতার জন্যেই এই ব্যবস্থা।

আমি পোশাক পরে বাইরে বেরিয়ে এলাম। তখনো আমি শুধু জেজির কথাই ভাবছি। হঠাৎ একটা ফ্লাশলাইটের আলো আমাকে অন্ধ করে দিলো। পরপর আরো কয়েকটা ফ্লাশের ঝলকানিতে আমি চোখ ঢাকলাম।

সর্বনাশ! প্রেস আমাদেরকে পেয়ে গেছে। দুজন লোক, সাথে একটা মেয়ের দেহের অবয়ব আবছাভাবে আমার চোখে ধরা পড়লো। নির্দ্বিধায় আমি বলে দিতে পারি এরা সাংবাদিক।

"ডিটেক্টিভ ক্রশ?" মেয়েটা জানতে চাইলো। তার সঙ্গি ছেলেটা ছবি তুলেই চলেছে। "আপনার সাথে আমাদের কথা আছে। আমরা 'ন্যাশনাল স্টার' এর পক্ষ থেকে এসেছি। কথায় কড়া বৃটিশ টান। ন্যাশনাল স্টার মিয়ামিভিত্তিক একটা ট্যবলয়েড পত্রিকা।

"দেখুন এখানে যাই হচ্ছে সেটা একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার, এটা পত্রিকায় দেয়ার মতো কোনো বিষয় নয়," আমি রীতিমতো গর্জে উঠলাম।

"সেটা আমরা বুঝবো মি. ক্রশ," মেয়েটা এগিয়ে গিয়ে আমাদের মোটেল রুমের দরজায় নক করতে শুরু করেছে। "ন্যাশনাল স্টার, দরজা খুলুন।" সে রীতিমতো ঘোষণা করার সুরে বললো।

"বাইরে বেরিও না," আমি চিৎকার করে বললাম। আশা করলাম হয়তো জেজি শুনতে পেয়ে বের হবে না।

কিন্তু দরজা খুলে গেলো এবং জেজি বেরিয়ে এলা বাইরে। রাগে তার চোখ মুখ জ্বলছে। "দারুণ, মনে হচ্ছে আপনার পুলিৎজার পাওয়া কেউ ঠেকাতে পারবে না," সে মেয়েটাকে উদ্দেশ্য করে বললো।

"তা তো জানি না, তবে আপনাদের ব্যাপারটা আমরা দেখে নেবো," মেয়েটাও কণ্ঠে সমান আগুন নিয়ে জেজিকে উদ্দেশ্য করে বললো।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ৬৫

আমি মেনোযোগের সাথে পিয়ানোতে একটা নরম সুর তোলার চেষ্টা করছি। ড্যামন আর জেনিলি আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। চেষ্টা করছি ওরা যাতে মজা পায় এরকম কোনো সুর তোলার। কতোটুক মজা পাচ্ছে ওরা বুঝতে পারছি না তবে দুজনেই সুরে সুরে মাথা দোলাচ্ছে।

নানা কিচেনে বসে ন্যাশনাল স্টারের হট কপিটা পড়ছে। ওটা আমিই নিয়ে এসেছি। আমি অপেক্ষায় আছি নানা ওটা পড়া শেষ করে আমাকে ডাকবে। না ডাকলে বেঁচে যাই তবে ডাকবে আমি আমি নিশ্চিত।

কিন্তু ডাক এলো না। খানিকটা অবাক হয়েই আমি কিচেনের দিকে দেখলাম, না, নানা মামার কোনো খবর নেই। আমি ড্যামন আর জেনেলিকে ওখানে থাকতে বলে কিচেনের দিকে এগোলাম। নানা মনোযোগ দিয়ে কাজ করছে। পত্রিকাটা পড়ে আছে টেবিলে।

আমি ভেতরে ঢুকলাম। এটা ওটা টানাটানি করতে করতে জানতে চাইলাম, "হুম, খবরটা পড়েছো?"

"হ্যা, পড়েছি, আর তোমার ছবিটাও দেখেছি," নানা কাজ করতে করতে আমার দিকে না তাকিয়েই জবাব দিলো। "এগুলো কেমন পত্রিকা তা তো সবারই জানা। আমি অবাক হয়ে ভাবি লোকজন এগুলো পড়ে কেন। সাপ্তাহিক পত্রিকা, তাও রোববারে বের হয়। লোকজন রোববারে চার্চ থেকে বেরিয়েই এগুলো কেনে। আজব।"

আমি টেবিলে বসে গেলাম। বাচ্চাদের কেউ বোধহয় সকালের নাস্তার একটা টোস্ট রেখে দিয়েছে, খায় নি। ওটা তুলে নিয়ে কামড় বসালাম। নানার কথা শুনতে চাচ্ছি। মাথার ভেতরে হালকা একটা টান টান ভাব।

"অ্যালেক্স, মেয়েটা সুন্দরি এবং সাদা চামড়ার। অন্যদিকে তুমি কালো কিন্তু হ্যান্ডসাম এবং সফল একজন পুলিশ অফিসার। ব্যাপারটা অনেকেই ভালো লাগছে না। লাগার কথাও না," বলে সে আমার দিকে ফিরে তাকালো। আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি। "অ্যালেক্স, তুমি কি এই ঘটনায় খুব অবাক হয়েছো? আমি জানি হও নি। তুমি জানতে আগে পরে এরকম কিছু একটা হবে।"

"আর তুমি নানা, তুমি কিভাবে দেখছো ব্যাপারটাকে?" আমি জানতে চাইলাম।

"আমি কিভাবে দেখছি সেটা বড় ব্যাপার না, আমার কাছে বড় ব্যাপার আমি

BanglaBook.org

তোমাকে দেখছি এবং আমি তোমাকে সুখি দেখছি। তোমার মায়ের মৃত্যুর পর যা আমি কখনো দেখি নি। এরপর তোমার জীবনে মারিয়া এলো, তখন আমি তোমাকে সুখি দেখেছি। ও চলে যাবার পব আমি আবারো সেই মা-হারা অ্যালেক্সকেই যেনো আবারো সবসময় দেখতাম। কিন্তু ইদানিং আবারো আমি তোমার মাঝে সুখি সুখি ভাবটা দেখতে পাচ্ছি এটাই আমার কাছে বড়," আমার দিকে তাকিয়ে একটানা বলে গেলো সে।

নানা আমার দেখা সবচেয়ে বুদ্ধিমান মানুষদের একজন, তবু আমি তার পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার প্রশংসা করলাম মনে মনে। তবে নানা যাই বলুক মুখে আমি জানি সে আমাব আর জেজির ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তিত। ব্যাপারটাকে সে মেনে নিয়েছ স্রেফ আমার কথা চিন্তা করে। তার ওপর আবার এই বিশ্রী ঘটনা।

"আমি আসলে বুঝতে পারি নি ব্যাপারটা এরকম হয়ে যাবে," আমি পত্রিকাটার দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিত করলাম।

"আমি কিছু মনে করি নি, অ্যালেক্স। আমি তোমাকে নিয়ে গর্বিত। কিন্তু সবসময় মনে রাখবে তোমার একটা পরিবার আছে। তোমার দুটো বাচ্চা আছে তোমার যে-কোনো ব্যাপার তাদের ওপরে প্রভাব ফেলতে পারে। কাজেই যাই করো সাবধানে করবে। তুমি আর স্যাম্পসন কখনোই তোমাদের কাজের ব্যাপারে আমাকে বলো না। তবে আমি জানি," নানার চোখ সামান্য ঝাপসা।

"ব্যাপার না নানা, এইসব পত্রিকার কথা কে মনে রাখবে বলো, সাতদিন পরেই আবার সবাই ভুলে যাবে।"

"সেটা কথা না। কথা হলো এমন কোনো কাজ কখনো করো না যেটার ফলাফল তুমি সহ্য করতে পারবে না," আমি তোমাকে শুধু এটাই বলতে চাচ্ছিলাম। আমি উঠে এসে নানার একটা হাত ধরে চুমু খেলাম। নানা যা বলেছে তাতে একটু হলেও আমার বুকের বোঝা হালকা হয়ে গেছে।

আমি টুপি পরে বাইরে চলে এলাম। গাড়িতে উঠে সোজা রওনা দিলাম অফিসের উদ্দেশ্যে।

সকালবেলা আমি জেজিকে কয়েকবার কল করে পাই নি। সে ফোন তো রিসিভ করেই নি এমনকি তার এনসারিং মেশিনও বন্ধ ছিলো। আমি আর্লিংটনের সেই রাতটার কথা চিন্তা করলাম। ব্যাপারটা আসলেই খুব খারাপ ঘটেছে। একবার ভাবলাম ওর অ্যাপার্টমেন্টে যাই, পরে বাতিল করে দিলাম চিন্তাটা। আবার একটা কাহিনীর সৃষ্টি হবে।

আমি অফিসে পৌঁছে কারো দিকে না তাকিয়ে সোজা এক কাপ কফি নিয়ে নিজের রুমে ঢুকে কাজ শুরু করে দিলাম। এই কয়েকদিনে মানসিক চাপে নিজের কাজের বারোটা বেজে গেছে।

কয়েক ঘণ্টা টানা কাজ করার পর স্যাম্পসন এলো আমার রুমে। আমার

BanglaBook.org

মুখের দিকে তাকিয়ে তাকে একটু রাগান্বিত মনে হলো। আমি অপহরণের প্রসঙ্গ তোলার সাথে সাথে সে বললো, "অ্যালেক্স, তুমি কি বুঝতে পারছো না সবাই তোমার পিছে লেগেছে? তোমার কোনো ঠেকা পড়েছে নিজের বারোটা বাজিয়ে সত্য উদ্ধার করার?"

"তুমি কী বলছো আমি বুঝতে পারছি না," আমি ফাইল থেকে মাথা না তুলেই ওর কাছে জানতে চাইলাম।

"অ্যালেক্স, আমার সাথে অভিনয় করবে না, তুমি খুব ভালো করেই জানো আমি কী বলছি।"

"দেখো আমি আজপর্যন্ত কোনো ব্যাপার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত থামি নি। আর সেটা তোমার চেয়ে ভালো আর কেউ জানে না।"

"অ্যালেক্স, তুমি শিশুর মতো করছো। এই কেসটা যেভাবে ভেস্তে গেছে তাতে সবারই দোষ আছে। আর সেকারণেই সবাই সব দোষ চাপিয়ে দেয়ার জন্যে তোমাকেই মুরগি হিসেবে বেছে নিয়েছে। আর তুমি জেজির কথাটাও একবার চিন্তা করবে না?"

"মানে? জেজির আবার কী হয়েছে?"

"কী হয়েছে মানে তুমি জানো না?"

"কী জানবো? আমাকে পরিস্কার করে বলোতো।"

"কী বলছো, তুমি জানো না জেজি চলে গেছে।"

"চলে গেছে মানে?"

"চলে গেছে মানে আজ সকালে সে লম্বা ছুটি নিয়েছে। তার অফিসের অনেকেই বলছে এটা ছুটি না, আসলে সে চাকরি ছেড়ে চলে গেছে। অথবা তাকে বাধ্য করা হয়েছে।"

আমি সাথে সাথে জেজির অফিসে ফোন করলাম। অপারেটর জানালো সে ছুটিতে। সাথে সাথে কল দিলাম তার অ্যাপার্টমেন্টে। কোনো জবাব নেই। আমার অফিস অপারেটরকে বললাম ফোন লাইনটার খোঁজ নিতে। সে জানালো ওটা আজ সকালেই বাতিল করে দেয়া হয়েছে। সাথে সাথে বেরিয়ে এসে গাড়িতে ক'রে রওনা দিলাম জেজির অ্যাপার্টমেন্টের উদ্দেশ্যে। সেখানে কারো ছায়াও নেই। নিচে তার অ্যাপার্টমেন্টের দাড়োয়ান জানালো সে ম্যাডামকে ব্যাগসহ বেরিয়ে যেতে দেখছে দুপুরের কিছুক্ষণ আগে।

জেজি চলে গেছে। কেউ তার খোঁজ দিতে পারলো না।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৬৬

গেরির মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো। বাতাসে জোর গুজব আসলে মামলার শুনানি আরো অনেক আগেই হয়ে যেতো কিন্তু দেরি হচ্ছে জুরি বোর্ড সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না, গেরি আসলেই অপরাধী নাকি নির্দোষ। পুরো দেশ অপেক্ষা করছে আসলে কী রায় দেয়া হয় তার জন্যে।

শুনানির দিন স্যাম্পসন আমাকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে রওনা হলো কোর্টের উদ্দেশ্যে। ইন্ডিয়ানা এভিন্যু পার হতে হতে আমি জেজির কথা ভাবতে লাগলাম। একসপ্তাহ হয়ে গেলো তার কোনো খোঁজ নেই। মনে ক্ষীণ আশা আজ হয়তো কোর্ট রুমে তাকে দেখতে পাবো। আমি অবাক হয়ে ভাবছি জেজি এভাবে সব ছেড়ে চলে গেলো, আমাকে একবার কলও করলো না। আমার মনে হচ্ছে সে নর্থ ক্যারোরিনায় তার লেক হাউজে থাকতে পারে।

আমরা আদালত প্রাঙ্গনে গিয়ে নামতেই আমি নাথানকে দেখতে পেলাম, সে তার গাড়ি থেকে নামছে। সাথে সাথে তাকে সাংবাদিকেরা ঘিড়ে ধরলো। তার ইন্টারভিউ নেয়া শেষ হতে এক স্থানীয় সাংবাদিকের চোখ পড়লো আমার দিকে। বুঝলাম এবার ভেতরে ঢুকে যাওয়াই নিরাপদ। আমি স্যাম্পসনকে টেনে নিয়ে ভেতরে চলে আসতে চাইলাম কিন্তু কাজ হলো না। সাংবাদিকেরা শেষপর্যন্ত আমাদের নাগাল পেয়েই গেলো।

"ড. ক্রশ ড. ক্রশ, আপনি তো গেরি মারফিকে তার অপরাধ কবুল করাতে সাহায্য করেছেন?" এক সাংবাদিক প্রশ্ন করলো। মনে মনে ভাবলাম কি বেকুবের মতো প্রশ্ন। "সরি, আমি তেমন কিছু করি নি।"

"তাহলে কি আপনি তাকে মুক্তি পেতে সাহায্য করেছেন?" আরেক বেকুবের প্রশ্ন। এবার গেলো মেজাজ খারাপ হয়ে। আমি সোজা তার দিকে ঘুরে তাকিয়ে বললাম, "দেখুন আমি একজন প্রফেশনাল এবং স্রেফ আমার কাজ করেছি। আর আজকে এখানে আপনারা যেমন এসেছেন আমিও ঠিক তেমনি এসেছি। কাজেই আর কোনো প্রশ্ন নয়। বুঝতে পেরেছেন আমার কথা?" বলে আমি রওনা দিলাম ভেতরের দিকে।

এবার সাংবাদিকেরা স্যাম্পসনের দিকে তাকাতে সে দুই হাত তুলে বললো, "আমাক কোনো প্রশ্ন করার আগে আমি শুধু একটা কথাই বলতে চাই, একসময় আমি নিয়মিত বক্সিং খেলতাম এবং এখনো বেশ ভালোই পারি।"

সাংবাদিকেরা সবাই হেসে উঠলো। আমরা ভেতরের দিকে রওনা দিলাম।

স্যাম্পসন আর আমি ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে কেসটার কথা ভাবছিলাম আমি।

BanglaBook.org

দ্বৈতসত্ত্বা বা মাল্টিপাল পারসোনালিটির কেস এই প্রথম নয়। এর আগেও এই ধরণের কেস এখানে সমাধান করা হয়েছে। তবে এইবার কেসটাতে এখনো অনেক সমস্যা আছে। প্রথম সমস্যা গেরির দ্বৈতসত্ত্বা আসলেই আছে কিনা এটা এখনো প্রমাণিত না। তার ওপরে যদি সত্যিই থাকে তবে সনেজিকে শাস্তি দিতে গেলে নির্দোষ গেরিকেও শাস্তি পতে হবে। অন্যদিকে যদি না থাকে তবে গেরিই অপরাধী কিন্তু সেটা প্রমাণিত হবে কিভাবে? দেখা যাক কী হয়। তবে নাথান মূলত ধরতে চাইবে নিরপরাধ গেরিকে যেনো কোনোভাবেই শাস্তি পেতে না হয়। সে এই পয়েন্টটা ধরেই পুরো কেসটাকে বাজিমাত করার চেষ্টা করবে।

আমি দূর থেকে নাথানকে দেখছি হঠাৎ বাইরে অনেক চিৎকার চেঁচামেচি শোনা গেলো। গেরিকে নিয়ে এসেছে পুলিশ। তাকে ভ্যান থেকে নামাতেই চারপাশে হৈ-চৈ শুরু হয়ে গেলো। স্যাম্পসন আমার দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে বললো, "এই যদি হয়ে থাকে সনেজির উদ্দেশ্য, জনপ্রিয় হওয়া। সেটা সে ভালোই হতে পরেছে।"

আমি তাকিয়ে আছি গেরিকে নিয়ে পুলিশ সিঁড়ি বেয়ে উঠছে হঠাৎ গেরির স্ত্রী এবং মেয়ে ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরলো। পুলিশ তাকে নিয়ে উঠে আসার চেষ্টা করছে, গেরি তার বউ আর মেয়েকে শক্ত ক'রে ধরে আছে। সে এক হৃদয়বিদারক দৃশ্য। আমি গেরিকে এর আগে কাঁদতে দেখি নি। এইবার দেখলাম সে স্ত্রী আর মেয়েকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কাঁদছে।

আমার মনের ভেতরে প্রশ্ন জাগলো, লোকটা কি আসলেই অভিনয় করছে? যদি করে থাকে তবে সে একটা অভিনেতাই বটে। আবার নিজেকেই প্রশ্ন করতে থাকলাম, *গেরির ভেতরে আসলেই কি দ্বৈতসত্ত্বা আছে। এই উত্তর বোধহয় একমাত্র গেরি ছাড়া আর কেউই জানে না। না জুরি বোর্ড, না পুলিশ, না ডাক্তারেরা, না আমি নিজে।*

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ৬৭

পাহাড়ি রাস্তা ধরে বাইক চালাতে চালাতে জেজি গুন গুন করে গান গাইছে। ঠান্ডা বাতাসের কারণে সে গায়ের জ্যাকেটা আরেকটু শক্ত করে টেনে নিলো এক হাতে। বাইক চালানোয় তার মতো দক্ষ মেয়ে পুরো আমেরিকাতে আর একজনও আছে কিনা সন্দেহ আছে। বাইক চালাতে চালাতে তার কাছে মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে তার মতো স্বাধীন আর কেউ নেই। মনে হচ্ছে বহু বছর কোনো কারাগারে বন্দি থাকার পর সে মুক্তি পেয়েছে।

এতোগুলো বছর ধরে এই কঠিন চাপে থাকা কী যে কষ্টকর সেটা তার চেয়ে বেশি আর কে জানে। দিনের পর দিন শুধু চাপ চাপ আর চাপ। কাজ কাজ আর কাজ। এটা চাকরি জীবনের শুরু থেকে না। এই চাপ সে ছোটোবেলা থেকেই অনুভব করে আসছে। ছোটোবেলায় তার বাবা মা কেউ তাকে ভালোবাসতো না শুধু তাকে সঠিকভাবে গড়ে তোলার জন্যে এটা ওটা সারাক্ষণ চাপের ভেতরে রাখতো।

'বেশি ভালো, ভালো না' ব'লে একটা কথা আছে না। তার জীবনের জন্যে এটাই ছিলো সঠিক কথা। বেশি ভালো কখনো কখনো শ্রেষ্ঠ হবার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আর তার ক্ষেত্রে হয়েছিলোও তাই। তবে সেই দেয়াল সে ভাঙতে পেরেছে। সে ছাত্রি হিসেবে ছিলো সবার সেরা, দেখতে ছিলো সবার সেরা। তাই কোনো কাজেই তাকে কেউ কখনো আটকাতে পারে নি। আজো পারে না। এখন সে সর্বশ্রেষ্ঠ, এখন সে নিজের মতো।

জেজি এসব ভাবতে ভাবতে নিজের লেইক কটেজের সামনে এসে বাইক থামালো। আহ্! এই জায়গাটায় এলে যে তার কী শান্তি লাগে। এই অনুভূতি সে ব্যাখ্যা করতে পারে না। লেইকের কালো পানির দিকে তাকিয়ে তার মন ভরে যায়।

বাইক পার্ক করে জেজি ভেতরের দিকে রওনা দিলো। সদর দরজা খোলা কিন্তু ভেতরে কেউ নেই। জেজি সতর্ক বোধ করলো। "হ্যালো।" সে চিৎকার করে জানতে চাইলো।

জেজি কিচেন আর বেডরুম দেখলো। কেউ নেই। কিন্তু লাইট জ্বালানো। জেজির শিড়দাঁড়া বেয়ে একটা ভয়ের স্রোত নামতে লাগলো। "কে?" জেজি হাতের প্যাকেটগুলো নামিয়ে রেখে আবারো চিৎকার করলো। কিন্তু কোনো সাড়া নেই।

জেজি এবার সত্যিই ভয় পেলো। সে হাতে তুলে নিলো একটা বেজবল

BanglaBook.org

ব্যাট। আচমকা বাতাসের ঝাপটায় দরজাটা লেগে গেলো আর পেছন থেকে শক্ত হাতে কেউ জেজিকে জড়িয়ে ধরলো।

তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় সে চিৎকার করে উঠতে গেলো কিন্তু শক্তিশালী হাতের মালিক চেপে ধরলো তার মুখ। আর অন্য হাতটা তাকে কভার করে হাতের বেজবল ব্যাটটা ধরে ফেলেছে। জেজি একদম অসহায় হয়ে ছটফট করতে লাগলো। আর সেই সাথে শুনতে পেলো তাকে ধরে থাকা লোকটা হাসছে।

জেজির শরীরের বাঁধন আলগা হয়ে যেতে সে ঘুরে দাঁড়ালো। সামনের পরিচিত মানুষটাকে বেজবল ব্যাটোর মাথা দিয়ে মৃদু গুঁতো দিলো। "অসভ্য, আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে তুমি।"

সামনের মানুষটা তাকে বুকে টেনে নিয়ে হালকা সুরে বললো, "আমি তোমাকে মিস করেছি।"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ৬৮

দ্য সেকেন্ড ইনভেস্টিগেশন

ম্যাগি আবারো অন্ধকার সেই কবরে বন্দি। সে তার চারপাশে অসংখ্য কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছে। চারপাশে দেখতে পাচ্ছে অসংখ্য মানুষকে। তবে এগুলো সবই তার কল্পনা। এখন সে জানে কেন সে এখানে বন্দি।

আর পালাবার পরিকল্পনা সে একেবারেই বাদ দিয়েছে। কারণ পালাতে গেলে সে মরবে না, মরলে তো অনেক ভালোই হতো। পালাতে গেলে প্রতিবার তাকে বন্দি করে রাখা হবে এই কবরে। বার বার তাকে ফিরে আসতে হবে এই কবরে।

এই অন্ধকারে থাকতে থাকতে সে মাঝে মাঝে সব ভুলে যায়, এমনকি মাঝে মাঝে ভুলে যায় সে কে। এসব কিছুই কখনো কখনো তার কাছে একটা বিরাট দুঃস্বপ্ন মনে হয়। মনে হয় একদিন সে ঘুম ভেঙে দেখবে নিজের বাড়িতে নিজের বিছানায় শুয়ে আছে।

ম্যাগি মাঝে মাঝে ভাবে তার বাবা মা কি এখনো তাকে খুঁজছে? নাকি তারা ধরেই নিয়েছে সে মরে গেছে। সে অপহৃত হয়েছে আজ অনেকদিন হয়ে গেছে। এতাদিন পরও সে বেঁচে আছে এটা ধরে নেয়ার মতো কারণ নেই। মি. সনেজি তাকে স্কুল থেকে ধরে নিয়ে আসে কিন্তু এরপর সে আর কখনোই তাকে দেখে নি।

ম্যাগির চোখ দিয়ে আপনা আপনি পানি গড়াতে লাগলো। কী ভয়ঙ্কর অন্ধকার এখানে। আর সে পালাবার চেষ্টা করবে না। এই অন্ধকারে থাকার চেয়ে দিন রাত কাজ করাও ভালো। ম্যাগি খুব ভালোই বুঝতে পারছে এই জায়গাটা আসলে কী। এখানে বাচ্চাদের চুরি করে এনে কাজ করানো হয়। এখান থেকে পালাবার কোনোই উপায় নেই।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৬৯

গেরির ট্রায়াল শেষ হবার এক সপ্তাহ পর জেজি ওয়াশিংটনে ফিরে এলো। ওর ফিরে আসার সময়টা দারুণ। গেরির ট্রায়াল শেষ, আমি আবারো অফিসের কাজে ফিরে গেছি। চেষ্টা করছি সবকিছু সুন্দরভাবে আবার সাজিয়ে নিতে। জেজি ফিরে এসে আমাকে ফোন করলো। আমি অবাক হয়ে জানতে চাইলাম ও এমন কেন করলো। জবাবে সে বললো আসলে ক্রমাগত কাজের চাপে চাপে সে বিরক্ত অসহ্য হয়ে আর পরছিলো না। তাই একটু মুক্তি পেতে ছুটিটা নিয়েছিলো।

আমি আসলে জেজিকে অসম্ভব মিস করেছি। এর মধ্যে আরেকটা ঘটনা ঘটেছে। আমি আর স্যাম্পসন মিলে একটা খুনের কেস সমাধান করেছি। সেইসাথে আমাকে নতুন একটা কাজের প্রস্তাব দেয়া হয়েছিলো। ডিসি পুলিশ আর এফবিআইয়ের মাঝে এক ধরণের লিয়াজো অফিসার। বর্তমান চাকরির চাইতে টাকা পয়সা সুবিধা এবং ক্ষমতা সবই বেশি ছিলো ওটাতে। কিন্তু কেন জানি ইচ্ছে করলো না। তাই আমি না ব'লে দিয়েছি।

ম্যাগি রোজের অপহরণ মামলাটা শেষ হয়ে যাবার পরও আমি এখনো মাঝে মাঝেই ওটা নিয়ে ভাবি। কেন জানি মামলাটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারছি না পুরোপুরি। সবকিছু স্বাভাবিক চলছে। অফিস করছি, বাচ্চাদের সময় দিচ্ছি, জেজির সাথে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

জেজি যেদিন ফিরে এলো সেদিন আমি জেজির অ্যাপার্টমেন্টে যাই। জেজি দরজা খুলতেই আমি ওকে দেখে একটু অবাক হলাম। সে চুল খানিকটা ছোটো করেছে, গায়ের চামড়া রোদে পুরে বেশ একটা ঝলমলে ভাব এসেছে। জেজি এমনিতেই পাতলা তারপরও যেনো আরো বেশ সুঠাম আর স্লিম দেখাচ্ছে ওকে। চোখের চারপাশে ডার্ক সার্কেল আর কাজের ক্লান্তি একদম দূর হয়ে গেছে ওর চেহারা থেকে। ওকে দেখেই আমার মনে হলো ছুটিটা ও বেশ উপভোগ করেছে।

"তোমাকে বেশ সজীব লাগছে," আমি ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বললাম। আমি একটু অস্বস্তি বোধ করছি, এখনো বুঝতে পারছি না মেয়েটা হঠাৎ এভাবে কোনো খবর না দিয়ে চলে গেলো!

জেজির পরনে একটা ডেনিম শর্টস আর পুরনো টি-শার্ট। সে আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বললো, "অ্যালেক্স, তুমি ঠিকই বলেছো। আমি অনেক ফ্রেশ অনুভব করছি।" আমি এগিয়ে গিয়ে ওর কোমর জড়িয়ে ধরে ঠোটে হালকা একটা চুমো খেলাম। পরিস্কার অনুভব করতে পারছি আমি আবারো এই মেয়েটার প্রেমে পড়ে গেছি।

BanglaBook.org

"জেজি আমাকে বলো, আসলে তোমার হয়েছিলো কী?" এভাবে হঠাৎ ক'রে কেন চলে গেলে? একদম কিছুই না বলে। তুমি আমাকে তো অন্তত জানাতে পারতে," আমি একটা চেয়ার টেনে বসলাম। "এভাবে হারিয়ে যাবার কোনো দরকার ছিলো?"

"ছিলো অ্যালেক্স," জেজি বেশ সিরিয়াস। "কারণ আমি কী পরিমাণ চাপে ছিলাম সেটা একমাত্র আমিই জানি। সেই ছোটোবেলা থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত কখনো আমি এতোটুকু রিলাক্স হতে পারি নি। প্রথমে পড়া পড়া আর পড়া। তারপর পড়া শেষ করেই ঢুকে গেলাম চাকরিতে। সেখানেও মেশিনের মতো কাজ আর কাজ। আমি আসলে একটু সময়ের জন্যে হলেও মুক্তি চাচ্ছিলাম। একটু সময়, স্রেফ নিজের মতো করে চাচ্ছিলাম।"

"একটা কল তো অন্তত করতে পারতে," আমি ওর একটা হাত ধরলাম।

"বিশ্বাস করো অ্যালেক্স, আমি কাউকেই কল করি নি। ঠিক এইরকম একটা ছুটিই আমি চাচ্ছিলাম। একান্তই নিজের মতো ক'রে। শুধুমাত্র আমার জন্যে এবং বিশ্বাস করো আমি সেটা পেয়েছি।"

"হ্যা, তোমাকে দেখেই সেটা বোঝা যাচ্ছে," আমি মৃদু হেসে বললাম।

জেজি এগিয়ে এসে আমার পাশে বসলো। আমার এক কাঁধে মাথা রেখে বললো, "আমি তোমাকে মিস করেছি অ্যালেক্স। সত্যি অনেক মিস করেছি।"

"আমিও জেজি," কথাটা মন থেকেই বললাম, তবুও কোথায় যেনো মনের ভেতরে একটা খটকা টের পেলাম সামান্য।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ৭০

আমি আবারো পুরোদমে কাজে ফিরে গেলাম। তবে মনের এককোনে কাজ করছে ম্যাগি রোজের অপহরণের কেসটা। যে-কোনোভাবেই আমাকে এটার পূর্নাঙ্গ সমাধান করতে হবে।

বেশ ঠান্ডার এক রাতে আমি আবারো নিনা সিসেরিওর সাথে দেখা করতে গেলাম। নিনাই একমাত্র মেয়ে যে গেরিকে স্যান্ডার্সদেরকে আশেপাশে দেখেছে এবং সেই সাথে অন্য লোকটাকেও আবছাভাবে।

ঠান্ডার সাথে সাথে হালকা বৃষ্টির মতো তুষার পড়ছে। ম্যাগি রোজ অপহৃত হবার পর প্রায় আঠারো মাস পার হয়ে গেছে। আমি আসলে কী খুঁজছি তা সঠিকভাবে জানি না। একবার নিজের ওপরে বেশ বিরক্তও বোধ করলাম, এই রকম ভয়াবহ ঠান্ডার ভেতরে নিজেকে কষ্ট দেয়ার কারণে। তবে কথা হলো, আমাকে পরিস্কার জানতে হবে ম্যাগির ভাগ্যে আসলে কী ঘটেছে। আমি এখনো মোস্তাফ স্যান্ডার্সের সেই চাহনি ভুলতে পারি না। আর সনেজির প্রকৃত সত্যটাও আমাকে জানতে হবে।

গ্লোরি সিসেরিও, মানে নিনার মা আমাকে দেখে খুশি হয়েছেন বলে মনে হলো না। আমি দরজায় প্রায় দশ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকার পর উনি দরজা খুললেন। এর মধ্যে অন্তত বিশবার আমি নক করেছি।

"ডিটেক্টিভ ক্রশ," নিনার মা দরজা খুলেই আমাকে প্রথম যে কথাটা বললেন সেটা মোটেও সুখকর কিছু না। "আমার ধারণা ইতিমধ্যেই যথেষ্ট সময় পার হয়ে গেছে। আমরা এমনিতেই স্যান্ডার্সদেরকে ভুলতে পারছি না। এর মধ্যে আপনি যদি বার বার আমাদেরকে ওদের কথা মনে করিয়ে দেন তবে আমাদের জন্যে সেটা খুবই খারাপ হয়।"

"আমি জানি, মিসেস সিসেরিও," আমি মহিলার দিকে তাকিয়ে বললাম। "আপনাদের কষ্ট আমি বুঝতে পারি কিন্তু দেখুন ব্যাপারটার কোনো সুরাহা এখনো হয় নি এবং আমাকে এটার সমাধান করতে হবে।"

"কেন মি. ক্রশ, খুনি ধরা পড়েছে আপনি জানেন না। অন্তত আমি তো পত্রিকাতে তাই পড়েছি।"

"আমিও জানি, মিসেস সিসেরিও আপনি কি আমাকে এই ঠান্ডায় এক কাপ কফি খাওয়ানোর জন্যেও ভেতরে ডাকবেন না?" মহিলা হেসে ফেললেন। জীবন সংগ্রামে পরিশ্রান্ত একজন মায়ের হাসি।

সিসেরিওদের কিচেনে বসে কফি খেতে খেতে মহিলা আমার কাছে অভিনেত্রি

BanglaBook.org

ক্যাথরিন রোজের কথা জানতে চাইলেন। আমি তাকে জানালাম এবং উনি দুঃখ প্রকাশ করলেন মহিলার জন্যে। অপহরণের ব্যাপারে কথা উঠলে মহিলা নিজে থেকেই আমাকে এই ব্যাপারে তার নিজস্ব ভাবনা ব্যক্ত করলেন।

"আমার কী মনে হয় জানেন? এই লোকটা গেরি, এই লোক আসলে অপহরণ করেই নি। কেউ তাকে ব্যবহার করেছে," বলে উনি নিজেই হাসতে লাগলেন। "মি. ক্রশ আপনি আমার কথা সিরিয়াসলি নিবেন না দয়া করে। এসবই আমার নিজের উদ্ভট চিন্তা।"

"হা হা, হতেও তো পারে," বলে আমি নিজের কাজের কথায় চলে এলাম। "মিসেস সিসেরিও আমি ওই রাতের ব্যাপারে জানতে চাই। মানে যেদিনের কথা নিনা আমাকে বলেছিলো। যেদিন সে গেরির সাথে অন্য লোকটাকে দেখেছিলো। নিনা আমাকে কী বলেছিলো তা আমার মনে আছে। আমি জানতে চাই সে আপনাকে কী বলেছে। কারণ আপনিই ওর সবচেয়ে কাছের মানুষ।"

"মি. ক্রশ, আপনি কেন এতো কষ্ট করছেন আমাকে বলুন তো? তাও এই শীতের রাতে?"

আমি কফির কাপে একটা চুমুক দিলাম। "কারণ আমি আসলে জানতে চাই ফ্লোরিডাতে কেন আমাকেই ঠিক করা হয়েছিলো। এর কোনো সঠিক উত্তর এখনো আমার কাছে নেই। আমাকে ওই লোকটার ব্যাপারে বলুন নিনা যাকে গেরির সাথে দেখেছিলো।"

"নিনা সবসময়ই ওই চেয়ারটাতে বসে। জানালার পাশের ওই চেয়ারটা ওর সবচেয়ে প্রিয় জায়গা এবং ওটাতে সে অন্য কাউকেই বসতে দেয় না," মহিলা বলে চললেন।

"ওখানে বসে ও বই পড়ে অথবা বেড়ালটার সাথে খেলে। আবার কখনো কখনো এমনিতেই বসে থাকে। যেদিন ও গেরি এবং অন্য লোকটাকে দেখে সেদিনও এমনিতেই ওখানে বসে ছিলো। হঠাৎ লোকটাকে দেখতে পায় সাদা চামড়ার একজন মানুষ স্যান্ডার্সদের বাড়িকে উঁকি ঝুঁকি মারছে। এই এলাকায় সাদা লোকজন খুব একটা নেই এবং আসেও না। তাই ওর নজর ওদিকে পড়ে থাকে। লোকটাকে দেখে ওর মনে হয় সে স্যান্ডার্সদের বাড়ির ওপরে নজর রাখছে। আর অন্য লোকটা, মানে গাড়িতে বসে থাকা লোকটা ওই গেরির ওপরে নজর রাখছে।"

আমি খানিকটা চমকে উঠলাম। "দাঁড়ান দাঁড়ান। আমি যতোদূর মনে পড়ে নিনা আমাকে বলেছিলো সে ওই লোকটাকে গেরির পেছনে দেখেছে, এর মানে কি?"

"পেছনে দেখেছে বলেছে ও? না না, আমার তো মনে হচ্ছে ও অন্য লোকটাকে গেরির ওপর নজর রাখতে দেখেছে। দাঁড়ান আমার ঠিক মনে নেই

BanglaBook.org

আমি নিনাকে ডাকছি।"

একটু পরে আমরা তিনজন টেবিলে বসে আছি। মহিলা আরেক দফা কফি বানিয়ে এনেছেন। নিনা সব শুনে একটু চুপ ক'রে থাকলো তারপর আমার দিকে তাকালো, তার চোখে ভয়। আমি অভয় দেয়ার জন্যে হেসে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিলাম।

নিনা অনেকক্ষণ ভেবে চিন্তে জানালো, তার প্রথমে মনে হয়েছিলো লোকটা গেরির নামের অপহরণকারীর সাথেই, কিন্তু পরে মনে হয় না অন্য লোকটা আসলে গেরির ওপরে নজর রাখছিলো। মানে গেরি বারান্দায় দাঁড়িয়ে স্যান্ডার্সদের ওপরে নজর রাখছিলো আর অন্য লোকটা গাড়িতে বসে গেরির ওপরে নজর রাখছিলো।

অন্য লোকটার ব্যাপারে জানতে চাইলে সে বললো, সে আসলে পরিস্কার দেখতে পায় নি ওই লোকটা সাদা না কালো। নিনা ক্ষমা চেয়ে বললো এর আগেরবার সে অনেক ভয়ে ছিলো এবং পুলিশকে তার ভয় লাগে তাই সবকিছু ঠিক মতো বলতে পারে নি। আমি ওকে অভয় দিয়ে ধন্যবাদ জানালাম।

আমার মাথায় ঘুরতে লাগলো, *অন্য লোকটা কে হতে পারে? যে গেরিকে জানতো এবং তার ওপরে নজর রাখছিলো। আর নজর রাখার কারণটাই বা কী হতে পারে?*

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ৭১

স্যান্ডার্স এবং টার্নারদের খুনের মামলার তদন্তের প্রয়োজনে আমাকে গেরির সাথে দেখা করার অনুমতি দেয়া হলো। গেরির মতো এরকম আশ্চর্য অপরাধী এবং তার মামলাও কখনো দেখি নি। ফলস্টোন, মানে যেখানে গেরিকে রাখা হয়েছে সেখানে আমার এক বন্ধু আছে। ওয়ালেস হার্ট, ফলস্টোনের সাইকোলজি বিভাগের প্রধান। আমরা একসাথে ডিসিতে একসময় কাজ করেছি। আমি ফলস্টোনে পৌঁছে দেখি ওয়ালেস আমার জেন্য করিডোরে অপেক্ষা করছে।

"আহা, তোমার নিজের আসার কী দরকার ছিলো?" আমি ওকে জড়িয়ে ধরলাম।

"আরে তুমি তো এখন রীতিমতো সেলিব্রেটি, তোমার জন্যে আসবো না তো কার জন্যে আসবো," ওয়ালেস হাসতে হাসতে বললো।

ওয়ালেস ছোটোখাটো, সদা হাস্যময় বুদ্ধিদীপ্ত চেহারার একজন মানুষ। আমি আর ও এলিভেটরে উঠে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা অংশে যেতে যেতে ওর কাছে জানতে চাইলাম, "গেরির ব্যাপারে তোমার কী মনে হয়? বন্দি হিসেবে সে কেমন? মানে আচরণ কেমন তার?"

"অ্যালেক্স, তুমি তো জানোই সাইকোপ্যাথদের ব্যাপারে আমার সবসময়ই একটা নেশা কাজ করে। আর ওদের মানসিকতা নিয়ে কাজ করেও আমি আনন্দ পাই। তবে এ লোকটা মোটেই সাধারণ কোনো সাইকোপ্যাথ না।"

"তুমি কি তার দ্বৈতসত্ত্বার ব্যাপারটা বিশ্বাস করো?"

"আমার মনে হয় এটা একটা সম্ভাবনামাত্র। কারণ অ্যালেক্স তুমি তো জানো মাস্টারমাইন্ড অনেক অপরাধীকে এর আগে আমরা দুর্দান্ত অভিনেতা হতে দেখেছি। এর ক্ষেত্রেও সেটা অসম্ভব না। তবে এই লোক যদি সত্যি অভিনয় করে থাকে তবে একে অস্কার না আরো বড় কোনো পুরস্কার দেয়া উচিত।"

আমি ওয়ালেসের কথা শুনে হেসে ফেললাম। "আর যদি দ্বৈতসত্ত্বার ব্যাপারটা সত্যি হয়ে থাকে তবে গেরি মারফি সনেজিকে নয় বরং সনেজি মরফিকে নিয়ন্ত্রণ করে।"

"অ্যালেক্স, আমি তাকে যতোটুকু দেখেছি সে একটা অবিশ্বাস্য কেস এবং সত্যিকারের সাইকো। আমার বিশ্বাস সে যে-কোনো কিছু করার ক্ষমতা রাখে।"

"একদম ঠিক বলেছো। সে অসম্ভব বুদ্ধিমানও বটে।"

আমি গেরির সেলে ঢুকে একটু অবাক হয়ে গেলাম। এই কয়দিনে তার শরীর অনেক শুকিয়ে গেছে। চোখ দুটো গর্তে বসা। মুখের ওপর চামড়া টান টান

BanglaBook.org

হয়ে আছে। দেখতে মনে হচ্ছে গেরি না গেরির কঙ্কাল বসে আছে।

"হ্যালো গেরি," আমি ঢুকতে ঢুকতে বললাম।

"হ্যালো ডিটেক্টিভ। অনেক দিন দেখা নেই। আপনি কী করছিলেন আমি অনুমান করতে পারি। আমার ওপরে একটা বই লিখছেন, তাই না? আরে আপনি তো বড়লোক হয়ে যাবেন এই বই বিক্রি করে।"

আমি কিছু না বলে মাথা ঝাঁকালাম। "আমি আরো অগেই তোমাকে দেখতে আসতে চেয়েছিলাম। কিন্তু 'কোর্ট অর্ডার' ছাড়া তোমার সাথে দেখা করা সম্ভব না। আমি তোমার সাথে স্যান্ডার্স আর টার্নারদেরে খুনের ব্যাপারে কথা বলতে এসেছি।"

"তাই নাকি? আমি তো ভাবলাম..." তাকে একটু অবাক মনে হলো।

"দুঃখিত এই প্রসঙ্গের বাইরে আমাদের কথা বলা নিষেধ আছে। তবে হ্যা তুমি যদি ভিভিয়ান কিমের ব্যাপারে কথা বলতে চাও তবে সেটাও চলবে।"

"বিশ্বাস করো অ্যালেক্স এসব খুনের আমি কিছুই জানি না। সবগুলোই আমি পত্রিকায় পড়েছি। আমার মনে হয় এগুলো সবই সনেজির কাজ," আমাকে নাম ধরে ডাকায় এবং তুমি বলাতে সে বেশ স্বাচ্ছন্দ বোধ করছে ব'লে মনে হলো।

"গেরি তোমার উকিল নিশ্চয় তোমাকে বর্তমান অবস্থাটা বয়ান করেছে। তোমার শুনানি পুরোপুরি শেষ হয় নি। এই বছরেই আবারো যে-কোনো সময় আরেকটা ট্রায়াল বসবে।"

"আমার উকিলকে চালানোর ক্ষমতা নেই। মি. নাথানের মতো একজন উকিল চালাতে যে টাকা লাগে তার সিকি ভাগও আমার নেই। কাজেই উনি আমার হয়ে লড়বেন কিনা বা আমাকে কিছু বলবেন কিনা পুরোটাই তার ওপরে নির্ভর করছে।"

"গেরি," আমিও তাকে বন্ধু হিসেবেই কথা বলতে চাইছি। "আমার আবারো তোমাকে সম্মোহিত করা দরকার। ব্যাপারটা আমি যদি আয়োজন করতে পারি তুমি কি একটা কাগজে সই করে আমার সাথে বসবে?"

গেরির মুখে হাসি ফুটে উঠলো। "অবশ্যই অ্যালেক্স। অবশ্যই আমি বসবো, সনেজির সাথে কথা বলা আমারও দরকার। ওকে পেলে আমি খুন করতাম। খুন করতাম।"

সেদিন বিকলে আমি সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট মাইক ডিভাইনের সাথে দেখা করতে গেলাম। ডিভাইন সেক্রেটারি গোল্ডবার্গ এবং তার পরিবারের নিরাপত্তা কাজে নিয়োজিত এজেন্টদের একজন ছিলো। তার কাছে আমার কিছু প্রশ্ন আছে।

মাইক ডিভাইন মাইকেলের অপহরণের ঘটনার এক মাস পর স্বেচ্ছা অবসর নেয়। সে মাত্র মধ্যচল্লিশের একজন লোক। হয়তোবা তাকে জোর ক'রে অবসরে

BanglaBook.org

যেতে বাধ্য করা হয়েছে। একজন সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট হিসেবে তার অ্যাপার্টমেন্টটা খুবই সুন্দর এবং গোছানো। আমরা তার পাথুরে টেরেসে বসে কথা বললাম।

ডিভাইন বেশ শক্তসমর্থ, রোদে পোড়া সুদর্শন চেহারার একজন মানুষ। তাকে দেখে মনেই হলো না অবসরে আছে বরং দেখে মনে হচ্ছে যেনো ছুটিতে আছে। চেহারায় বেশ হাসিখুশি আর সুখি ভাব। লোকটাকে দেখে আমার মনে হলো তাকে এজেন্ট হিসেবে নয় বরং সিনেমার নায়ক হিসেবে বেশ মানাবে।

"তুমি তো বুঝতেই পারছো অ্যালেক্স, আমাকে আর আমার পার্টনারকে একরকম জোর করেই অবসর দেয়া হয়েছে। অবাক লাগে আমাদের বসও তেমন কোনো সাপোর্ট দিলো না আমাদেরকে," ডিভাইন আর আমার হাতে বিয়ারের গ্লাস।

"এটাতো বেশ শক্তিশালী একটা পাবলিক কেসে পরিণত হয়েছিলো, তাই হয়তো তারও তেমন কিছু করার ছিলো না," আমি ঠান্ডা বিয়ারে চুমুক দিতে দিতে বললাম।

"কী জানি এটাই হয়তো ভালো হয়েছে, বুড়ো হবার আগেই বরং অবসরে। এখনো হয়তো সময় আছে নতুন ক'রে কিছু একটা করার। কী বলো?"

"হুম, অবসরে যাবার পর আমারও এমন কিছু পরিকল্পনা আছে। আমি তো সাইকোলজিস্ট, হয়তো ব্যক্তিগতভাবে কাজ করবো।"

"কিন্তু তোমার পছন্দর কাজ থেকে তোমাকে যদি সরিয়ে দেয়া হয় তবে তার চেয়ে কষ্টের আর কিছু হতে পারে না," শেষ বিকেলের আলোয় তার চোখ জোড়া চকচক করছে।

"মাইক, আমি অপহরণের ঘটনার কয়েকদিন আগের একটা বিষয়ে কথা বলতে চাচ্ছিলাম," আমি কাজের কথায় আসতে চাচ্ছি।

"অ্যালেক্স তুমি ভুতের পেছনে দৌড়াচ্ছো। আমি এই বিষয়টার সবকিছু একদম আদ্যোপান্ত চেক করে দেখেছি। কোথাও এতোটুকু কোনো ফাঁক নেই।"

"তোমার কথা আমি মানছি কিন্তু তারপরও আমি স্রেফ একটা গাড়ির ব্যাপারে জানতে চাই। এতটা ধূসর সেডান বা ডজ হতে পারে। রঙটা ধূসর বলছি কিন্তু হালকা নীল হবার সম্ভাবনাও বাতিল করে দেয়া যায় না," আমি নিনার আপেক্ষিক বর্ণনা দেয়া গাড়িটার খোঁজ বের করতে চাচ্ছি। "তুমি কি কখনো এইরকম কোনো গাড়ি সরেল এভিন্যু বা স্কুলের বাইরে পার্ক অবস্থায় দেখেছো?"

মাইক একটু চিন্তা করলো, "না অ্যালেক্স, এরকম কিছু দেখি নি। আর তুমি ইচ্ছে করলে লগ দেখতে পারো।"

আমি মনে মনে বললাম, *লগ তো আমি এরমধ্যে দেখেই এসেছি।*

BanglaBook.org

আমি আর ডিভাইন আর কিছুক্ষণ গল্প করলাম। চলে আসার আগে আমি ডিভাইনকে তার নতুন জীবনের জন্যে শুভেচ্ছা জানাতে ভুললাম না। সেও আমাকে বললো এই বিদঘুটে কেসটার কথা ভুলে যেতে, এটা শুধু কষ্টই দিবে। আমি বেরিয়ে আসতে আসতে একটা কথাই ভাবতে লাগলাম মাইক ডিভাইন এবং তার পার্টনার অবশ্যই কিছু একটা জানে যা তারা আমার সাথে শেয়ার করছে নো, সেটা যে কারণেই হোক।

এরপর আমার কাজ হচ্ছে মাইক ডিভাইনের পার্টনার চার্লি চাকলির সাথে দেখা করা। চাকরি ছাড়ার পর চাকলি তার পরিবার সহ অ্যারিজোনায় চলে গেছে। আমি যখন তাকে কল করলার তখন সেখানকার সময়ে প্রায় রাত দশটা বাজে। "হ্যালো চার্লস চার্লি, আমি ডিসি থেকে ডিটেক্টিভ অ্যালেক্স ক্রশ বলছি।"

ওপাশে নীরবতা, একটু অবাক করার মতোই এবং যখন সে কথা বললো প্রায় কোনো কারণ ছাড়াই খুব অভদ্রের মতো আচরণ শুরু করলো। "কী ব্যাপার? সমস্যা কী আপনার? কী চান? আপনি জানেন না আমি সার্ভিস থেকে অবসর নিয়েছি।"

আমি বলতে শুরু করলাম, "আমি আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত...

"খবরদার বলে দিচ্ছি আমাকে আর ফোন করবেন না," বলেই সে ফোন রেখে দিলো।

আমি তাকে মনে করার চেষ্টা করলাম। বয়সের তুলনায় তার চেহারা অনেক বেশি বয়স্ক দেখাতো এবং বেশ মোটাও হয়ে গিয়েছিলো। আমার উপায় নেই আবারো কল করলাম, "দুঃখিত জনাব, আপনাকে কথা বলতেই হবে তা না হলে আমি ব্যবস্থা নিবো," আগেই ঠান্ডা করার জন্যে বলে একটু বিরতি দিলাম। "আমি কয়েকটা খুনের কাজে নিয়োজিত এবং এগুলোর সাথে সনেজির সংযোগ খুঁজে বার করার চেষ্টা করছি। স্কুল টিচার ভিভিয়ান কিম।"

"দেখুন ক্রশ, আমি কিছুই বলবো না।"

এবার আমার উঠে গেলো রাগ। "আপনি শুনুন মি. চাকলি, আমি কিন্তু প্রয়োজনে ব্যবস্থা নিবো বলে দিচ্ছি। আর সেটা খুব একটা ভালো হবে না আপনার জন্যে।"

এবার তার সুর একটু নরম হলো। "দেখুন মি. ক্রশ, যে কেসটা শেষ হয়ে গেছে সেটা নিয়ে আর কথা বলে কী লাভ।"

"শুনুন, আজ আমি আপনার পার্টনার মাইকের সাথে কথা বলেছি। আমাকে স্রেফ দুয়েকটা প্রশ্নের জবাব দিন," আমি বুঝতে পারছি না লোকটা এমন করছে কেন। তার গলার স্বরে কী জানি একটা সন্দেহ লাগছে আমার।

"একটা প্রশ্ন, স্রেফ একটা," অবশেষে সে বললো।

"আপনার কি মনে পড়ে পুরনো মডেলের একটা গাঢ় রঙের ডার্ক সেডান

BanglaBook.org

গাড়িকে আপনি স্কুল বা সরেল এভিন্যু কিংবা এর আশেপাশে কোথাও পার্ক করা অবস্থায় কখনো দেখেছিলেন কিনা?"

"আজব ব্যাপার, আমি দেখি নি। ঠিক আছে আপনি সন্তুষ্ট? শোনেন খবরদার আর ফোন দিবেন না আমাকে। ওই নারকীয় কেসটার ব্যাপারে আমি আর কিছু শুনতেও চাই না," বলে সে ফোন রেখে দিলো।

সমস্যা কী লোকটার? সে এমন করলো কেন? আমি নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করলাম।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ৭২

জেজি আর আমি পুরোটা দিন ওর লেক হাউজে কাটালাম। জেজি অনেক কথা বললো। ওর কথা যেনো ফুরোতেই চায় না। সকাল পাঁচটা সময় আমরা ওয়াশিংটন থেকে রওনা দিয়ে নয়টার আগেই ওর লেক হাউজে পৌছে যাই। সকাল বেলা লেকের সৌন্দর্য চোখে না দেখলে ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব না। অক্টোবরের সকালে আবহাওয়া বেশ আরামদায়ক, সকাল বেলা পাহাড় থেকে মৃদু হাওয়া বইছে আর পাখির কলকাকলিতে চারপাশ মুখরিত।

বছরের এই সময়ে এইদিকে কেউ আসে না। সেই কারণের চারপাশের নিস্তব্ধতার মাঝে শুধুই আমরা দুজন। একবার একটা স্পিডবোট শুধু ভেসে চলে গেলো। এখানে আসার আগেই আমাদের ভেতরে সিদ্ধান্ত হয়েছে আমরা কাজ নিয়ে কোনো কথা বলবো না। তাই কাজের বিষয়ে কোনো আলাপও হলো না।

সেদিন বিকেলে আমি আর জেজি বনের ভেতরে হাটছি। জেজি আমার একটা হাত ধরে হাটছে আর মৃদু স্বরে কথা বলছে। তার বাবা মা'র কথা। তার বাবা মা দুজনেই ছিলো বেশ শিক্ষিত এবং চালাক কিন্তু তারা জীবনে কিছুই করতে পারে নি। সব দিক থেকেই তারা ছিলো দারুণ রকমের ব্যর্থ। সে সবসময়েবই সবাইকে বলে তার বাবা হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছে কিন্তু সত্যি কথা হলো তার বাবা আত্মহত্যা করেছিলো। বাবার মৃত্যুর পর মা মারাত্মক অ্যালকোহলে আসক্ত হয়ে পড়ে। এরপর একসময় সে আরেকজনের হাত ধরে পালিয়ে যায়। কথা বলতে বলতে নিজের ক্যারিয়ার এবং একসময় অপহরণের প্রসঙ্গ চলে। আমি এই বিষয়ে কথা বলতে চাইছিলাম না। কিন্তু জেজিকে থামিয়ে দিতে ইচ্ছে করলো না।

"...এরপর সবাই আমাকে নিয়ে আড়ালে কথা বলছিলো আমি টের পাচ্ছিলাম। ওই রিপোর্টারের ঘটনার পর আর সহ্য হচ্ছিলো না। তাই ছুটি নিয়ে চলে আসি এখানে। স্রেফ এক টুকরো শান্তির লোভে, শুধুমাত্র একটু সময় একদম নিজের মতো ক'রে কাটানোর জন্যে। বিশ্বাস করো অ্যালেক্স, আমি ওই সময়টা এখানে কাটিয়ে কী যে শান্তি পেয়েছি বলার মতো না।"

আমি ওর কাঁধে একটা হাত রাখলাম, "আমি বিশ্বাস করি জেজি।" বলে ওর কপালে মৃদু একটা চুমু খেলাম। ঠিক তখুনি লোকটাকে আমার চোখে পড়লো। একজন ওয়াচার, আমাদের ওপরে নজর রাখছে। জঙ্গলের ভেতরে লোকটা আমাদেরকে অনুসরণ করে আসছে। আমি মাথা সোজা রেখেই আড়চোখে লোকটাকে দেখে নিলাম। *ব্যাপার কি?*

BanglaBook.org

চুমু খবার ভঙ্গিতে আমার মুখটা জেজির কানের কাছে নামিয়ে এনে ফিসফিস করে বললাম, "জেজি, মাথা ঘুরিয়ো না, কেউ একজন আমাদের ওপরে নজর রাখছে।"

জেজি একজন দক্ষ পুলিশ অফিসারের মতোই আচরণ করলো। ওর মুখের ভাবে কোনো পরিবর্তন হলো না কিংবা সে মাথাও ঘুড়ালো না। একদম স্বাভাবিক ভাবেই জানতে চাইলো, "তুমি নিশ্চিত, অ্যালেক্স?"

"হ্যা, জেজি। চলো আমরা আলাদা হয়ে যাই। দেখি লোকটা কী করে?" জেজি আমার কথার জবাবে সামান্য মাথা দোলালো। এরপর আমরা আলাদা হয়ে দুজনে দুদিকে হাটতে লাগলাম। লোকটা এখনো স্থির দাঁড়িয়ে। সে বোধহয় বুঝতে পারছে না কার পিছু নেবে। আমিও এটাই চাইছিলাম।

লোকটা অবশেষে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো। সে জেজির পিছু পিছু যেতে লাগলো। চোখের আড়াল হতেই আমি ঝেড়ে দৌড় দিলাম। বেশ খানিকটা জঙ্গল ঘুড়ে চলে এলাম তার পেছেনে। একজন পুরুষ মানুষ, পরনে জিন্স, স্লিকার্স আর হুডি। আমি এগোতে এগোতে আবারো দুজনেই একটা বাঁকের ওপাশে চোখের আড়ালো চলে গেলো। আমি এবার আর দৌড় দিলাম না, লোকটা টের পেয়ে যেতে পারে। কিন্তু বাঁকের ওপাশে এসে বেকুব হয়ে গেলাম। জেজি বা লোকটা কারোরই চিহ্ন নেই। আমি দৌড় দিলাম। বেশ খানিকটা পথ দৌড়ে পার হয়ে এসে দেখলাম জেজি রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আছে।

"ব্যাপার কী? বেটা গেলো কই?" আমি হাঁপাতে হাঁপাতে বললাম।

"কী জানি, হঠাৎ দেখি পেছনে নেই। আমি তো ভাবলাম তুমি ওর পিছু নিয়েছো।"

"তুমি এখানো এসেছো কে জানে?" আমি জেজির কাছে জানতে চাইলাম।

"কেউ না। এই জন্যেই তো আরো অবাক হচ্ছি। লোকটা কে হতে পারে, অ্যালেক্স? কোনো ধারণা?"

প্রথমেই আমার মাথায় এলো নিনা সিসেরিও যে লোকটাকে দেখেছিলো এই বেটা সে নয়তো। এটাই সবচেয়ে স্বাভাবিক ভাবনা। তা যদি হয়ে থাকে তবে সেটা কোনো পুলিশের লোক হবার সম্ভাবনাই বেশি। বেঈমান কোনো পুলিশ। প্রশ্ন হলো সো আমাব বিভাগের কেউ যেমন হতে পারে ঠিক তেমনি জেজির বিভাগের হবারও সম্ভাবনা রয়েছে।

কিন্তু ব্যাপারটা বেশ ভয়ঙ্কর।

আমার বেশ দ্রুতই জেজির কেবিনে ফিরে এলাম। আজ আমাদের কেবিনের সামনে ক্যাম্পফায়ার করার কথা ছিলো, কিন্তু তা আর করা হলো না। রান্নাঘরেই বেশ আয়োজন ক'রে রান্নাবান্না করা হলো।

জেজি পুরনো একটা ওয়াইনের বোতল খুললো। খেতে খেতে মাইক

BanglaBook.org

ডিভাইন আর চার্লি চাকলির প্রসঙ্গটা উঠলো।

জেজিকে সব খুলে বলার পর জেজি বললো আমি সম্ভবত ভুল লোককে সন্দেহ করছি। কারণ চার্লি আর মাইক দুজনেই ভালো এজেন্ট হলেও সেরা না। আর চার্লি সবসময়ই একটু গরম মেজাজের লোক। আর সে তার এই চাকরিটা নিয়ে বেশ বিরক্তও ছিলো। তাই হয়তো অ্যারিজোনাতে কল করাতে আরো বিরক্ত হয়েছে। ওদের দুজনের ভেতরে কেউই খুব ভয়ঙ্কর কিছু করার ক্ষমতা রাখে না।

জেজির বক্তব্য হলো, নিনা হয়তো স্যান্ডার্সদের বাড়ির বাইরে একটা গাড়ি ঠিকই দেখেছিলো তবে সেটাতে করে কেউ সনেজিকে ফলো করছিলো বা নজর রাখছিলো সেটা না হবার সম্ভাবনাই বেশি।

"আমি এই কেস নিয়ে আর মাথা ঘামাতে রাজি না, অ্যালেক্স," জেজি আমার দিকে তাকিয়ে বললো। "এর মধ্যেই এই কেস নিয়ে আমি যথেষ্ট হেনস্তা হয়েছি। অ্যালেক্স এই কেস শেষ। তুমিও বাদ দাও।"

"সম্ভব না জেজি," আমি বললাম। "আমি আজ পর্যন্ত কোনো কেস পুরোপুরি শেষ করি নি যতোক্ষণ পর্যন্ত না আমার মনে হয়েছে কেসটা শেষ। আর আমার বিশ্বাস এই কেসটা এখনো শেষ হয় নি।"

জেজি একবার কাঁধ ঝাকালো। দুজনেই নীরবে খাওয়া শেষ করলাম। বেশ রাত পর্যন্ত গল্প করে ঘুমিয়ে গেলাম দুজনেই।

মাঝরাতের দিকে কী কারণে সঠিক বলতে পারবো না, হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেলো। আমি হঠাৎ ঘুম ভেঙে উঠে বসলাম। পাশে জেজি অঘোরে ঘুমাচ্ছে। চারপাশে তাকিয়ে সন্দেহজনক কিছু দেখতে পেলাম না। উঠে পানি খেলাম ফ্রিজ থেকে। বিছানায় ফিরে আসবো চট-চট কিসের যেনো শব্দ শুনতে পেলাম, সেইসাথে পোড়া পোড়া একটা গন্ধ।

ব্যাপার কি? কিছু পুড়ছে নাকি।

শব্দটা ঘরের ভেতর থেকে আসছে না, আসছে বাইরে থেকে। দৌড়ে চলে এলাম সদর দরজার কাছে। জেজিও উঠে পড়েছে, সেও এসে দাঁড়িয়েছে আমার পাশে। দুজনেই হতভম্ভ হয়ে তাকিয়ে আছি বাইরের ভয়ঙ্কর দৃশ্যটার দিকে।

জেজির লেক হাউজের ঠিক বাইরে খোলা জায়গাটায় দাউ দাউ করে পুড়ছে একটা বিরাট আকৃতির ক্রশ।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৭৩

একটি হারিয়ে যাওয়া ছোট্ট মেয়ে ম্যাগি রোজ, সাইকোপ্যাথ একজন ক্রিমিনাল, দ্বৈতসত্ত্বার গেরি সনেজি/ মারফি, রহস্যময় একজন ওয়াচার আর সবশেষে নর্থ ক্যারোলিনায় জ্বলন্ত একটা ক্রশ। কে জানে কবে এইসব আলাদা রহস্যকে আমি এক সূতোয় জোড়া লাগাতে পারবো। কখনো কি পুরোপুরি জোড়া লাগানো যাবে?

জেজির কটেজে আগুনটা দেখার পর থেকেই আমার মাথাটা একদম গরম হয়ে আছে। ওইদিন রাতে ক্রশটা দেখার পর আমি বা জেজি কেউই ঘুমাতে পারি নি। পরের দিন সকালে বাসায় ফিরে আসি অনেক দ্রুত। বাসায় ফিরে জেনেলি আর ড্যামনের সাথে সময় কাটাচ্ছি হঠাৎ ড্যামন চিৎকার করে উঠলো, "ফোন! ফোন ফোন! বাবা ফোন এসেছে।"

আমি কাছে যেতেই নানা মাউথ পিসে হাত চাপা দিয়ে বললো, "ফলস্টোন কারাগার থেকে ওয়ালেস হার্ট।"

"অ্যালেক্স, অসময়ে তোমাকে বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত," ওয়ালেস বললো। "তুমি এখানে একবার আসতে পারবে? ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ।"

"ব্যাপার কি, ওয়ালেস?" ওয়ালেসের গলার স্বর আমার কাছে ভালো লাগে নি।

"সনেজি, মানে ও তোমার সাথে দেখা করতে চাইছে। শুধুমাত্র তোমার সাথে কথা বলতে চাইছে সে। ব্যাপারটা নাকি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।"

"কাল গেলে হয় না? মানে এমনিতেই আমি একটু ঝামেলায় আছি। আর গেরির আর বলার মতো আছেই বা কি?"

"অ্যালেক্স গেরি না, তোমার সাথে কথা বলতে চাইছে সনেজি।"

"তাই নাকি? ঠিক আছে আমি এক্ষুণি রওনা দিচ্ছি," রীতিমতো চমকে গেছি আমি।

প্রায় ঝড়ের বেগে গাড়ি চালিয়ে এক ঘণ্টারও কম সময়ের ভেতরে ফলস্টোনে পৌছে গেলাম। ওয়ালেস আমাকে রিসিভ করে গেরিকে রাখা বিশেষ বিভাগে নিয়ে গেলো। গেরি একটা কটে কম্বল দিয়ে নিজেকে ঢেকে উপুর হয়ে শুয়ে আছে। "তুমি কথা বলো অ্যালেক্স, আমি কাছাকাছিই থাকবো," বলে ওয়ালেস আমাকে সাবধানে থাকার ইশারা করে চলে গেলো।

আমি একটা চেয়ার টেনে বসতে বসতে কম্বলের ভেতর থেকে গেরি বলে উঠলো, "স্বাগতম ড. ক্রশ। সিকুস্কায় স্বাগতম। তুমি সিকুস্কা চেনো তো?" বলে

BanglaBook.org

সে কম্বল সরিয়ে উঠে বসলো।

"হুম, রাশিয়ার একটা জেলখানা।"

"সবাস ডক্টর, তুমি আসলেই বেশ জ্ঞানী," গেরি নাকি সনেজি? যেই হোক তার গলায় হালকা ঠাট্টার সুর। "ডক্টর, আমি তোমার সাথে একটা চুক্তিতে আসতে চাই।"

"কী চুক্তি?" আমি জানতে চাইলাম।

"আমি আর সময় নষ্ট করতে চাই না। আর ভালো লাগছে না এই খেলা খেলা। আমি তোমাকে যা বলবো তুমি তাতে বিখ্যাত হয়ে যাবে, ড. ক্রশ,"

গেরির কথাটা শেষ হবার সাথে সাথেই আমি ব্যাপারটা ঘটতে দেখলাম, মুহূর্তের জন্যে মনে হলো আমি চোখে ভুল দেখছি কিন্তু ব্যাপারটা সত্যি সত্যি ঘটলো। একবারেই অসম্ভব একটা ব্যাপার। গেরির চোখের ভাব সাধারণ থেকে মুহূর্তের ভেতরে বদলে গিয়ে সনেজির চোখের মতো হিংস্র হয়ে গেলো। পরের মুহূর্তেই আবার গেরির চোখ আগের অবস্থায় ফিরে এলো। ব্যাপারটা অসম্ভবের চেয়েও বেশি। একজন মানুষ এরকম করতে পারে না। করা সম্ভব নয়। কিন্তু ব্যাপারটাকে আমি এইমাত্র ঘটতে দেখলাম। সাথে সাথেই অনেক কিছু পরিস্কার হয়ে গেলো আমার কাছে। এতোগুলো দিন ধরে যে প্রশ্নগুলো মনের ভেতরে দানা বেধেঁছিলো সব পরিস্কার হয়ে গেলো।

"আমি বলি, তুমি আমাকে কী বলতে চাচ্ছো?" নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম। "তুমিই গেরি এবং তুমিই সনেজি। সেই প্রথম থেকেই। তুমি ইচ্ছে করেই সব সাজিয়েছো এবং এই পুরো ব্যাপারটাই তোমার অভিনয়," এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে পিশাচটার চোখের দিকে তাকালাম। হারামিটার মুখে মৃদু হাসি।

"একদম ঠিক বলেছো, অ্যালেক্স। এই কারণেই আমি তোমাকে এতোটা পছন্দ করি। তুমি আর সবার চেয়ে আলাদা। ঠিক আমার মতোই।"

"তুমি কী চাও, বলো," এই লোকটার দিকে আমার তাকাতেও ঘেন্না হচ্ছে। ইচ্ছে করছে হারামিটাকে গলা টিপে এখানেই শেষ করে দেই।

"আমি তোমাকে সব বলবো অ্যালেক্স, একদম শুরু থেকে কিভাবে কী ঘটেছে। পুরো ব্যাপারটাই আমি খুলে বলবো। কিন্তু এর বিনিময়ে আমি কিছু একটা চাইবো সেটা আমাকে দিতে হবে।"

আমি চুপ করে আছি, দেখি কী বলে সে। আগে সবটা শুনবো পরেরটা পরে দেখা যাবে।

"আমি প্রথম থেকেই পরিকল্পনা করে রেখেছিলাম দুটো বাচ্চাকেই খুন করবো। অ্যালেক্স আমি খুন করতে ভালোবাসি, খুন না করে আমি থাকতে পারি না। বিশেষ করে বাচ্চা আর মহিলাদের খুন করার মজার কোনো তুলনাই নেই,"

BanglaBook.org

বলে সে একটু থামলো। মানুষটার মুখে এই মুহূর্তে যে অভিব্যক্তি সেটাকে কোনোভাবেই মানুষের বলা চলে না।

"তাহলে তুমি হয়তো ভাবছো ম্যাগি আর মাইকেলকে আমি অপহরণ করলাম কেন তাহলে?"

"তুমি বলে যাও গেরি, আমি শুনছি," লোকটাকে থামিয়ে না দিয়ে বরং উৎসাহ দিয়ে হলেও আমি সবটা শুনতে চাই।

"কারণ...কারণ আমি আর মজা পাচ্ছিলাম না। একদিন হিসেব করে দেখলাম এর মধ্যেই প্রায় শ-খানেক বাচ্চা আর মহিলাকে আমি খুন করেছি। কিন্তু একই কাজ বার বার করতে আর ভালো লাগছিলো না। কতো কাউন্টির কতো মানুষকে খুন করেছি। কিন্তু আর ভালো লাগছিলো না," সনেজির অভিব্যক্তি এই মুহূর্তে পুরোপুরি বাতিকগ্রস্তদের মতো। তার চোখের মণি ঘুরছে, সারা দেহে এক ধরণের অস্থিরতা।

"গেরি, তুমি কি জানো তুমি কী বলছো?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"অবশ্যই জানি, অ্যালেক্স। তুমি হয়তো আমাকে অসুস্থ ভাবছো কিন্তু বিশ্বাস করো আমি একজন শিল্পী। সেই ছোটোবেলায় লিন্ডবার্গ অপহরণ কেসের বিস্তারিত পড়ার পর থেকেই আমার জীবন পুরোপুরি বদলে যায়। এরপর পৃথিবীর সমস্ত বড় বড় খুনের ঘটনা থেকে শুরু করে সমস্ত বড় বড় অপরাধের ঘটনা আমি সংগ্রহ করে পড়ে ফেলি। আহ্ কী সব দিন ছিলো সেগুলো একেকটা। একটা করে ঘটনা পড়তাম আর উত্তেজনায় আমি ছটফট করতাম। তারপর একদিন প্রথম খুন। তারপর আবার আরেকটা আরেকটা এভাবেই চলে আসছিলো। আমি এতোটাই স্বাভাবিকভাবে খুন করতাম, ব্যাপারটাকে শিল্প বললেও কম বলা হয়," বলে সনেজি থামলো, দম নিয়ে বললো, "কী ড. ক্রশ, আমাকে অসুস্থ মনে হচ্ছে? তুমি আমাকে অসুস্থ ভাবতে পারো কিন্তু আমি তা মনে করি না। কারণ যে মানুষটার বই পড়তে ভালো লাগে সে বই পড়লে যদি দোষ না হয়, যে মাছ ধরতে ভালোবাসে সে মাছ ধরলে তাতে যদি দোষ না হয় তবে আমার কেন দোষ হবে। প্রতি বছর এশিয়া আফ্রিকার দেশগুলোতে শত শত শিশু স্রেফ খেতে না পেয়ে আর অপুষ্টিতে মারা যায়। কই কেউ তো তাদের কথা ভাবে না। ওদের মৃত্যুতে যদি কারো কোনো দোষ না হয়, তবে আমিও নিজেকে দোষি মনে করি না।"

"তুমি স্যান্ডার্সদেরকে কেন খুন করেছিলে?" আমি জানতে চাইলাম।

"কোনো কারণ নেই। ওরা সমাজের আবর্জনা। একটা মা, যে ড্রাগ বিক্রি করে, একটা ছোটো মেয়ে যে এই বয়সেই পতিতা হয়ে গেছে, তাদেরকে আমার মতো শিল্পীর জন্যে একদম সঠিক ক্যানভাস মনে করি আমি।"

"কালোদেরকে খুন করার ব্যাপারে তোমার এতো আগ্রহ কেন?"

BanglaBook.org

"ছোটোবেলায় আমাকে একজন কালো মহিলা দেখাশোনা করতো। তার নাম ছিলো নাম্মি। আমি তাকে খুব ভালোবাসতাম। কালো মোটা হাসিখুশি এক মহিলা। আমার মায়ের সাথে বাবার যখন ডিভোর্স হলো মা আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেলো। আমার বিশ্বাস ছিলো নাম্মি আমাকে ছেড়ে যাবে না। সে ছিলো আমার একমাত্র ভরসা। কিন্তু সেও চলে গেলো। এরপরই আমার সৎমা তার দুই ছেলে মেয়েকে নিয়ে এসে উঠলো।"

"আর সেখান থেকেই শুরু হয়ে গেলো কাহিনী," আমি একটু টিটকারির সুরে বললাম। কিন্তু মনে হলো না সে টিটকারিটা ধরতে পেরেছে।

"তুমি অনুমান করতে পারো অ্যালেক্স, আমার নিজের বাড়িতে আমার সৎ ভাই বোনেরা যখর দোতলার উষ্ণ আরামদায়ক ঘরে আমারই খেলনা দিয়ে খেলছে ঠিক তখন আমি ঠান্ডা অন্ধকার বেইজমেন্টে মরার মতো পড়ে আছি দিনের পর দিন," সনেজিকে দেখে মনে হচ্ছে সে বর্তমানে নেই। ফিরে গেছে সেই অতীতের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে।

"তুমি যা বলছো সব সত্যি?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"হ্যা, অবশ্যই, অ্যালেক্স। আরো বলতে গেলে এই ডিসিসহ আশেপাশের এলাকায় গত দুই বছরে যতো অকারণ খুন হয়েছে তাদের বেশিরভাগই আমি করেছি এবং তুমি আমাকে প্রথম এই দেশের...এই দেশের এমনকি সারাবিশ্বের প্রথম ব্ল্যাক সিরিয়াল কিলার বলতে পারো।"

"মাইকেল গোল্ডবার্গকে কি তুমি খুন করেছো?"

"না, ঠিক তা না। কারণ ব্যাপারটা ইচ্ছেকৃত ছিলো না। ওই মাইকেলটাকে আমি ঠিকই খুন করতাম। ওইটারে দেখলে আমার সৎভাইটার কথা মনে পড়ে যেতো। তবে ও যেভাবে মরেছে সেটা ইচ্ছেকৃত ছিলো না।"

"মাইকেলের শরীরে ওই মারের দাগগুলো এলো কিভাবে তবে?"

"আহ্, ড. ক্রশ তুমি আসলেই চালাক। বার বার শুধু নিজের কাজের প্রসঙ্গে ফিরে যাচ্ছো। ঠিক আছে ঠিক আছে, বলছি। মাইকেলকে মৃত দেখার পর আমি হুঁশ-জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। তখন কী করেছি না করেছি তা আমার নিজেরও সঠিকভাবে মনে নেই। আর ওকে ধর্ষণের ব্যাপারটা আমার একটা পরীক্ষা ছিলোমাত্র।"

"আর ম্যাগি? ওর ব্যাপারটা কি?"

"ম্যাগি...ম্যাগি রোজের কাহিনী?"

"ওর কী হয়েছে?" আমি অনুভব করলাম গলা কাঁপছে উত্তেজনায়।

"ম্যাগিকে নিয়ে আমি একটা এক্সপেরিমেন্ট করি। ছোটোবেলায় আমার সৎমা আমাকে নিয়ে যা করতো এবং আমি যে ভয়টা পেতাম সেটা আমি ম্যাগিকেও দিতে চেয়েছিলাম। ওর প্রথমবার যখন জ্ঞান ফিরে আসে আমি বয়স্ক

BanglaBook.org

মহিলা সেজে ওকে ভয় দেখাই। এরপর আবার ওকে ওখানে ফেলে রাখি।"

"তখন ওরা দুজনেই বেঁচে ছিলো, তাই না?"

"হ্যা, তখনো দুজনেই একদম ঠিক ছিলো। কিন্তু এর পরেরবার মাইকেলকে তুলতে গিয়ে দেখি শালা মরে গেছে।"

"এরপর তুমি মাইকেলকে নদীর তীরে ফেলে আসো। কিন্তু ম্যাগির কী হলো এরপর?

"এখানেই তো কাহিনীর টুইস্ট, ড. ক্রশ। আমি মাইকেলকে নদীর তীরে ফেলে আসার পর যখন খামারটায় ফিরে আসি, তখন সেই বাক্সের ভেতের ম্যাগি রোজ আর ছিলো না।"

"মানে?"

"মানে আমি ম্যাগিকে যেখানে রেখে গিয়েছিলাম ফিরে এসে তাকে আর সেখানে পাই নি। বাক্সটা খালি ছিলো, ম্যাগির জিনিসপত্রও কিছু ছিলো না। আরো মজার ব্যাপার হলো। ফ্লোরিডার টাকাও আমি পাই নি এবং আমার পরিকল্পনার ভেতর থেকে অন্য কেউ সেটা মেরে দিয়েছে। অন্য কেউ, ডিটেক্টিভ ক্রশ এবং সেই অন্য কেউটা কে সেটা আমি জানি।"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ৭৪

পরের দিন সকালবেলা আমি নিজের বাড়িতে পিয়ানোর সামনে বসে আছি। বাজাচ্ছি বললে ভুল হবে আসলে পাগলের মতো বাজাচ্ছি। আশেপাশের লোকজন বিরক্ত হচ্ছে কিনা কে জানে। আমার মাথায় ঘুরছে গতকাল সনেজির সাথে কথোপকথন।

কথা বলতে বলতে সনেজি হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারি করতে থাকে। আমি জানতে চাই সে কেন হঠাৎ খুন বাদ দিয়ে অপহরণের দিকে গেলো। "কেন? কারণটা কি? হঠাৎ এই পরিবর্তনের?"

"একটাই কারণ, ড. ক্রশ। উপলব্ধি। না না, প্লিজ ভাববে না যে আমি খুব ভালো কিছু উপলব্ধি করেছি। আসলে হঠাৎ করেই আমার মনে হলো আমার মতো জিনিয়াস একজন শিল্পীর না আছে টাকা, না আছে জনপ্রিয়তা। আমি নিজের ভেতরে এতো গুন লুকিয়ে রেখেছি অথচ পৃথিবীর কেউ সেটা জানতে পারবে না। এটা কিভাবে সম্ভব? এইসব তথাকথিত অভিনেতাদের যে-কারো চেয়ে আমি ভালো অভিনেতা, আমি যে-কোনো স্পোর্টসম্যানের চেয়েও বড় স্পোর্টসম্যান তবে আমার কেন টাকা জনপ্রিয়তা থাকবে না। আমি ইতিহাসে স্থান চাই। সেইসাথে চাই অনেক টাকা। আর এই দুটোর জন্যেই ম্যাগি রোজ আর মাইকেলের চেয়ে ভালো শিকার কে হতে পারে?"

"আর এখন এখন তোমার কেমন লাগছে?" আমি প্রশ্নটা না করে পারলাম না। ভাবলাম সনেজি হয়তো রেগে যাবে কিন্তু হলো উল্টোটা। সে প্রশ্নটা শুনে খুশিই হয়েছে বলে মনে হলো।

"ড. ক্রশ টাকাটা হয়তো কিছু লোকের কারণে আমি হাতে পাই নি কিন্তু আমি জনপ্রিয় নই সেটা তুমি বলতে পারো না," বলেই সে বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠলো। "আমার ভাবতেই ভালো লাগে আমার অপরাধ অপরাধ বিজ্ঞানের বইতে স্থান পাবে। যুগে যুগে ক্রিমিনোলজির ছাত্র ছাত্রিদেরকে পড়ানো হবে।"

আমার মনে হলো এই ব্যাটার মাথা পুরো গেছে। আমি কাজের প্রসঙ্গে ফিরে যেতে চাইছি। "তারপর ম্যাগি রোজকে আর দেখতে পেলে না?"

"না, ডক্টর। ইশ! ওই মুহূর্তের অনুভূতির কথা আমি কোনোদিন ভুলতে পারবো না। কী যে রাগ লাগছিলো নিজের ওপরে। আমি প্রতিটা কাজ করেছি অসম্ভব সাবধানে। আজ পর্যন্ত সব অপরাধ করে আমি পার পেয়ে গেছি কেন জানো? কারণ আমি অপরাধের আগেই সমস্ত সম্ভাবনা মাথায় রেখে সম্ভাব্য সব

BanglaBook.org

ধরণের পলায়নের পথ ঠিক করে কাজ করেছি। কিন্তু এই ক্ষেত্রে একটাই ভুল হয়ে গেছে। আমি আগে থেকেই জানতাম আমাকে ফলো করা হচ্ছে। কিন্তু ওরা আমার আস্তানা চিনে ফেলেছে এটা আমি কোনোভাবেই বুঝতে পারি নি।"

"তার মানে? তোমাকে আগে থেকেই অনুসরণ করা হতো মানে?"

"হ্যা, আমি মাইকেল আর ম্যাগিকে নিয়ে নিজের কাজ শুরু করার কিছুদিন পর থেকেই কেউ আমার পিছু লেগেছিলো।"

সাথে সাথে বুঝে গেলাম নিনা সিসেরিওর কথা একদম সত্য ছিলো। "তুমি কিভাবে বুঝতে পারলে তোমাকে অনুসরণ করা হচ্ছে?"

সনেজি সোজা আমার চোখের দিকে ফিরে তাকালো। তার দৃষ্টি অসম্ভব প্রখর, যেনো মাথার ভেতরে ঢুকে যেতে চায়। লোকটা আমার সাথে সব বলছে কারণ এই না যে সে আমাকে খুব ভালো কিছু মনে করে বরং সে আমাকে তার চেয়ে নিচুমানেরই ভাবে কিন্তু অন্যদের চেয়ে একটু ভালো মনে করে। আর নিশ্চয় তার কোনো উদ্দেশ্য আছে ব'লেই সব বলছে।

"ড. ক্রশ, আমি অনেক নোংরা ব্যাপার জানি, অনেক অনেক নোংরা। সবই তোমাকে বলবো। আমি সেই ছোটোবেলা থেকেই অপরাধ করে আসছি, বিশেষ ক'রে খুন। অসংখ্য অমীমাংসিত রহস্যের সমাধান আমি তোমাকে দেবো।"

"আগে আমি ম্যাগির কথা জানতে চাই।"

"ঠিক আছে। প্রথম দিকে আমি বুঝতে পারি নি আমাকে অনুসরণ করা হচ্ছে। স্যান্ডর্সদের ওখানে আমি যেদিন যাই তখনো আমি বুঝতে পাবি নি আমাকে অনুসরণ করা হয়েছে। প্রথম বুঝতে পারি গোল্ডবার্গদের বাড়ির সামনে পটোম্যাকে।"

"কী হয়েছিলো পটোম্যাকে?"

"অপহরণের কয়েক রাত আগে আমি গোল্ডবার্গদের বাড়ির বাইরে রেকি করছিলাম হঠাৎ একজনকে দেখতে পাই। পেছনের একটা গাড়ি থেকে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। সেদিন ভালোভাবে দেখতে পারি নি কিন্তু সন্দেহ করেছিলাম। আর নিশ্চিত হই সেই লোকটাকেই যেদিন আমি আদালতে আমার শুনানির সময় আবার দেখি।"

"তাই নাকি, সেই লোক শুনানিতেও উপস্থিত ছিলো?"

"হ্যা, উপস্থিত ছিলো এবং তাকে আদালতে দেখে আমার আগের অনেক স্মৃতিই মনে পড়ে যায় স্কুলে ম্যাগি রোজের বাড়ির সামনে এবং আরো অনেক জায়গাতেই আমি ওদের দুজনকে দেখেছি কিন্তু বুঝতে পারি নি। আমি শুধু জানতাম ওরা পাহারাদার, স্কুলে নিরাপত্তাকর্মীর কাজ করে। আদালতে বসে আমি পুরোপরি সব বুঝতে পারি এবং এও বুঝতে পারি ম্যাগি রোজ এবং আমার

BanglaBook.org

টাকার ওপরে কে বাজি মেরেছে। ব্যাপারটা ছিলো অনেকটা পুরনো স্মৃতি ঘেটে কিছু পাজলের টুকরো খাপে খাপ মেলানোর মতো।"

"কারা ওরা, সনেজি?"

"শুনবে ড. ক্রশ, সহ্য করতে পারবে তো সত্যিটা? ওরা দুজন ছিলো সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট মাইক ডিভাইন এবং চার্লি চাকলি। ওরাই ম্যাগিকে আমার কাছ থেকে চুরি করে নিয়ে যায় এবং ওদের লোকই টাকাগুলো নিয়ে যায় ফ্লোরিডাতে।"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ৭৫

চার্লি চাকলি আর মাইক ডিভাইনের ওই অদ্ভুত আচরণের পরিস্কার ব্যাখ্যা এবার পাওয়া গেলো। ওদের কুকর্মের একমাত্র স্বাক্ষী গেরি। সমস্যাটাও এখানেই। তবে এবার আমাকে কাজে নামতে হবে।

প্রথমেই আমি এফবিআইয়ের সাথে কথা বলার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ওদেরকে বলেই কেসটা আবার শুরু করতে হবে। আরেকবার পুরো ব্যাপারটাকে গোড়া থেকে শুরু করতে হবে।

এফবিআই হেডকোয়ার্টারে স্করসের রিসিপশনের বাইরে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর সে নিজে এসে আমাকে স্বাগতম জানিয়ে ভেতরে নিয়ে গেলো। তার অফিসে বসে কোনো ভনিতা না করে সরাসরি পুরো ব্যাপারটা আমি খুলে বললাম। সে চুপচাপ শুনে গেলো এবং মাঝেমাঝে নোট নিলো।

আমি শেষ করার পর সে আমাকে বললো, "বসো অ্যালেক্স, আমি একটা ফোন ক'রে আসছি।"

ফোন শেষ করে ফিরে এসে সে আমাকে বললো, "অ্যালেক্স, আমার সাথে ওপরে এসো।" তাকে যথেষ্ট উত্তেজিত মনে হচ্ছে।

সে আমাকে নিয়ে সোজা চলে এলো এফবিআইয়ের ডেপুটি ডিরেক্টর কার্ট হোয়াইটাসের অফিসে। কার্ট এফবিআইয়ের দ্বিতীয় প্রধান ব্যক্তি। তার মানে ব্যাপাবটা বেশ ওপরের মহলেই নাড়া দিয়েছে।

আমি আর স্করস দুজনে মিলে চমৎকার কনফারেন্স রুমে প্রবেশ করলাম। পুরো রুমটাতেই নীলের প্রাধান্য প্রায় সব জায়গাতেই। এখানে এসে আমার দামি কোনো প্লেনের ককপিটের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। ভেলভেট মোড়ানো টেবিলের একপাশে কার্ট হোয়াইটাস বসা। তার সামনে টেবিলের ওপরে রাখা প্যাড আর পেন্সিল।

কার্ট হোয়াইটাস, এফবিআইয়ের দ্বিতীয় প্রধান ব্যক্তি। সে এফবিআইয়ের কর্মকর্তার চেয়ে বরং দেখতে অনেকটা কোনো সফল আইজিবীর মতো। তার পরনে সাদা শার্ট, নেভি ব্লু টাই আর ধূসর স্যুট। "বসুন মি. ক্রস, আমরা সরাসরি কাজের কথায় আসতে পারি।"

"আমরা আপনাকে চার্লি আর মাইকের ব্যাপারে সমস্ত তথ্য দিয়ে সাহায্য করবো এবং এর সাথে যাবতীয় সব ধরণের ব্যাকআপ, সেই সাথে অবশ্যই কেসটা পুণরায় শুরু করার অনুমতি। বিনিময়ে আপনি আমাদেরকে পূর্ণ সহায়তা দিবেন আশা করি।"

BanglaBook.org

"অবশ্যই, আপনারা আমার পূর্ণ সহায়তা পাবেন," আমি একটু অবাক হয়েছি মি. কার্টের এতো দ্রুত সিদ্ধান্ত শুনে। "কিন্তু আমাকে নিজের অফিসেও ব্যাপাবটা নিয়ে একটা রিপোর্ট করতে হবে।"

"সে ব্যাপারে আপনাকে চিন্তা না করলেও চলবে। আমি ইতিমধ্যেই আপনার অফিসের সাথে কথা বলেছি। তাদের তরফ থেকে কোনো সমস্যা নেই। আর এখানে আপনি আপনার অফিসের চেয়েও বেশি সহায়তা পাবেন।"

"হুম, আপনাদের লোকবলও তো বেশি," আমি বললাম।

"এখানে আমি একটা কথা বলি," স্করস বললো। "অপহরণের ঘটনার পরপরই মাইক এবং চার্লির ব্যাপারে তদন্ত শুরু হয়েছিলো। তারা দুজনেই সন্দেহভাজন হলেও তাদের ব্যাপারে তেমন কিছু পাওয়া যায় নি। তবে কিছু ব্যাপারে খটকা ছিলো। জানুয়ারির চার তারিখে চার্লি যখন চাকরি থেকে অব্যহতি দিলো এর কারণ জানতে চাইলে জবাবে সে বলে মিডিয়ার এই চাপ সে সহ্য করতে পারছে না। তাই সে রেজিগনেশন দিয়ে দিচ্ছে। এরপর যে-কোনো কারণেই হোক তাদেরকে নিয়ে আর তদন্ত এগোয় নি।"

"তাদেরকে সন্দেহ না করার আরো একটা কারণ ছিলো। এরা এদের কাজে কখনোই ফাঁকি দেয় নি," কার্ট বললেন। "আর আমাদের টেকনিক্যাল বিশেষজ্ঞরাও তাদের ব্যাপারে তেমন কিছু খুঁজে পায় নি।"

"হুম, কিন্তু সনেজি ওদেরকে দেখেছে," আমি যোগ করলাম।

"এখন যদি আমার ব্যাপারটাকে একটা ভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে বিবেচনা করি তবে বোঝা যায় মাইক একং চার্লি অনেক আগেই সনেজির ব্যাপারটা টের পেয়েছিলো। ওদেরই কেউ একজন সনেজিকে অনুসরণ করেছিলো এবং ওরা মেরিল্যান্ডে সনেজির আস্তানাটা বেশ ভালোভাবেই চিনতো।"

"চার্লি রিজাইন করার দুই সপ্তাহ পরেই মাইক রিজাইন করে," স্করস বলছে। "কারণ হিসেবে সে দেখায় তার পরিবার এবং সে যা ঘটেছে এর চাপ সহ্য করতে পারছে না। যদিও মাইক এবং তার স্ত্রী আলাদা হয়ে গেছে বহু আগেই।"

"আমার ধারণা চার্লি এবং মাইক কেউই তাদের টাকা এখনো খরচ করা শুরু করে নি," আমি বললাম।

"আমারও তাই মনে হয়," কার্ট বললেন। "ওরা এতোটা বোকা না। আর এই কারণেই ওদের বিরুদ্ধে এখনো কোনো প্রমাণ নেই। আচ্ছা ফ্লোরিডার সেই পাইলটের ব্যাপারটা কি? আপনার কোনো ধারণা আছে ওটা কে হতে পারে?"

"এটা আমি বলতে পারবো," স্করস জবাব দিলো। "লোকটা একজন স্থানীয় ড্রাগ ডিলার, নাম জোসেফ ডিনাউ। সম্ভাবনা আছে মাইক বা চার্লি কেউ একজন ওকে এই কাজের জন্যে ভাড়া করেছিলো।"

BanglaBook.org

"লোকটার ব্যাপারে পরে কি কিছু জানা গেছে?" আমি জানতে চাইলাম।

"ব্যাপারটা একটা গুজবমাত্র। কোনো নিশ্চিত প্রমাণ নেই। কোন্টারিকায় একটা লাশ পাওয়া যায়, গলা কাটা লাশ। কয়েকদিনের পচা লাশটাকে নাকি অনেকেই ডিনাউয়ের লাশ ব'লে সন্দেহ করে। তার মানে তাকে খুন করা হয়।"

"তার মানে সনেজির কথা ছাড়া এই মুহূর্তে আমাদের হাতে আর কোনো প্রমাণ নেই?" আমার খানিকটা মেজাজ খারাপ লাগছে। "ম্যাগি রোজের কী হয়েছিলো? কোনো খবর বা কোনো গুজব?"

"আমরা জানি না, অ্যালেক্স," স্করস উত্তর দিলো। "এই ব্যাপারটা এখনো পুরোপুরি অন্ধকার।"

"আরেকটা ব্যাপার আছে," হোয়াইটাস বলতে লাগলেন।

আমি তাকে থামিয়ে দিলাম, "ব্যাপার তো অনেকগুলোই আছে। তবে কোনো পথ তো দেখতে পাচ্ছি না। আমাদের আসলে আরো আগে থেকেই একসাথে কাজ করা উচিত ছিলো।"

"একটা পথ এখনো আছে মি. ক্রশ," আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেও মি. হোয়াইটাস তাকিয়ে আছেন স্করসের দিকে। "জেজি ফ্ল্যানাগান।"

আমি একটু চমকে উঠলাম। মনে হলো আমার পেটে সরাসরি কেউ ঘুষি মেরেছে।

"আমাদের ধারণা সে মাইক এবং চার্লির সাথে পুরোপুরি জড়িত। কারণ জেজি এবং মাইক বহু বছর ধরে প্রেমিক-প্রেমিকা।"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ৭৬

রাত ৮:৩০। আমি আর স্যাম্পসন নিউ ইয়র্ক এভিন্যু ধরে হাটছি। এই জায়গাটা আমার আর স্যাম্পসনের ছোটাবেলা থেকেই বেশ প্রিয়। প্রায়ই আমরা রাতের বেলা একসাথে এখানে হাটতাম। এইমাত্র আমি স্যাম্পসনকে সব খুলে বলেছি। এখন দুজনে চুপচাপ হাটছি। এতোটা খারাপ রাত আমার জীবনে খুব কমই এসেছে। স্করস আর মি. হোয়াইটাসের কথা শুনে এটুকু পরিস্কার, এই কেসে মাইক এবং চার্লির সাথে জেজির সংশ্লিষ্টতার ব্যাপারে কোনোই সন্দেহ নেই। এখন আমার মনে হচ্ছে, জেজি আর সনেজির ভেতরে পার্থক্য কি? আসলে কোনোই পার্থক্য নেই।

"অ্যালেক্স, কী ভাবছো? বেশি খারাপ লাগছে?" স্যাম্পসন আমার কাছে জানতে চাইলো।

স্যাম্পসনের মুখ যথারীতি ভাবলেশহীন। এই মানুষটাকে আমার মাঝে মাঝে এতোটা ঈর্ষা হয়! জীবনের যে-কোনো ব্যাপারই সে খুব সহজভাবে নিতে পারে।

"স্যাম্পসন, মানুষ এতোটা মিথ্যেবাদী হয় কিভাবে?" আমি ওকে প্রশ্ন করলাম।

"চলো অ্যালেক্স, আমাদের আসলে একটু ড্রিঙ্ক করা দরকার," স্যাম্পসন আমার মনের অবস্থা বুঝতে পেরে খুব সচেতনভাবেই প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গেলো।

আমরা একটা বারের দিকে হাটতে লাগলাম। এই বারটার নাম 'ফেসেজ'। সেই চাকরি জীবনের শুরুতে আমরা মাঝে মাঝেই এখানে আসতাম। এখন আর তেমন আসা হয় না। তবে আজকের রাতটা ভিন্ন। এখানে বেশিরভাগ কালোরাই আসে। বারের একপাশে জ্যাজ বাজছে। আর অন্যদিকে টেবিলে আর টুলে বসে লোকজন পান করছে।

"জেজিই চার্লি আর মাইককে এই দায়িত্বে নিয়োজিত করে, তাই না?" স্যাম্পসন জানতে চাইলো।

"হুম, ওভাবেই ব্যাপারটার শুরু। জেজিই ওদেরকে নিয়ে টিম বানায় এবং এই পুরো টিমটাই ছিলো ম্যাগি রোজ আর মাইকেল গোল্ডবার্গের নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত। মাইক আর চার্লি আসলে জেজির অধীনে কাজ করতো।"

"এখন পর্যন্ত কেউ ওদেরকে সন্দেহ করলো না?"

"না, প্রথমে করে নি। কারণ এফবিআই ওদেরকে বেশ ভালোভাবে চেক করেছিলো। আর ওদের চেকিঙের ব্যাপারটা তো জানোই। ওই চেকিঙে সন্দেহ না হলে কেউ সাধারণত আর সন্দেহ করে না। প্রথমে সন্দেহটা আসে ওদের

BanglaBook.org

লগের ব্যাপারটা নিয়ে। ওদের কাজের যে নিয়মিত লগ ছিলো কেউ সেটাকে ওলট-পালট করে নিজের মতো করে সাজিয়ে দিয়েছে। এটা করতে হয়েছে কারণ ওরা পালা করে সনেজি ম্যাগি আর গোল্ডবার্গের ওপরে নজর রাখতো। আগে এটা সন্দেহ করা হয়েছিলো, আজকে নিশ্চিত হওয়া গেছে।"

"মাইক আর চার্লিই প্রথম সনেজিকে বাচ্চাদের ওপরে নজর রাখতে দেখে। আর ওখান থেকেই পুরো ব্যাপারটার শুরু, তাই না?"

"হুম, এমনকি বাচ্চাদের অপহরণ করার পর ওরাই সনেজিকে অনুসরণ করে মেরিল্যান্ডের ওই ফার্মে যায়। আর পরে সনেজির অনুপস্থিতিতে ম্যাগিকে ওখান থকে সরিয়ে ফেলে। চোরের ওপরে বাটপারি। অন্যভাবে বলা যায় অপহরণকারীর কাছ থেকে অপহরণ।"

"দশ মিলিয়ন ডলার," স্যাম্পসন মৃদু শিষ দিলো। "জেজি কি এটাতে শুরু থেকেই ছিলো?"

"হতে পারে, আমি এখনো জানি না। আমাকে ওর সাথে কথা বলতে হবে," আমি অনুভব করলাম রাগে আমার গা কাঁপছে।

"আমি অবাক হচ্ছি ঘটনার সময়ে, এর আগে পরে জেজি যেভাবে তোমার সাথে মিশেছে একদম স্বাভাবিক, ওইরকম একটা কাজ করে এতোটা স্বাভাবিকভাবে সব করা রীতিমতো দুঃস্বাধ্য একটা ব্যাপার। শালি সনেজির চেয়ে কোনো অংশে কম না।"

"হুম, তবে এবার ওর খবর আছে, বিয়ার এসে গেছে," আমি স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করছি।

স্যাম্পসন বারম্যানকে মৃদু হাসি দিয়ে বিয়ার নিলো। বিয়ার শেষ করে আমরা বার থেকে বেরিয়ে এলাম।

রাস্তা দিয়ে হালকা চালে হাটছি, এই রাস্তায় আমাদের পরিচিত অনেকেই আছে। এমনকি অনেক দোকানরাও আমাদের পরিচিত। আমি আর মারিয়া কতোদিন এই রাস্তা দিয়ে হেটেছি। মারিয়া চলে গেছে কতোদিন। কিন্তু ওর পরে কেউ আমাকে জেজির মতো আলোড়িত করতে পারে নি।

"অ্যালেক্স, একটা কথা জানতে পারি?" স্যাম্পসন আমার কাছে জানতে চাইলো।

"বলো।"

"আচ্ছা, এই জেজি মেয়েটাকে কি তুমি পছন্দ করো? মানে আমি জানতে চাইছি এসব না হলে তুমি ওর ব্যাপারে কি সিরিয়াস ছিলে?"

কী জবাব দেবো। ভাবছি। আসলেই এই সম্পর্ক নিয়ে আমি কী ভাবছিলাম? আর এখন তো...

"আমি জানি না, স্যাম্পসন," সত্যি কথাটাই ওকে বললাম।

BanglaBook.org

"অ্যালেক্স, এই মেয়েটার ব্যাপারে যাই করো খুব সাবধানে করো। খুব সাবধানে, যে মানুষ এরকম মিথ্যে বলতে পারে অভিনয় করতে পারে, তার চেয়ে ভয়ঙ্কর লোক খুব কমই আছে।"

আমি কোনো জবাব না দিয়ে চুপচাপ হাটতে লাগলাম।

বাড়ি ফিরে দেখি নানা তখনো জেগে আছে। আমার মাথার ভেতরে ভোতা অনুভূতি। তবে বিয়ারটা খেয়ে একটু ভালো লাগছে। আমি ডাইনিংরুম থেকে হাত ধরে নানাকে নিয়ে লিভিং রুমে চলে এলাম। কোনোরকম ভনিতা না করে সোজা তার চোখের দিকে তাকিয়ে পুরো ব্যাপারটা খুলে বললাম।

আমার কথা শেষ হবার পর পুরো লিভিংরুমে নেমে এলো নিঃস্তব্ধতা। শুধু ঘড়ির টিক টিক শোনা যাচ্ছে। নানা সোজা আমার চোখের দিকে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ, তারপর উঠে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলো। বহুদিন পর নানার চোখের পানিতে আমার কপাল ভিজে গেলো।

"অ্যালেক্স, আমি জানতাম না এতোটা খারাপ কিছু হবে। তবে এই মেয়েটাকে আমাব আগেই ভালো লাগে নি। অ্যালেক্স তুমি আমার সন্তান না হলেও আমার ছেলে। কষ্ট পেয়ো না, বাবা।"

আমি আর নানা আরো কিছুক্ষণ বসে রইলাম। রাত গভীর হওয়াতে নানা উঠে চলে গেলো রাতের প্রার্থনা করতে।

আমি বসে ভাবতে লাগলাম। অবশেষে সিদ্ধান্ত নিলাম আমাকে জেজির সাথে কথা বলতে হবে। হবেই, তা না হলে ভিভিয়ান কিম, মোস্তাফ স্যান্ডার্সদের মতো নিরীহ যাদের মৃত্যু হয়েছে, তাদের মুখ আমাকে কোনোদিন ঘুমাতে দিবে না।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ৭৭

রবার্ট ফিসেনার ফলস্টোন কারাগারের সুপারভাইজারদের একজন। আজকের দিনটা তার জন্যে একটা অসম্ভব সম্ভাবনার দিন। সে একটা বিশেষ মিশনে নেমেছে। সফল হলে তার জীবন বদলে যাবে। সনেজির অপহরণ কেসে মুক্তিপণের টাকার একটা অংশ তার হাতে আসতে যাচ্ছে।

ফিসেনার জায়গামতো পৌঁছে তাব ছোট্ট পন্টিয়াক গাড়িটা থেকে বেরিয়ে এলো। জায়গাটা মেরিল্যান্ডের সেই বিখ্যাত খামার যেখানে মাইকেল গোল্ডবার্গ আর ম্যাগি রোজকে রাখা হয়েছিলো। চারপাশ একদম শুনশান। এতোটা নির্জন জায়গায় দাঁড়িয়ে ফিশেনারের গা-টা একটু ছম ছম করে উঠলো। আসলেই কি সনেজি যা বলেছে তা ঠিক? আসলেই কি সেই হারানো টাকার একটা অংশ এখনো এখানে লুকানো আছে?

চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে খামার ভবনটার দিকে ফিরে তাকালো সে। বাড়িটা অনেক পুরনো আর রাস্তা থেকে বেশ দূরেও। মূল রাস্তা থেকে খামার ভবনটা চোখে পড়ার সম্ভাবনাও খুব কম।

বাড়িটা ঘিড়ে চারপাশে ছোট ছোট উদ্ভিদ আর আগাছায় ছেয়ে গেছে। সন্ধ্যা প্রায় হয়ে এসেছে, কেমন যেনো মন খারাপ করা পরিবেশ চারপাশে। ফিশেনার একবার ভাবলো ফিরে যায় কিন্তু দশ মিলিয়ন ডলারের প্রশ্ন।

সময়টা বিকেল প্রায় সাড়ে পাঁচটা। ফিশেনার মূল ভবনটাকে পাশে রেখে সনেজির নির্দেশনা অনুযায়ী নির্দিষ্ট ঘরের দিকে এগোলো। তার রক্তে অ্যাড্রেনালিনের মাত্রা বেড়ে গেছে, বুক টিপ টিপ করছে।

সনেজি তাকে বলেছে সে এখানে নির্দিষ্ট এই ভবনটাতে সে একটা বিশেষ গোপন কুঠুরিতে টাকাটা লুকিয়ে রেখেছে এবং সে শতভাগ নিশ্চয়তা দিয়ে বলেছে এফবিআই ওটা খুঁজে পায় নি।

খামার ভবনটার দিকে এগোতে এগোতে ফিশেনারের একটা সিনেমার কথা মনে পড়ে গেলো, 'দ্য নাইট অব দা লিভিং ডেড'। হরর ওই সিনেমার মতোই মনে হচ্ছে এখানকার চারপাশ। "আহ, দেখা যাক ভেতরে কিছু আছে কিনা!" সে নিজে নিজেই বলে ভেতরে ঢুকে গেলো।

ভেতরে বেশ অন্ধকার। ভয়ের পাশাপাশি ফিশেনারের মনে এক ধরণের অস্বস্তিও কাজ করছে। গেরি সনেজি লোকটা কথা বলতে পছন্দ করে। তার সাথেও সে অনেক প্যাচাল পেড়েছে। তার বিভিন্ন খুনের ঘটনা আর সেই সাথে বেশ কিছু গুম আর ধর্ষণের ঘটনাও। শুনে ফিশেনারের গা শিউরে উঠতো কিন্তু

BanglaBook.org

তবুও শুনেছে। এই লোকটাকে আসলে তার ভয় লাগে। ফিশেনার ভেতরে ঢুকে হাতে এক জোড়া দস্তানা পরে নিয়ে একটা ফ্লাশলাইট জ্বালালো। ভেতরে প্রথমেই একটা ভাঙা দরজা পড়ে আছে। এগোতে গিয়ে সে একটা গলফ ব্যাটে হোঁচট খেলো। সনেজি বলেছিলো টাকাটা রাখা আছে গ্যারাজের ডান দিকে।

ঘরটাকে দেখে মনে হচ্ছে এটা ছিলো গোলাঘর, পরে গ্যারেজ বানানো হয়েছে। চারিদিকে অনেক পুরনো মরচে ধরা মেশিন পড়ে আছে। ঘরটার মাঝামাঝি এসে সে চারপাশটা ভালোভাবে দেখে নিলো। সনেজির নির্দেশনা অনুযায়ী ঘুড়ে গিয়ে নির্দিষ্ট জায়গাটা বোঝার চেষ্টা করছে।

ফিশেনার বড় ক'রে একটা নিঃশ্বাস নিলো। এতোদিন পরেও কি টাকাটা জায়গামতো আছে? কে জানে। সনেজির নির্দেশনা অনুযায়ী একদিকের কোনে একটা বেঞ্চ থাকার কথা। আছে। গেরি সনেজির বর্ণনা একদম ঠিক আছে। ফিশেনার অবাক হয়ে লোকটার স্মৃতি শক্তির প্রশংসা করলো। সে প্রতিটা জিনিসের ঠিক যেখানে যেভাবে বর্ণনা করেছিলো সেগুলো ঠিক সেভাবেই আছে। ছোটোখাটো জিনিসগুলো হয়তো এদিক সেদিক হয়েছে কিন্তু বড়গুলো একদম জায়গামতোই আছে।

ফিশেনার জায়গামতো এসে বেঞ্চটা টেনে সরালো। গেরির কথা ঠিক থাকলে এটার নিচেই থাকার কথা একটা ফাঁকা কুঠুরি যেটার ভেতরে আছে টাকাগুলো।

বেঞ্চ সরিয়ে তেরপলের একটা আবরণ সরাতেই ভেতরে একটা ট্র্যাপডোরের খানিকটা অংশ দেখা গেলো। ওটা ধরে টান দিতেই বেরিয়ে এলো ফাঁকা কুঠুরিটা। ফিশেনার ভেতরে আলো ফেললো।

"আছে!" মনের অজান্তেই সে চিৎকার করে উঠলো। টাকার ছোট্ট স্তুপটা উঁচু হয়ে আছে কুঠুরিটার ভেতরে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ৭৮

সময়টা ৩:৩০, রাতের বেলা। সনেজি তার নিজের সেলে পায়চারি করছে। আজকের দিনটা তার জন্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আজ সে অনেক বড় একটা ঘটনা ঘটাতে যাচ্ছে। সবকিছু পরিকল্পনা করাই আছে। এখন তাকে পরিকল্পনামাফিক কাজ শুরু করতে হবে।

সে মেঝেতে শুয়ে চিৎকার করতে লাগলো। সাথে সাথে বাইরে দু'জন গার্ডের দৌড়ে আসার আওয়াজ শোনা গেলো।

লরেন্স ভেলপি আর ফিলিপ হেলার্ড বহু বছর ধরে কারাগারের বিশেষ অংশের গার্ডের দায়িত্ব পালন করে আসছে। এই অংশেই সবচেয়ে বেশি স্পর্শকাতর বন্দিদেরকে রাখা হয়। কাজেই তাদের ওপরে নির্দেশও থাকে সেই রকম।

"এই কী সমস্যা, তোমার?" ভেলপি সনেজির সেলের দরজার ছোট্ট অংশটা খুলে জানতে চাইলো। সনেজি মেঝেতে পড়ে কোঁকাচ্ছে। "এই ব্যাটা, সমস্যা কী?"

"আমি...আমি নিঃশ্বাস নিতে পারছি না," সনেজি কোঁকাতে কোঁকাতে বললো। "আমার আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে, আমি মারা যাচ্ছি। ওহ্, খোদার কসম আমি মারা যাচ্ছি।"

"আহ্, তুই মরলে তো ভালোই হয়," ফিলিপ বললো। "তোর মতো জানোয়ারের মরাই উচিত।"

তিরস্কার করলেও ভেলপি তার নির্দেশ মোতাবেক কাজ করলো। ওয়াকিটকি তুলে যোগাযোগ করলো রাতের ডিউটি অফিসারের সাথে ।

"ওহ..." সনেজি কোঁকাতে কোঁকাতে সাংঘাতিকভাবে খিঁচতে লাগলো। সে ভয়ঙ্করভাবে হাত পা ছুঁড়ছে।

একটু পরেই নাইট শিফটের ডিউটি অফিসার দৌড়ে এলো। সাথে সাথে ভেলপি রিপোর্ট করলো কী হয়েছে। "সে বলছে তার নাকি নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। আমি বুঝতে পারছি না ব্যাপারটা কী।"

"ঠিক আছে ওকে বের করে নিচের ফ্লোরে হাসপাতালে নিতে হবে। আমি নিজেই দেখছি," নাইট শিফটের ডিউটি অফিসার রবার্ট ফিশেনার ভেলপিকে বললো। "ঠিক আছে সেল খোলো, ওকে দ্রুত নিতে হবে। মরে টরে গেলে আবার কোন ঝামেলায় পড়তে হবে কে জানে। আমি এখানে কোনো ঝামেলা চাই না।"

BanglaBook.org

কিছুক্ষণ পরে সনেজি অনুভব করলো সে একটা ট্রলিতে শুয়ে আছে এবং লিফট তাদেরকে নিয়ে নিচের দিকে নামছে। খুশিতে আর উত্তেজনায় তার বুক ধুকপুক করছে।

"তুমি ঠিক আছো?" ফিশেনার সনেজির কাছে জানতে চাইলো। সনেজি একবার চারপাশে দেখলো তারপর তার দৃষ্টি ফিরে এলো ফিশেনারের মুখের ওপর। "আমি ঠিক আছি কিন্তু দ্রুত বের হতে হবে। এই বালের লিফট আরো দ্রুত নামে না কেন?"

"তুমি এখান থেকে এখন পালাবে?" ফিশেনার একটু উদ্বেগের সাথেই জানতে চাইলো।

"হ্যা, তা তো পালাবোই কিন্তু তার আগে একটা ছোট্ট কাজ সারতে হবে। ছোট্ট একটা কাজ," বলতে বলতে সনেজি উঠে বসলো। লিফট সোজা নেমে এলো নিচের বেইজমেন্ট।

"শোনো, তুমি শুয়ে থাকো আর কেউ যদি জানতে চায় আমরা কোথায় যাচ্ছি তবে বলবে আমরা এক্স-রে করাতে যাচ্ছি। এক্স-রে রুম বেইজমেন্টে। আসলে তোমার কথা বলারই দরকার নেই। যা বলার আমিই বলবো," ফিশেনার সনেজিকে বললো।

"হুম, ঠিক আছে কোনো সমস্যা নেই," সনেজি জবাব দিলো।

কিন্তু কাউকে কিছু বলার দরকারই পড়লো না। নিচে কারো টিকিটাও নেই। ওরা বেইজমেন্টে বের হয়ে ট্রলি নিয়ে সোজা চলে এলো এক কোনার দিকে। এখানে বের হবার জন্যে ছোট্ট একটা দরজা আছে। ফিশেনার তার কোমরে ঝোলানো চাবি দিয়ে দরজাটা খুলে ফেললো।

দরজাটার ওপাশে একটা ছোট্ট হলওয়ে। এরপর আরেকটা নিরাপত্তা দরজা। আর ওই দরজাটাই সমস্যা। ফিশেনার ভরসা ক'রে আছে সনেজির অভিনয় ক্ষমতার ওপরে। এবার দেখা যাবে সে আসলে কতোটা ভালো।

"আমাকে তোমার পিস্তলটা দাও। আর শোনো, টাকাটার কথা মাথায় রেখো। যা পেয়েছো তা তো কিছুই না। আরো বড় টাকা তোমার জন্যে অপেক্ষায় আছে।"

ফিশেনার আলতো ক'রে তার পিস্তলটা বের করলো। একবার দ্বিধা করলো কিন্তু টাকার কথা মনে পড়াতে সে পিস্তলটা কোনো দ্বিধা না করেই দিয়ে দিলো। সে কী করছে এটা নিয়ে আর ভাবতে চাইছে না বরং ভাবতে চাইছে বিরাট পরিমাণ টাকা পাবার পর তার জীবনটা কেমন হবে সেটা নিয়ে। ফলস্টোন কারাগারে বাকি জীবনটা চাকরি করে কাটানোর কোনো ইচ্ছাই তার নেই। এটাই একমাত্র সুযোগ এখান থেকে বেরিয়ে সুন্দর একটা নতুন জীবন শুরু করার।

"শোনো একদম স্বাভাবিক থাকো, তোমাকে চরম নার্ভাস লাগছে দেখতে,"

BanglaBook.org

সনেজি ফিশেনারকে বললো।

"আমি আসলেই নার্ভাস," ফিশেনার কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বললো।

নিরাপত্তা দরজার সামনে দুজন গার্ডকে দেখা যাচ্ছে। শক্ত প্লেক্সিগ্লাসের তৈরি একটা দরজা। সেটার ওপাশে দুজন গার্ডের কোমর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে।

হঠাৎ গার্ড দুজন দেখতে পেলো সনেজি আরে ফিশেনারকে। সাথে সাথে তারা সতর্ক হয়ে গেলো। কারণ সনেজি পিস্তলটা চেপে ধরে আছে ফিশেনারের মাথার একপাশে। সাথে সাথে দুজন গার্ড তাদের শটগান তুললো।

"পাঁচ সেকেন্ড সময় দিলাম," গেরি চিৎকার করে উঠলো। "এর ভেতরে দরজা না খুললে এই ব্যাটা শেষ।"

"প্লিজ, এই লোকটা যা বলে শোনো," ফিশেনার অসহায় গলায় গার্ড দুজনার উদ্দেশ্যে চিৎকার করে উঠলো। "এ পাগল আমাকে মেরে ফেলবে। প্লিজ।" বয়স্ক গার্ড একটু দ্বিধা করছে। সাথে সাথে সনেজি আবার চিৎকার করে উঠলো। লোকটা এগিয়ে এসে চাবি ঢোকালো দরজার লকে। এক মোচড় দিয়ে খুলে ফেললো। বয়স্ক গার্ড কেসলার ফিশেনারের বন্ধু। সনেজি এটা ফিশেনারের কথা থেকেই জানতে পেরেছিলো তাই সে এই সুযাগটা নিয়েছে। সে জানতো ফিশেনারের মাথায় পিস্তল ঠেকালে তার বন্ধু কেসলার দরজা খুলবেই।

দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে এসে তারা সোজা এগোলো কার পার্কের দিকে। এখানেই ফিশেনারের গাড়িটা পার্ক করা আছে। দুজনেই গাড়ির ভেতরে ঢুকে গেলো।

"আহ, শান্তি, তোমার গাড়িটা তো বেশ ভালোই। তবে এখন তো আর তুমি এসব গাড়ি ব্যবহার করবে না। একটা ল্যাম্বোগ্রিনি বা ফেরারি কিনে নিয়ো," সনেজি হাসতে হাসতে বললো। "চলো এখন, এখান থেকে বেরোই।" ওরা কারাগারের মূল ফটকের দিকে না গিয়ে পেছনের দিকে একটা ছোট্ট গেট দিয়ে বেরিয়ে এলো। এই গেটে কোনা গার্ড নেই। কারণ এই গেট এখন আর কেউ ব্যবহার করে না। এখানেও সনেজির কথা মতোই ফিশেনার আগের দিন এসে ছোট্ট গেটটার মরচে পড়া তালাটা ভেঙে রেখেছিলো।

কারাগার থেকে বেরিয়ে এসে এক মাইল দূরে তারা গাড়িটা বদলে ফেললো। সনেজির কথা মতোই ফিশেনার আরেকটা গাড়ি এখানে পার্ক করে রেখেছিলো। এই গাড়িটাতে উঠে ফিশেনার বসলো ড্রাইভিং সিটে আর গেরি পেছনের সিটের নিচে একটা কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লো।

একটু পড়েই ওরা উঠে এলো হাইওয়েতে। সনেজি হিসেব করেছিলো বন্দি পালানোর খবর চাউর হতে এবং রোডব্লক বসানোর ভেতরে কতোটুকু সময় লাগবে। ওর হিসেব মতোই ব্লক বসানোর আগেই হাইওয়েতে উঠে এলো ওরা।

হাইওয়ে ধরে গাড়ি ছুটে চললো তীব্র গতিতে। গেরি পেছনের সিটে শুয়ে

BanglaBook.org

শুয়ে মনে মনে হাসছে। ব্যাটা ফিশেনার। খামার বাড়িটার গোপন কুঠুরির কয়টা টাকা দিয়ে ওকে ভালোই ঘোল খাওয়ানো গেছে। ওই টাকা আসলে জিম্মি আদায়ের টাকা না। ওই রকম বেশ কিছু টাকা বিভিন্ন জায়গায় গেরি নিজেই আগে থেকেই লুকিয়ে রেখেছিলো এরকম অবস্থায় কাজে লাগানোর জন্যে। ওই টাকা পেয়েই ফিশেনার ভেবেছে সে জিম্মির টাকার একটা অংশ পেয়ে গেছে। এখন বাকি টাকাটা নেয়ার জন্যে গাড়ি ছুটিয়ে চলেছে গেরির নির্দেশিত গন্তব্যে।

প্রায় নব্বই মিনিট টানা গাড়ি চালিয়ে ওরা চলে এলো নির্দিষ্ট জায়গায়। গাড়ি থামিয়ে ফিশেনার পেছনের সিটের নিচ থেকে সনেজিকে বের হতে বললো। সনেজি গাড়ি থেকে নেমে এসো হাত-পা টান টান করে দিলো রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করার জন্যে। একবার চারপাশে তাকালো।

ওরা এখন মেরিল্যান্ডের সেই খামার বাড়িটাতে। যেখানে সনেজি বাচ্চা দুটোকে রেখেছিলো। যেখান থেকেই ফিশেনার কয়দিন আগে টাকাগুলো উদ্ধার করেছিলো।

"সনেজি, আমার টাকা?" ফিশেনার বেশ ব্যস্ত হয়ে প্রশ্ন করলো।

"হুম, টাকা তো বটেই," গেরি এখনো তার হাত পায়ের জট ছাড়াচ্ছে। "অস্থির হয়ো না বন্ধু।"

"অস্থির হবো না মানে," ফিশেনারের অস্থিরতা এখন চরমে। "তোমার সাথে কথাই হয়েছিলো তুমি কারাগার থেকে পালিয়ে প্রথমে আমার দশ মিলিয়ন ডলারের বাকি অংশটা দিবে।"

"তোমার দশ মিলিয়ন ডলার, তাই না?" গেরির মুখের চাপা হাসিটা ফিশেনারের ভালো লাগলো না। "ওহ, হ্যা, কথা যখন দিয়েছি ওই টাকা তো এখন তোমারই। চলো।"

ওরা দুজনে মিলে খামার বাড়িটার গ্যারাজে প্রবেশ করলো। "ওই যে ওই মেশিনটার নিচের রাখা আছে টাকাগুলো।" গেরি একটা বড় ট্রাকের পুরনো ইঞ্জিন দেখিয়ে বললো।

"হায় হায় ওটাকে এখন সরাবো কিভাবে?" ফিশেনারের গলায় অস্থিরতা।

"আরে তুমি এতো অধৈর্য হচ্ছো কেন? ব্যবস্থা আছে। ওই কোণে দেখো একটা জ্যাক আছে, নিয়ে আসো। দুজনে মিলে সরাতে পারবো।"

ফিশেনার অন্ধকার কোনের দিকে এগিয়ে গেলো। সে সামনে ঝুঁকে জ্যাকটা খুঁজছে পেছন থেকে সনেজি তার গলা জড়িয়ে ধরলো। "বন্ধু, তুমি আমার অনেক উপকার করেছো কিন্তু দুঃখের বিষয় তোমার এই জীবনে আর বড়লোক হওয়া হলো না।" বলে সে হালকা পাতলা ফিশেনারের মাথাটা ধরে ফেললো শক্ত করে। তারপর এক মোচড়ে ভেঙে দিলো ঘাড়টা।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৭৯

মারবুরি মোটেলের ৪০৭ নম্বর রুমের দিকে বেশ জোর কদমে হেটে যাচ্ছে জেজি ফ্ল্যানাগান। সে বেশ মানসিক অস্থিরতায় ভুগছে। এই গোপন মোলাকাতগুলো তার আর ভাল্লাগছে না। নির্দিষ্ট দরজাটার সামনে এসে একবার চারপাশে তাকালো। কেউ নেই। তারপর জুতোর ডগা দিয়ে দুবার শব্দ করলো দরজায়।

"খোলাই আছে, চলে এসো," ভেতর থেকে একটা কণ্ঠ বললো।

জেজি ভেতরে প্রবেশ করে দেখলো কণ্ঠের মালিক বেশ নতুন আর দামি একটা স্যুট পরে একটা কাউচে বসে আছে। স্যুটটা দেখেই তার মেজাজ খারাপ হয়ে গেলো। এরমানে লোকটা টাকা খরচ করা শুরু করেছে।

জেজি ভেতরে ঢুকতেই মাইক তার রেড ওয়াইনের গ্লাসটা জেজির উদ্দেশ্যে একটু উঁচু করলো। এই লোকটাকে বিভিন্নভাবেই জেজির মনে হয় ঠিক তার বাবার মতো। হয়তো এই কারণেই সে তার প্রতি দূর্বল হয়ে পড়েছিলো।

"মাইক, পরিস্থিতি এখন খুব খারাপ," জেজি দরজা বন্ধ করতে করতে বললো। সে যথাসম্ভব চেষ্টা করছে নিজের কণ্ঠস্বর নিচু রাখতে যাতে রাগ প্রকাশ না পায়।

"তাই নাকি? তোমার বন্ধু অ্যালেক্স কয়দিন আগে আমার সাথে দেখা করতে এসেছিলো। আবার আজ সকালে দেখলাম তার গাড়ি আমার অ্যাপার্টমেন্টের সামনে পার্ক করা।"

"সে আমার বন্ধু না, আমাকে সম্পর্কটা গড়তে হয়েছিলো নিছক প্রয়োজনের খাতিরে। ভেতরের সবকিছু জানার জন্য এর দরকার ছিলো। তুমি আমার লেক হাউজের বাইরে ওই কান্ড ঘটাতে গেলে কেন?"

"কারণ তোমাদেরকে একসাথে দেখে আমার মেজাজ খারাপ হয়ে গেছিলো।"

"আহা মাইক, তুমি দেখি সবকিছু গুবলেট করবে। অ্যালেক্সকে আমার দরকার।"

মাইক তাচ্ছিল্যের হাসি দিলো। "হ্যা, তোমার তাকে দরকার, তার তোমাকে, দুজনেই সুখি। শুধু আমি না।"

জেজি মাইকের সামনে একটা কাউচে বসে পড়লো। মাইক বেশ সুদর্শন। দেখতে অনেকটা পল নিউম্যানের মতো। মেয়েরা তাকে পছন্দ করে এবং সে এটা বেশ ভালোকরেই জানে।

"মাইক, আমার এখানে আসাটা একদম ঠিক হয় নি। আসলে আমাদের

banglabook.org

এখন দেখা করাটাই ঠিক না," জেজি বেশ উৎকণ্ঠা নিয়ে বলতে লাগলো। কিন্তু মাইক তাকে থামিয়ে দিয়ে হেসে উঠলো। সে জেজির মুখটা কাছে টেনে একটা চুমু খেলো।

"এই টাকার কী দাম, যদি সেটা খরচই করা না গেলো। আর তুমিই দূরে সরে গেলে।"

"কোথায় দূরে? এই কয়দিন আগেও না আমরা লেক হাউজে একসাথে কয়দিন থাকলাম," জেজি মুখটা ছাড়িয়ে নিলো।

"আরে রাখো, ওটাকে থাকা বলে নাকি? বাদ দাও এইসব, চলো আমরা ফ্লোরিডা চলে যাই। একসাথে থাকবো, ঘুরবো, বিচে সানবাথ করবো, ক্যাসিনোতে জুয়া খেলবো। জীবনটাই হবে অন্য রকম," বলে সে একটু বিরতি নিলো। "তবে সবার আগে অ্যালেক্স ক্রশের ব্যবস্থা করা দরকার। এই লোকটা একটা মাথাব্যাথা হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

জেজি গ্লাসে ওয়াইন ঢালতে ঢালতে বললো, "এখনই না। আগে জানতে হবে সে কী জানে। আমাকে আরেকটু সময় দাও। আমি বের করতে পারবো।"

"হ্যা, তোমার তো এখন সময় দরকার হবেই। তুমি তো এখন তার সাথে বেশ মজাতেই আছো।"

"মাইক, মুখ সামলে কথা বলো।"

"আমি না হয় মুখ সামলেই কথা বললাম কিন্তু তুমি অস্বীকার করতে পারবে তুমি অ্যালেক্স ক্রশের প্রেমে পড়ো নি?"

"পারবো, কারণ আমি তোমাকে ভালোবাসি, মাইক," বলে জেজি মাইকের ঠোঁটে চুমু খেলো। *এই গাধাটাকে সামলাতে হবে*, সে মনে মনে ভাবলো। এরা সব গাধা মাইক, চার্লি, অ্যালেক্স, এফবিআই সবাই। এদেরকে টেক্কা দেয়া তার পক্ষে সম্ভব। একমাত্র তার পক্ষেই সম্ভব।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ৮০

সকালবেলা ঘুমের ভেতর কলটা এলো। ফলস্টোন কারাগার থেকে ওয়ালেস কল করেছে, তার গলা বিধ্বস্ত আর আতঙ্কিত। ওখানে নাকি ভয়াবহ ঘটনা ঘটে গেছে। প্রথমে তার উত্তেজিত গলা আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। খানিকটা ধাতস্ত হবার পর যা শুনলাম তাতে আমারও বারোটা বেজে গেলো।

এক ঘণ্টা পর আমি ওয়ালেসের অফিসে বসে আছি। প্রেস এখনো ভয়াবহ খবরটা জানতে পারে নি। তবে বেশ দ্রুতই তাদেরকে জানাতে হবে। তাদেরকে জানাতে হবে গেরি সনেজি আবার পালিয়ে গেছে।

ওয়ালেসকে দেখে মনে হচ্ছে সে এইমাত্র গুলি খেয়েছে। কারাগারের বাকিদের অবস্থাও খুব বেশি ভালো না। ওয়ালেসের অফিসে আমার সাথে বসে আছে কারাগারের অ্যাটর্নি আর ওয়ার্ডেন।

"এই মিসিং গার্ডের ব্যাপারটা কি? তার ব্যাপারে কী জানা গেছে?" আমি ওয়ালেসের কাছে জানতে চাইলাম।

"নাম ফিশেনার। ছত্রিশ বছর বয়স। এগারো বছর যাবৎ এই কারাগারে কাজ করছে। তার কোনো বাজে রেকর্ড নেই," ওয়ালেস জবাব দিলো। "তবে সেটা আজকের আগপর্যন্ত।"

"কেন? আজকের আগপর্যন্ত কেন?"

"কারণ আমার মনে হয় এই হারামজাদা গেরিকে বের হতে সহায়তা করেছে," ওয়ালেস বেশ রাগের সাথে জবাব দিলো।

অন্যদিকে এফবিআই চার্লি আর মাইকের উপরে নজরদারি শুরু করেছে। কারণ অনুমান করা হচ্ছে গেরি ওদের পেছনে লাগতে পারে। কারণ সে ভালোভাবেই জানে কারা তার টাকায় ভাগ বসিয়েছে।

BanglaBook.org

অবশেষে কারাগারের গার্ড রবার্ট ফিশেনারের লাশ পাওয়া গেলো মেরিল্যান্ডের সেই ফার্মে যেখানে সনেজি বাচ্চা দুটোকে বন্দি করে রেখেছিলো। তার মুখের ভেতরে একটা বিশ ডলারের বিল ঢোকানো ছিলো। সনেজি ওটা কেন ঢুকিয়েছে কে জানে।

তবে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ব্যাপার সনেজি আবারো মুক্ত অবস্থায় আছে। হয়তো সে কোনো অন্ধকার সেলারে বসে মনে মনে হাসছে। সে আবারো সমস্ত পত্রিকা

আর টিভি চ্যানেলের প্রধান কেন্দ্রকিন্দুতে পরিণত হয়েছে। যেমনটা সে সবসময় চায়।

আমি সন্ধ্যা ছয়টার দিকে জেজি'র ফ্ল্যাটের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। ওখানে যাবার কোনো ইচ্ছেই আমার ছিলো না কিন্তু আমি আসলে আর নিজেকে শাসনে রাখতে পারছিলাম না, আর আমার এখন ওকে দরকার। তবে এখনই তাকে কিছু বলার ইচ্ছে আমার নেই। আমি যাবো দেখা করবো আর তাকে সনেজির ব্যাপারে সাবধান করে দিবো আর একটা প্রস্তাব দিবো।

জেজি'র অ্যাপার্টমেন্টের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে আমি শুনতে পেলাম ভেতরে বেশ উঁচু আওয়াজে রক মিউজিক বাজছে। যে গানটা বাজছে সেটা গানটা আমি আর জেজি একসাথে বহুবার শুনেছি। এমনকি এটা ছেড়ে দিয়ে আমরা নেচেছি পর্যন্ত। হঠাৎ আমার মনটা মোচড় দিয়ে উঠলো আমাদের দুজনার সুখস্মৃতিগুলো মনে পড়ে যাওয়াতে।

আমি জেজি'র ফ্ল্যাটে পৌছে বেল বাজালাম। জেজি দরজা খুলে দিলো। তার পরনে সবসময়ের মতো ট্রাউজার আর ঢোলা টি-শার্ট। মুখে সুন্দর একটা হাসি। একদম সাধারণ আর স্বাভাবিক।

"একটা কথা বলতে এসেছিলাম," আমি ওর দিকে তাকিয়ে কোনোমতে হাসি দিতে পারলাম।

"একটা না অনেক কথা আছে," জেজি আমাকে হাত ধরে ভেতরে টেনে নিয়ে এলো। "না না, অ্যালেক্স, এখানে না, চলো বের হই। আমার বাইকে," বলে সে ভেতরের রুমে চলে গেলো।

আমি ওর আচরণে এতোটুকু দ্বিধা বা জড়তা আবিষ্কার করার চেষ্টা করলাম কিন্তু পেলাম না। এই মেয়েটাও সনেজির চেয়ে কম কোন্ দিক দিয়ে ভেবে পেলাম না।

কয়েক মিনিট পর আমি আর জেজি বাইকে বসে আছি। জেজি বেশ তীব্র বেগেই বাইক ছোটাচ্ছে। আমি ওকে পেছন থেকে শক্ত ক'রে ধরে আছি। "জেজি এভাবে বের হওয়া টা কি ঠিক হলো?" আমি চিৎকার করে বললাম।

"কেন কী হয়েছে?" জেজিও চিৎকার করে জবাব দিলো। তা না হলে কেউ কারো কথা শুনতে পাবো না।

"আমরা ইতিমধ্যেই একবার পত্রিকার হেডলাইন হয়েছি। আর আমি তোমাকে সনেজির ব্যাপারে সাবধান করে দিতে এসেছিলাম।"

"ভয়ের কিছু নেই। বাড়িতে স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন পিস্তলটা আছে না!"

"তাতে কি? সনেজি অবশ্যই জানে তোমার আর আমার ব্যাপারে। তো সে তোমার পিছু নিতেই পারে। আর সে এই কেসের সাথে সংশ্লিষ্ট যেকারো পিছু নিতে পারে। কাজেই সাবধান থাকাই ভালো।"

BanglaBook.org

"হ্যা, সেটা হতে পারে। আর আমার ধারণা ওর মন যদি কেউ সামান্য বুঝতে পাবে তবে সেটা একমাত্র তুমি।"

"সনেজি নিজেকে সবার চেয়ে সেরা ভাবে। আর সে চায় এটা সবাই জানুক। কাজেই সব দিক বিবেচনায় রাখাই ভালো। আমার ধারণা সে আবার তার অপরাধের পুরনো প্রক্রিয়া শুরু করবে। তবে এবার সম্পূর্ণ নতুনভাবে।"

"হ্যা, সেটা হবার সম্ভাবনাই বেশি। আচ্ছা, ব্রুনো হ্যাম্পটনটা কে? সনেজির সাথে তার সংযোগ কি?"

"গেরিই ব্রুনো। একই মানুষ। তার অনেকগুলো ছদ্ম পরিচয়ের একটা। এবার সে আবারো নতুন পরিচয় ধারণ করতে পারে।"

এরপর আমরা আরো বেশ কয়েক ঘণ্টা এদিকে সেদিক ঘুরে বেড়ালাম তবে দুজনেই ডুবে রইলাম নিজেদের ভাবনার জগতে। আমার মাথা বিক্ষিপ্তভাবে চলছে। আমি চিন্তার জগত একমুখী করতে পারছি না। একবার জেজির প্রতি তীব্র ঘৃণা বোধ হচ্ছে, পরমুহূর্তে আবার মনে পড়ে যাচ্ছে আমাদের সুন্দর স্মৃতিগুলো। আবার এর ভেতরেই হানা দিচ্ছে সনেজির ভাবনা। কয়েক ঘণ্টা এলোমেলোভাবে ঘুরে জেজি অবশেষে আমাকে নামিয়ে দিলো অফিসের সামনে। আমি বাইক থেকে নেমে এলাম। আলতো চুমু খেলাম ওর ঠোঁটে।

"জেজি আমি আরেকবার যেতে চাই," বেশ আবেগ নিয়েই কথাটা বললাম।

"কোথায়?"

"ভার্জিন আইল্যান্ডে। আরেকবার। আমি ওই দিনগুলোকে খুব মিস্ করি।"

"আমিও অ্যালেক্স," একদম সহজ স্বতস্ফূর্ত জবাব জেজির। "আমিও আরেকবার যেতে চাই। কাজগুলো একটু গুছিয়ে নেই অবশ্যই আমরা আবারো যাবো।"

জেজি বিদায় নিয়ে চলে যেতে আমার মনে হলো কেউ আমার মগজটা ফালি ফালি করে কাটছে। একদিকে ব্যাথা আরেকদিকে রাগ। সব মিলিয়ে আশ্চর্য এক যন্ত্রণা। এমন অদ্ভুত কষ্ট এর আগে আমার কখনো হয় নি।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ৮১

যে-কোনো কিছুর বিনিময়ে ম্যাগি রোজ তার পুরনো জীবন ফিরে পেতে চায়। যেকোনো কিছুর বিনিময়ে। সে তার বাবা মায়ের কাছে ফিরে যেতে চায়। ফিরে যেতে চায় তার স্কুল বন্ধু বান্ধবের সেই পুরনো পরিবেশে। সে তার বন্ধু বান্ধবদেরকে খুব মিস করে। বিশেষ ক'রে মাইকেল গোল্ডবার্গকে। কে জানে মাইকেল এখন কেমন আছে। তারও কি একই পরিণতি হয়েছি কিনা কে জানে।

ম্যাগির কাজ প্রতিদিন সব্জি তোলা। কাজটা চরম বিরক্তিকর। কোনো কাজ যে এতোটা বিরক্তিকর হতে পারে এই ব্যাপারে ম্যাগির ধারণাও ছিলো না। প্রতিদিন উত্তপ্ত সূর্যের দিচে ঘন্টার পর ঘন্টা কাজ করার সময় ম্যাগি তার চিন্তা ভাবনাকে অন্যদিকে প্রবাহিত রাখার চেষ্টা করে। বিশেষ করে পুরনো স্মৃতি মনে ক'রে সময়টাকে ভুলে থাকতে চায়।

অপহৃত হবার দিন থেকে প্রায় বছর খানেকের মাথায় ম্যাগি প্রথমবারের মতো এখান থেকে পালিয়েছিলো। কয়েক মাইলও যেতে পারে নি ওরা তাকে ধরে এনে অন্ধকারে বন্দি করে রেখেছিলো। এরপর আর ম্যাগি কখনো চেষ্টাই করে নি। তবে এখন আবার করবে। এবার তাকে সফল হতেই হবে।

প্রতিদিন সকালে ম্যাগি আর সবার থেকে আগে জেগে ওঠে। সকালে সূর্য ওঠার প্রায় এক ঘন্টা আগে সে জেগে ওঠে তার নিজের কাজগুলো সেরে ফেলে। কারণ সূর্য উঠতেই চারপাশ এতোটা উত্তপ্ত হয়ে যায় তখন কিছু করা খুব কঠিন। ম্যাগি আজো উঠে পড়ে খালি পায়ে রান্নাঘরে প্রবেশ করলো। কেউ জিজ্ঞাসা করলে যাতে জবাব দিতে পারে সে বাথরুমে যাচ্ছিলো।

ওরা সব সময়ই বলে এখান থেকে কেউ পালাতে পারবে না। এমনকি কেউ পালিয়ে পাশের গ্রামে চলে গেলেও না। কারণ সেই গ্রাম থেকেও সবচেয়ে কাছের শহরটা প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরে। আর ম্যাগিরও নিয়ত সেখানেই যাবার।

কিন্তু চারপাশের পাহাড়গুলো বিষাক্ত সাপ আর বিপজ্জনক বনবেড়ালে ভর্তি। মাঝে মাঝে রাতের বেলা সে বনবেড়ালের গর্জনও শুনেছে। ওদেরকে সে বলতে শুনেছে জিবীত অবস্থায় কারো পক্ষে খালি হাতে এই পাহাড় পেরোনো অসম্ভব।

রান্নাঘরের দরজা বন্ধ। কিন্তু চাবি কোথায় রাখা আছে বহু দিনের চেষ্টায় সে খুঁজে বার করেছে। ম্যাগি সেখান থেকে চাবিটা নিয়ে চলে আসছিলো হঠাৎ কাবার্ডের ভেতরে ছোট্ট হাতুড়িটা চোখে পড়তে সেটাও তুলে নিলো। হাতুড়িটাকে সে কায়দা করে নিজের স্কার্টের ভেতরে ঢুকিয়ে রাখলো।

ম্যাগি চাবি দিয়ে দরজা খুলে রান্নাঘরে ঢুকলো। রান্নাঘর থেকে সে কিছু

খাবার আর একটা পানির বোতল নিয়ে একটা ব্যাগে ভরলো। জিনিস ভর্তি ব্যাগটা পিঠে ঝুলিয়ে রান্নাঘরের পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলো বাইরে।

আহ্ স্বাধীন লাগছে নিজেকে। প্রথম কয়েক মাইল সে সোজা হেটে পেরিয়ে এলো। যথাসম্ভব পাহাড় এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছে সে।

সূর্য মাথার ওপরে ওঠার সাথে সাথে পরিবেশ উত্তপ্ত হতে লাগলো। বেলা দশটা নাগাদ সেটা হয়ে দাঁড়ালো অসহ্য। ম্যাগি থামলো না। সে হেটেই চললো। সারাদিনে কয়েকবার বিশ্রাম নিয়ে প্রায় টানা সারা দিনই হাটলো। আগের অভ্যস্ত জীবনে থাকলে সে এটা কোনোদিনই পারতো না। কিন্তু এখন পারলো। কারণ এই দীর্ঘ সময়টা সারাদিন সূর্যের নিচে কাজ করে সে যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। সেইসাথে বেড়েছে দম।

শহরের সম্ভাব্য নির্দেশনা অনুযায়ী হাটতে হাটতে সে বিকেল দিকে উঠে এলো একটা হাইওয়েতে। আরো প্রায় ঘন্টাখানেক হাটার পর সে অবাক হয়ে দেখলো দূরে একটা শহরের অবয়ব চোখে পড়ছে।

খুবই অবাক হয়ে সে ভাবলো, *ব্যাপার কী? শহরটাতো এতো কাছে হবার কথা না। তার মানে খামারের ওরা এতোদিন মিথ্যে বলেছে শহরের অবস্থানের ব্যাপারে, যাতে কেউ পালাবার সাহস না করে।*

ম্যাগি ক্লান্ত পায়ে হাটার গতি বাড়ালো। শহরের কাছে গিয়ে দেখতে পেলো একটা পেট্রোল পাম্প। ম্যাগির কাছে মনে হলো এই পেট্রোল পাম্পের চেয়ে সুন্দর কিছু এই জীবনে সে দেখে নি। পাম্পটার কাছে গিয়ে ওটার কাঁচের দরজা খুলে ভেতরে প্রবেশ করলো।

ভেতরে বুড়োমতো এক লোক বসে আছে। সে ম্যাগির বিধ্বস্ত অবস্থা দেখে দ্রুত এগিয়ে এলো। ম্যাগি তাকে বললো সে হারিয়ে গেছে। লোকটা প্রথমেই তাকে পানি খাওয়ালো। তারপর খাবার আনতে ভেতরে চলে গেলো।

ম্যাগির মনে হলো এতো সুন্দর সময় তার জীবনে খুব কমই এসেছে। অবশেষে সে ওই নারকীয় জীবন থেকে মুক্তি পেতে চলেছে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ৮২

গেরি মারফি কি এখনো তার মাস্টারপ্ল্যান নিয়েই আছে? সে কি এখনো ভাবছে তার এই অপরাধের ধারাকে সমুন্নত রেখে আরো সামনে এগিয়ে যেতে পারবে? কিভাবে সে নিজেকে পুরোপুরি একজন ইতিহাসে পরিণত করতে পারে? এই প্রশ্নগুলো গেরির ব্যাপারে আমার মাথার ভেতরে ঘুরছে।

এক শুক্রবার সকালে আমি আর জেজি মিলে ভার্জিন দ্বীপের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। আবহাওয়া প্রচন্ড গরম। পঞ্চাশ ডিগ্রির ওপরে। যাত্রা শুরু হবার পর শুধু মাত্র পুয়ের্টোরিকোতে একবার বিরতি দিলো। এরপর আবার লম্বা প্লেন ভ্রমন শেষে বিকেল দিকে আমরা প্লেনের জানালা দিয়ে দ্বীপের লম্বা সাদা বালির সৈকত দেখতে পেলাম।

"আহ্ কী সুন্দর," জেজির গলায় উচ্ছাস। সে আমার একটা হাত ধরে আছে। "ইশ, যদি এখানে এক মাস থাকতে পারতাম।" আমরা প্লেন থেকে নেমে আগের হোটেলটাতেই উঠেছি। এখন আমরা দাঁড়িয়ে আছি বিচের ঠিক পাশেই একটা ক্যাফের সামনে। জেজির পরনে একটা স্কার্ট আর বিকিনি, আমার পরনে হাফপ্যান্ট আর রঙচঙে হাওয়াই শার্ট। আমাদের চারপাশে অসংখ্য জুটি। বেশিরভাগের পরনেই এ ধরণের পোশাক।

শেষবার আমরা যখন এখানে এসেছিলাম দ্বীপটা যেনো ঠিক তখনকার মতোই আছে। মনে মনে ভাবলাম আমাদের সম্পর্কটাও যদি ওরকমই থাকতো তবে অনেক ভালো হতো। দ্বীপটা আগের মতোই আছে কিন্তু আমরা বদলে গেছি, বিশেষভাবে বলতে গেলে আমাদের সম্পর্কের ধরণটা বদলে গেছে।

আমরা হাত ধরাধরি করে খোলা ক্যাফেটার ভেতরে প্রবেশ করলাম। কালো চামড়ার দুজন ওয়েটার হাসিমুখে আমাদেরকে ভেতরে স্বাগতম জানালো। টেবিলে বসতে বসতে জেজি আমাকে বললো, "ইশ, এখানে যদি বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেয়া যেতো।"

"জীবন হয়তো কাটানো যাবে না কিন্তু যে কয়দিন আছি ওই কয়দিন নিজেদের সুখি ভাবতে সমস্যা কি?" আমিও মৃদু হেসে জবাব দিলাম। আমি বসতে বসতে কোমরটা ঠিক করে নিলাম। কোনো কারণ নেই কিন্তু আমার হাফপ্যান্টের কোমরের ভেতর দিকে একটা ছোট্ট পিস্তল রাখা আছে।

"আচ্ছা, এখানে থেকে যেতে আমাদের সমস্যা কোথায়?" জেজি প্রশ্ন করে বসলো। "ভাবতেই কতো মজা লাগে। না অফিস, না কাজের চাপ, না খুন খারাবি আর সাংবাদিকদের অত্যাচার।"

BanglaBook.org

"হ্যা, শুনতে তো ভালোই লাগে। কিন্তু সেটা তো আর সম্ভব না তবে যে কয়দিন আছি সেই কয়দিন আনন্দ করতে আর বাধা নেই।"

ঝকঝকে সাদা হাসি উপহার দিয়ে ওয়েটার কাছে এসে দাঁড়ালো। "স্যার আপনারা কি হানিমুনে এসেছেন?"

"হুম, বলা চলে," আমি জবাব দিলাম।

আমার মুখের কথা টেনে নিয়ে জেজি বললো, "আসলে এটা আমাদের দ্বিতীয় হানিমুন।"

আমরা লবস্টার আর পাইনঅ্যাপেল জুস নিলাম। খাওয়া শেষে আমরা চলে এলাম বিচে। পাশাপাশি হাটতে হাটতে আমরা ক্যারিবিয়ান দ্বীপের সূর্যাস্ত দেখলাম। বিচের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা এক জাদুকরের খেলা দেখলাম।

পাশাপাশি হাটতে হাটতে হঠাৎ জেজি দাঁড়িয়ে গেলো। আমি দেখলাম ও নিচু হয়ে কী যেনো তুলছে। কোনো কারণ নেই আমার ঘাড়ের কাছটা শির শির করে উঠলো। কাছে পিঠে কেউ নেই। এখানে কোনো বিপদ আসার কথাও না। আর সনেজিকে এখানে আশা করা বাতুলতা। তবু কেন জানি একটা অস্বস্তি ঘিরে ধরলো।

আমি দেখলাম জেজি বালি থেকে একটা ঝিনুক তুলে হাতে নিয়ে দেখছে। আমরা আবার পাশাপাশি হাটতে লাগলাম।

"আচ্ছা অ্যালেক্স, একটা প্রশ্ন করি?" জেজি ঝিনুকটা পরখ করতে করতে বললো।

"করো।"

"তুমি কেমন যেনো একটু অন্যরকম আচরণ করছো," জেজির গলায় অভিযোগ।

"তাই নাকি? কেন মনে হলো তোমার?"

"তুমি আমার সাথে কেসটা নিয়ে আব কিছুই শেয়ার করছো না।"

"কী জানতে চাও, বলো?"

"তুমি মাইক আর চার্লির ব্যাপারে আর কী জানতে পারলে?"

আমি একটু চুপ থেকে জবাব দিলাম, "তেমন কিছু না। তুমি যেমনটা বলেছিলে তাই। ওদের ব্যাপারে বিশেষ কিছু পাই নি।" একটু বিরতি নিয়ে বললাম, "জেজি, এবার আমি একটা অনুরোধ করি। আমরা বেড়াতে এসেছি। এর মধ্যে আব কাজ টেনে না আনাটাই ভালো।"

"ঠিক আছে, স্যার," বলে জেজি আবারো আমার হাত ধরলো। আমরা পাশাপাশি হাটতে লাগলাম।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৮৩

গেরি মারফি যতো ভাবছে তার যাথা ততো গরম হয়ে যাচ্ছে। সে যতো নিজের ব্যাপারে চিন্তা করে ততোই শুধু বারবার যেনা চোখে ভেসে ওঠে লিন্ডবার্গ অপহরণের কাহিনী। এই কাহিনীটা সে এতোবার পড়েছে আর মনে মনে এতোবার কল্পনা করেছে যতোবার ভাবে চোখের সামনে প্রতিটা চরিত্রকে যেনো জীবন্ত দেখতে পায়।

গেরি ভাবতে ভাবতেই সামনে তাকালো। চোখের সামনে সে যা যা দেখতে পাচ্ছে মনে মনে তার একটা তালিকা তৈরি করলো। প্রথমত, দুজন এফবিআই এজেন্ট, একজন পুরুষ একজন মহিলা। অবশ্যই তারা ডিউটিতে আছে।

দ্বিতীয়ত, বিরাট একটা অ্যাপার্টমেন্ট ভবন। এটাতেই মাইক ডিভাইন বাস করে। নিচে দোতলা গ্যারাজ আর ছাদে সুইমিংপুলসহ চমৎকার একটা অ্যাপার্টমেন্ট ভবন। মাইকের মতো সাধারণ একজন এক্স এফবিআইয়ের জন্য দারুণই বটে।

সময়টা সকাল দশটা বেজে কিছুক্ষণ পেরিয়েছে। অ্যাপার্টমেন্ট ভবনটাতে এক কুরিয়ার ছেলে প্রবেশ করলো। তার পরনে ফেডারেল এক্সপ্রেসের পোশাক, হাতে ডেলিভারি প্যাকেট। কুরিয়ার বয়ের বেশে থাকা সনেজি লিফটের ভেতরে ঢুকে ১৭তে চাপ দিলো।

মাইক দরজা খুলে দিতেই সনেজি তার ওপরে একই রকম শক্তিশালী ক্লরোফর্ম স্প্রে করলো যেটা সে ম্যাগি আর গোল্ডবার্গের ওপরে করেছিলো। মাইকের অজ্ঞান দেহটা টপকে সে ভেতরে ঢুকলো। ভেতর থেকে রক মিউজিকের জোড়ালো শব্দ ভেসে আসছে। সনেজি মাইকের দেহটা সরিয়ে বন্ধ করে দিলো দরজাটা।

কিছুক্ষণের ভেতরে মাইকের জ্ঞান ফিরে এলো। জ্ঞান ফিবে আসার সাথে সাথে সে নিজেকে আবিষ্কার করলো একটা চেয়ারে বাঁধা অবস্থায়। তার মাথা ঘুরছে এবং সে চোখে ধাঁধা দেখছে।

সনেজি তাকে টানতে টানতে নিয়ে এলো বাথরুমে। প্রথমেই তার পা বাথরুমের একটা পাইপের সাথে হ্যান্ডকাফ দিয়ে আটকে তাকে শুয়িয়ে দিলো বাথটাবে। তারপর কল ছেড়ে দিয়ে পকেট থেকে বের করলো লম্বা আব পাতলা একটা ছুড়ি।

"এসব কী হচ্ছে?" মাইকের গলা থেকে মিনমিনে আওয়াজ বেরিয়ে এলো।

"এটা একটা ছুরি এবং এটা দিয়ে আমি এখন তোমার শরীরে কিছু নকশা

BanglaBook.org

আঁকবো।"

বলেই সে ছুরিটা বসিয়ে দিয়ে দিলো মাইকের ডান বাহুতে। তিন ইঞ্চি লম্বা আর আধা ইঞ্চি গভীর একটা ক্ষত দেখা দিলো। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে পানির সাথে মিশে যাচ্ছে।

মাইক চিৎকার করে উঠলো। গেরির সেদিকে কোনো নজর নেই। সে টেনে নামিয়ে দিলো মাইকের প্যান্ট।

"হচ্ছেটা কি?" মাই চেঁচিয়ে উঠলো। "কে? কে তুমি?"

গেরি তার কথার কোনো জবাব দিলো না। সে মাইকের প্যান্টটা টেনে একদম খুলে নিলো।

"একটাও কথা না। আমি যা বলি মনে দিয়ে শোন।"

"কে তুমি? এসব কী হচ্ছে?" মাইক আবারো চেঁচিয়ে উঠলো।

গেরি রেগে গেলো এবার। "বললাম না কোনো কথা না," বলে সে ছুরিটা ঢুকিয়ে দিলো মাইকের উরুতে।

মাইক গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো।

"শশশশশ! চুপ চুপ চুপ। একদম চুপ। আমার কথা শোন। আমি কে চিনতে পারছিস না। তাই? একেই বলে বিচার। আমার টাকা মেরে দিয়ে আয়েশ করছিস। আর আমাকেই চিনতে পারছিস না। আমি গেরি সনেজি, কুত্তারবাচ্চা।"

বলে সে মাইকের ওপরে খানিকটা ঝুঁকে এলো। মাইক আবার ছুরি খাবার ভয়ে শব্দ না করে ফোঁপাচ্ছে।

"শোন তোর জন্যে এখন দুইটা রাস্তা খোলা আছে। ভালো করে শুনবি।"

"এক, আমি প্রথমেই তোর লিঙ্গটা কেটে নেবো। তারপর সেটা ঢুকিয়ে দেবো তোর মুখে যাতে তুই শব্দ করে আমাকে বিরক্ত করতে না পারিস। তারপর তোকে ইচ্ছেমতো কাটাকাটি করবো এবং একসময় তুই নিস্তেজ হয়ে মারা যাবি।"

"দুই, আমি এসবের কিছুই করবো না, তুই শুধু আমাকে বলে দিবি মুক্তিপণের টাকাগুলো কোথায় রেখেছিস। আমি সেগুলো আনতে চলে যাবো। সেগুলো নিয়ে এসে তোকে খুন করবো। তবে একদম পরিস্কারভাবে কোনো কষ্ট না দিয়ে। কিংবা কে জানে আমি চলে যাবার পর হয়তো তুই কোনোভাবে পালাতেও পারবি।"

"এখন বল, তুই কোনটাতে রাজি, প্রথমটায় নাকি দ্বিতীয়টায়?"

BanglaBook.org

অধ্যায় ৮৪

বিছানায় চুপচাপ শুয়ে আছি। ঘুমাতে ইচ্ছে করছে না। এখানে কোনো অফিসিয়াল কল নেই, ড্যামন জেনেলি নেই, নেই নানা মামা। শুধু আমার পাশে আরাম করে ঘুমাচ্ছে এক খুনি আর আমার মাথায় ঘুরছে একটা পরিকল্পনা, যেটার বাস্তবায়ন করার জন্যে আমি এখানে এসেছি।

সকালবেলা সূর্য ওঠার পর হোটেলের স্টাফরা আমাদের জন্যে চমৎকার লাঞ্চ বাক্স তৈরি করে পানি জুস আর ওয়াইনসহ একটা ঝুড়িতে ভরে দিলো। ঝুড়িটাতে আরো আছে আমাদের দ্বীপে ঘুরতে যাবার মতো বিভিন্ন প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যেমন তোয়ালে, মাদুরসহ অন্যান্য সব।

আমাদেরকে দ্বীপে নিয়ে যাবার জন্যে একটা স্পিডবোটও প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। আমরা নাস্তা করেই স্পিডবোটে রওনা দিলাম। ঘন্টাখানেকের ভেতরেই পৌঁছে গেলাম চমৎকার দ্বীপটাতে।

এই দ্বীপটাতেই আমরা সারাদিন কাটাবো। প্রতিটা জুটির জন্যে এইরকম আলাদা আলাদা দ্বীপের আয়োজন করে রাখা আছে। সবাই যার যার নিজস্ব দ্বীপে এইভাবেই চলে যায়, সারাদিন কাটিয়ে আসে। আমাদের দ্বীপটা এক কথায় চমৎকার। দ্বীপটাকে চারপাশ থেকে ঘিরে আছে একটা কোরাল রিফ, একপাশে চমৎকার সৈকত অন্য দিকে ঘন বন।

আমাদের স্পিডবোটের চালক ফিরে আসার সময় জেনে নিয়ে বিদায় জানিয়ে চলে গেলো। এখন সারাদিনের জন্যে এই দ্বীপ আমাদের।

ব্যাপারটা খুবই অদ্ভুত এবং আশ্চর্যের। একজন খুনি আর অপহরণকারীর পাশে সৈকতে শুয়ে থাকার অনুভূতিটাকে অন্য কিছুর সাথে তুলনা করা সম্ভব না। আমি বারবার আমার পরিকল্পনা নিয়ে ভাবছি এবং সম্ভাব্য সাফল্যের কৌশল বিবেচনা করছি।

আমাকে সমস্ত দ্বিধা দূর করে মনোযোগের সাথে সব ধরণের আবেগ দূরে রেখে কাজটা করতে হবে। আমার বার বার শুধু চিৎকার করে একটা কথাই জেজির কাছে জানতে ইচ্ছে করছে, *কিভাবে তুমি ম্যাগির মতো একটা বাচ্চা মেয়ের সাথে এরকম করতে পারলে?*

হঠাৎ দেখতে পেলাম সনেজি আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে বিশাল একটা হান্টিংনাইফ। তার এখানে আসার কোনো কারণ নেই, নেই কোনো সম্ভাবনা এমনকি কোনো সুযোগও। কিন্তু সে আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

BanglaBook.org

হঠাৎ ধরমড় করে উঠে বসলাম।

"কী ব্যাপার বেবি, তুমি কি কোনো খারাপ স্বপ্ন দেখছিলে?"

"ওহ্, হ্যা? আমি কি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম? কতোক্ষণ?" বুঝলাম সারারাত না ঘুমানোর কারণে আমার চোখ লেগে এসেছিলো।

"বেশিক্ষণ না। কাছে এসো," বলে সে আমাকে জড়িয়ে ধরলো। আমার বুকের উপরে গাল রেখে শুয়ে পড়লো।

"চলো একটু হাঁটি, শুয়ে থাকতে ভালো লাগছে না," জেজিকে বুকের ওপর থেকে সরিয়ে দিয়ে আমি উঠে বসলাম।

জেজি শুয়ে শুয়েই আমার কোমর জড়িয়ে ধরলো। "না, আমার শুয়ে থাকতেই ভালো লাগছে।"

"বললাম না চলো হাটি," বলে আমি লোহার মতো শক্ত হাতে জেজির একটা হাত ধরে টেনে তুললাম।

"আরে তুমি কি পাগল হলে নাকি? আমি ব্যাথা পেয়েছি," জেজি লাল হয়ে যাওয়া হাত ডলতে ডলতে বললো।

"জেজি, তোমার সাথে আমার জরুরি কথা আছে।"

"আরে কী শুরু করলে, আমরা না এখানে বেড়াতে এসেছি। তুমিই না বললে কোনো কাজের কথা হবে না। এখন তুমিই কাজের কথা শুরু করতে চাইছো।"

আমি জেজির দুই কাঁধ শক্ত করে চেপে ধরে ওর চোখে চোখ রেখে বললাম, "জেজি আমি জানি তুমি কী করেছো। তুমিই সনেজির কাছ থেকে ম্যাগিকে চুরি করেছো আর ম্যাগিকে তুমিই খুন করেছো!"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ৮৫

সত্যিকারের অভিনেত্রি। জেজির মুখের হাসি এতোটা ম্লান হলো না। সে হাসি মুখেই বললো, "অ্যালেক্স, কী বলছো এসব? দুষ্টামি করার জন্য আর কথা পেলে না!"

আমি জেজির কাঁধে চাপ বাড়ালাম, "আর অভিনয় নয় জেজি, আমি সব জানি।"

জেজির মুখের ভাব ধীরে ধীরে বদলে গেলো। অবশেষে তার মেকি হাসিটা আর সে ধরে রাখতে পারলো না। তার জায়গায় দেখা দিলো এক ধরণের কাঠিন্য, নিষ্ঠুরতা। "তুমি কী জানতে পেরেছো, অ্যালেক্স?"

"প্রায় সবই কিন্তু আরো কিছু ব্যাপার আমি জানতে হবে।"

"কী জানতে চাও তুমি?"

"বিস্তারিত বলো, আমি সব জানতে চাই," বলে আমি জেজির দুই কাধঁ শক্ত ক'রে ধরে ঝাঁকুনি দিলাম।

জেজির মুখ লাল হয়ে গেছে, নিঃশ্বাস নিচ্ছে বড় বড় করে। "ঠিক আছে বলছি। আমরা শুধুমাত্র আমাদের কাজ করছিলাম এবং এটাই সত্যি। প্রথমে একবার কলাম্বিয়ানরা মি. গোল্ডবার্গকে হুমকি দেয়। উনি এতে বেশ ভয় পেয়ে যান এবং নিজের জন্যে সিক্রেট সার্ভিসের সহায়তা চান।"

"আর তখনি তুমি ওই দুজনকে নিয়োগ দাও।"

"আসলে ওরা দুজনেই আমার পুরনো পরিচিত এবং ভালো বন্ধু। আমি ওদেরকে নিয়োগ দিলেও সবকিছু স্বাভাবিকই চলছিলো। তারপর মাইক প্রথম একদিন বুঝতে পারে স্কুলের একজন শিক্ষক, অংকের শিক্ষক গেরি সনেজি মাইকেল গোল্ডবার্গের বাড়ির ওপরে নজর রাখছে। এরপর থেকেই আমরা পালা করে তার ওপরে নজর রাখা শুরু করি।"

"স্যান্ডার্সদের বাড়ির বাইরে এদেরই একজন ছিলো তাহলে?"

"চার্লি ছিলো ওখানে। সে সনেজিকে ফলো করতে করতে ওখানে যায়। কিন্তু ও জানতো না সনেজি ওখানে কী করছে। পরে খবরের কাগজে বের হলে আমরা বুঝতে পারি সে আসলে ওখানে কী করছিলো। কিন্তু সেটা অনেক পরে।"

"সনেজির ব্যাপারে অস্বাভাবিক কিছু তোমাদের নজরে পড়ে কখন?"

"আসলে অপহরণের আগপর্যন্ত আমরা কিছুই বুঝতে পারি নি। অপহরণের দু'দিন আগে মাইক ওকে অনুসরণ করে মেরিল্যান্ডের ওই খামারে যেতে দেখে।

BanglaBook.org

অপহরণের পর আমরা অনুমান করি সে ওদেরকে ওখানে নিয়ে যেতে পারে।"

"তখন তোমরা পরিকল্পনা বদলে ফেলো, তাই না?"

"আসলে অপহরণের পর মাইক আমাকে ফোন করে ওখানে যেতে চায় কিন্তু আমিই মানা করে দেই। আমি ওদেরকে ধৈর্য ধরতে বলি এবং পরিস্থিতির ওপর নজর রাখতে বলি। আসল আমি ভেবেছিলাম গেরি সনেজি সাধারণ একজন অ্যামেচার অপহরণকারী। কিন্তু এরপর সবকিছু বদলে যায়..."

"মাইকেলের মৃত্যুর পর, তাই না?"

"হ্যা, মাইকেল গোল্ডবার্গের মৃত্যুর পর আমরা রীতিমতো ভয় পেয়ে যাই এবং ম্যাগিকে ওখান থেকে সরিয়ে ফেলি। আমরা মুক্তিপণের টাকা দাবি করি।"

"আর এখানেই আগমন ঘটে আমার। মানে তুমিই আমাকে যুক্ত করো টাকা বহনের জন্যে। কেন জেজি?"

"কারণ আমি জানতাম তুমি যেকোনো মূল্যে টাকাটা পৌছে দিবে যাতে মেয়েটার কোনো ক্ষতি না হয়। একমাত্র তুমিই সবচেয়ে বেশি দায়িত্বের সাথে কাজটা করতে পারবে।"

"হ্যা, তুমি আমাকে ব্যবহাব করেছো জেজি। আমার সাথে ঘনিষ্ঠ হয়েছো শুধুমাত্র ভেতরের সব তথ্য জানার জন্যে এবং আমাকে ব্যবহার করেছো টাকা ডেলিভারির কাজে। চমৎকার জেজি।"

"বিশ্বাস করো অ্যালেক্স, আমি যা করেছি তার কোনো ক্ষমা নেই কিন্তু তোমার প্রতি আমার ভালোবাসা পুরোপুরি সত্যি, খোদার কসম তোমার প্রতি আমার ভালোবাসায় কোনো খাদ নেই," বলে জেজি খানিকটা এগিয়ে এলো।

আমি নিজেকে সাবধান করে দিলাম এই মেয়েটার মতো বিপজ্জনক মানুষ আর হয় না। হয়তো ওর সাথেও আমার মতো পিস্তল আছে। "জেজি, ম্যাগির কী হয়েছে? কী করেছো তোমরা ওকে?"

"এটা আমি তোমাকে বলতে পারবো না, অ্যালেক্স। তুমি যা জানতে চেয়েছো আমি বলেছি, এটা আমাকে জিজ্ঞেস করো না, প্লিজ," বলে জেজি পেছন ফিরে হাটতে লাগলো।

আমি এগিয়ে গিয়ে ওর হাত মুচড়ে ধরলাম "তোমাকে বলতে হবে জেজি।" জেজিকে সোজা ক'রে দেখি ওর চোখে পানি। এক মুহূর্তের জন্যে ভড়কে গেলাম। এই সুযোগটাই নিলো জেজি, আচমকা টান দিয়ে আমার হাত ছাড়িয়ে দৌড় দিলো। আমি তার পেছনে দৌড় দিয়ে কয়েক হাত যেতেই ওকে ধরে ফেললাম। একটা হাত মুচড়ে ধরে ওকে ঠেসে ধরলাম বালির সাথে।

চিৎকার করে জানতে চাইলাম, "বলো জেজি, ম্যাগি রোজের কী হয়েছিলো? বলো জেজি।" জেজির হাতটা এক হাতে ধরে অন্য হাতটা দিয়ে ওকে ঠেসে ধরেছি বালির সাথে।

BanglaBook.org

"থামো অ্যালেক্স," দূর থেকে চিৎকারটা শুনে থেমে গেলাম।

ঘনবনের এক প্রান্ত থেকে স্যাম্পসন আর দুজন এফবিআই এজেন্ট দৌড়ে আসছে। স্যাম্পসনের হাতে একটা দূরপাল্লার মাইক্রোফোন। ওরা তিনজন কাছে এসে আমাদেরকে ঘিরে ধরলো। একজন এজেন্ট জেজিকে তুলে হাতকড়া পরিয়ে দিলো। "মিস জেজি ফ্ল্যানাগান, ডিটিকটিভ ক্রশের সাথে আপনার সমস্ত কথোপকথন রেকর্ড করা হয়েছে এবং এটা আদালতে আপনার স্বীকারোক্তি হিসেবে ব্যবহার করা হবে। ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট।"

আমি স্যাম্পসনের দিকে তাকিয়ে মৃদুহাসি দিলাম। সবকিছু পরিকল্পনা মাফিকই হয়েছে। এর এক ঘণ্টা পর পরের ফ্লাইট ধরে আমি আর স্যাম্পসন ফিরে এলাম ওয়াশিংটনে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ৮৬

ডিসিতে ফিরে আসার দুদিন পর আমার আর স্যাম্পসনের আবার বের হতে হলো। এবার আমাদের গন্তব্য ইউনি, বলিভিয়া। অবশেষে ম্যাগি রোজ ডানের সন্ধান পাওয়া গেছে। জেজি টানা কথা বলতে শুরু করেছে। কর্তৃপক্ষের সাথে নয় আমার সাথে। সে-ই জানিয়েছে ম্যাগি রোজের অবস্থানের ব্যাপারে।

বিরাট লম্বা জার্নি শেষে আমরা জিপে ক'রে গন্তব্যের উদ্দেশ্যে যাচ্ছি। আমাদের সাথে আছে ইউএস ট্রেজারির একজন এজেন্ট, আমাদের ড্রাইভার এবং টমাস ও ক্যাথরিন রোজ ডান।

মাইক ডিভাইনের ছিন্নভিন্ন দেহ পাবার খবর শুনে জেজি এবং চার্লি দুজনেই সহায়তা করার কথা জানিয়েছে। দুজনেই ম্যাগির খবর জানাতে আগ্রহী। মাইককে পাওয়া গেছে তার ওয়াশিংটন অ্যাপার্টমেন্টে কিন্তু সনেজি এখনো নিখোঁজ। নিশ্চিত সে আমাদের বলিভিয়া যাত্রার কথা টিভিতে দেখছে।

অপহরণ কেসের ব্যাপারে চার্লি চাকলি এবং জেজির বয়ান প্রায় কাছাকাছিই মিলে গেছে। দুজনেই স্বীকার করেছে দশ মিলিয়ন ডলার মেরে দেয়ার পর তাদের পক্ষে ম্যাগিকে ফিরিয়ে দেয়া আর সম্ভব ছিলো না। তারা বিশ্বাস করাতে চেয়েছিলো সনেজিই আসলে অপহরণকারী।

ছোট্ট ভ্যানটার ভেতরে সবাই চুপচাপ বসে আছি। আমি মনোযোগ দিয়ে ক্যাথরিন রোজ আর থমাসকে দেখছিলাম। যাত্রার শুরু থেকেই দুজনে একটা কথাও বলে নি। এখনো দুজনে একটু দূরত্ব বজায় রেখে বসে আছে। আমার মনে পড়ে গেলো এর আগে একদিন ক্যাথরিন আমাকে বলেছিলো ম্যাগির অপহরণ তাদের বিবাহিত জীবনের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে। যাত্রাপথে একবার ক্যাথরিনের সাথে আমার কথা হয়েছে, সে আমাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়েছে সবকিছুর জন্যে।

আমি আশা করছি ম্যাগিকে এখন ঠিকঠাক পাওয়া গেলেই হয়।

আমাদের ছোট্ট ভ্যানটা ইউনি গ্রামের পাহাড়ি রাস্তা ধরে ছুটে চলেছে। রাস্তাগুলো বানানো হয়েছে পাহাড় কেটে। মাঝে মাঝে দুয়েকটা বাড়ি ঘর চোখে পড়ছে। ম্যাগির খোঁজ পাওয়া গেছে যেখানে সেই বাড়িটার সামনে এসে আমরা থেমে গেলাম। পুরনো ভাঙা বাড়িটার সামনে এগারো বছরের ছোট্ট ম্যাগি দাঁড়িয়ে আছে। পেটিনো নামের এই পরিবারটার সাথে সে গত দুই বছর ধরে বাস করছে। ম্যাগির মতো আরো প্রায় ডজনখানেক এরকম মেয়ে নাকি আছে এই বাড়িতে।

BanglaBook.org

বাড়িটার শখানেক গজ দূরে আমাদের ভ্যানটা এসে দাঁড়ালো। দূর থেকেই আমি পরিস্কার ম্যাগিকে দেখতে পাচ্ছি। তার পরনে অন্য বাচ্চাদের মতোই ঢিলা শার্ট আর স্কার্ট। রোদে পুড়ে তার গায়ের রঙ বেশ গাঢ় হয়ে গেছে, শরীরটাও আগের চেয়ে বেশ সবল দেখাচ্ছে। তবে এতো ঝড় সত্ত্বেও ম্যাগিকে তার মায়ের মতোই সুন্দরি দেখাচ্ছে সোনালি চুলে।

পেটিনো পরিবারের কোনো ধারণাই ছিলো না মেয়েটা কে। তাদেরকে টাকা দেয়া হয়েছিলো এই মেয়েটাকে রাখার জন্যে। তারা পারিবারিকভাবেই সব্জির চাষ করে এবং সব্জি চাষের জন্যে তাদের লোক দরকার হয়। এরকম মেয়ে এখানে আরো আছে। তাদের ওপরে নির্দেশ ছিলো কোনোভাবেই যেনো এই মেয়েটাকে এখান থেকে বের হতে দেয়া না হয়। আর যদি সে পালিয়ে যায় তবে তাকে অন্ধকারে বন্দি করে রাখা হয়। কয়েকদিন আগেও ম্যাগি পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিলো এবং তাকে কাছের শহর থেকে ধরে নিয়ে আসে পেটিনো পরিবার। ম্যাগিকে বাড়িতে না পেয়ে তারা আগে থেকেই ওই শহরে ওৎ পেতে ছিলো। ম্যাগিকে একটা পেট্রোল পাম্প থেকে ধরে আনে তারা। বলিভিয়ার আমেরিকান অ্যাম্বেসি থেকে যোগাযোগ করা হলে তারা ম্যাগির উপস্থিতির কথা স্বীকার করে এবং সব বিস্তারিত জানায়।

আমি ম্যাগির ওপর থেকে চোখ সরাতে পারছি না। এই মেয়েটার ছবি কতো অসংখ্যবার পত্রিকা আর অফিসিয়াল ফাইলে দেখেছি। অথচ সামনে দেখেও বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে একে আসলেই দেখছি।

ম্যাগি রোজ আমাদেরকে দেখে হাসলো না। কোনো প্রতিক্রিয়াও দেখালো না। আমার ধারণা মেয়েটা এখনো বুঝতেই পারছে না আসলে তার চারপাশে কী ঘটছে। হঠাৎ তার মায়ের দিকে চোখ পড়াতে সে চমকে উঠলো। এক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে চিৎকার করে উঠলো, "মাম্মি।" ক্যাথরিন রোজ আর টমাস ডান দৌড়ে গিয়ে জাপটে ধরলো তাদেব মেয়েকে।

আমার কেন জানি এই মুহূর্তে জেজি'র কথা মনে পড়ে গেলো। তার গলাটা চেপে ধরে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছে টাকার বিনিময়ে একটা বাচ্চা মেয়ের সাথে সে এই আচরণটা কী করে করতে পারলো।

আমি স্যাম্পসনের দিকে তাকালাম। তার চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ছে।

"অ্যালেক্স, আমরা বোধহয় জীবনের সেরা কাজটা করতে পেরেছি।"

আমি কিছু বললাম না। শুধু সন্তুষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রইলাম।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৮৭

দ্য ক্রশ হাউজ

দ্য ক্রশ হাউজ, বাড়িটা ঠিক তার চোখের সামনে সদর্পে দাঁড়িয়ে আছে। নিজ মহিমায় উজ্জ্বল।

গেরি সনেজি একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বাড়িটার দিকে। বাড়ির বিভিন্ন অংশে জ্বলতে থাকা আলোগুলো যেনো তাকে সম্মোহিত করে ফেলেছে। কয়েকবার জানালায় বয়স্ক এক নারীর অবয়ব তার চোখে পড়েছে। সনেজি খুব ভালো করেই জানে এটা কে। মহিলার নাম নানা মামা। বিগত সাত দিনে অ্যালেক্স ক্রশের ব্যাপারে সব বিস্তারিত খবর নিয়েছে সনেজি। ক্রশ বাড়িটাতে এই বয়স্ক মহিলা, আর দুটো বাচ্চা ড্যামন আর জেনেলিকে নিয়ে বাস করে। ক্রশেব স্ত্রী মারিয়া কিভাবে মারা গেছে এটাও সে জানে।

সনেজির চিন্তাভাবনা এই মুহূর্তে এই বাড়িটাকে ঘিরে আলোড়িত হচ্ছে। তার ছোট্ট একটা পরিকল্পনা আছে এই বাড়িটা নিয়ে। খুব দ্রুতই সে কাজে নামতে যাচ্ছে। কাজের আগে এই মুহূর্তটা সে সবসময়ই খুব উপভোগ করে। ব্যাপারটা অনেকটা তার কাছে মনে হয় হরিণকে গুলি করার আগে বন্দুকের টেলিস্কোপিক সাইট দিয়ে অসহায় শিকারের চেহারা দেখার মতো। শিকার জানেও না তার ওপরে আঘাত আসতে যাচ্ছে।

ধীরে ধীরে সনেজি তার জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। তাকে বাড়িটার আরো কাছে যেতে হবে। সে কাছে এগিয়ে গিয়ে পুরো বাড়িটা চারপাশ থেকে দুবার চক্কর দিলো। সময়টা রাত দুটোর বেশি। কাছে পিঠে কেউ নেই। আশেপাশের বাড়িগুলোও অন্ধকার। তার মানে বেশিরভাগ লোকজনই ঘুমিয়ে গেছে। সনেজি বাড়িটা চক্কর দেয়া শেষ করে বাড়ির সামনের দিকে ফুলের একটা ঝোঁপের ভেতরে এসে বসলো।

সে ধীর ধীরে নিঃশ্বাস নিয়ে নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করছে। বার কয়েক নাক দিয়ে নিঃশ্বাস নিয়ে মুখ দিয়ে ছাড়লো। ঝোঁপেব ভেতর থেকে উঠে এসে বাড়ির একপাশের দেয়ালে হেলান দিয়ে বসলো। এখান থেকে কোনোভাবেই তাকে চোখে পড়া সম্ভব না। শেষবারের মতো বড় ক'রে একটা নিঃশ্বাস নিয়ে সে মৃদুস্বরে বললো, "এটাই আমার পারফেক্ট ক্রাইমের শেষ ধাপ। এরপর আমি আবার আমার মাস্টারপ্ল্যান নিয়ে এগোবো।"

সনেজি চোখ বন্ধ করে বাড়িটার নকশাটা মনে করার চেষ্টা করলো। তার

BanglaBook.org

অসাধারণ স্মৃতিশক্তি তাকে ধোঁকা দিলো না। প্রতিটা সূক্ষ্মতর জিনিস তার মনে পড়ে যাচ্ছে। সে ধীরে ধীরে নিজের পরিকল্পনা আরেবার ঝালাই করে নিলো। বাচ্চাদের ঘর, নানা মামার থাকার সম্ভাব্য জায়গা এবং অ্যালেক্সের ঘুমানোর ঘর সে মোটামুটি পড়াশুনা করে আন্দাজ করে নিয়েছে। এবার তাকে আঘাত হানতে হবে।

কিভাবে কোন্ দিকে দিয়ে প্রবেশ করে কাজটা করবে, প্রথম ধাপ থেকে শুরু করে প্রতিটা ধাপ সে পরিস্কার মনে করে নিলো। সব পরিকল্পনা আরেকবার ঝালাই করে নিয়ে মনে মনে বললো *অ্যালেক্স ক্রশ আজ আমি এমন কিছু ঘটাতে যাচ্ছি যা তুমি কোনোদিন ভুলতে পারবে না।*

অবশেষে গেরি সনেজি উঠে দাঁড়িয়ে বাড়ির দিকে এগোলো।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ৮৮

"অ্যালেক্স, আমাদের বাড়ির ভেতরে কেউ প্রবেশ করেছে," নানা মামা আমার কানে কানে ফিসফিস করে বললো। আধো ঘুম থেকে জেগে উঠলেও আমি খুব দ্রুত উঠে বসলাম। বহু বছরের পুলিশি জীবনের অভিজ্ঞতায় আমি এই কাজটা খুব দ্রুত করতে শিখেছি।

উঠে বসেই আমি নানাকে ধরে একপাশে বসিয়ে দিলাম। তারপর বড় ক'রে একটা নিঃশ্বাস নিয়ে কান পেতে চেষ্টা করলাম শব্দ শোনার । যে-কোনো শব্দই এই মুহূর্তে আমাকে নিশ্চিত করার জন্যে যথেষ্ট। কোথায় যেনো একটা খুট খুট শব্দ হচ্ছে। তার মানে অবশ্যই কেউ ভেতরে প্রবেশ করেছে।

"নানা, তুমি এখানেই থাকো আমি না-ডাকা পর্যন্ত বের হবে না," আমি ফিসফিস করে নানাকে বললাম। "যখন আর কোনো বিপদ থাকবে না আমি চিৎকার করে জানাবো।

"অ্যালেক্স, আমি কি পুলিশে খবর দিবো?" নানা ভয়ে কাঁপছে।

"না, কোনো দরকার নেই। ওরা যা কবতে পারবে আমিও তাই পারবো। তুমি এখানেই থাকে।"

"অ্যালেক্স বাচ্চারা...

"চুপ, নানা। আমি দেখছি, তুমি দয়া করে এখানেই থাকো, প্লিজ।"

আমি একটা বেজবল ব্যাট হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। অন্ধকার হলওয়েতে কারো ছায়াও নেই। তবে আমি জানি কেউ একজন অবশ্যই ভেতরে প্রবেশ করেছে এবং সেটা কে তাও আমি জানি। ম্যাগি রোজকে নিরাপদে তার বাড়িতে পৌছে দেয়ার পর এরকম একটা সন্দেহ আমার হয়েছিলো। তবে খুব একটা পাত্তা দেই নি।

আমি ধীরে ধীরে বাচ্চাদের রুমের দিকে এগোলাম। ড্যামন আর জেনেলি আরামে ওদের বিছানায় ঘুমাচ্ছে। ওদেরকে কোলে নিয়ে আমি নানার কাছে পৌছে দিলাম। আমার এখন পিস্তলটা হাতে দরকার। ওপরের তলায় সতর্কতাস্বরূপ আমি কোনো পিস্তল রাখি না কারণ বাচারাও এই তলায় থাকে। ওটা আছে নিচে একটা কাবার্ডের ড্রয়ারে। আগে ওটা হাতে পেতে হবে।

আমি সন্তপর্নে নিচে নেমে এলাম। নিচের তলাটা একদম অন্ধকার। এরকমটা থাকার কথা না। কারণ নিচে একটা লাইট সবসময়েই জ্বলে। তার মানে সনেজিই ওটা বন্ধ করে দিয়েছে। আমার স্যান্ডার্স আর টার্নারদের হত্যাকান্ডের ঘটনা মনে পড়ে গেলো। সনেজি অন্ধকার ভালোবাসে। তার মানে

BanglaBook.org

সে...

হঠাৎ প্রচন্ড জোরে কিছু একটা আঘাত করলো আমার মাথার পাশে। আঘাতটা এতোটাই আচমকা এবং দ্রুত আমি কিছুই করতে পারলাম না।

মুহূর্তের ভেতরে আমি পড়ে গেলাম। চোখের সামনে সবকিছু ঝাপসা দেখছি।

"ড. ক্রশ!" এবার তোমার না, আমার খেলা চলছে," বলে সে এগিয়ে এসে আমাকে একটা লাথি মারলো।

সনেজির হাত রক্তে মাখামাখি। মেঝেতেও রক্তের ধারা বয়ে যাচ্ছে। ব্যাপার কি? এগুলো কার রক্ত? নানা মামা আর বাচ্চারা ওপরে। হঠাৎ বুঝে গেলাম, সনেজির হাতে একটা লম্বা বিরাট ছুরি। এই ছুরিটা দিয়েই সে সবসময় খুন করে। স্যান্ডার্স, টার্নার, ভিভিয়ান কিম সবাইকে সে এই ধরণের ছুরি দিয়েই খুন করেছে। আর এই রক্ত অন্য কারোর নয়, আমার নিজের। সে প্রথমে আমাকে মাথার পাশে আঘাত করে এবং প্রায় সাথে সাথেই আমাব কাঁধে ছুরিটা ঢুকিয়ে দেয়। প্রথম আঘাতের ধাক্কার কারণে আমি দ্বিতীয়টা টেরই পাই নি।

"ড. ক্রশ! সনেজি আমার ওপরে ঝুঁকে এলো। "সবার সেরা কে জানো? আমি। তুমি না।" বলে সে ছুরিটা আবারো তুললো। আমি দূর্বলভাবে তার ছুরি ধরা হাতটা ধরে ফেললাম। কিন্তু সনেজির গায়ে অসুরের শক্তি। সে একটানে সেটা ছাড়িয়ে নিয়ে আবারো ছুরি তুললো।

ঠিক সেই মুহূর্তে ওপর থেকে কিছু একটা ছুটে এসে তার মাথায় আঘাত করলো। সনেজি উঠে দাঁড়ালো আমাকে ছেড়ে। ওপরে রেলিঙের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে নানা, তার হাতে একটা ফুলদানি। সে-ই এর আগে আরেকটা ফুলদানি সনেজির মাথায় মেরেছে।

"এটা আমাদের বাড়ি, পিশাচ কোথাকার! বেরিয়ে যা এখান থেকে," নানা মামা চিৎকার করে বললো। তার ঠিক পাশেই এসে দাঁড়িয়েছে ড্যামন আর জেনেলি। দুজনেই চিৎকার করে কাঁদছে।

আমি নানার ফুলদানির আঘাতে সনেজির কপাল থেকে রক্ত পড়তে দেখলাম। সনেজি রাগে অন্ধ হয়ে দোতলার সিঁড়ির দিকে এগোলো। আমি অসহায় চোখে দেখছি। একবার সে ওপরে উঠতে পারলে কী ঘটবে সেটাও বুঝতে পারছি। হঠাৎ চোখ পড়লো আমার পাশেই একটা সাইড টেবিলে রাখা নানার সেলাইয়ের সরঞ্জামাদির ওপরে। হাত বাড়িয়ে সবচেয়ে বড় কেঁচিটা তুলে নিয়ে একলাফে সোজা গিয়ে পড়লাম সিঁড়ি দিয়ে উঠতে থাকা সনেজির ওপরে।

কেঁচিটা সোজা ঢুকিয়ে দিলাম তার পিঠ দিয়ে। আমি একহাতে ছুরিটা ধরে আরেক হাতে তাকে জড়িয়ে ধরলাম। দুজনেই সিঁড়ি থেকে গড়িয়ে পড়ে গেলাম নিচে। আমি সনেজির মুখের ওপরে ঝুঁকে বললাম, "এবার কার রক্ত ঝড়ছে?

BanglaBook.org

গেরি সনেজির নাকি গেরি মারফির?" বলে কেঁচিটা টান দিয়ে বের করে এবার তার পেটে ঢুকিয়ে দিলাম।

দুজনেই দুজনার রক্তে গড়াগড়ি খাচ্ছি। "তুমি আমাকে ধরতে পারবে না অ্যালেক্স ক্রশ।" বলেই সে হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠে দাঁড়িয়ে টলতে টলতে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলো।

আমিও বহুকষ্টে উঠে বসলাম। মনে মনে বললাম, *এবার আমিও তোমাকে পালাতে দেবো না গেরি সনেজি।*

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ৮৯

আমি টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়ে কাবার্ডের দিকে এগোলাম। পিস্তলটা নিয়ে একবার চেক করেই বেরিয়ে এলাম বাইরে। বাইরের গেট হাট করে খোলা। চারপাশে রক্তের ছড়াছড়ি। এমনকি আমার কাঁধ আর মাথার পাশ থেকেও রক্ত বেরিয়ে আসছে ক্রমাগত। কিন্তু পরোয়া না করে আমি রক্তের ট্রেইল ধরে সনেজির পিছু নিলাম।

বাইরে এখন সকাল হবে হবে কিন্তু রাস্তাঘাটে একটা লোকও নেই। প্রচন্ড ঠান্ডার ভেতরে কাঁপতে কাঁপতে আমি এগিয়ে যেতে লাগলাম। মনে শুধু একটাই উদ্দেশ্য কোনোভাবেই সনেজিকে পালিয়ে যেতে দেয়া যাবে না। তবে একটা ব্যাপারে ভয় লাগছে, হারামিটা রাস্তাঘাটের কোথাও ঘাপটি মেরে নেই তো? হয়তো পেছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

আমি রক্তের পিছু নিতে নিতে আমার পাশের ব্লকে ফিফথ স্ট্রিটে চলে এলাম। খানিকটা অবাক হচ্ছি রক্তের চিহ্ন এই ব্লকের মেট্রো রেল স্টেশানের দিকে এগোচ্ছে।

আমি এই দূর্বল অবস্থাতেও প্রায় দৌড়াতে দৌড়াতে স্টেশানের প্রবেশ পথের দিকে এগোলাম। এই বদমাশটা একবার কোনো ট্রেনে চেপে বসলে ওকে ধরা খুবই দুঃসাধ্য হয়ে যাবে।

কিন্তু স্টেশানের বাইরে অবাক হয়ে খেয়াল করলাম হঠাৎ করে রক্তের চিহ্ন গায়েব হয়ে গেছে। সনেজি কি তবে অন্য কোনো দিক দিয়ে গেছে? আমি পাগলের মতো চারপাশে খুজতে লাগলাম কিন্তু সনেজির কোনো চিহ্নই নেই। চলে এলাম স্টেশনের ভেতরে। সনেজি এখানেই কোথাও আছে। স্টেশনে একটু একটু করে লোকজন আসতে শুরু করেছে। দুয়েকজন খুব অবাক চোখে আমাকে দেখছে। খালি পা, ট্রাউজার আর গেঞ্জি পরনে, সারা শরীর রক্তে ভেজা আবার হাতে পিস্তল। অবাক হবারই কথা।

আমি এক সকালবেলার পত্রিকা বিলি করার দোকানের সামনে এসে থেকে গেলাম। লোকটা মাত্র তার পত্রিকার বান্ডিল নামিয়ে রেখে দোকান খুলছে আমি আর না পেরে ওর পত্রিকার বান্ডিলের ওপরে বসে পড়লাম। লোকটা প্রথমে আমাকে দেখতে পায় নি। কিন্তু দেখেই চিৎকার করে উঠলো। "প্লিজ প্লিজ আমাকে গুলি করবেন না।"

আমি হাত নেড়ে তাকে আশ্বস্ত করলাম। "আমি একজন পুলিশ, প্লিজ এখুনি মেয়র মনরোর অফিসে একটা কল করুন।"

BanglaBook.org

লোকটা অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। "আপনি আসলেই পুলিশ?"

"হ্যা হ্যা, প্লিজ জলদি করুন তা না হলে একটা ভয়ঙ্কর অপরাধী পালিয়ে যাবে।"

লোকটা ডায়াল ঘুড়িয়ে ফোন করলো। আমি যা আশা করেছিলাম তার প্রায় অর্ধেক সময়ের ভেতরে স্টেশনের বাইরে পুলিশ কার এসে থামলো। আমি স্যাম্পসনসহ আরো কয়েকজনকে দৌড়ে আসতে দেখলাম।

"অ্যালেক্স, তুমি ঠিক আছো?"

আমি মাথা নাড়লাম। আমি আসলে ঠিক নেই। "তোমরা এতো দ্রুত এলে কিভাবে?"

"আমরা নানার কল পেয়ে রওনা দিয়েছিলাম এর মধ্যে তুমি মেয়রের অফিসে ফোন করাতে সরাসরি এখনে চলে এসেছি।"

"আমার বাড়িতে কাউকে পাঠিয়েছো?"

"হ্যা, ওদিকেও দুটো পুলিশের গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছি।"

"সনেজি এদিকেই কোথাও আছে। চারপাশটা ভালোভাবে খুঁজে দেখো। ও আহত, বেশি দূরে যেতে পারার কথা না।"

স্যাম্পসন ডেপুটিদেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়ে আমাকে ওঠালো। ধরে নিয়ে এলো স্টেশানের বাইরে। আমি ডেপুটিদেরকে দেখিয়ে দিলাম স্টেশনের বাইরে সনেজির রক্ত চিহ্ন যেখানে শেষবারের মতো দেখা গেছে।

স্যাম্পসন আমাকে গাড়িতে ক'রে বাড়িতে নিয়ে এলো। স্যাম্পসনের সান্নিধ্যে আমি বেশ নিরাপদ বোধ করছি। কিন্তু একটা অস্বস্তিও লাগছে। সনেজি ধরা না পড়া পর্যন্ত এই অস্বস্তি কাটবে না।

স্যাম্পসনের গাড়ি আমার বাড়ির বাইরে এসে থেমে গেলো। আমি বাড়ির সামনে নেমে দেখি বাড়িব দরজা হাট করে খোলা বাইবে পুলিশের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু কারো চিহ্ন নেই। হঠাৎ মাথায় খেলে গেলো সনেজি কিছু করে নি তো। আমি স্যাম্পসনকে নিয়েই টলতে টলতে এগোলাম।

না, সব ঠিকই আছে, পুলিশেরা বাড়ির ভেতরে ঢুকেছে। নানা আর বাচ্চাদেরকে আগলে দাঁড়িয়ে আছে দুজন অফিসার। আমি স্যাম্পসনকে বললাম ডেপুটিদেরকে নিয়ে আমার বাড়িটা চারপাশ থেকে ভালোভাবে চেক করতে। এমনকি আমার বাড়ির বেইজমেন্ট আর সেলারও চেক করতে বললাম।

স্যাম্পসন আমাকে একজন ডাক্তারের দায়িত্বে রেখে বাড়ির ভেতরে চলে গেলো চেক করতে। একজন ডিউটি ডাক্তার আমাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিচ্ছে আর আমি শুয়ে শুয়ে ভাবছি সনেজির পরবর্তী পদক্ষেপ কী হতে পারে। সে সবসময় নিজেকে সেরা ভাবে, সে এখন কী করতে পারে বা কোনদিকে যেতে পারে।

BanglaBook.org

হঠাৎ বাইরে থেকে স্যাম্পসন দৌড়ে এলো। "অ্যালেক্স, সনেজির সন্ধান পাওয়া গেছে। সে এখন হোয়াইট হাউজের সামনে। মেট্রো স্টেশনের বাইরে থেকে সে একটা গাড়ি চুরি করে পালায়। এই কারণেই স্টেশনের বাইরে তার রক্তের চিহ্ন গায়েব হয়ে গেছে। সেখান থেকে সে আহত অবস্থায় গাড়ি চালিয়ে হোয়াইট হাউজের দিকে যেতে থাকে এবং কাছাকাছি পৌছে একটা পুলিশ কারের সাথে অ্যাক্সিডেন্ট করে। গাড়ি থেকে নেমে অ্যাক্সিডেন্টে আহত পুলিশের পিস্তল চুরি করে স্কুলগামী দুটো বাচ্চাকে জিম্মি করে এখন সে হোয়াইট হাউজের ঠিক সামনের রাস্তায়ই আছে। আমি যাচ্ছি।"

আমি মনে মনে ঝড়ের বেগে চিন্তা করছি। হোয়াইট হাউজ, সনেজি নিজেকে সবার সেরা মনে করে। একদম মিলে যায়।

"দাঁড়াও স্যাম্পসন, আমিও যাবো।"

"আরে তুমি এই অবস্থায় যেতে পারবে? মারা যাবে তো?"

আমি টেনে টুনে উঠে দাঁড়ালাম। প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে দেয়াতে এখন আর আগের মতো খারাপ লাগছে না। "শোনো স্যাম্পসন, সনেজিকে সামলানোর ক্ষমতা কারো থাকলে একমাত্র সেটা আমারই আছে। চলো।"

আমি আর স্যাম্পসন গাড়িতে করে পনেরো মিনিটের ভেতরেই জায়গামতো পৌছে গেলাম। আমার পরনে এখনো ট্রাউজার, তবে গেঞ্জির ওপরে একটা পরিস্কার শার্ট চাপিয়েছি আর পায়ে স্যান্ডল।

কাছাকাছি পৌছে দেখি চারপাশে মানুষের ভিড়। মাথার ওপরে পুলিশের হেলিকপ্টার চক্কর দিচ্ছে। সাংবাদিকদের ক্যামেরার ঝলকানিতে চারপাশ মুখরিত।

আমি আর স্যাম্পসন ভিড় ঠেলে সামনে এগোলাম। ডিউটি অফিসারকে পরিচয় দিতেই সে বিস্তারিতে জানালো। সনেজি অ্যাক্সিডেন্টে আহত পুলিশের কাছ থেকে পিস্তল চুরি করে স্কুলগামী দুটো বাচ্চাকে জিম্মি করে। এখন সে হোয়াইট হাউজের দেয়ালের সামনে অবস্থান নিয়ে আছে, বাচ্চা দুটোকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে। এখন পর্যন্ত কারো সাথে কথা বলে নি সে।

"আমার সাথে বলবে। আপনাদের ফগহর্নটা আমাকে দিন, প্লিজ।"

পুলিশ অফিসার একটু দ্বিধা করে সেটা আমার দিকে এগিয়ে দিলো। "সনেজি, আমি অ্যালেক্স ক্রশ। তোমার সাথে কথা বলতে চাই।"

সনেজি ইশারা করে আমাকে সামনে এগোতে বললো।

আমি স্যাম্পসনের কানে কানে একটা কথা বলে পিস্তলটা কোমরে গুজে সামনে এগোলাম।

দৃশ্যটা দেখার মতো। দেয়ালের সামনে সনেজি দুটো বাচ্চাকে ঢাল হিসেবে

BanglaBook.org

ব্যবহার করে নিচু হয়ে আছে, চারপাশে মানুষ পুলিশ আর সাংবাদিকদের ভিড়ের ভেতর থেকে আমি ট্রাউজার পরা রক্ত মাখা একটা লোক এগিয়ে যাচ্ছি।

আমি কাছাকাছি পৌঁছে দেখলাম সনেজি আক্ষরিক অর্থেই বাচ্চা দুটোকে ঢালের মতো ধরে আছে।

"কী চাও তুমি, সনেজি?" সনেজির কাছে থেকে আমার দূরত্ব পাঁচ হাতেরও কম।

"দেখেছো অ্যালেক্স, আমিই সেরা। দেখো আমার জন্যে কতো আয়োজন। এই পুলিশ, সাংবাদিক, ক্যামেরা হেলিকপ্টার সব আমার জন্যে এসেছে," সনেজির কণ্ঠস্বর বেশ দূর্বল, তার শরীর থেকে ঝড়ে পড়া রক্তে চারপাশ ভিজে আছে।

"সনেজি, অনেক হয়েছে, তুমি ঠিকই বলেছো তুমিই সেরা, এখন বাচ্চা দুটোকে ছেড়ে দিয়ে সারেন্ডার করো।"

"না, ক্রশ আমি এখানো সেরা নই, একটা কাজ বাকি আছে, তোমাকে শেষ করা..."

বলেই সনেজি ঝট করে উঁচু হয়ে গুলি করলো। আমি এরকম কিছুই আশা করছিলাম। তাই স্যাম্পসনের ওপরে আগেই নির্দেশ দেয়া ছিলো। স্যাম্পসন ইতিমধ্যেই কোণাকুনিভাবে অনেকটা এগিয়ে এসেছে। সনেজি পিস্তল তুলতেই সে পাশ থেকে সনেজির হাতে গুলি করলো। গুলি খেয়ে সনেজির হাত ঝট করে ওপরে উঠে যেতে তার গুলিটা আকাশের দিকে চলে গেলো। সনেজি গুলি খেতেই আমি তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। ওকে নিয়ে গড়িয়ে পড়ে গেলাম মাটিতে। স্যাম্পসন দৌড়ে এসে বাচ্চা দুটোকে উদ্ধার করলো।

সনেজিকে মাটিতে চেপে ধরেছি সে মৃদু স্বরে বললো, "অ্যালেক্স, শেষ পর্যন্ত তুমিই জিতে গেলে।"

রাগে আমার শরীর কেঁপে উঠলো। ওর গায়ে একটা লাথি দিয়ে বললাম, "হারামির বাচ্চা, মানুষের জীবন তোর কাছে খেলা, তাই না! মানুষের জীবন তোর কাছে হার-জিতের ব্যাপার! এবার জেলে গিয়ে যখন ইলেকট্রিক চেয়ারে বসবি তখন বুঝবি জীবন কতোটা মূল্যবান।"

BanglaBook.org

প রি শি ষ্ট

সাত দিন পর আমি ফলস্টোন কারাগারে সনেজির সেল থেকে বের হয়ে এলাম। আমার একটা হাত স্লিঙে ঝুলছে। এর মধ্যে দুই দিন আমাকে হাসপাতালে কাটাতে হয়েছে। এখন মোটামুটি সুস্থ। নানা মামা আর বাচ্চাদের ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেলেও ওরা এখন মোটামুটি আঘাতটা কাটিয়ে উঠেছে। আমি ওয়ালেসের কথা রাখতে ফলস্টোনে এসেছিলাম। ও আমাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়েছে সবকিছুর জন্যে। যদিও আমি কোনো যুক্তি খুঁজে পাই নি। কারণ আমি যা করেছি তা আমাকে করতেই হতো।

এরপর আমি ওর অফিস থেকে সনেজির সেলে ওকে দেখতে যাই। সে বেশ শান্তভাবেই শুয়ে আছে। সারা শরীরে ব্যান্ডেজ। আসলে তাকে এখন হাসপাতালেই রাখা উচিত ছিলো কিন্তু নিরাপত্তাজনিত কারণে তাকে সেলে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। সে সুস্থ হলেই নতুন ক'রে প্যানেল সাজিয়ে তার বিচার প্রক্রিয়া শুরু হবে।

সনেজির সেল থেকে বের হবার পর ওয়ালেস জানালো জেজিকেও এই কারাগারেই রাখা হয়েছে। সে জানতে চাইলো আমি দেখা করতে চাই কিনা। একবার ভাবলাম কী হবে দেখা করে কিন্তু পরে সিদ্ধান্ত পাল্টালাম।

জেজিকে এখনো বিশেষ সেলেই রাখা হয়েছে। কারণ তারও বিচার কার্য চলছে। আমি ওর সেলের বাইরে গিয়ে দাঁড়ালাম। জেজির পরনে কয়েদিদের কমলা রঙের পোশাক। এই কয়দিনে সে বেশ শুকিয়ে গেছে, চোখের নিচে কালি পড়েছে।

কিন্তু আমাকে দেখে সে বেশ শান্তভাবেই হাই বললো। জবাবে আমি শুধু তাকিয়ে রইলাম। দুজনেই দুজনার দিকে তাকিয়ে আছি। বেশ অস্বস্তিকর একটি মুহূর্ত। আমি ওর কাছে জানতে চাইলাম, "জেজি, তোমার কাছে আমি কিছুই জানতে চাইবো না। কোনো প্রশ্ন করবো না, শুধু একটা জিনিস। তোমাকে যখন গ্রেপ্তার করা হয় তার আগমুহূর্তে আমি তোমার চোখে পানি দেখেছিলাম, সেটা কি সত্যি ছিলো?"

আমার প্রশ্নটা শুনে জেজি বড় ক'রে একটা নিঃশ্বাস নিলো, "সেটা জেনে আর কী লাভ অ্যালেক্স, ভালো থেকো। তোমার বাচ্চাদেরকে শুভেচ্ছা জানিয়ো," বলে জেজি ঘুরে দাঁড়ালো।

আমি ওয়ালেসের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাইরে এসে গাড়িতে উঠলাম।

BanglaBook.org

মনটা একটু খারাপ হয়ে গেছে কিন্তু পুরো কেসটা সফলভাবে শেষ করতে পেরেছি ভাবতে বেশ ফ্রেশ লাগছে। ড্যামন আর জেনেলিকে কথা দিয়েছি কয়েকদিনের ছুটি নিয়ে ওদেরকেসহ নানা মামাকে নিয়ে ছুটি কাটাতে যাবো। ভাবছি আজকে একটা ভালো দিন, আজই যাওয়া যেতে পারে। আমি গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিলাম। বাচ্চাদেরকে ছুটির জন্যে তৈরি করতে হবে।

সমাপ্ত

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG